

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৫৮

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
চন্দ্রশেখর চৌধুরী
লক্ষ্মী প্রেস
১২ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

ইউ. এস. ১০১ দিয়ে ঘুরে ট্যাকসি চলল সমুদ্রের দিকে। রাস্তাটা এক বাদামী পাহাড়ের পাদদেশ চিরে ঘুরে-ফিরে গিয়ে পড়েছে এক গভীর গিরিখাতে, ধারে সারি-সারি ওকের ঝোপঝাড়।

ড্রাইভার বলল, 'এটা ক্যাব্রাইলো গিরিখাদ।'

কোথাও কোন বাড়ি-ঘর নজরে আসছিল না। 'এখানকার লোকজন কি গুহায় থাকে?'

'জীবনেও না। বাড়ি-ঘরদোর সব নিচে, সমুদ্রের ধারে।'

মিনিটখানেক বাদে আমি সমুদ্রের গন্ধ পেতে লাগলাম। আরেকটি বাঁকের শেষে আমরা গিয়ে প্রবেশ করলাম সমুদ্রের শীতলমণ্ডলে। রাস্তার পাশে একটি সাইনবোর্ডে লেখা: 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি, প্রবেশের অনুমতি যে-কোন সময় প্রত্যাহার করা হতে পারে।'

ওকের ঝোপঝাড়ের জায়গায় পাম্-এর শৃঙ্খলা এবং মন্টেরি সাইপ্রেসের বেড়াচাপা। ঝারি-সিক্ত লন, ধবধবে সাদা গাড়ি-বারান্দা, লাল টালির ছাদ এবং সবুজ গ্রীণ আমার চোখে পড়ল। একটি রোল্স আমাদের পাশ দিয়ে বাতাসের ঝাপ্টার মতো বেরিয়ে গেল, চালকের জায়গায় একটি মেয়ে। আমার মনে হ'ল সত্যি নয়।

গিরিখাতের তলার দিকে হাল্কা নীল কুয়াশা পাতলা ধোঁয়ার মতো, যেন ধীরে-পোড়া টাকার ধোঁয়া। তার ভেতর দিয়ে সমুদ্রকেও মূল্যবান মনে হচ্ছিল, গিরিখাতের মুখে যেন এক শক্ত গোছের কীলক গোঁজা—উজ্জ্বল নীল এবং পাথরের মতো ঝকঝকে। প্রশান্ত মহাসাগরকে এত ছোট আমি আর কখনো দেখিনি।

ইউ গাছের পাহারার মাঝখান দিয়ে আমরা গাড়িপথ পেলাম, সেটা ঘুরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে সমুদ্রের দিকে। গভীর এবং বিস্তৃতভাবে সমুদ্র ছড়িয়ে গেছে হাওয়াই অভিমুখে। বাড়িটা মাঝামাঝি সমুদ্রের উপকূলস্থ খাড়া অংশের কাঁধ বরাবর, গিরিখাতের দিকে পিছন করা। বাড়িটা লম্বা এবং নিচু ধরনের। প্রান্তভাগগুলি মিশেছে এক স্থূলকোণে, প্রকাণ্ড সাদা তীরের মুখের

মতো সমুদ্রের দিকে তার লক্ষ্য। গুল্মকুঞ্জির পর্দার ভেতর দিয়ে টেনিস কোর্টের শুভ্র মাভা, একটি পুলের নীল-সবুজ কাঁপা-কাঁপা দীপ্তি আমার চোখে পড়ল।

গাড়িপথ পাখার আকারে, ড্রাইভার গিয়ে থামল কতকগুলি গ্যারেজের পাশে। 'এই যে, এইখানে সেই গুহাবাসীরা থাকে। আপনি পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকতে চান?'

'আমার জাঁক নেই।'

'আমাকে কি অপেক্ষা করতে বলেন?'

'বোধহয়।'

সবুজ লিনেন সেমিজ গোছের পরে এক ভারিক্কি ধরনের মহিলা পিছনের গাড়িবারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে ট্যাকসি থেকে আমার নামা দেখতে লাগলেন। 'মিঃ আর্চার?'

'হ্যাঁ। মিসেস স্যাম্পসন?'

'মিসেস ক্রোমবার্গ। আমিই বাড়ির সব তদারক করি।'

তাঁর রেখা-আঁকা মুখের ওপর দিয়ে একটু হাসি খেলে গেল। অনেকটা চষা খেতের ওপর দিয়ে সূর্যের আলো চলে যাওয়ার মতো। 'আপনি ট্যাকসি ছেড়ে দিতে পারেন। হয়ে গেলে ফিলিকস্ আপনাকে শহরে পৌছে দিয়ে আসতে পারবে।'

ড্রাইভারের পয়সা চুকিয়ে আমি পেছন থেকে আমার ব্যাগ নিলাম। ব্যাগটা হাতে নিয়ে আমি একটু অপ্রস্তুতে পড়লাম। কাজটা একঘণ্টা লাগবে, না একমাস আমি জানি না।

মিসেস ক্রোমবার্গ বলল, 'আপনার ব্যাগ আমি স্টোররুমে রেখে দেব। মনে হয় না, ব্যাগের দরকার হবে।'

ক্রোমিয়াম এবং পোর্সিলেনে মোড়া রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে সে আমাকে তলার হল-এ নিয়ে এল, হলটা পাতালঘরের মতো ঠাণ্ডা এবং চাপা, তারপর সেখান থেকে এক খুপরি ঘরে। বোতাম টিপতে সেটা উঠে চলল তিন তলায়।

'সব রকমের আধুনিক ব্যবস্থা,' আমি তার পেছন থেকে বললাম। 'মিসেস স্যাম্পসনের পায়ে যখন চোট লাগে, তখন এটা লাগাতে হয়েছিল। সাড়ে সাত হাজার ডলার খরচ পড়ে।'

আমার মুখ চাপা দিতে যদি একথা বলা হয়ে থাকে তাহলে মুখ আমার সত্যিই বন্ধ হল। লিফ্‌ট থেকে নেমে হল-এর উলটো দিকে একটি দরজায় সে টোকা দিল। কেউ সাড়া দিল না। আবার টোকা দিয়ে সে দরজাটা

ঠেলে খুলল। উঁচু, সাদা ঘর—নারীসুলভ হবার পক্ষে অতিরিক্ত বড় আর খালি। প্রকাণ্ড খাটের ওপর দিকে একটি ড্রেসিং টেবিল, তাতে সাজানো একটি ঘড়ির ছবি, একটি মানচিত্র এবং মেয়েদের একটি টুপি। দেশ-কাল-যৌনতা দেখাচ্ছিল কুনিয়োশির মতো।

বিছানা ধামসানো কিন্তু খালি। 'মিসেস স্যাম্প্‌সন' বাড়ির পরিচালিকা ডাকল।

একটি শীতল গলা তার জবাব দিল: 'আমি সান-ডেকে। কী চাই?'

'মিঃ আর্চার এসেছেন। যাঁকে তার পাঠিয়েছিলেন।'

'ওঁকে, এখানে আসতে বল। আর, আমার জন্যে আরেকটু কফি নিয়ে এস।'

'ফ্রেঞ্চ উইনডো দিয়ে আপনি চলে যান,' এই কথা বলে বাড়ির পরিচালিকা মিসেস ক্রোমবার্গ চলে গেল।

আমি বাইরে যেতে মিসেস স্যাম্প্‌সন বই থেকে মুখ তুলে তাকালেন। তিনি বেলার রোদে পিঠ ফিরিয়ে আধশোয়া হয়েছিলেন। একটি তোয়ালে তাঁর শরীরকে জড়িয়েছিল। তাঁর পাশে একটি হুইল চেআর। কিন্তু তাঁকে দেখে পঙ্গু মনে হচ্ছিল না। তিনি বেশ রোগা, আর তামাটে। মনে হচ্ছিল রোদ খেয়ে খেয়ে তাঁর ত্বক শক্ত হয়ে উঠেছে। চুল ব্লীচ্ করা, অপরিসর মাথায় চুলগুলি আঁটসাট হয়ে কুঁকড়ে আছে, ফেটানো সরের ফোঁটার মতো। মেহগনি থেকে কুঁদে বের করা মূর্তির বয়স যেমন বলা শক্ত তেমনি তাঁরও বয়স বলা সমান কঠিন।

বইটি পেটের ওপর ফেলে তিনি তাঁর হাত আমাকে দিলেন। 'আমি আপনার কথা শুনেছি। যখন মিলিসেন্ট ড্রিউ ক্লাইডের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করল, তখন আপনি খুব সাহায্য করেন, ও আমাকে বলেছিল! কীভাবে তা অবশ্য আমাকে বলেনি।'

আমি বললাম, 'সে এক দীর্ঘ কাহিনী আর নোংরাও বটে।'

'মিলিসেন্ট আর ক্লাইড ভীষণ নোংরা, তাই মনে হয় না আপনার? এইসব কান্তিবাদী পুরুষগুলো যা হয়। আমার সব সময় সন্দেহ হয়েছে, ওর মিসট্রেসটি মেয়েমানুষ নয়।'

'আমার মক্কেলদের ব্যাপারে আমি কখনো মাথা ঘামাই না।' এর সঙ্গে আমি তাঁকে আমার বালসুলভ হাসি উপহার দিলাম। সাজানো কিংবা তার চেয়েও খারাপ।

'কিংবা তাদের সম্বন্ধে কথাও বলেন না?'

'কিংবা তাদের সম্বন্ধে কথাও বলি না। এমন কি সেই মক্কেলদের সঙ্গেও নয়।'

মহিলার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার এবং তাজা কিন্তু হাসিতে তাঁর অসুস্থতা ছিল, সুরেলা ধ্বনির তলায় তিক্ততার একটু টিনটিনে আওয়াজ বাজছিল'। আমি ওঁর চোখের দিকে তাকালাম, সুন্দর তাম্রাভ শরীরের তলায় চোখ জোড়া কিছু যেন লুকিয়ে রেখেছিল—কোন ভয় এবং অসুস্থতা। তিনি চোখের পাতা নামালেন।

'বসুন, মিঃ আর্চার। আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি কেন, একথা ভেবে আপনি হয়তো অবাক হচ্ছেন। নাকি আপনি অবাকও হন না?'

আমি তাঁর পাশের ডেক চেআরে বসলাম। 'আমি অবাক হই। এমন কি অনুমানও করি। আমার বেশির ভাগ কাজই বিবাহ-বিচ্ছেদের। দেখতেই পাচ্ছেন, উঞ্ছবৃত্তি করি।'

'আপনি আত্মনিন্দা করছেন, মিঃ আর্চার। আর গোয়েন্দার মতো কথাবার্তাও আপনি বলেন না, বলেন কি? বিবাহ বিচ্ছেদের কথা তুলেছেন আপনি। একটা কথা পরিষ্কার করে দিতে চাই, বিবাহ-বিচ্ছেদ আমার কাম্য নয়। বরং আমি চাই, বিয়েটা আমার থাকুক। স্বামীর চেয়েও আমি বেশিদিন বাঁচি, এই আমার ইচ্ছে।'

আমি কোন কথা বললাম না, আরও শোনার জন্যে অপেক্ষা করলাম। তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখে মনে হল, তাঁর বাদামী ত্বক একটু যেন খরখরে হয়ে উঠেছে, কেমন যেন শুকনো। তাঁর তামাটে গায়ে রোদ হানছিল, হানছিল আমার মাথায়। তাঁর পায়ের এবং হাতের নখে একই রক্ত-রঙ।

'এটা শুধু টিকে থাকার ব্যাপার নয়। আপনি বোধহয় জানেন, আমি আর হাঁটতে পারি না। কিন্তু ওঁর চেয়ে আমি বিশ বছরের ছোট এবং আমি অনেকদিন বাঁচতে চাই।' তাঁর তিক্ততা গলার ভেতর দিয়ে বোল্‌তার মতো গুঞ্জন করে উঠল।

মহিলা নিজেই সেটা শুনলেন এবং এক ঢোকে গিলে ফেললেন। 'বাইরেটা যেন অগ্নিকুণ্ড, তাই না? পুরুষদের সব সময় কোট পরে থাকতে হবে, এটা ঠিক নয়। আপনি বরং খুলে ফেলুন।'

'না, ধন্যবাদ।'

'আপনি বড় বেশি ভদ্দরলোক।'

'আমার কোটের তলায় বন্দুকের খাপ। এবং আমি এখনো ভাবছি। টেলিগ্রামে আপনি অ্যালবার্ট গ্রেভ্‌স-এর কথা লিখেছিলেন।'

'উনি আপনার নাম করেন। রাল্‌ফের উকিল। লাঞ্চ-এর পরে আপনি তাঁর সঙ্গে আপনার টাকা-পয়সার ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে পারেন।'

'উনি আর ডি. এ. নন ?'

'যুদ্ধের পর থেকে আর নেই।'

'৪০ এবং ৪১ সালে আমি ওঁর হয়ে কিছু কাজ করি। তারপর থেকে আর দেখাসাক্ষাৎ নেই।'

'আমাকে বলেছে, আমাকে বলেছে, আপনি লোকের তল্লাশী করতে ওস্তাদ।' মহিলা সাদা হাসি হাসলেন। তাঁর অন্ধকার মুখে সেই হাসি লোলুপ বিস্ময় হয়ে রইল। 'লোক খুঁজে বের করতে সত্যি আপনি ওস্তাদ, মিঃ আর্চার ?'

'নিখোঁজ লোক বলা-ই ভাল। আপনার স্বামী তো নিখোঁজ ?'

'ঠিক নিখোঁজ নয়। নিজেই গেছেন কিংবা কারুর সঙ্গে। আমি যদি মিসিং ব্যুরোতে খবর করি উনি খুব রাগ করবেন।'

'বুঝেছি। আপনি চান, সম্ভব হলে আমি তাঁকে খুঁজে বের করি এবং তাঁর সঙ্গী সাথীদের তত্ত্বতল্লাশ করি। কিন্তু তারপর কী ?'

'এইটুকু আমায় বলে দিন সে কোথায় এবং কাদের সঙ্গে। বাকিটা আমি নিজে করে নেব। যদিও আমি অসুস্থ এবং আমার পা নেই।'

নিচু গলায় নাকীসুরে মহিলা নালিশ জানালেন।

'কবে গেছেন উনি ?'

'কাল বিকেলে।'

'কোথায় ?'

'লস এঞ্জেলেস। উনি ছিলেন লা-ভেগায়, ওর কাছাকাছি আমাদের একটা মরু-বাড়ি আছে কিন্তু কাল বিকেলে উনি অ্যালানের সঙ্গে প্লেনে লস এঞ্জেলেসে চলে আসেন। অ্যালান হচ্ছে ওঁর পাইলট। রাল্‌ফ তার চোখে ধুলো দিয়ে বিমান বন্দর থেকে কোথায় চলে যায়।'

'কেন ?'

'আমার মনে হয় খুব নেশা করেছিল।' মহিলা তাঁর লাল ঠোঁট অবজ্ঞায় উল্টে ধরলেন। 'অ্যালান বলছিল সারাক্ষণ ড্রিংক করেছে।'

'আপনি মনে করেন উনি প্রচণ্ড নেশার ঘোরে এই কাজ করেছেন। প্রায়ই এরকম করেন বুঝি ?'

'প্রায় নয়, পুরোপুরি। নেশা করলে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে।'

'আর কাম-টাম ?'

'সব পুরুষরাই করে, করে না? কিন্তু তা নিয়ে আমি ভাবিত নই। এই সব সময় টাকা-পয়সার ব্যাপারে ওর কোন হুঁশ থাকে না। মাস কয়েক আগে একটার সঙ্গে পাকিয়েছিল, তাতে পাহাড়-প্রমাণ টাকা গেছে।'

'পাহাড় প্রমাণ?'

'পুরো একটা হান্টিং লজসুদ্ধ।'

'কোন মেয়েমানুষকে দিয়েছিলেন?'

'তা দিলেও তো বুঝতুম। উনি দিয়েছেন এক পুরুষমানুষকে। লম্বা সাদা দাড়িওয়ালা লস এঞ্জেলেসের এক সন্ত্ মানুষকে।'

'কোমল প্রাণ বলে মনে হচ্ছে।'

'রাল্‌ফ? আপনি যদি ওর মুখের ওপর একথা বলেন তাহলে ও আপনার দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই বদ্ধ পাগল হয়ে যাবে। জীবন শুরু করেছিল বদ্‌মেজাজী তেলের অপারেটর হিসেবে। আপনি তো জানেন, এরা কী ধাঁচের হয়—আধা মানুষ, আধা কুমির, বুকে যেখানে হৃৎপিণ্ড থাকার কথা, সেখানে টাকার থলি। যখন মাতাল হয় না, এ অবস্থা তখনকার। কিন্তু মদ ওকে কোমল করে তোলে অন্তত বছর কয়েক ধরে তাই করছে। কয়েক পাত্তর পেটে গেল ও খোকাটি হয়ে যায়। তখন মা জাতীয় মেয়েমানুষ বা বাবাজাতীয় লোক খুঁজে বেড়ায়। নাকের জল, চোখের জল মুছবার আঁচল চাই তো। কিংবা দুষ্টুমি করলে যে কয়েক ঘা দেবে। আমার কথাগুলো কি নিষ্ঠুর লাগছে? আমি শুধু বাস্তব অবস্থাটা তুলে ধরছি।'

'হ্যাঁ,' আমি বললাম। 'আরেকটা পাহাড় দিয়ে দেবার আগে আপনি চান আমি ওঁকে খুঁজে বের করি।' জীবিত কিংবা মৃত, ভাবলাম বলি। কিন্তু আমি মহিলার বিবেক নই।

'আর যদি কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে থাকে তাহলে স্বভাবতই আমি আগ্রহী হব। তার বিষয়ে সব কথাই আমি জানতে চাইব, কেননা, এমন একটা সুযোগ তো আমি ছেড়ে দিতে পারি না।'

আমি ভাবছিলাম মহিলার বিবেকটি কে?

'কোন বিশেষ স্ত্রীলোকের কথা আপনার মনে হচ্ছে?'

'আমার প্রতি রাল্‌ফের তত আস্থা নেই—আমার চেয়ে মিরান্দার সঙ্গে সে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ। এবং আমার সে সাধ্য নেই যে আমি ওর পেছনে ফেউয়ের মতো লেগে থাকি। সেইজন্যে আমি আপনার সাহায্য নিচ্ছি।'

'স্পষ্ট করে বলতে গেলে।' আমি বললাম।

'আমি সব সময় স্পষ্ট করেই বলি।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাদা জ্যাকেট পরা একটি ফিলিপিনো ছোকরা চাকর ফ্রেঞ্চ উইনডোয় উদয় হল। 'আপনার কফি মিসেস স্যাম্প্‌সন।'

রুপোর কফি সরঞ্জাম ছোকরা এক নিচু টেবিলে রাখল, মহিলার চেআরের পাশেই। ছোকরার হাত পা নাড়া ছোট মাপের এবং ক্ষিপ্র। ছোট, গোল মাথায় তার চুলগুলি চকচকে এবং কালো এক পোঁচ গ্রীজের মতো।

'ধন্যবাদ ফিলিক্স।' চাকরবাকরদের ওপর মহিলা খুব সদয় কিংবা আমাকে দেখাতে এই রকম করছেন। 'আপনি একটু খাবেন, মিঃ আর্চার?'

'না, ধন্যবাদ।'

'আপনার বোধহয় ড্রিঙ্ক হলে ভাল হয়।'

'লাঞ্চের আগে নয়। আমি নতুন ধাঁচের ডিটেকটিভ।'

তিনি হাসলেন এবং কফিতে চুমুক দিলেন। আমি উঠে পড়লাম, সানডেকের যেখানটা সমুদ্রের শেষদিকে গিয়ে পড়েছে, সেদিকটায় হেঁটে গেলাম। তলায় চত্বর, চত্বর লম্বা, সবুজ সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গেছে উপকূলস্থ খাড়া অংশের শেষ প্রান্তে, সেটা যেন হঠাৎ তীক্ষ্ণভাবে নেমে গেছে তীরের দিকে।

জলে ঝপাং করে শব্দ শুনলাম, বাড়ির এককোণ থেকে এল শব্দটা, আমি রেলিংএর ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়লাম। পুলটা ওপরের চত্বরে, নীল টালি ঘেরা ডিম্বাকৃতি সবুজ জল। জলে নেমেছিল একটি ছেলে ও একটি মেয়ে, সীলের মত তারা জল কেটে যাচ্ছিল। মেয়েটি ছেলেটিকে ধাওয়া করছিল। ছেলেটি তাকে ধরা দিল।

তারপর তারা পুরুষ ও নারী হয়ে উঠল এবং চলনশীল দৃশ্যটি স্বর্ণে জমে গেল। জল তুলছিল এবং মেয়েটির হাত। ছেলেটির পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটি, দু'হাতে সে তার কোমর জড়িয়ে ছিল। ছেলেটির পাঁজরের ওপর দিয়ে মেয়েটির আঙুল আলগাভাবে চলাচল করতে লাগল যেন নরম করে বীণা বাজাচ্ছিল। তারপর ছেলেটির বুকের একগোছা চুল সে খামচে ধরল। তার পিঠে নিজের মুখ লুকলো ছেলেটির মুখে অহংকার এবং রাগের ভাব ছিল। দেখাচ্ছিল অন্ধ ব্রোঞ্জের মূর্তির মতো।

মেয়েটির হাত সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সিঁড়ি ধরে উঠে গেল। মুখ দেখে মনে হচ্ছিল মেয়েটি খুব আঘাত পেয়েছে। তার হাত দুটো ঝুলে পড়ল যেন উদ্দেশ্য হারিয়েছে। পুলের এক ধারে বসে জলে পা দোলাতে লাগল।

শ্যামবর্ণ তরুণটি দেড় পাক ডিগবাজি খেয়ে স্প্রীংবোর্ড-এর ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ল। মেয়েটি তাকাল না। তার চুলের ডগা একফোঁটা চোখের জলের মতো খসে পড়ল এবং বুকের মাঝে লুটিয়ে গেল।

মিসেস স্যাম্প্সন আমার নাম ধরে ডাকলেন। 'আপনার তো লাঞ্চ হয় নি ?'

'না।'

'তাহলে ফিলিক্স, পেসিওতে তিনজনের জন্যে লাঞ্চ। আমি এখানে যেমন খাই তেমনি খাব।'

ফিলিক্স একটু মাথা নোয়াল তারপর চলে যেতে গেল। মহিলা পিছন থেকে ডাকলেন। 'আমার ড্রেসিংরুম থেকে মিঃ স্যাম্প্সনের ছবিটা আন না। কেমন দেখতে, আপনাকে তো জানতে হবে, তাই না মিঃ আর্চার ?'

চামড়ার ফোল্ডারে স্থূল মুখ পাতলা ঈষৎ সাদা চুল এবং কষ্টার্জিত হাঁ-মুখ। গুরু নাকটি ঋজু হয়ে উঠতে উঠতে একগুঁয়ে হয়ে উঠেছে। ফোলা চোখের পাতাকে যে হাসি ঢেকে ফেলেছে এবং শিথিল গালে ভাঁজ ফেলেছে সেই হাসিটি নিশ্চল এবং জোর করে আনা। এ-হাসি আমি শবাগারে দেখেছি মৃত্যুর মেকি মুখে। আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল, আমাকেও একদিন বুড়ো হতে হবে এবং মরতে হবে।

মিসেস স্যাম্প্সন বললেন, 'আহা বেচারা! কিন্তু আমারই তো।'

ফিলিক্স একটা আওয়াজ করল। সেটা 'কুট' করে কাটার শব্দ কিংবা ঘোঁতঘোঁত অথবা দীর্ঘশ্বাস কিছু একটা হতে পারে। তার এই মন্তব্যের পর আমি আর কিছু যোগ করার কথা ভেবে পেলাম না।

ফিলিক্স পেসিওয় লাঞ্চ পরিবেশন করল। পেসিওটি পাহাড়াঞ্চল এবং বাড়ির মাঝখানে লাল টালির এক ত্রিভুজ বিশেষ। দেওয়ালের ওপরে যে ঢালু ধাপ তাতে মাটি ফেলে অ্যাগেরেটাম এবং লোবেলিয়ার সবুজ নীল একটানা তরঙ্গ।

ফিলিক্স যখন আমাকে বাইরে নিয়ে এল, শ্যাম তরুণটি তখন সেখানেই ছিল। রাগ এবং অহংকার তখন সে সরিয়ে রেখেছে, পরনে হালকা ধরনের স্যুট, বেশ সহজ স্বচ্ছন্দ দেখাচ্ছিল। আমাকে খানিক খাটো প্রতিপন্ন করতে সে যখন দাঁড়িয়ে উঠল, তখন বুঝলাম ছোকরা যথেষ্ট লম্বা। ছ' ফুট তিন কিংবা চার। হাতের মুঠো বেশ কঠিন।

'অ্যালান টেগার্ট আমার নাম। স্টাম্প্‌সনের প্লেনের আমি পাইলট।'

'লিউ আর্চার।'

তার বাঁহাতে অল্প একটু পানীয়ের গ্লাস, সেটিকে ঘোরাতে লাগল।

'আপনি কী ড্রিঙ্ক করছেন?'

'দুধ।'

'ঠাট্টা করছেন না তো। আমি ভেবেছিলাম। আপনি একজন ডিটেকটিভ।'

'গাঁজানো-অশ্বিনী দুগ্ধ আর কি!'

ছোকরার বেশ সুন্দর, সাদা হাসি 'আমার জিন এবং বিটার। এ অভ্যেস পোর্ট মোর্‌স বাই থেকে।'

'যথেষ্ট উড়েছেন?'

'পঞ্চান্নটি ট্রিপ। এবং কয়েক হাজার ঘণ্টা।'

'কোথায় কোথায়?'

'বেশির ভাগ ক্যারোলাইনসে। আমার একটি পি-৩৮ ছিল।'

তার বলার ধরনে প্রেমের স্মৃতি ছিল, এটি মেয়ের নামের মতো।

এই সময় মেয়েটি বেরিয়ে এলো, কালো ডোরাকাটা পোশাক পরে। যথাস্থানে সংকুচিত এবং অন্যত্র পরিপূর্ণ। তার গাঢ় লাল চুল ততক্ষণে শুকনো এবং বুরুশ টানা ঘাড়ের আশপাশে বুদ্‌বুদ তুলছিল। তামাটে মুখে সবুজ চোখ-জোড়া অদ্ভুত জলজ্বলে দেখাচ্ছিল।

টেগার্ট তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। সে সিম্প্‌সনের মেয়ে মিরান্দা। ক্যানভাসের ছাতার তলায় এক ধাতব টেবিলে সে আমাদের বসাল, ছাতাটা টেবিলের মাঝখানে এক লোহার গুঁড়ি থেকে গজিয়ে উঠেছে। আমার স্রামন ম্যায়োনাইজের ওপর দিয়ে মেয়েটিকে আমি লক্ষ্য করলাম, বেশ লম্বা গোছের মেয়ে, তার নড়াচড়া চলাফেরায় এক ধরনের বেঢপ মনোহারিত্ব আছে। প্রায় একুশের মতো বয়স, মিসেস স্টাম্প্‌সনের মেয়ে হবার পক্ষে একটু বেশি বড়।

'আমার সৎমা—' এমনভাবে বলল মেয়েটি যেন আমি স্বগতোক্তি করছিলাম। 'আমার সৎমা সব সময় একটা চরম কিছু না করে থাকতে পারেন না।'

'আপনি আমার কথা বলছেন, মিস্‌ স্টাম্প্‌সন? আমি অত্যন্ত পরিমিত টাইপের।'

'সবিশেষ আপনি নন। সব কিছুই উনি চরম করে ছাড়েন। অন্য লোকেরাও ঘোড়া থেকে পড়ে কিন্তু কোমর থেকে তলার দিকটা একদম পড়ে যায় না। কিন্তু এলেইনের তো তা হবে না। আমার মনে হয় এটা মানসিক

ব্যাপার। আগেকার পাগল করা রূপও আর নেই অতএব তিনি প্রতিযোগিতার আসর থেকে সরে দাঁড়ান। ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ায় আবার একটি সুযোগ আসে। আমি যদ্দুর জানি, উনি ইচ্ছে করেই পড়েছিলেন।'

টেগার্ট হ্রস্বভাবে হাসল। 'ও কথা থাক, মিরান্দা।'

মিরান্দা ওর দিকে রেগে রেগে তাকাল। 'তোমায় এর জন্যে কেউ দায়ী করবে না।'

আমি বললাম, 'আমার এখানে আসার কোন মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে?'

'আমি ঠিক জানিনা আপনার এখানে আসার হেতু কী?'

'রাল্‌ফকে খুঁজে বের করা নাকি ওইরকম কিছু?'

'ওইরকম কিছু।'

'আমার মনে হয় এলেইনের কিছু একটা মতলব আছে। একজন লোক একরাত্তির বাড়ির বাইরে বলে ডিটেকটিভ ডাকাটা বেশি বাড়াবাড়ি, একথা আপনাকে মানতেই হবে।'

'আমাকে নিয়ে যদি আপনার চিন্তা তাহলে জানাই আমি যথেষ্ট হুঁশিয়ার।'

'আমি কোন কিছুর জন্যেই চিন্তিত নই।' মিরান্দা খুব মিষ্টি করে জানাল। 'আমি শুধু মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ভেবে দেখছিলাম।'

ফিলিপিনো ছোকরা চাকরটি নিঃশব্দে পেসিওর ওদিকে সরে গেল। ফিলিক্‌স এর স্থির হাসি মুখোশের মতো, তার পেছনে তার নিজের ব্যক্তিত্ব একা একা অপেক্ষা করছে। ছড়ে যাওয়া ধরনের কালো চোখের তলা থেকে চোরা চাহনিতে উঁকি দিচ্ছে। আমার মনে হল, তার তীক্ষ্ণ কান আমি যা-যা বলেছি তার প্রত্যেকটি কথা শুনেছে, আমার শ্বাসপ্রশ্বাস গুনতি করছে এবং আমার হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি আওয়াজ পরিষ্কারভাবে আলাদা করে তুলে নিতে পেরেছে।

টেগার্টের অস্বস্তি হচ্ছিল বোধহয় সে আচমকা বিষয়ান্তরে গেল 'আমি বোধহয় এর আগে সত্যিকার ডিটেকটিভ কখনো দেখিনি।'

'আমার একটা অটোগ্রাফ দেব'খন তাতে শুধু 'এক্স' বলে সইকরা থাকবে।'

'না, সত্যি। ডিটেকটিভদের সম্বন্ধে আমার খুব আগ্রহ। পাইলট হবার আগে আমি একবার ভেবেছিলাম, ডিটেকটিভ হব। বেশির ভাগ বাচ্চারাই বোধ হয় এক সময় ডিটেকটিভ হবার কল্পনা করে।'

'বেশির ভাগ বাচ্চারা কল্পনায় আটকে থাকে না।'

'কেন? এ-কাজ আপনার পছন্দ নয়।'

'এতে আমাকে যত অকাজ কুকাজ থেকে দূরে রাখে—এই আর কি।'

আপনি তাহলে মিঃ স্থাম্প্‌সনের সঙ্গে ছিলেন? যখন তিনি হঠাৎ নজরের বাইরে চলে যান?'

'ঠিক।'

'কী ধরনের জামাকাপড় উনি পরেছিলেন তখন?'

'স্পোর্টস পোশাক। হ্যারিস টুঈড জ্যাকেট, বাদামী পশমী শার্ট এবং স্ল্যাক্‌স। টুপি নয়।'

-'ঠিক কখন সেটা?

'সাড়ে তিনটে নাগাদ। আমরা যখন কাল বিকেলে ব্যুরব্যাংকে নামি। মিঃ স্থাম্প্‌সন একটা লিমোজিন পাঠাবার জন্যে বলতে হোটেলে ফোন করতে যান।'

'কী হোটেল?'

'দি ভ্যালেরিও।'

উইলশায়ারের কাছে পুয়েবলোয়?'

মিরান্দা বলল, 'রাল্‌ফ ওখানে একটা বাংলো রাখে। জায়গাটা নিরিবিলি বলে ওর খুব পছন্দ।'

'নেমে আমি যখন প্রধান প্রবেশ পথে যাই,' টেগার্ট বলে চলে, 'মিঃ স্থাম্প্‌সন ততক্ষণে উধাও। আমি এ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাই নি! উনি প্রচণ্ড ড্রিংক করছিলেন, সেটাও তেমন অস্বাভাবিক নয় তা সত্ত্বেও নিজেকে উনি সামলাতে পারেন। একটু আহত হয়েছিলাম। পাঁচটা মিনিট উনি অপেক্ষা করতে পারলেন না বলে ব্যুরব্যাংকে আমি বেকায়দায় পড়ে রইলাম। ভ্যালেরিওয় যেতে তিন ডলার ট্যাক্‌সি ভাড়া পড়ে কিন্তু আমার তাও অবস্থা নয়।'

টেগার্ট মিরান্দার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, বলাটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিনা। কিন্তু মিরান্দা, মনে হল, মজা পেয়েছে।

'যাই হোক,' টেগার্ট বলল, 'আমি তো একটা বাস ধরে হোটেলে গেলাম। আধঘণ্টা অন্তর তিনটে বাস যায়। সেখানেও গিয়ে দেখি, নেই। অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম। তারপর প্লেন নিয়ে ফিরে আসি।'

'তিনি কি আদৌ ভ্যালেরিওতে গিয়েছিলেন?'

'না। আদৌ যাননি।'

'ওঁর মালপত্তরের কী হল?'

'মালপত্তর সঙ্গে ছিল না।'

'তার মানে উনি রাত কাটাবার কথা ভাবেননি?'

'তার মানে অবশ্য তা নয়,' মিরান্দা মাঝখানে বলে উঠল। 'ওঁর যা যা প্রয়োজন ভ্যালেরিওর বাংলোতেই থাকে।'

'হয়তো এখন গিয়ে থাকবেন।'

'না। এলেইন ঘণ্টায় ঘণ্টায় ফোন করছে।'

আমি টেগার্টএর দিকে ফিরে জিগ্যেস করলাম, 'উনি ওঁর পরিকল্পনার কথা কিছুই বলেন নি?'

'ভ্যালেরিওতে ওঁর রাত কাটাবার কথা ছিল।'

'আপনি যখন প্লেন দাঁড় করাচ্ছিলেন, কতক্ষণ উনি একলা ছিলেন?'

'পনেরো মিনিটের মতো হবে। বিশের বেশি নয়।'

'ভ্যালেরিও থেকে লিমোজিনকে তাহলে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হয়। হয়তো উনি হোটেলে মোটেই ফোন করেন নি।'

মিরান্দা বলল, 'কেউ হয়তো এয়ারপোর্টে এসেছিল, ওঁর সঙ্গে দেখা করতে।'

'লস এঞ্জেলেসে কি ওঁর অনেক বন্ধু?'

'বেশির ভাগ ব্যবসার খাতিরে। রাল্‌ফ কখনোই মেলামেশার লোক নয়।

'তাদের নামগুলো দিতে পারেন?'

মিরান্দা মুখের সামনে হাত আড়াল করল। যেন নামগুলো পোকামাকড়। 'আপনি বরং অ্যালবার্ট গ্রেভসকে জিগ্যেস করবেন। আমি ওঁর অফিসে ফোন করে জানিয়ে দেব যে আপনি যাবেন। ফিলিক্স আপনাকে গাড়িতে পৌঁছে দেবে। তারপর আপনি বোধহয় লস এঞ্জেলেসে যাবেন!'

'আরম্ভ করার পক্ষে ওটাই যুক্তিসঙ্গত জায়গা।'

'অ্যালান আপনাকে প্লেনে করে নিয়ে যেতে পারবে।' মিরান্দা দাঁড়িয়ে উঠল এবং তার দিকে এক ঝলক আধা-আয়ত্ত করা কর্তৃত্বে তাকাল।

'আজ বিকেলে তুমি বিশেষ কিছু করছ না, অ্যালান, করছ?'

অ্যালান বলল, 'আনন্দের সঙ্গে, তা না হলে এখানে বসে বসে আমার বিরক্তি ধরে যাবে।'

মিরান্দা চাবুকের বেগে বাড়ির ভেতর চলে গেল, খুব রেগে।

অ্যালানকে বললাম, 'ওকে একটু ক্ষান্ত দিন।'

সে উঠে আমাকে আড়াল করে দাঁড়াল, 'কী বলতে চান?'

স্কুলের উঁচু ক্লাসের উদ্ধত ছেলেদের মতো তার মধ্যে কেমন যেন আত্মতৃপ্ত ভাব ছিল, আমি তাতে ছুঁচ ফুটিয়ে দিলাম। 'মিরান্দার একজন লম্বা লোক দরকার। আপনার সঙ্গে ওর জোড় সুন্দর মিলবে।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়'। এ-পাশে ও-পাশে সে 'না'-এর ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল।

'বেশির ভাগ লোক আমার আর মিরান্দা সম্বন্ধে ওই কথা ভেবে নেয়।'

'মিরান্দাও নেয়?'

'অন্য একজন সম্বন্ধে আমার আগ্রহ ছিল। আপনার তাতে কোন দরকার নেই। এবং ওই হতচ্ছাড়া লোকটারও নয়।'

অ্যালান ফিলিক্স-এর কথা বলছিল। ফিলিক্স রান্নাঘরে যাবার দরজার দিকে দাঁড়িয়েছিল। সুট করে সরে গেল।

'হারামজাদাকে দেখলে আমার হাড়-পিত্তি জ্বলে যায়।' টেগার্ট বলল।

'সব সময় ও কাছে-পিঠে ঘুরঘুর করছে আর আড়ি পাতছে।'

'হয়তো স্বাভাবিক আগ্রহ।'

টেগার্ট চিঁহি-চিঁহি করল।

'এই জায়গাটা যে-যে জিনিসের জন্যে আমার দম আটকে ফেলে, ও হচ্ছে তার মধ্যে একটি। হ্যাঁ, পরিবারের লোকজনের সঙ্গে আমি একই সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করি কিন্তু মনেও ভাববেন না, দরকার মতো ওদের আমি চাকর নই। সামান্য এক উড়ন্ত শোফার।'

মনে মনে ভাবলাম, মিরান্দার কাছে নয়। কিন্তু সেকথা বললাম না। 'কাজটা তো যথেষ্ট সোজা-ই তাই না? স্যাম্প্‌সন বোধহয় বেশি চালাতে পারেন না।

'ওড়াউড়ির ব্যাপারে আমি কাতর নই। আমার ভালই লাগে। যেটা আমি পছন্দ করি না, সেটা হ'ল ওই বুড়ো লোকটির রক্ষী হয়ে থাকা।'

'ওঁর রক্ষী লাগে বুঝি?'

'হাতে স্টিয়ারিং থাকলে ওঁকে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। মিরান্দার সামনে ওঁর সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলতে পারব না। কিন্তু গত হপ্তায় মরু-বাড়িতে উনি যা করেছিলেন, আপনার মনে হবে মদ খেয়েই বুঝি উনি নিজেকে মেরে ফেলতে চাইছেন। দিনে তিন পাইট। ওই পরিমাণ যখন ড্রিংক করেন তখন উনি খোয়াব দেখতে থাকেন, ওঁর বোলবোলাও বাড়ে। একটা মাতালের ছেলে-মানুষী দেখতে দেখতে আমার শরীর খারাপ হয়ে যায়। তারপর উনি গদগদ হয়ে ওঠেন। আমাকে দত্তক নিতে চান, বলেন আমাকে একটা এয়ারলাইন কিনে দেবেন।'

এক বয়স্ক মাতাল লোককে ভ্যাঙাতে গিয়ে টেগার্ট-এর গলা রুক্ষ এবং

শিথিল হয়ে উঠল: 'বাবা অ্যালেন, তোমার ভার আমার। তোমার এয়ারলাইন তুমি পাবে।'

'কিংবা একটা পাহাড় ?'

'এয়ারলাইন-এর ব্যাপারে আমি কিন্তু ঠাট্টা করছি না। উনি চাইলে দিতে পারেন। কিন্তু যখন হুঁশে থাকেন, তখন কাউকে কিছু দেন না। একটা আধলাও নয়।'

'স্কিজো,' আমি বললাম। 'এরকম কেন করেন ?'

'আমি ঠিক জানি না। ওপরে যে মেয়েমানুষটি আছে, সে সকলকে পাগল করে ছাড়তে পারে। তাছাড়া যুদ্ধে উনি ছেলেকে হারান। এইজন্যেই বোধহয় আমাকে দরকার। আসলে সারাক্ষণের এক পাইলট ওঁর দরকার নেই। ববি সিম্প্‌সন নিজেও প্লেন চালাতে পারত। সাক্কাসিমায় তার প্লেন গুলি করে নামানো হয়। মিরান্দা মনে করে বুড়ো লোকটি তার পর থেকেই কাত হয়েছেন।'

'মিরান্দার সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক কীরকম ?'

'বেশ ভালই। তবে ইদানীং গোলমাল হচ্ছিল। স্যাম্পসন্‌ ওর বিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলেন।'

'বিশেষ কারুর সঙ্গে ?'

'অ্যালবার্ট গ্রেভ্‌স।' মড়ার মতো মুখ করে বলল টেগার্ট, না এদিকে না ওদিকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সমুদ্রের কাছাকাছি শহরের তলার দিক থেকে বড় সড়ক সান্টা টেরেসায় প্রবেশ করেছে। মাইলখানেক ঘিঞ্জি আর নোংরার মধ্যে দিয়ে আমাদের গাড়ি চলল; পড়-পড় বস্তি এবং দোকানের সম্মুখস্থ জীর্ণ শীর্ণ তাঁবু, যেখানে ফুটপাথ হবার কথা, সেখানে কাঁচা রাস্তা, কালো-তামাটে বাচ্চারা ধুলোয় খেলা করছে। বড় রাস্তার ধারে গোটাকতক ট্যুরিস্ট হোটেল, নিয়ন জ্বলছে, গরগরে লাল-রঙ করা কষা মাংসের দোকান, জীর্ণ সব পানশালা যেখানে বাউণ্ডুলেরা এসে জুটছে। রাস্তার অর্ধেক লোকের ছোটখাট, রেড ইণ্ডিয়ান চেহারা এবং মরক্কো মুখ। ক্যাব্‌রাইলো গিরিখাতের পর থেকেই আমার মনে হচ্ছিল, আমি এক

অন্য গ্রহে এসে পড়েছি। ক্যাডিলাকখানা যেন স্পেস-শীপ, মাটির একটু ওপর দিয়ে আল্‌তোভাবে ভেসে চলেছিল।

বড় রাস্তায় পড়ে ফিলিক্‌স বাঁ-হাতি মোড় নিল, সমুদ্র থেকে দূরে। আমরা যত উপরে উঠলাম, রাস্তাও তত বদ্‌লে যেতে লাগল। পুরুষেরা রঙচঙে শার্ট আর সীয়ারসাকার স্যুট, মেয়েরা স্ন্যাক্‌স আর মিড্রিফ পরে বিভিন্ন জাতের ঔদরিক বিন্যাস প্রদর্শন করতে করতে ক্যালিফোর্নিয়া-স্প্যানিশ দোকান এবং অফিস-বাড়ি থেকে ঢুকছিল, বেরুচ্ছিল। শহরের ওপরেই পাহাড়, সেদিকে কেউ দৃষ্টি দিচ্ছিল না। কিন্তু পাহাড়েরা যথাযথ খাড়া ছিল, মানুষগুলোকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করছিল।

টেগার্ট চুপচাপ বসেছিল, তার সুদর্শন মুখ ফাঁকা।

আমাকে জিগ্যেস করল, 'কেমন লাগছে ?'

'আমার ভাল না লাগলেও চলবে। তোমার কেমন, বল ?'

'আমার কাছে বেশ মৃত। লোকে এখানে মরতে আসে, হাতির মতো। কিন্তু তবুও তারা বেঁচে চলে, একেই বলে বাঁচা।'

'যুদ্ধের আগে তুমি যদি দেখতে। আগে যা ছিল, সেই তুলনায় এখন কি কর্মচাঞ্চল্য। শুধু বড়লোক বৃদ্ধা মহিলায় ভরতি, কুপন কাটছে, চাঁদা আদায় করছে, মালীর মাইনে থেকে পয়সা কেটে রাখছে।'

'এ জায়গা যে আপনার জানা, আমি জানতাম না।'

'বার্ট-গ্রেভ্‌স-এর সঙ্গে গোটাকতক মামলায় আমি কাজ করি। ও তখন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি।'

ফিলিক্‌স হল্‌দে রঙের এক পাকা খিলানের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল, সেটা গিয়ে পড়েছে এক অফিস-বাড়ির আঙিনায়। সে কাচের পার্টিশান সরিয়ে বলল, 'মিঃ গ্রেভ্‌স-এর অফিস তিন তলায়। আপনি লিফ্‌ট নিতে পারেন।'

'আমি এখানেই অপেক্ষা করছি।' টেগার্ট বলল।

কাছারিবাড়ির ঝুলকালি মাখা খুপরিতে গ্রেভ্‌স আগে তার মামলার নথি তৈরি করত, এ-অফিস তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বসবার ঘর সবুজ, স্নিগ্ধ পর্দায় ঢাকা, এবং সাদা কাঠে। রঙের নক্‌শাকে সম্পূর্ণ করতে স্নিগ্ধ, সবুজ চোখের একটি ব্লণ্ড, রিসেপশনিস্ট মেয়েও হাজির ছিল। সে বলল :

'আপনার কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ?'

'মিঃ গ্রেভ্‌সকে শুধু বলুন, লিউ আর্চার এসেছে।'

'মিঃ গ্রেভ্‌স এখন ব্যস্ত।'

'আমি অপেক্ষা করছি।'

পুরু গদিওয়ালা একটি চেআরে বসে আমি স্থাম্প্‌সনের কথা ভাবতে লাগলাম। ব্লণ্ড মেয়েটির সাদা আঙুলগুলো টাইপরাইটারের চাবিতে নেচে যাচ্ছিল। ভিতরে ভিতরে আমি অস্থিরতা অনুভব করছিলাম, তখনও সব ব্যাপারটা কেমন আজগুবী লাগছিল। যে-লোক সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই, তার খোঁজ করতে আমাকে লাগানো হয়েছে। একজন তেলের পিপে, যে সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ করে, মদ খেয়ে নিজেকে ধ্বংস করে। পকেট থেকে স্থাম্প্‌সনের ছবিটা বের করে আমি ফের দেখতে লাগলাম। ছবিটা আমাকে দেখতে লাগল।

ভিতরের দরজা খুলল। এক বৃদ্ধা নড়বড় করে, খিকখিক করে হাসতে-হাসতে বেরিয়ে এলেন। মাথার টুপিটা বোধহয় তিনি নদীর পাড়ে পেয়েছিলেন, জলের সঙ্গে এসেছিল। তাঁর রক্তাভ সিল্কের বুকে হীরে বসানো।

গ্রেভ্‌স তাঁর পিছু পিছু বাইরে এলো। মহিলা তাকে বলছিলেন, সে কত চালাক আর কত সাহায্য তাঁকে করেছে। গ্রেভ্‌স শোনার ভান করছিল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখে সে টুপির আড়াল থেকে চোখ টিপল।

টুপি চলে গেল। এবং গ্রেভ্‌স দরজার কাছ থেকে ফিরে এলো।

'তোমাকে দেখে খুব ভাল লাগছে, লিউ।'

পিঠ চাপড়াল না বটে কিন্তু তার হাতের মুঠো আগেকার মতোই শক্ত। যদিও সময় তাকে বদলে দিয়েছে। চুলের রেখা কপালের দুপাশ থেকে সরে যাচ্ছে। 'ক্ষুদে-ক্ষুদে ধুসর চোখ জোড়া মুখের ছোট-ছোট ভাঁজের জাল ভেদ করে তাকিয়ে আছে। ভারি নীল-ছায়ার চিবুক চোয়ালের পুরুর দিকে একপাশে ঝুলে পড়েছে। মনে করলে খারাপ লাগে যে, লোকটি আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড় নয়। কিন্তু গ্রেভ্‌সকে বড় কঠিনভাবে ওপরে উঠতে হয়েছে, বয়স বেড়ে যাওয়ার ওটা এক কারণ।

ওকে দেখে যে খুশি হয়েছি, সে কথা বললাম। খুশি সত্যি হয়েছিলাম।

ও বলল, 'নিশ্চয়ই ছ' সাত বছর হবে।'

'সবটাই। তুমি আর মামলা কর না?'

'সামর্থ্যের বাইরে।'

'বিয়ে করেছ?'

'এখনও নয়। মুদ্রাস্ফীতি।' ও হাসল। 'স্থ কেমন?'

'ওর উকিলকে জিগ্যেস করো। আমি যে সঙ্গ করি, সেটা ওর পছন্দ হ'ল না।'

'শুনে আমি খুব দুঃখিত হলুম, লিউ।'

'হয়ো না।' আমি প্রসঙ্গ পালটালাম। 'ট্রায়ালের কাজ করছ নাকি ?'

'যুদ্ধের পর আর নয়। এইরকম শহরে তাতে টাকা নেই।'

'কিন্তু কিছু তো নিশ্চয়ই।' আমি ঘরের চারদিকে তাকালাম। সেই স্নিগ্ধ রুগ্ন মেয়েটি এই সময় হাসল।

'এটা বাইরের ভড়ং। আমি এখনও সংগ্রামী অ্যাটর্নি। কিন্তু বয়স্কা মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে আমি শিখছি।' ওর হাসিটা বড় মোচড়ানো। 'ভেতরে এস, লিউ।'

ভেতরের অফিসটি আরও বড়, ঠাণ্ডা, আরও বেশি সুসজ্জিত। দুই খালি দেওয়ালে শিকারের ছবি। অন্যগুলিতে বইয়ের সারি। প্রকাণ্ড টেবিলের পেছনে ওকে আরও ছোট দেখাল।

'রাজনীতির খবর কী ?' আমি বললাম। 'মনে আছে, তুমি গভর্নর হতে যাচ্ছিলে ?'

'ক্যালিফোর্নিয়ায় পার্টি টুকরো-টুকরো হয়ে যায়। যাই হোক, রাজনীতির সাধ আমার মিটে গেছে। বাভারিয়ায় দু' বছর একটা শহর চালিয়েছিলাম। সামরিক সরকার।'

'তল্পীবাহক, অ্যাঁ ? আমি ছিলাম গোয়েন্দা বিভাগে। আচ্ছা, এবার রাল্‌ফ সিম্প্‌সনের কী ব্যাপার বল তো ?'

'তুমি মিসেস সিম্প্‌সনের সঙ্গে কথা বলেছ তো ?'

'বলেছি। সে এক অভিজ্ঞতা বটে। কিন্তু এই কাজটা ঠিক কেন, আমি বুঝে উঠতে পারিনি। তুমি পার ?'

'পারা উচিত। আমি ওঁকে বলে করিয়েছি।'

'কেন ?'

'কারণ স্যাম্প্‌সনের নিরাপত্তা দরকার করতে পারে। যে-লোকের পঞ্চাশ লক্ষ ডলার তার কোন ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। ভদ্রলোক প্রচণ্ড মদ্যপ, লিউ। ছেলেটা মারা যাওয়ার পর থেকে ওঁর অবস্থা যেন আরও শোচনীয় হয়ে উঠছে। আমার মাঝে মাঝে ভয় হয়, ভদ্রলোকের মাথাটাই না বিগড়ে যায়। মিসেস স্যাম্প্‌সন ক্লদের কথা তোমায় বলেছে ? যে-চরিত্রটিকে উনি একখানা আস্ত হান্টিং-লজ দিয়ে দেন ?'

'হ্যাঁ, সাধু।'

'ক্লদ হয়তো ততো ক্ষতিকারক নয়, পরেরটি তা না-ও হতে পারে। লক্ষ

এঞ্জেলেসের কথা তোমাকে কী বলব। বয়স্ক শাসাল মক্কেলের একা-একা মোটেই নিরাপদ নয়।'

'না,' আমি বললাম। 'আমাকে বলতে হবে না। কিন্তু মিসেস স্যাম্প্‌সনের তো ধারণা উনি এক চক্কর ফুর্তির জন্যে অদৃশ্য হয়েছেন।'

'সেই কথা ভাবতেই আমি তাঁকে উৎসাহিত করেছি। নইলে মহিলা ওঁকে রক্ষা করার জন্যে একটি পয়সাও খরচা করবেন না।'

'কিন্তু তুমি তো করবে!'

'ওঁর টাকা। আমি শুধু ওঁর উকিল। অবশ্য আমি মিঃ স্যাম্প্‌সনকেই বেশি পছন্দ করি।'

এবং তাঁর জামাই হবার আশা রাখ, আমি ভাবলাম।

'মহিলা কদ্দূর খরচাপাতি করতে পারেন?'

'যা তুমি বলবে। দিনে পঞ্চাশ অন্য খরচ আলাদা?'

'পঁচাত্তর কর। এক্ষেত্রে আমি অসম্ভব কিছু চাইছি না।'

'পঁয়ষট্টি,' গ্রেভ্‌স হাসল। 'আমার মক্কেলের দিকটাও তো দেখতে হবে।'

'যাক, এ-নিয়ে তর্কাতর্কি করব না। হয়তো আদৌ তদন্তের প্রয়োজন হবে না। স্যাম্প্‌সন হয়তো বন্ধুদের সঙ্গে রয়েছেন।'

'তাদের কাছে খোঁজ করেছি। এখানে বিশেষ বন্ধু-বান্ধব ওঁর নেই। কার কার সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ তার একটা ফর্দ আমি তোমায় দেব কিন্তু তাতে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। ওঁর আসল বন্ধুরা টেক্সাসে। সেখানে উনি টাকা-পয়সা করেছেন।'

আমি বললাম, 'তুমি তো ব্যাপারটাকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছ, দেখছি। তা, আর এক ধাপ এগিয়ে পুলিসের কাছে নিয়ে গেলে না কেন?'

'সেটা সম্ভব নয়, লিউ। পুলিস যদি ওঁকে খুঁজে বের করে, আমাকে তো উনি তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়ে দেবেন। আর উনি কোন মেয়েমানুষের সঙ্গে আছেন কিনা, তাও আমি জানি না। গত বছর স্যান ফ্রান্সিসকোয় এক পঞ্চাশ ডলারের বাড়িতে ওঁকে আমি পাই।'

'তুমি সেখানে কী করছিলে?'

'ওঁর খোঁজ করছিলাম।'

আমি তাকালাম, 'যত শুনছি, ততো মনে হচ্ছে, এটা এক বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা। কিন্তু মিসেস তো জোর করে বলছেন, তা নয়। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, তাঁকেও নয়।'

'আশা করতে পার না। আমি মহিলাকে যত বছর ধরে জানি, তত বুঝতে পারি না তবে খানিক দূর পর্যন্ত আমি ওঁকে ঠিকঠাক চালাতে পারি। তেমন গোলমেলে বুঝলে আমাকে বলো। মহিলার কয়েকটি প্রবল রিপু আছে, যেমন লোভ এবং অসার দম্ভ। ওঁর সঙ্গে কারবার করতে গেলে এগুলির কথা মনে রেখো। আর উনি মোটেই ছাড়াছাড়ি চান না। বরঞ্চ উনি ভদ্দরলোকের সব টাকা-পয়সা অথবা তার অর্ধেক পাবার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবেন। মিরান্দা পাবে বাকি অর্ধেক।'

'বরাবর এই সবই কি তাঁর প্রবল রিপু?'

'যদ্দিন আমি তাঁকে জানি, যদ্দিন থেকে উনি স্যাম্প্‌সনকে বিয়ে করেছেন। তার আগে নিজের এক জীবন ও জীবিকা গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। নাচ, আঁকা, পোশাকে নক্‌শা তোলা। কিন্তু ক্ষমতা নেই। কিছুদিন স্যাম্প্‌সনের মিসট্রেস হয়ে থাকেন, শেষ পর্যন্ত ওঁর ঘাড়েই চাপেন, অগতির গতি হিসেবে ওঁকেই বিয়ে করতে হয়। এ দু'বছর আগেকার কথা।'

'ওঁর পায়ে কী হয়েছিল?'

'ঘোড়া তালিম দিতে চেষ্টা করছিলেন, পড়ে যান। পাথরে মাথা ঠুকে যায়। সেই থেকে ভালভাবে হাঁটতে পারেন না।'

'মিরান্দা মনে করে উনি ইচ্ছে করে হাঁটতে চান না।'

'তুমি কি মিরান্দার সঙ্গে কথা বলেছ নাকি?' গ্রেভ্‌স-এর মুখ জ্বলজ্বল করে উঠল। 'কি চমৎকার মেয়ে না?'

'তা নিশ্চয়ই। আমি উঠে পড়লাম। 'অভিনন্দন।'

ও লজ্জা পেল, মুখে কিছু বলল না। গ্রেভ্‌সকে আমি আগে লজ্জা পেতে দেখি নি। আমি একটু অপ্রস্তুতে পড়লাম।

স্বয়ংক্রিয় লিফ্‌টে নামতে নামতে ও আমাকে জিগ্যেস করল: 'আমার কথা কিছু বলছিল, নাকি?'

'একটা কথাও নয়। আমি হাওয়া থেকে তুলে নিলাম।'

ও আবার বলল, 'চমৎকার মেয়ে!' চল্লিশে ও প্রেমে মাতাল।

কিন্তু আমরা গাড়ির কাছে পৌছবার আগেই ও নিজেকে সংযত করল। মিরান্দা অ্যালান টেগার্টের সঙ্গে পিছনের সীটে বসেছিল। 'আমি পিছুন পিছুন এসেছি। আপনার সঙ্গে প্লেনে লস এঞ্জেলেস যাব স্থির করেছি। হ্যালো বার্ট।'

'হ্যালো মিরান্দা।'

গ্রেভ্‌স ওর দিকে আহত চোখে তাকাল। মিরান্দা টেগার্টের দিকে তাকিয়ে ছিল। টেগার্ট বিশেষ কিছুর দিকে তাকিয়েছিল না। বুঝলাম এ এক ত্রিভুজ কিন্তু সমবাহুর নয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এয়ার-পোর্টের ওদিকে সমুদ্রতীরের ঝড় চলছিল, তারই মধ্য দিয়ে আমরা প্লেনে চড়লাম এবং দক্ষিণ দিকে পাহাড়গুলো যেখানে বিচ্ছিন্ন হয়েছে সেই বরাবর উঠতে লাগলাম। বিমান থেকে সানটা টেরেসাকে পাহাড়ের জানুর তলায় রঙীন মানচিত্রের মতো লাগে। ঘেরা নৌকোগুলো এক গামলা নীলের মধ্যে সাদা সাবানের কুচি। বাতাস বেশ পরিষ্কার ছিল। পাহাড়ের চূড়াগুলো তীক্ষ্ণভাবে খাড়া হয়ে উঠছিল, দেখাচ্ছিল পাঁপর ভাজার মতো, যেন আমি আঙুল চালালেই ভেদ করে চলে যাবে। তারপর সেগুলো পেরিয়ে আমরা আরও কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে পড়লাম, দিগন্তের পঞ্চাশ মাইল জুড়ে ছড়িয়ে গেছে পাহাড়ের অরণ্য।

বিমান আস্তে আস্তে হেলতে লাগল, সমুদ্রের ওপর দিয়ে ঘুরল। বিমানটি চার আসনের নৈশ ভ্রমণের উপযোগী। আমি ছিলাম পিছনের আসনে। মিরান্দা সামনে, টেগার্টের ডান দিকে। সে টেগার্টের হাতের দিকে লক্ষ করছিল, তার সাবধানী হাতে স্টিয়ারিং-এ। বিমানটিকে টেগার্ট ধীর স্থির শান্তভাবে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, এরজন্য তার মনে গর্ব ছিল বোধহয়।

আমরা হাওয়ার নিম্নচাপে, এক ধাক্কায় একশ' ফিট তলায় পড়লাম। মিরান্দার হাত টেগার্টের হাঁটু চেপে ধরল। টেগার্ট তার হাত সেখানেই থাকতে দিল।

আমি সেটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছিলাম, অ্যালবার্ট গ্রেভ্‌সও নিশ্চয়ই সেটা আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছিল। যদি চায় শরীরে মনে মিরান্দা টেগার্টেরই। গ্রেভ্‌স শুধু শুধু সময় নষ্ট করছে, শেষ পর্যন্ত এক বিশ্রী আঘাত পাবার জন্যে নিজেকে তৈরি করছে।

আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম। গ্রেভ্‌সকে তো আমি যথেষ্ট জানি। মিরান্দাকে নিয়েই ওর যত স্বপ্ন—টাকা যৌবন, বুকে কুঁড়ির ধার আগামী

সৌন্দর্য। ও নিজের মন ওইখানেই বসিয়েছে, ওকে পেতে তার হবেই। সারা জীবনই ও কোথাও না কোথাও নিজের মন বসায়—এবং পেয়েও যায়।

গ্রেভস্ ওহিওর এক চাষার ছেলে। বয়স ওর যখন চৌদ্দ কি পনের ওর বাবার হাত থেকে তখন খামারটি চলে যায়। এর কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান। ছ' বছর এক রাবার ফ্যাক্টারীতে টায়ার তৈরি করে সে নিজেদের সংস্থান করেছিল। তারপর মা মারা গেলে, কলেজে গিয়ে ঢোকে। তিরিশের আগেই মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের স্নাতক। ডেট্রয়টে এক বছর করপোরেশন আইনে কাটায়, তারপর পশ্চিমে আসা স্থির করে। সানটা টেরেসায় এসে ও বসে কারণ আগে কখনো পাহাড় দেখেনি, সমুদ্রেও সাঁতার কাটে নি। ওর বাবার ইচ্ছে ছিল, অবসর নেবার পর ক্যালিফোর্নিয়ায় কাটাবেন এবং বার্টও উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছিল সেই মধ্যপশ্চিমের স্বপ্ন। টেক্সাসের এক লাখোপতি তেলের মালিকের মেয়েও সেই স্বপ্নের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

স্বপ্নটি অক্ষত ছিল। কঠিন পরিশ্রম করত, মেয়েমানুষের জন্যে কোন সময় তার ছিল না। ডেপুটি ডি. এ, সিটি অ্যাটার্নি, ডি. এ.। এমনভাবে সে মামলা সাজাত যেন সমাজের ভিত তৈরি করছে। আমি জানি, কারণ আমি ওকে সাহায্য করতাম। আর এখন চল্লিশে দেওয়ালে কপাল ঠুকতে চলেছে।

কিন্তু দেওয়াল হয়তো টপকাতেও পারে কিংবা দেওয়ালটা নিজেই পড়ে যেতে পারে। টেগার্ট পা নাড়াল যেন ঘোড়া পায়ের মাছি তাড়াচ্ছে। বিমান দিক পরিবর্তন করল এবং পথে এলো। মিরান্দা তার হাত সরিয়ে নিল।

এক ঝট্‌কায় টেগার্ট ওপরে উঠতে লাগল, কানের পাশ দিয়ে তার রাগের হল্‌কা ছড়িয়ে যাচ্ছিল। মনে হল মিরান্দাকে পেছনে ফেলে সে যেন আকাশের বুকে একা হয়ে যেতে চায়। পারদে তাপমাত্র চল্লিশের নিচে নেমে গিয়েছিল আট হাজার ফিট ওপর থেকে আমি ক্যাটালিন দেখতে পাচ্ছিলাম, ডান পাশে, বহু নিচে। কয়েক মিনিট পরে আমরা বাঁয়ে ঘুরলাম, লস এঞ্জেলেস্-এর সাদা প্রলেপ দেখা যাচ্ছিল।

আমি গর্জনের ওপর দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'বুরব্যাংকে নামাতে পার? আমি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই।'

'ওখানেই নামতে যাচ্ছি।'

প্লেন যখন চক্কর কাটছে, নিম্নভূমির গরমের তাপ আমাদের আলিঙ্গন করতে ছুটে এলো। আবর্জনার স্তূপে, খেতে, আধ তৈরি শহরগুলিতে তাপ মিহি ছাইয়ের

মতো উড়ে চলছিল, পথে বীথিতে ছোট ছোট গাড়িগুলোর গতিরোধ করছিল, বাতাসকে ফেলছিল আটকে।

বিমানবন্দরে ট্যাকসি স্টার্টারের লাল ডোরা জামার হাতে লোহার চাকতি। এক হলদে টুপি তার পাঁশুটে মাথায় তেরছাভাবে ঝুলেছিল। রৌদ্রের কাল এবং ব্যক্তিগত লাঞ্ছনা তার মুখকে ক্রুদ্ধ লাল করে তুলেছিল। সেইসঙ্গে দিয়েছিল এক নির্বিকার প্রশান্তি।

ছবিটা দেখাতে স্যাম্প্‌সনকে সে চিনতে পারল।

'হ্যাঁ কাল উনি এখানে এসেছিলেন। আমি লক্ষ করেছিলাম, কারণ ভদ্দরলোক একটু প্রতিকূল অবস্থায় ছিলেন, একেবারে বেহেড বলব না, তাহলে তক্ষুনি পাহারোলা ডাকতাম। কয়েক পাত্তর চড়িয়ে ছিলেন, এই যা।'

'নিশ্চয়,' আমি বললাম। 'ওঁর সঙ্গে কেউ ছিল ?'

'আমি দেখি নি।'

এক মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, 'আমাকে এক্ষুনি শহরে যেতে হবে।'

'দুঃখিত, ম্যাডাম। আপনার সময় আসুক।'

'বলছি আমার তাড়াতাড়ি আছে।'

'আপনাকে অপেক্ষা করতেই হবে। সময় আসুক।' লোকটি একরকম গলা করে বলল। 'আমাদের গাড়ি কম, দেখছেন না ?'

লোকটি আবার আমার দিকে ফিরল। 'আর কিছু, দোস্ত ? এই মক্কেল কি ঝামেলায় পড়েছে, নাকি আর কিছু ?'

'জানি না। ভদ্দরলোক গেলেন কীসে ?'

'গাড়িতে—এক কালো লিমুজিন। আমি লক্ষ করেছিলাম, কারণ গাড়িতে কোন সাইন ছিল না। হয়তো কোন হোটেল-টোটেলের হবে।'

'গাড়িতে কেউ ছিল ?'

'শুধু ড্রাইভার।'

'তাকে চেন ?'

'নাঃ। হোটেল ড্রাইভারদের কাউকে কাউকে চিনি কিন্তু তাদের হরদম বদ্‌লি হয়। এ ড্রাইভারটা বেঁটেখাট, ক্যাকাসে ধরনের।'

'কী গাড়ি, লাইসেন্স নম্বর কত, তা বোধহয় তোমার মনে নেই ?'

'চোখ আমার খোলাই থাকে কিন্তু আমি তো প্রতিভাধর নই।'

'ধন্যবাদ।' আমি তাকে একটা ডলার দিলাম। 'আমিও নই।'

আমি ওপরে ককটেল বার-এ গেলাম। মিরান্দা আর টেগার্ট সেখানে সম্পূর্ণ অপরিচিতের মতো বসেছিল, যেন ঘটনাচক্রে এক সঙ্গে হয়েছে।

টেগার্ট বলল, 'আমি ভ্যালেরিওয় ফোন করেছি। লিমুজিন এখুনি এসে পড়বে।'

লিমুজিন যখন এল, সেটি চালাচ্ছিল এক বেঁটেখাট ক্যাকাসে লোক। পরনে চকচকে নীল-সার্জের স্যুট, মাথায় কাপড়ের টুপি। ট্যাকসি-স্টার্টারটি বলল, আগের দিন স্যাম্প্‌সনকে যে নিয়ে গিয়েছিল, সে এ-লোক নয়।

আমি ড্রাইভারের সঙ্গে সামনের আসনে বসলাম। সে একটু ঘাবড়ে গিয়ে চট্ করে আমার দিকে তাকিয়ে নিল। লোকটির ধূসর মুখ, অবতল বুক, উত্তল চোখ। 'হ্যাঁ স্যার ?' তার প্রশ্নটা শান্তভাবে, আজ্ঞানুবর্তী হয়ে মিলিয়ে গেল।

'আমরা ভ্যালেরিওয় যাচ্ছি। কাল বিকেলে কি তোমার ডিউটি ছিল ?'

'হ্যাঁ, স্যার।' লোকটি গীয়ার পালটাল।

'আর কেউ ছিল ?'

'না, স্যার। আরেকজনের নাইট ডিউটি থাকে। কিন্তু ছ'টার আগে সে তো আসে না।'

'কাল বিকেলে বুরব্যাংক বিমানবন্দরে তুমি কোন ফোন করেছিলে ?'

'না স্যার।' একটা ভয়ের ভাব তার চোখের ভেতর ঢুকে আসছিল, মনে হচ্ছিল, সেটা তার পক্ষে বেশ মানানসই। 'আমার তো মনে হয় না, আমি করেছিলাম।'

'কিন্তু তুমি তো নিশ্চয় করে বলতে পারছ না ?'

'হ্যাঁ স্যার। আমি নিশ্চয় করেই বলছি। আমি এদিক পানে আসিনি।'

'রাল্‌ফ স্যাম্প্‌সনকে তুমি চেন ?'

'ভ্যালেরিওর ? হ্যাঁ, স্যার। নিশ্চয়ই চিনি, স্যার।'

'এর মধ্যে তাঁকে দেখেছ ?'

'না স্যার। বেশ কয়েক হপ্তা দেখিনি।'

'আচ্ছা, তোমাদের ফোন ধরে কে বল তো ?'

'অপারেটর, কোন গণ্ডগোল হয়নি তো, স্যার ! মিঃ স্যাম্প্‌সন কি আপনার বন্ধুলোক ?'

'না,' আমি বললাম।' 'আমি তাঁর চাকরি করি।'

এরপর বাকি রাস্তা সে মুখ একেবারে আঁট করে চুপচাপ চলল। 'স্যার'গুলো যে বাজে খরচ হয়েছে, তার জন্যে বোধহয় অনুশোচনা করছিল।

গাড়ি থেকে নেমে, লোকটিকে আমি একটি ডলার দিলাম, তাতে সে আরও যেন ধাঁধায় পড়ল। মিরান্দা ভাড়া চুকিয়ে দিল।

লবিতে দাঁড়িয়ে মিরান্দাকে বললাম, 'বাংলোটা আমি একবার দেখতে চাই। তার আগে অপারেটরটার সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'আমি চাবি নিয়ে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

অপারেটর মেয়েটি হিম কুমারী। রাতে পুরুষদের স্বপ্ন দেখে আর দিনে তাদের ঘৃণা করে। 'বলুন?'

'কাল বিকেলে বুরব্যাংক বিমানবন্দর থেকে ফোন পেয়েছিলেন, লিমুজিনের জন্যে?'

'এ-ধরনের প্রশ্নের আমরা জবাব দিই না।'

'এটা প্রশ্ন নয়। ঘটনার বিবরণ।'

'আমি খুব ব্যস্ত,' মেয়েটি বলল। তার গলার স্বর পয়সার মতো ঝন্‌ঝন্ করছিল; চোখ দুটো ছোট আর বেশ কঠিন, টাকার মতো চকচক করছিল।

টেবিলের ওপর তার কনুইয়ের কাছটিতে আমি একটি ডলার রাখলাম। মেয়েটি এমনভাবে তাকাল যেন সেটি নোংরা। 'আমি ম্যানেজারকে ডাকি।'

'ঠিক আছে। আমি মিঃ স্যাম্প্‌সনের হয়ে কাজ করছি।'

'মিঃ রাল্‌ফ স্যাম্প্‌সন?' সে গুঞ্জন করে উঠল, গলায় তার কাঁপন লাগল।

'ঠিক ধরেছেন।'

'কিন্তু উনিই তো ফোনটা করেছিলেন।'

'জানি। তারপর কী হল?'

'ড্রাইভারকে আমি বলবার আগেই উনি প্রায় তক্ষুণি ফের ফোন করে বারণ করে দ্যান। প্ল্যান বদলে গিয়েছিল, নাকি?'

'তাই হবে। দু'বারই যে উনি ফোন করেছিলেন, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। মিঃ স্যাম্প্‌সনকে ভাল করেই জানি। বছরের পর বছর উনি এখানে আসছেন।'

নোংরা ডলারটি মেয়েটি তুলে নিল, পাছে টেবিলটায় নোংরা ছোঁয়াচ লাগে। সস্তা, প্লাস্টিকের হাত-ব্যাগে সেটি পুরে ফেলল। সুইচবোর্ডে লাল আলো জ্বলে উঠছিল, মেয়েটি সেদিকে ঘুরল।

লবিতে যখন ফিরে গেলাম, মিরান্দা দাঁড়িয়ে উঠল। চারদিকে চুপ-চুপ নিস্তব্ধতা, অঢেল ঝ্যাপার, পুরু-কার্পেট, পুরু-চেআর যোক্ত রঙের বেল্‌-বয়গুলো

হামেহাল হাজির। মিরান্দা জাদুঘরের জ্যান্ত তরুণী পরীর মতো ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিল। 'রাল্‌ফ এখানে প্রায় মাসখানেক আসেনি। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারকে আমি জিগ্যেস করছিলাম।'

'তোমায় চাবি দিল ?'

'নিশ্চয়ই। অ্যালান গেছে বাংলোটা খুলতে।'

ওর পিছু পিছু আমি করিডর দিয়ে গেলাম, সেটা শেষ হয়েছে লতাপাতা কাটা এক লোহার দরজায়। আসল বাড়ির পেছনের মাঠকে ছোট ছোট সরণি করা হয়েছে, দু'ধারে বাংলো; চত্বর করা লন আর ফুলের বিছানার মাঝখানে সেগুলি বসানো। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাংলোগুলো শেষে পাথরের উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা—কারাগারের মতো। কিন্তু ওই পাঁচিলের বন্দীরা পূর্ণ জীবন যাপন করতে পাবে। এখানে টেনিস কোর্ট, সুইমিং পুল, রেস্তোরাঁ বার নাইট ক্লাব—সবই রয়েছে। দরকার শুধু ভরা-ভরতি ব্যাগটি অথবা সাদা পাতার একখানি চেকবই।

স্যাম্পসনের বাংলো অন্যদের চেয়ে বড়, চত্বরও বেশি। পাশের দরজাটি খোলাই ছিল। একটি হল-এর ভেতর দিয়ে আমরা গেলাম, বেয়াড়া ধরনের স্প্যানিশ চেআর ছড়ানো, তারপরে একটি বড় ঘর, ওক কাঠের উঁচু বরগার সিলিং।

নিভন্ত ফায়ার প্লেসের সামনে চেস্টার ফিল্ড, তার ওপরে টেগার্ট এক টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে ঝুঁকে পড়ে ছিল। 'আমার এক বন্ধুকে ফোন করব ভাবছি।' মিরান্দার দিকে সে তাকাল, তার মুখে আধো হাসি। 'আমাকে যখন থাকতেই হচ্ছে।'

'আমি তো ভাবছিলাম, তুমি আমার সঙ্গে থাকছ।' মিরান্দার গলা খুব চড়া আর অনিশ্চিত শোনাল।

'ভাবছিলে নাকি ?'

আমি ঘরের চারদিকে দেখলাম আর পাঁচটা হোটেলঘরের মতোই, ছাঁচে ঢালা, বৈশিষ্ট্য নেই, 'তোমার বাবা তাঁর নিজের জিনিসপত্তর কোথায় রাখেন ?'

'নিজের ঘরে বোধহয়। এখানে বিশেষ কিছু রাখেন না। ছাড়ার জন্যে যেটুকু লাগে।'

আমাকে ও শোবার ঘরের দরজা দেখাল। আলো জ্বালিয়ে দিল।

ও বলল, 'কী করেছে এটাকে ?'

ঘরটা বারো-দুয়ারী কিন্তু জানালা নেই। তির্যক আলো লাল। ছাদ থেকে

মেঝে পর্যন্ত পুরু লাল জিনিসে দেওয়ালগুলো ঢাকা। একটি ভারি আরাম-কেদারা ও খাট ঘরের মাঝামাঝি, তাও গাঢ় লালে ঢাকা। সবচেয়ে অদ্ভুত, সিলিং-এ লাগানো একটি বৃত্তাকার আয়না ঘরটাকে সম্পূর্ণ উল্টো করে দেখাচ্ছে। এই লাল বিষণ্ণতার মধ্যে আমি স্মৃতির সঙ্গে লড়াই করতে লাগলাম। শেষে যা খুঁজছিলাম, পেয়ে গেলাম সেই তুলনা; মেক্সিকোয় একবার এক মামলায় একটি নিওপোলিটান ধাঁচের বেশ্যাবাড়িতে যেতে হয়েছিল, সেটাও এই ধরনের। 'এইখানে উনি শুতেন! উনি যে অত মদ খেতেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

মিরান্দা বলল, 'আগে এরকম ছিল না। নতুন করে করিয়েছেন হয়তো।'

ঘরময় আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। বারোটি পাল্লায় রাশিচক্রের বারোটি চিহ্ন সোনালী এমব্রয়ডারি করা—ধনুর্ধর, বৃষ, মিথুন এবং আর ন'টি।

'তোমার বাবার কি জ্যোতিষে আগ্রহ ছিল?'

'হ্যাঁ, ছিল।' লম্বা মুখ করে বলল। 'এ নিয়ে ওঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, তাতে কিছু লাভ হয়নি। বব মারা যাওয়ার পর উনি এসবে মজে যান। উনি যে এদ্দুর ভজেছেন তা জানতাম না।'

'বিশেষ কোন জ্যোতিষীর কাছে যান? এ-সবে তো ভরতি।'

'আমি জানি না।'

পর্দা দুলছিল, তার আড়ালে জামাকাপড় রাখার জায়গা। স্যুট, শার্ট, জুতো গল্‌ফের পোশাক থেকে সান্ধ্য পোশাকে ঠাসা। আমি এক এক করে পকেট-গুলো দেখলাম। একটা জ্যাকেটের বুক পকেটে একটা ব্যাগ পেলাম। তাতে গাদা করা কুড়ির নোট এবং একটি ছবি।

ছবিটা আলোর সামনে ধরলাম। ডাকিনী ধরনের মুখ, গাঢ় শোকাচ্ছন্ন চোখ, হাঁ-মুখ পুরো ঝুলে এসেছে। উঁচু কাঁধের দুধারে কালো চুল সোজা গিয়ে পড়েছে। তার কালো পোশাকটা ছবির তলার দিকে শৈল্পিক ছায়ার সঙ্গে মিশেছে। ছায়ার ওপরে সাদা দিয়ে মেয়েলি হাতের লেখা, 'রাল্‌ফ্‌কে আশীর্বাদিকা ফে।'

এ-মুখ আমার চেনা উচিত। বিষাদজড়িত চোখ ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারলাম না। ব্যাগটা আমি স্যাম্প্‌সনের জ্যাকেটে ফের রেখে দিলাম, ছবিখানা আমার একমাত্র ছবির সংগ্রহে যুক্ত হল।

'দেখুন,' আমি যখন ফের ঘরে ঢুকলাম তখন মিরান্দা বলল। ও খাটে শুয়ে ছিল, স্কার্ট হাঁটুর ওপরে, গোলাপ লাল আলোয় ওর শরীর যেন জ্বলছিল। ও চোখ বুজল। 'ঘরের এই উন্মত্ত চেহারা দেখে আপনার কী মনে হয়?'

ওর চুলের গোড়াগুলো জ্বলছে। উপর দিকে উলটানো মুখ বন্ধ এবং মৃত। উৎসর্গের বেদীতে ওর ক্ষীণতনুও যেন জ্বলছে।

আমি গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখলাম। আমার হাতের ফাঁক দিয়ে লালাভা আলো প্রতিফলিত হতে লাগল। আমাকে যেন মনে করিয়ে দিল, আমি এক কংকালে হাত রেখেছি। 'চোখ খোল।'

মিরান্দা হেসে চোখ খুলল, 'আপনি দেখেছেন, না? আদিবাসীদের বেদীতে কিভাবে বলি দেওয়া হয়—সালাম্বোর মতো।'

আমি বললাম, 'তুমি খুব বেশি বই পড়।'

আমার হাত তখনও ওর কাঁধে ছিল। ও হঠাৎ আমার দিকে ফিরল এবং গলা জড়িয়ে ধরে নিজের কাছে টানল।

ওর ঠোঁট দু'টি আমার মুখে উত্তপ্তভাবে এঁকে ছিল।

'কী হচ্ছে?' টেগার্ট দরজার কাছ থেকে জিগ্যেস করল। লাল আলো ওর মুখকে ক্রুদ্ধ করে তুলছিল কিন্তু তখন ও হাসছিল, সেই আধো-হাসি। ঘটনায় যেন মজা পেয়েছে।

আমি সোজা হয়ে আমার কোট ঠিক করলাম। আমি মজা পাই নি।

মিরান্দা একদম তাজা মেয়ে, এমন মেয়ে বহুদিন আমি স্পর্শ করিনি। আমার শিরায় শিরায় রক্ত ছুটিয়ে দিয়েছিল, রেসের ঘোড়া যখন দৌড়ায় সেই রকম।

'আপনার কোটের পকেটে অত শক্ত ওটা কী?' মিরান্দা পরিষ্কার করেই জানাল।

'রিভলভার।'

পকেট থেকে সেই মেয়েমানুষটির ছবিটা টেনে আমি দুজনকেই দেখালাম। 'একে আগে কখনো দেখেছ? কে বলে নাম সই করেছে।'

টেগার্ট বলল, 'আমি কখনো দেখিনি।'

'না,' মিরান্দা বলল। চোখের একপাশ দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ও হাসছিল, যেন প্রথম হাত ও জিতেছে।

টেগার্টকে চাগিয়ে তুলতে ও আমাকে ব্যবহার করছিল। তাতে আমার রাগ হল। এই লাল ঘরে আমার রাগ হল। অসুস্থ মস্তিষ্কের ভিতর কার চেহারার মতো ঘরটা, যাতে বাইরে দেখার চোখ নেই, শুধু নিজের উলটো প্রতিচ্ছবি ছাড়া দেখার আর কিছুই নেই। আমি বেরিয়ে এলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমি বেল টিপলাম, এক মিনিটের মধ্যে এক নারীকণ্ঠ কথা বলার নলে ঘড়ঘড় করে উঠল, 'কে আপনি ?'

'লিউ আর্চার : মরিস বাড়ি আছে ?'

'আছে। আসুন।' ওপার থেকে বোতাম টেপার আওয়াজ এল, তারপর অ্যাপার্টমেন্ট লবির ভেতরকার দরজা খুলে গেল।

আমি যখন ওপরের সিঁড়িতে পা দিলাম, মরিসের বউ তখন আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। মোটা, সুখী বিবাহিত জীবনের মিলিয়ে আসা ব্লণ্ড মহিলা। 'অনেক দিন দেখা নেই।'

আমি একটু হটে এলাম কিন্তু মরিসের বউ লক্ষ করল না। 'মরিস সারা সকাল ঘুমিয়েছে। এখন ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে।'

আমি ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে তিনটে। মরিস একটা কাগজের অফিসে রাতের কাজ করে। সন্ধে সাতটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত তাব ডিউটি।

ওর বউ আমাকে একই সঙ্গে বসবার ঘর শোবার ঘরের ভেতর দিয়ে নিয়ে এল, ঘরটা কাগজে-বইয়ে ঠাসা, একপাশে একটি তোলা খাটও রয়েছে। গায়ে বাথরোব জড়িয়ে মরিস ছিল রান্নাঘরের টেবিলে, দুটি ফ্রায়েড এগ-এর দিকে তাকিয়ে বসেছিল, তারাও তাকিয়েছিল তার দিকে। লোকটি ছোটখাট, পুরু চশমার আড়ালে ধারালো কালো চোখ। এবং চোখের পিছনে বর্ণানুক্রমিক সূচিসম্পন্ন এক মস্তিষ্ক, তাতে লস এঞ্জেলেসের যত গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান রাখা আছে।

না উঠেই বলল, 'সুপ্রভাত, লিউ।'

আমি ওর মুখোমুখি বসলাম। 'বিকেল হয়ে গেছে।'

'আমার কাছে সকাল। সময় হচ্ছে আপেক্ষিক তত্ত্ব, গরমকালে আমি যখন শুতে যাই, তখন হলদে সূর্য মাথার ওপরে থাকে—রবার্ট লুই স্টিভেনসন। আজ সকালে আমার মাথার কোন অংশটার তোমায় দরকার ?'

'সকাল' কথাটাকে মরিস আলাদা ছাঁদে বলল আর তার বউ আমাকে এক কাপ কফি ঢেলে দিয়ে যতি চিহ্ন টানল।

আমি ওকে 'কে' সইকরা ছবিটা দেখালাম। 'এই মুখ চেন? আমার কেমন মনে হচ্ছে, আগে কোথাও দেখেছি, তার মানে ইনি ফিল্মে ছিলেন। মহিলা নাটুকে জাতের।'

ছবিটা ও ভাল করে দেখল। 'এক অবসরপ্রাপ্ত রক্তচোষা বাদুড়ী। চল্লিশ-টল্লিশ হবে কিন্তু ছবিটা বোধহয় দশ বছর আগের। কে ইস্ট্রুক।'

'তুমি জান একে?'

মরিস একটা ডিমকে বিদ্ধ করল এবং প্লেটে তার হলুদ রক্তপাত দেখল। 'আমি এখানে-ওখানে দেখেছি। পার্ল হোয়াইট আমলের তারকা।'

'জীবিকা কী?'

'বেশি কিছু না। চুপচাপ থাকে। একবার কি দু'বার বিয়ে করেছিল।'

দ্বিধা কাটিয়ে মরিস ওর ডিম খেতে লাগল।

'ইদানীং বিবাহিত?'

'বলতে পারব না। ছোটখাট পার্ট ক'রে অল্পস্বল্প রোজগার করে। সিম কুনৎস, তার ছবিতে স্থান দেয়। পুরনো দিনে সে-ই মহিলার পরিচালক ছিল।'

'অন্যদিকে ইনি মহিলা-জ্যোতিষী হতে পারেন না তো?'

'পারে।' মরিস বিশ্রীভাবে ওর দ্বিতীয় ডিমটাকে বিদ্ধ করল। প্রশ্নের জবাব না জানা থাকায় সে যেন খুব অপ্রস্তুত হয়েছে। 'ওর ওপর আমার কোন ফাইল নেই। এখন আর তত দরকারীও নয়। কিন্তু মহিলা রোজগারের কিছু একটা রাস্তা ধরেছে। মোটামুটি ফাঁটে থাকে। আমি একে চ্যাজেনে দেখেছি।'

'সবই নিজের চেষ্টায়, সন্দেহ নেই।'

মরিস তার ছোট, গম্ভীর মুখ পেঁচিয়ে তুলল। উটের মতো একপাশ দিয়ে চিবুতে লাগল। 'বন্দুকের বাচ্চা, তুমি আমার মাথার দুটো দিক্‌কেই খোঁচাখুঁচি করছ। এরজন্যে আমি পয়সা পাচ্ছি?'

'ভানা,' আমি বললাম। 'এখন আমি খরচের অ্যাকাউন্টে রয়েছি।' মিসেস ক্র্যাম আমার ওপর বুক দিয়ে পড়লেন এবং আরেক কাপ কফি ঢেলে দিলেন।

'মহিলাকে আমি একাধিকবার একজনের সঙ্গে দেখেছি। বাড়ির পাঠানো টাকার ওপর নির্ভর করে থাকা ধাঁচের এক ভদ্দরলোকের সঙ্গে।'

'বিবরণ?'

'সাদা চুল, অকালে পাকা, চোখ নীল, অথবা ধুসর। মাঝারি গড়ন এবং পেটানো শরীর। সুসজ্জিত। সুদর্শন।'

'আর কেউ ?' স্যাম্প্‌সনের ছবি দেখাতে কিংবা তাঁর নাম ওকে বলতে পারলাম না।

'একবার। মোটা, ট্যুরিস্ট ধরনের দশ ডলারী পোশাকের এক ভদ্দরলোকের সঙ্গে খাচ্ছিল। ভদ্দরলোক এত টালমাটাল ছিলেন যে, তাঁকে দরজা অব্দি ধরে এগিয়ে দিতে হয়। এটা বেশ কয়েকমাস আগেকার কথা। তারপর মহিলাকে আর দেখিনি।'

'কোথায় থাকে জান না ?'

'শহরের বাইরে কোথাও। আমার চত্বরের বাইরে। যাইহোক, আমি তোমার দাম পুষিয়ে দেবার মতো খবর দিয়েছি।'

'অস্বীকার করব না। কিন্তু আর একটা কথা। সাইমিওন কুনিৎস এখন কাজ করছে ?'

'প্রচুর টেলিপিকচার করছে নিজে আলাদাভাবে। মহিলা সেখানেও গিয়ে জুটতে পারে। শুনেছি ওরা স্যুটিং করছে।'

আমি ওকে টাকা দিলাম। নোটটাকে ও মুখ দিয়ে আদর করল, তারপর সেটা দিয়ে সিগারেট ধরাবে, এই ভাব করল। ওর বউ টাকাটা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। আমি যখন বেরিয়ে এলাম, ওরা স্বামী-স্ত্রীতে তখন পরস্পরকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, হাসছে পাগলের মতো কিন্তু বড় মধুর।

অ্যাপার্টমেন্ট বাড়ির সামনে আমার ট্যাকসি অপেক্ষা করছিল। সেটা নিয়ে সোজা বাড়ি গেলাম তারপর লস এঞ্জেলেস এবং তার আশপাশের একটা টেলিফোন ডাইরেকটরি নিয়ে কাজে বসে গেলাম। ফে ইস্ট্‌ব্রুক-এর কোন নাম ছিল না।

ইউনিভার্সাল সিটিতে টেলিপিকচার্স কোম্পানিতে আমি ফোন করলাম, ফে ইস্ট্‌ব্রুককে চাইলাম। আছে কিনা, অপারেটর বলতে পারল না, বলল খোঁজ করে দেখতে হবে। একটু পরে অপারেটর ফিরে এসে বলল, 'মিস ইস্ট্‌ব্রুক আছেন কিন্তু এখন কাজ করছেন। কোন খবর দিতে হবে ?'

'আমি আসছি। কত নম্বর ফ্লোরে আছে ?'

'তিন নম্বর।'

'সাইমিওন কুনিৎস ডাইরেকশন দিচ্ছে ?'

'হ্যাঁ। আপনাকে পাস নিতে হবে, জানেন তো ?'

আমি মিথ্যে বললাম, 'আমার আছে।'

যাবার আগে একটা ভুল করলাম। রিভলভারটা খুলে আমি হল-এর

আলমারিতে রেখে গেলাম। গরমের দিনে ওই বোঝা বয়ে বেড়ানো অস্বস্তিকর। কাজে লাগবে বলেও আমার মনে হয়নি। আলমারিতে গল্‌ফের পুরনো সরঞ্জামের একটা ব্যাগ ছিল। সেটি বের করে গ্যারেজে নিয়ে গেলাম এবং আমার গাড়ির পেছনে ঝুলিয়ে দিলাম।

আমি গাড়ি দাঁড় করালাম এক কোণে, এখানে সব বসতবাড়ি। গল্‌ফের ব্যাগ বের করে নিয়ে আমি স্টুডিওর প্রধান প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকলাম। কাস্টিং অফিসের বাইরে দশ-বারোজন পিঠ-সোজা চেআরে বসেছিল। সুতো বেরিয়ে গেছে এই রকম কালো স্যুট পরা একটি মেয়ে হাতের দস্তানা খুলছিল এবং পরছিল। গোমড়া-মুখো এক মহিলা, হাঁটুর ওপর গোমড়া-মুখো এক মেয়েকে নিয়ে বসেছিল। তার পরনে গোলাপী সিল্‌ক। সচরাচর যা হয়, উদ্বাস্তু অভিনেতাদের পাঁচমিশেলী ভিড়—মোটা, রোগা, দাড়িওয়ালা, দাড়ি কামানো, অসুস্থ, মদ্যপ এবং ভীমরতিগ্রস্ত—মহা মর্যাদা সহকারে সেখানে বসেছিল, বিশাল নিষ্ফলতার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

এই সব অপেক্ষমান চাকচিক্য থেকে নিজেকে আমি ছিঁড়ে নিলাম, সরু হল্‌ দিয়ে নেমে গেলাম। সুটিং গেটে মাঝবয়সী একটি লোক, শূওরের রাং-এর মতো তার থুতনি—গার্ড-এর নীল পোশাক পরে ফটকের পাশে বসেছিল, মাথায় টুপি, কোমরে রিভলভারের কালো খাপ। বুকের কাছে গল্‌ফের সরঞ্জাম নিয়ে আমি ফটকের কাছে দাঁড়ালাম, যেন সেই ব্যাগটি আমার কাছে অনেক কিছু। গার্ডটি আধবোজা চোখে আমাকে ঠাহর করতে চেষ্টা করল।

সন্দেহের উদ্রেক করে এমন কিছু জিগ্যেস করার আগেই আমি বললাম, 'মিঃ কুনিংস এগুলো এক্ষুণি চান।'

সুটিং ফটক ঠেলে খুলে গার্ডটি আমায় হাত নেড়ে ভেতরে যেতে বলল। আমি গিয়ে পড়লাম গলির মতো একটা গরম আগুন জায়গায়, গোলকধাঁধার মতো। নামহীন যত বড় বড় বাড়ির মধ্যে হারিয়ে যেতে লাগলাম। এরপর ঘুরতেই একটা কাঁচা রাস্তা, তাতে সাইনবোর্ড লাগানো : 'ওয়েস্টার্ন মেন স্ট্রীট'। কয়েকজন দৃশ্যপট নির্মাতা জংলা ঝড়ে জর্জর একটি সেলুনের সামনের দিকটা আঁকছিল। সেলুনটায় অন্দরের দরজা আছে, কিন্তু অন্দর নেই।

আমি বললাম, 'তিন নম্বর ফ্লোর?'

'ডান দিকে তারপর প্রথমেই বাঁ হাতি।'

আমি ডান দিকে ঘুরলাম এবং লণ্ডন স্ট্রীট আর পাইওনীয়ার লগ কেবিন পেরুলাম, তারপর কন্টিনেন্টাল হোটেলের সামনে দিয়ে বাঁ হাতি গেলাম।

গেটগুলো দূর থেকে এত বাস্তব মনে হচ্ছিল। কিন্তু কাছ থেকে এত ক্ষুদ্রাসন্ত আর কৃশ যে, আমার নিজের বাস্তবতা সম্বন্ধেই সন্দেহ হচ্ছিল। আমার মনে হল, গল্ফ ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিই এবং কন্টিনেন্টাল হোটেলে ঢুকে অন্য সব ভূতেদের সঙ্গে কৃত্রিম ড্রিংক করি। কিন্তু ভূতেদের তো লালাগ্রন্থি নেই এবং আমি বেদম ঘামছিলাম। ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট জাতীয় হাল্কা কিছু আনা উচিত ছিল।

তিন নম্বর ফ্লোরের কাছে যখন পৌঁছলাম, তখন লাল আলো জ্বলছিল, সাউণ্ডপ্রুফ দরজাগুলো বন্ধ। গল্ফ ব্যাগ দেওয়ালে খাড়া করে রেখে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটু পরে আলো নিভে গেল। দরজা খুলল, একপাল কোরাস মেয়ে বেরিয়ে এল। আমি দরজা খুলে ধরে রাখলাম, শেষ জোড়াটি বেরিয়ে যাবার পর আমি ভেতরে গেলাম।

সাউণ্ড ফ্লোরের ভেতরটা থিএটারের মতো, অর্কেস্ট্রার জন্যে লাল ভেলভেটের আসন এবং বক্স। অর্কেস্ট্রার গর্ভগৃহ খালি, মঞ্চেও কেউ নেই কিন্তু প্রথম কয়েকটি সারিতে কিছু লোক। শার্টের হাতা গুটিয়ে এক তরুণ মাথার ওপরে বেবি স্পট ঠিক করছে। 'আলো' বলে সে হেঁকে উঠতে প্রথম সারির মাঝামাঝি এক মহিলার মাথাকে আলোকিত করল, তিনি ছিলেন ক্যামেরার সামনে। আলো নিভে যাবার আগে ফে-কে আমি চিনতে পারলাম।

আবার আলো এলো, একটা বেল্ বাজতে লাগল, ঘরে তখন ভারি নিস্তব্ধতা, নিস্তব্ধতা ভাঙল মহিলার কণ্ঠস্বরের।

'ভারি সুন্দর গাইছে, না ?'

এই বলে সে পাঁশুটে গোঁফের এক ভদ্রলোকের হাত আস্তে করে টিপল। লোকটি হেসে ঘাড় নাড়ল।

'কাট্।' হতক্লান্ত চেহারার ছোটখাট একটি লোক, মাথায় টাক, হালকা নীল গ্যাবার্ডাইন পরা ক্যামেরার পেছন থেকে উঠে দাঁড়াল এবং ফে ইস্ট্রুক-এর দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'দেখ ফে, তুমি হচ্ছ ওর মা। ও রয়েছে স্টেজে, তোমার জন্যে প্রাণ দিয়ে গান গাইছে। এই হচ্ছে ওর জীবনে প্রথম বড় সুযোগ ; এত বছর ধরে এই সুযোগটির জন্যে তুমি অপেক্ষা করেছ, প্রার্থনা করেছ।'

লোকটির মধ্যে য়ুরোপীয় আবেগভরা কণ্ঠস্বর এত বিবশকারী যে আমার চোখ অনিচ্ছাকৃতভাবে স্টেজের দিকে চলে গেল। তখনও সেটা ফাঁকা।

'ভারি সুন্দর গাইছে, না ?' মহিলা যেন জোর করে বলল।

'ভাল করে। আরও ভাল করে। মনে রেখো প্রশ্নটা আসলে প্রশ্ন নয়।

ওই প্রশ্নের মধ্যে একটা অলংকার আছে। 'ভারি সুন্দর' কথাটার ওপর জোর পড়বে।'

'ভারি সুন্দর গাইছে, না?' মহিলা চেঁচিয়ে উঠল।

'আরো জোর দিয়ে, আরো হৃদয় দিয়ে, কে। তোমার ছেলে পাদপ্রদীপের সামনে দারুণ গান গাইছে, তোমার মাতৃস্নেহ উজাড় করে ফেলে দাও। ফের চেষ্টা কর।'

'ভারি সুন্দর গাইছে, না?' মহিলা যেন ভয়ংকরভাবে ককিয়ে উঠলেন।

'না। কায়দা নয়, বুদ্ধি নয়। সহজ-সরলভাবে! উত্তাপ, ভালবাসা সারল্য, বুঝছ কে?'

মহিলাকে ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত মনে হচ্ছিল। সহকারী পরিচালক থেকে প্রপ্-ম্যান পর্যন্ত ঘরের সবাই উদ্গ্রীব হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিল। 'ভারি সুন্দর গাইছে না?' এবার থরথরে গলায় বলল মহিলা।

'অনেক, অনেক ভাল।' বেঁটেখাট লোকটি বলল। আলো আর ক্যামেরার জন্যে লোকটি হাঁক পাড়ল।

'ভারি সুন্দর গাইছে, না?' মহিলা আবার বলল। পাঁশুটে গোঁফের লোক হাসল এবং বহুবার ঘাড় নাড়ল। তারপর ওর গায়ে হাত রাখল, দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে হাসল।

'কাট্।'

আলো নিভে গেল। পরিচালক সাতাত্তর নম্বরকে ডাকলেন। 'কে, তুমি যেতে পার। কাল আটটায়। রাতে ভাল করে ঘুমোতে চেষ্টা করো।' যেভাবে বলল, তাতে খুব ভাল শোনাল না।

কে উত্তর দিল না। আরেক দল অভিনেতা জড় হতে লাগল, ক্যামেরা গড়িয়ে গেল তাদের দিকে। কে উঠে চলল মাঝখানের ঘোরানো বারান্দার দিকে। আমি পিছন পিছন গেলাম, গুদামের মতো ফ্লোর ছেড়ে সূর্যের আলোয়।

মহিলা যখন কন্টিনেন্টাল হোটেলের কোণ দিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল, আমি তখন গল্ফ ব্যাগটি তুলে নিয়ে তার পিছু-পিছু চললাম। নানা বয়সের এবং নানা গড়নের এক ডজন মেয়েদের মাঝে ওকে ফের দেখা গেল। তারা সবাই চলেছে প্রধান প্রবেশ পথের দিকে। কিন্তু তার আগে ওরা পাশের এক রাস্তায় ঢুকে গেল। আমিও টুকটুক করে সেই দিকে চললাম। 'ড্রেসিং রুম' লেখা এক ঘরে ওরা ঢুকল।

আমি স্ক্রুইং গেট ঠেলে বেরিয়ে এলাম, গার্ডটি বসেছিল, আমাকে চিনতে পারল এবং গল্‌ফ ব্যাগকে।

'কি হল, ওগুলো লাগল না?'

'না, এর বদলে ব্যাডমিণ্টন খেলা হবে।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমি অপেক্ষা করছিলাম, কে তখন বেরিয়ে এল। অন্যদিকের ফুটপাথ ধরে এগিয়ে চলল। তার পোশাক বদল হয়েছে, কালো, সুন্দর কাট-এর স্যুট, মাথায় ছোট, তেরছা টুপি। মনের জোর কিংবা ফাউণ্ডেশনের সাজসরঞ্জাম, তার শরীরকে যথেষ্ট খাড়া করে তুলেছে, পিছন থেকে দশ বছর বয়স কম মনে হচ্ছিল।

খানিক দূরে এক কালো সেডানের সামনে মহিলা থামল। চাবি খুলে ভেতরে ঢুকল। আমি ভিড় কাটিয়ে বেরোলাম। আমার আগে এক গলি, ওর গাড়ি তাতে ঢুকল। সেডানটি নতুন বুইক। আমার গাড়ির ওপর নজর পড়বে কিনা তা নিয়ে আমি বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম না।

এ-গলি ও-গলি দিয়ে কে ঢুকছিল বেরুচ্ছিল; চালাচ্ছিল ভয়ংকরভাবে এবং ভাল। ওপরের রাস্তায় মহিলার গাড়ি আমার দৃষ্টি পথে রাখতে আমাকে সত্তরের কাঁটা ছুঁতে হল। বোধহয় আমাকে দেখতে পায় নি, আমার ওইরকম মনে হচ্ছিল। মহিলা মজা পাওয়ার জন্যে করছে। সানসেট ধরে সমুদ্রের দিকে বরাবর পঞ্চাশে ওর গাড়ি চলল। বেভারলি হিল্‌স-এ পঞ্চান্ন, ষাট। ভারি গাড়ির টায়ার যেন পুড়ছিল। আমার হাল্‌কা গাড়ি, টায়ারে কিঁচকিঁচ শব্দ এবং কাঁপুনি উঠছিল।

'উডলন লেন' নামে একটি রাস্তা, রাস্তাটা এঁকেবেঁকে পাহাড়ের দিকে গিয়েছে, গাড়িটাকে আমি অনুসরণ করে চললাম। একটা মোড় ফিরতে, আমার একশ' [illegible] দূরে দেখলাম মহিলা গাড়ি ঘুরিয়ে একটা ড্রাইভের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লাম, একটি ইউক্যালিপ্টাস গাছের নিচে গাড়িটা রাখলাম।

দু'পাশে জ্যাপোনিকার সারবন্দী ঝোপ; তার ফাঁক দিয়ে আমি দেখলাম, মহিলা সিঁড়ি ধরে একটি সাদা বাড়ির দরজার দিকে উঠে যাচ্ছে। দরজা খুলে কে ভেতরে ঢুকে গেল। বাড়িটা দোতলা, পিছনে বহু দূর ছড়ানো। গাছের

ফাঁকে ফাঁকে রাস্তা পর্যন্ত চলে গেছে। সঙ্গে লাগোয়া গ্যারাজ পাহাড়ের ধারে সেটি তৈরি। কে-র মতো এক নিষ্ক্রান্ত মহিলার পক্ষে বাড়িটা সুন্দর।

একটু পরে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, গায়ের কোট আর টাই খুলে ভাঁজ করে পেছনের সীটে রেখে দিয়ে আমি জামার আস্তিন গুটোলাম। গাড়ির ডালায় লম্বা, নলওয়ালা একটা তেলের কুপি ছিল, সেটা আমার সঙ্গে নিলাম। ভেতরে গাড়িপথ ধরে বুইকটা পেরিয়ে সোজা আমি গ্যারেজের দিকে গেলাম; দরজা খোলাই ছিল।

গ্যারেজটা প্রকাণ্ড, দু'টনের ট্রাক ধরে যায় এত বড়, তারপরেও বুইকের জন্যে জায়গা থাকে। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, সত্যিই মনে হচ্ছিল, ভারি কোন ট্রাক সম্প্রতি এসে ছিল। জমানো মেঝেয় বড় বড় চাকার দাগ আর তেল পড়ার পুরু ছাপ।

গ্যারেজের পেছনের দেওয়ালে উঁচুতে ছোট্ট এক জানলা ছিল। তাই দিয়ে বাড়ির পেছন দিকটা দেখা যাচ্ছিল। জমিটা জানলা বরাবর। একটি লোক ক্যানভাস চেআরে আমার দিকে পিছন করে বসে ছিল। তার চওড়া কাঁধ, পরনে টকটকে লাল সিল্কের স্পোর্টস শার্ট। ছোট ছোট চুল, মনে হয়, রাল্‌ফ স্যাম্প্‌সনের চেয়ে অনেক বেশি পুরু এবং কালো। ডিঙি মেরে দাঁড়িয়ে আমি কাচের জানলায় মুখে রাখলাম। ঘিঞ্জি জায়গা, তবু ওপাশের দৃশ্যটা পরিষ্কার আঁকা; টকটকে লাল শার্টের লোকটির চওড়া কাঁধ, বাদামী বিয়ারের বোতল, তার পাশে ঘাসের ওপর কাচের ব্যৌল-এ নোনতা চীনেবাদাম, তার মাথার ওপর কমলালেবু গাছ, কাঁচা কমলালেবুগুলো গাঢ় সবুজ গল্‌ফ বলের মতো ঝুলে আছে।

একপাশে কাত হয়ে লোকটি চীনেবাদামের ব্যৌল-এ তার প্রকাণ্ড হাতের থাবা বাড়াল, আঙুলগুলো বাঁকা। পাত্রটায় তার হাত পড়ল না, ঘাসের ওপর আঙুলগুলো দাড়া ভাঙা গলদা চিংড়ির মতো থপ্‌-থপ্ করতে লাগল। তখন সে মুখ ঘোরাল, আমি তার একটা পাশ দেখতে পেলাম। সে মুখ রাল্‌ফ স্যাম্প্‌সনের নয়, এবং ওই লাল শার্টের লোকটি যে মুখ দিয়ে জীবন আরম্ভ করেছিল, ও-মুখ সে-মুখও নয়। কোন আদিম ভাস্কর পাথর কেটে করেছে, এ-মুখ পাথরের। বিংশ শতকের অতি পরিচিত এক কাহিনী এতে ফুটে উঠেছে; অতিরিক্ত মারদাঙ্গা, অতিরিক্ত জান্তব শক্তি অথচ যথেষ্ট পরিমাণ ঘটে বুদ্ধি নেই।

আমি গ্যারেজের টায়ারের দাগে ফিরে এলাম এবং হাঁটু গেড়ে পরীক্ষা করতে লাগলাম। বড় দেরি হয়ে গিয়েছিল, কিছু করতে পারলাম না, যেখানে

ছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হল। বাইরে গাড়িপথে পাওয়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল।

টকটকে লাল জামার লোকটি দোরগোড়া থেকে বলল, 'কী চাই ? এখানে হাঁটকে বেড়াচ্ছে কেন ? এখানে হাঁটকে বেড়বার তোমার কোন অধিকার নেই।'

তেলের কুপিটা উলটো করে ধরে আমি দেওয়ালে তেল ছিটিয়ে দিলাম। 'আলো ছেড়ে দাঁড়ান দয়া করে।'

'ব্যাপারখানা কী ?' লোকটা একটু থতমত খেয়ে বলল। তার ওপরের ঠোঁট কোলা, পুরু।

আমার চেয়ে লম্বা নয় এবং দরজার চেয়ে চওড়াও নয়। কিন্তু দেখে তাকে সেই রকমই মনে হচ্ছিল। লোকটা আমাকে ভয় পাইয়ে দিল। একটা অদ্ভুত বুলডগের সঙ্গে কথা বলতে গেলে যেরকম হয়। আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'হ্যাঁ,' আমি বললাম। 'তোমাদের এখানে সত্যিই আছে।'

যে-ভাবে লোকটি আমার দিকে এগোতে লাগল, আমি ভাল বুঝলাম না।

'মানে কী ? আমাদের এখানে আছে ? আমাদের এখানে কিছুই নেই। কিন্তু তুমি যদি ভড়কি দিতে এসে থাক, তাহলে খুব ঝামেলায় পড়বে।'

আমি তাড়াতাড়ি করে বললাম, 'উই।' লোকটা এত কাছে এসে পড়েছিল যে আমি তার নিশ্বাসের গন্ধ পাচ্ছিলাম। বিয়ার, নোন্‌তা চীনেবাদাম এবং নিশ্বাসের দুর্গন্ধ। 'মিসেস গোল্ডস্মিথকে বলবে, এখানে ভীষণ উই হয়েছে।'

'উই ?' লোকটা গোড়ালিতে ভর দিয়ে দাঁড়াল। আমি এক ঘুষিতে ওকে কাত করে দিতে পারতাম কিন্তু ও কাত হয়ে থাকত না।

'ছোট-ছোট পোকা। কাঠ-টাঠ যা পায় খেয়ে ফেলে।' আমি দেওয়ালে আরও খানিক তেল ছিটিয়ে দিলাম।

'তোমার কুপিতে কি আছে ? ওই কুপিতে।'

'এই কুপিতে ?'

'হ্যাঁ।'

'উই মারার তেল,' আমি বললাম। 'এতে ওরা মরে যায়। মিসেস গোল্ডস্মিথকে বলো খুব উই-হয়েছে।'

'আমি কোন মিসেস গোল্ডস্মিথকে জানি না।'

'বাড়ির গিন্নী। আমাদের হেডকোয়ার্টার্সে ফোন করেছিলেন। দেখে যাবার জন্যে।'

'হেডকোয়ার্টার্সে ?' লোকটার মুখে সন্দেহ ঘনিয়ে উঠল। কাটা ভুরুর চামড়া খুদে খুদে খালি চোখে শাটার-এর মতো নেমে এল।

'পোকামাকড় মারার হেডকোয়ার্টার্স। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া এলাকায় কিলেবাগ হচ্ছে সেই কোম্পানির হেডকোয়ার্টার্স।'

'ও!' কথাগুলো যেন ওকে ধাঁধা ধরিয়ে দিল। 'হ্যাঁ। আমাদের এখানে কোন মিসেস গোল্ডস্মিথ নেই।'

'এটা ইউক্যালিপটাস লেন নয় ?'

'নাঃ, এটা উডলন লেন। তুমি ভুল ঠিকানায় এসেছ, দোস্ত!'

'অত্যন্ত দুঃখিত,' আমি বললাম। 'আমি ভেবেছি, এটাই বুঝি ইউক্যালিপটাস লেন।'

'না, উডলন।' আমার এই হাস্যকর ভুলে লোকটা বিচ্ছিরে চওড়া করে হাসল।

'তাহলে আমি যাই। মিসেস গোল্ডস্মিথ হয়তো আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'হ্যাঁ। তবে এক মিনিট।'

লোকটার বাঁ-হাত দ্রুত বেরিয়ে এসে আমার কলার চেপে ধরল। ডান হাত আমার মুখের সামনে নাড়তে লাগল। 'খবরদার আর এখানে ঢুকে ঝামেলা পাকাবার চেষ্টা করবে না।'

ক্রুদ্ধ রক্তে ওর মুখ ভরে গেল। চোখ উত্তপ্ত এবং উন্মত্ত। ফাটা ঠোঁটের ভাঁজে লালা। ঘুষোঘুষি লড়াই যারা করে তারা বুলডগের চেয়েও অনিশ্চিত এবং দু'গুণ বিপজ্জনক।

'দেখ,' কুপিটা আমি তুলে ধরলাম। 'এতে যা আছে তোমার চোখ কানা করে দিতে পারে।'

আমি ওর চোখে একটু তেল ছিটিয়ে দিলাম। কাল্পনিক যন্ত্রণায় ও চিৎকার করে উঠল। আমি এক ঝটকায় একপাশে সরে গেলাম। ওর ডান হাত আমার কানের পাশ দিয়ে বোঁ করে বেরিয়ে গেল, কান আমার জ্বলতে লাগল। আমার শার্টের কলার খানিকটা ছিঁড়ে ওর হাতের মুঠোয় ঝুলতে লাগল। চোখে তেল ঢুকেছিল, ডান হাতে ও চোখ চাপা দিয়ে শিশুর মতো কাতরাতে থাকল। চোখ কানা হয়ে যাবার ভয় পাচ্ছিল বোধহয়।

আমি যখন গাড়িপথের মাঝামাঝি চলে এসেছি, আমার পেছনে একটি দরজা খুলল। মুখ দেখতে পারে, তাই আমি আর সেদিকে তাকালাম না।

ঝোপের আড়ালে মাথা নিচু করে আমি ছুটতে লাগলাম। গাড়ি যেখানে ছিল, সেখান ছাড়িয়ে চক্কর দিয়ে আমি আবার ঘুরে এলাম।

তখন রাস্তা ফাঁকা। গ্যারেজের দরজা বন্ধ, বুইকটা তখনও ড্রাইভে দাঁড়িয়ে। সন্ধ্যার ঝোঁকে, আবছা আলোয় গাছের ফাঁকে সাদা বাড়িটাকে তখন খুব শান্তির মনে যাচ্ছিল আর নির্দোষ।

প্রায় যখন অন্ধকার হয়ে এল, মহিলা তখন ফুটকি কোট গায়ে বেরিয়ে এলেন। বুইকটি ব্যাক করে বেরিয়ে আসার আগে আমি গাড়ি নিয়ে সানসেট বুলেভার্ডে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মহিলা যেন আরও ক্ষিপ্র বেগে ওয়েস্টউড, বেল-এয়ার, বেভারলি হিল্স হয়ে আবার হলিউড়ের দিকে ফিরে চলল। আমি চোখে চোখে রাখলাম।

হলিউড এবং ভাইনের কোনাকুনি যেখানে সব কিছুর শেষ এবং বহু কিছুর আরম্ভ মহিলা সেখানে একটি প্রাইভেট গাড়ি দাঁড় করাবার জায়গায় নিজের গাড়ি রেখে চলে গেল। দূর থেকে আমি দেখলাম মহিলা 'স্নইফ্ট'-এ ঢুকছে, ঝলমলে চেহারা, একটু খুশি খুশি ভাবে হেঁটে যাচ্ছিল মহিলা। তারপর আমি বাড়ি ফিরে এসে আমার জামা বদলালাম।

আলমারিতে রাখা বন্দুকটা আমায় প্রলুব্ধ করছিল কিন্তু আমি সেটা জামার তলায় রাখলাম না; খাপ থেকে বের করে গাড়ির গ্লোভ কম্পার্টমেণ্টে ঢুকিয়ে আমি মাঝামাঝি রফা করলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্নইফ্ট-এর পিছনের ঘরে কালো ওক কাঠের প্যানেল, পিতলের চকচকে ঝাড়লণ্ঠনের আলোর তলায় মৃদু আভা ছড়াচ্ছিল। দু'ধারে সার করে চামড়ার গদি দেওয়া বুথ। মেঝের বাকি জায়গায় টেবিলের পর টেবিল। সব বুথগুলি এবং বেশিরভাগ টেবিলে লোক ভর্তি, সুসজ্জিত হয়ে হয় তারা খাচ্ছে নয় খাবারের অপেক্ষা করছে। বেশিরভাগ মহিলার গায়ের চামড়া আঁটসাট, টানটান, না খেয়ে খেয়ে এত রোগা হয়েছে যে হাড় বেরিয়ে গেছে। বেশির ভাগ ব্যাটাছেলের চেহারায় হলিউডী ধাঁচের পৌরুষ, বর্ণনা করা খুব কঠিন। তাদের বড় বড় কথা আর বিস্তৃত অঙ্গভঙ্গীতে প্রচণ্ড আত্মসচেতনতা ফুটে উঠছিল, যেন তাদের ওপর হামেশা নজর রাখার জন্তে ভগবানের সঙ্গে দশ লক্ষ ডলারের চুক্তি আছে।

কে ইস্ট্‌ব্রুক বসে ছিল পেছনের এক বুথ-এ, উল্টো দিকের টেবিলে নীল ফ্লানেলের এক কনুই দেখা যাচ্ছিল। যে-ই হোক, সেই সঙ্গীটির বাকিটুকু পার্টিশানের আড়ালে ছিল।

আমি তৃতীয় দেওয়ালের আড়ালে আড়ালে বার-এ গিয়ে একটা বীয়ার-এর হুকুম করলাম।

'বাস য়েল, ব্ল্যাক হর্স, কার্টা ব্ল্যাংকা কিংবা গীনেস? আমাদের এখানে ছটার পর গেরস্ত বীয়ার পাওয়া যায় না।'

আমি 'বাস' দিতে বললাম এবং বার-এর লোকটিকে একটি ডলার দিয়ে, খুচরোটা তার কাছেই রাখতে বললাম।

বার-এর পেছনে আয়না ছিল, আমি ঝুঁকে পড়ে কে ইস্ট্‌ব্রুক-এর মুখের এক-তৃতীয়াংশ দেখতে পেলাম। মুখ উদ্‌গ্রীব, সনির্বন্ধ। এবং দ্রুত চলছে। ঠিক সেই সময় লোকটি উঠে দাঁড়াল।

সচরাচর কম বয়সী মেয়েদের সঙ্গ করে, লোকটির এইরকম চেহারা, ছিমছাম, বয়স হয় না। ক্র্যাম যে বয়স্ক কোরাস-বয়ের কথা বলেছিল, এ হচ্ছে সেই। তার নীল জ্যাকেট গায়ে অত্যন্ত মানানসই। গলায় সিল্কের স্কার্ফ রুপোলী চুলকে যেন আলাদাভাবে চিহ্নিত করে তুলেছে।

লাল চুলের একটি লোক বুথ-এর পাশে দাঁড়িয়েছিল, সে তার সঙ্গে করমর্দন করছিল। ঘরের মাঝখানে নিজের টেবিলে যখন ফিরে গেল তখন লাল চুলের লোকটিকে আমি চিনতে পারলাম। ওর নাম রাসেল হান্ট, মেট্রোর চুক্তিবদ্ধ লেখক।

রুপোলী চুলের লোকটি কে ইস্ট্‌ব্রুককে বিদায় জানিয়ে দরজার দিকে চলল। আমি আয়নার মধ্য দিয়ে তাকে দেখলাম। দক্ষ ও নিখুঁতভাবে, সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে সে হাঁটছিল যেন ঘরে আর কেউ নেই। কে ইস্ট্‌ব্রুক নিজের বুথ-এ একা রইল।

গেলাস নিয়ে আমি হান্ট্‌-এর টেবিলে গেলাম। মোটা একটি লোকের সঙ্গে সে বসেছিল, নাক যার গোল এবং কুঞ্চিত, ডগার কাছটা উল্‌টে আছে, এজেন্টের ধরনের খুদে, জলজলে চোখ।

'কাজ-কারবার কিরকম, রাসেল?'

'হ্যালো লিউ।'

আমাকে দেখে সে খুশি হয়নি। আমি যখন কাজ করতাম তখন হপ্তায় পেতাম তিনশ' করে ও পেত পনেরশ'। শিকাগোর প্রাক্তন রিপোর্টার,

প্রথম উপন্যাস ও মেট্রোকে বিক্রি করেছিল, দ্বিতীয় আর লেখেনি। ছোটবেলায় বহু আশা ছিল, যত বুড়ো হচ্ছে তত বিশ্রী হয়ে উঠছে, মাইগ্রেইন, সাঁতার কাটতে পারে না কারণ জল দেখলে ভয় পায়। আমি ওকে দ্বিতীয় স্ত্রীর হাত থেকে নিস্তার পেতে এবং তৃতীয় স্ত্রীর জন্যে পথ করতে সাহায্য করেছিলাম, তাতেও ওর কোনরকম উন্নতি হয়নি।

আমি যখন চলে গেলাম না, ও তখন বলতে লাগল, 'বস, বস। একটু ড্রিংক কর। এতে মাথাব্যথা ছেড়ে যায়।'

'দাঁড়ান', এজেন্ট লোকটি চোখ দিয়ে বলল। 'আপনি যদি সৃজনধর্মী শিল্পী হ'ন তাহলেই বসতে পারেন। নচেৎ আপনার সঙ্গে বসে আমি সময় নষ্ট করতে পারি না।'

'টিমথী, আমার এজেন্ট।' রাসেল বলল। 'আমি হচ্ছি হাঁস, যে ওকে সোনার ডিম দেয়। ছুরি সমেত ওর আঙুলগুলো লক্ষ করছ, কেমন ছটফট করছে, চোখ কিন্তু আশায় আশায় আমার গলার দিকে। আমার ধারণা, আমার মঙ্গল করছে না।'

'উনি ধারণা করেন,' টিমথী বলল, 'আপনি কিছু সৃষ্টি করেন?'

পেসিওর একটি চেআরে আমি সুড়ুৎ করে ঢুকে গেলাম। 'আমি কর্মের এবং ঘর্মের লোক। গোয়েন্দা।'

'লিউ হচ্ছে ডিটেকটিভ,' রাসেল বলল। 'লোকের গোপন অপরাধ ও খুঁজে বের করে এবং এই কলঙ্কিত পৃথিবীর সামনে তুলে ধরে।'

টিমথী খুশি-খুশি ভাবে বলল, 'আচ্ছা, কত নীচে নামতে পারেন আপনি?'

এই ঠাট্টাটি আমার ভাল লাগল না কিন্তু আমি এসেছি খবর সংগ্রহে, লড়াইয়ে নয়। আমার মুখের ভাব বুঝতে পেরে ও ওয়েটারের দিকে ঘুরে তাকাল, সে চেআরের পাশেই দাঁড়িয়েছিল।

রাসেলকে আমি জিগ্যেস করলাম, 'কার সঙ্গে তুমি করমর্দন করছিলে?'

'স্কার্ফ পরা সুন্দর ছোকরা?' কে বলল, 'ওর নাম ট্রয়। একসময় ওরা বিয়ে করেছিল। সুতরাং ওর নাম কে-র জানা উচিত।'

'কী করে ছোকরা?'

'আমি ঠিক জানি না। এধার ওধার দেখেছি। পাম স্প্রিং, লা ভেগা, টায়া য়ুয়ানা।'

'লা ভেগা?'

'তাই তো মনে হয়। কে তো বলে ও আমদানী করা।'

ওয়েটারটি টিমথী কী বলছিল, তাই মন দিয়ে শোনবার চেষ্টা করছিল।

'কিন্তু আমি ফ্রেঞ্চ ফ্রায়েড পোটাটোজ চাই না। আমি চাই অউ গ্রেটিন পোটাটোজ।'

'আমাদের অউ গ্রেটিন নেই, স্যর।'

'তৈরি করে দিতে পার তো, পার না?' তার নাক ফুলছিল।

'পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিট স্যর।'

'হা ভগবান!' টিমথী বলল। 'এ কিরকম দোকান? চল রাসেল্, আমরা চ্যাজেনে যাই। আমাকে অউ গ্র্যাটিন পোট্যাটোজ খেতেই হবে।'

ওয়েটার দাঁড়িয়ে ওকে যেন বহু দূর থেকে লক্ষ করতে লাগল। আমি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম ফে ইস্ট্‌ব্রুক তখনও তার টেবিলে, ওয়াইনের বোতল নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

রাসেল বলল, 'ওরা 'চ্যাজেনে' আজকাল আর আমায় ঢুকতে দেয় না। তার কারণ আমি নাকি কমিনফর্ম-এর এজেন্ট। আমি একটা ছবির গল্প লিখেছিলাম, একজন নাজী হচ্ছে তার খল চরিত্র। তাই আমি হয়ে গেলাম কমিনফর্ম-এর এজেন্ট। তার মানে সেখান থেকেই আমার টাকা আসে। একেবারে মস্কো-র সোনা দিয়ে মোড়া।'

আমি বললাম, 'বাদ দাও। ফে ইস্ট্‌ব্রুককে তুমি চেন?'

'একটু একটু।'

'আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও।'

'কেন?'

'ওর সঙ্গে আমার বরাবর আলাপ করার ইচ্ছে।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, লিউ। তোমার বউ হবার পক্ষে ওর যথেষ্ট বয়স হয়ে গিয়েছে।'

টিমথী বলল, 'আলাপ করতে চায় তো আলাপ করিয়ে দাও। গোয়েন্দা দেখে আমি বড় ভয় পাই। তারপর আমি আমার 'অউ গ্রেটিন পোট্যাটোজ' শান্তিতে খেতে পারব।'

রাসেল কষ্টে-সৃষ্টে উঠে দাঁড়াল, যেন তার লাল-মাথা ঘরের সীলিং ধারণ করে আছে।'

টিমথীকে বললাম, 'শুভ রাত্রি।' তারপর আমার ড্রিংকটি নিয়ে রাসেলের সঙ্গে ঘরের ওদিকে গেলাম। কানে কানে বললাম, 'আমার পেশার কথা কিন্তু ওকে বলো না।'

'আমার কী দরকার ?'

মিসেস ইস্ট্‌ব্রুক আমাদের দেখে চোখ তুলল। তার চোখে যেন অন্ধকার সার্চলাইট।

'কে, এই হচ্ছে লিউ আর্চার। কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের এজেন্ট। গোপনে গোপনে ও তোমার পুরনো ভক্ত।'

'তাই নাকি, কি আশ্চর্য!' মায়ের ভূমিকায় বাজে খরচ হয়েছে এইরকম গলা করে ও বলল। 'বসবেন না ?'

'ধন্যবাদ!' আমি ওর উল্টোদিকের গদি মোড়া আসনে বসলাম।

রাসেল বলল, 'আমাকে মাফ করো। আমি টিমথীকে দেখি। ওয়েটারের সঙ্গে ও শ্রেণীযুদ্ধ বাধিয়েছে। কাল রাতে ওর পালা আসবে, ও আমাকে দেখবে।' ও চলে গেল।

'মাঝে মাঝে কেউ মনে করলে বেশ ভাল লাগে', মহিলা বলল। 'আমার বেশির ভাগ বন্ধু আর নেই, সকলে তাদের ভুলেও গিয়েছে। হেলেন, ফ্লোরেন্স এবং মেই, কেউ নেই, ভুলেও গিয়েছে তাদের।'

আমি ওর কথার সূত্র ধরে বললাম, 'হেলেন সাদউইক তখনকার কালে বেশ বড় অভিনেত্রী ছিল। কিন্তু আপনি তো এখনো চালিয়ে যাচ্ছেন।'

'কোন রকমে লেগে আছি, আর্চার। যদিও শহরে আর প্রাণ নেই। ছবি করাকে আমরা কি ভালবাসতাম—সত্যিই ভালবাসতাম। আমার যখন বোলবোলাও তখন হপ্তায় তিন হাজার ডলার করেও পেয়েছি। কিন্তু শুধু টাকার জন্যে আমরা কাজ করতাম না।'

'অভিনয়টাই আসল।' একটি চালু কথার পুনরুক্তি করা কম অপ্রস্তুতের।

'অভিনয়টাই ছিল আসল। আর সেসব দিন নেই। এ শহর থেকে সেই আন্তরিকতা চলে গেছে। কোন প্রাণ আর নেই। আমাতেও আর প্রাণ নেই।'

আধ বোতল শেরি থেকে মহিলা শেষ আউন্সটুকু ঢেলে এক ঢোকে খেয়ে ফেলল শোকার্তভাবে। আমি একটু-একটু চুমুক দিতে লাগলাম।

'আপনি তো বেশ করে যাচ্ছেন।' খোলা ফার কোট দিয়ে মহিলার ভারি শরীর আধখানা উন্মোচিত হয়েছিল। আমি আমার দৃষ্টিকে পিছলে যেতে দিলাম। বয়সের তুলনায় বেশ ভাল, আঁটসাঁট কোমর, উঁচু বক্ষদেশ, কলসির ধরনের পিছনটা। আর, বিশেষ স্ত্রী-শক্তিতে শরীরটি আগাগোড়া সূক্ষ্মভাবে জীবন্ত। এক জান্তব অহংকারও রয়েছে, বিড়ালের মতো।

'তোমাকে আমার ভাল লাগছে, আর্চার। তোমার সহানুভূতি আছে। বল, কবে তোমার জন্ম ?'

'মানে, বছর ?'

'তারিখ।'

'দোসরা জুন।'

'সত্যি ? আমি ভাবতে পারিনি, তোমার মিথুন রাশি। মিথুনদের হৃদয় থাকে না। যমজের মতো তাদের দুটো প্রাণ এবং একই সঙ্গে তাদের দ্বৈত জীবন। তুমি কি শীতল হৃদয়, আর্চার ?'

মহিলা আমার দিকে বড় বড় চোখ করে এগিয়ে এল। আমি ধরতে পারলাম না ও নিজেকে ঠকাচ্ছে না আমাকে।

আমি এই অবস্থা কাটাতে বললাম, 'আমি সকলের বন্ধু। শিশু এবং কুকুরেরা আমাকে খাতির করে।'

মুখ গোমড়া করে মহিলা বলল, 'তুমি সিনিক। ভেবেছিলাম, তুমি সহানুভূতিশীল হবে। গ্রহ-নক্ষত্রে তুমি বিশ্বাস কর না ?'

'আপনি করেন ?'

'নিশ্চয়ই করি—সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক মতে। প্রমাণ দেখলে তুমি কিছুতে অবিশ্বাস করতে পারবে না। আমার হচ্ছে কর্কট, যে-কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে, আমি হচ্ছি কর্কট ধাঁচের। আমি স্পর্শকাতর এবং কল্পনাপ্রবণ; ভালবাসা ছাড়া আমি থাকতে পারি না। যে-লোককে ভালবাসি, সে আমাকে চাইলে তার কড়ে আঙুলে নাচাতে পারে কিন্তু দরকার মতো আমি শক্ত হতেও পারি। অন্য কর্কটদের যেমন হয়, বিয়ের ব্যাপারে বরাত ভাল হয় না, আমারও তাই হয়েছে। তোমার কি বিয়ে হয়েছে, আর্চার ?'

'এখন নয়।'

'তার মানে হয়েছিল। তোমার আবার বিয়ে হবে। মিথুনদের সব সময় তাই হয়। আর তারা বিয়ে করে বয়সে বেশি কোন মেয়েকে। একথা কি জানতে ?'

'না।' কে ইস্টব্রুক-এর গলার এই আতিশয্য আমাকে কিরকম বেতালা করে দিচ্ছিল। আমি বললাম, 'আপনার কথাগুলো বেশ বিশ্বাসযোগ্য।'

'আমি যা বলছি, তা সত্যি।'

'এটাকে আপনি পেশা হিসেবে নিতে পারেন।'

ওর আয়ত চোখজোড়া সরু হয়ে চেরা কালি হয়ে গেল, দুর্গের ছোট গর্তের

মতো। তাই দিয়ে মহিলা আমায় লক্ষ করতে লাগল, কিছু একটা বুদ্ধি বার করল বোধহয় তারপর আবার চোখ খুলল। চোখ যেন অন্ধকার নির্দোষ সরোবর, বিষাক্ত কুয়োর মতো।

'না,' কে বলল। পেশাদারীভাবে আমি এসব করি না। এটা আমার এক ক্ষমতা বলতে পার, কর্কটের লোকেরা বেশি মানসিক হয়। সেই ক্ষমতাকে আমি কাজে লাগাই। কিন্তু টাকার জন্যে নয়, কেবল আমার বন্ধুদের জন্যে।'

'একটা স্বাধীন উপার্জনের রাস্তা আছে, আপনার বরাত বলতে হবে।'

মহিলা আঙুল দিয়ে পাতলা কাচের গেলাস ঘোরাচ্ছিল, টেবিলের ওপর ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল। 'এই হচ্ছে মিথুন, তোমার।' ও বলল, 'সর্বদা তথ্য খুঁজে বেড়াচ্ছ।'

আমার মনে কেমন একটু ক্ষীণ সন্দেহের ভাব জাগল কিন্তু আমি সেটা তাড়িয়ে দিলাম। মহিলা আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছিল, হঠাৎ ঠিক জায়গায় লেগে গেছে। আমি বললাম, 'আমি কিন্তু অকারণ কৌতূহল দেখাতে চাইনি।'

'জানি, জানি।' কে হঠাৎ উঠে পড়ল। আমার মনে হল সারা শরীরের ওজন নিয়ে যেন আমার ওপর দাঁড়িয়েছে। 'চল, আর্চার, এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। হাত থেকে ফের আমার জিনিসপত্তর পড়া শুরু হয়েছে। অন্য কোথাও চল, সেখানে আমরা বসে কথা বলতে পারি।'

'কেন নয়?'

টেবিলের ওপর বিলের টাকা রেখে মহিলা বেরিয়ে এল। আমি তাকে অনুসরণ করে চললাম। প্রাথমিক সাফল্যে খুশি হচ্ছিলাম কিন্তু এ-ও মনে হচ্ছিল, আমি বোধহয় এক পুরুষ মাকড়সা, শীগ্‌গিরই এক স্ত্রী-মাকড়সা আমাকে খেয়ে ফেলবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হলিউড রুজভেল্ট বার-এ কে ইস্ট্রুক বলল, তার দম বন্ধ হয়ে আসছে, তার শরীর খারাপ লাগছে, নিজেকে বুড়ো মনে হচ্ছে। আমি বললাম, ও-সব কিছু নয়, এই বলে আমরা জেব্রা রুম-এ গেলাম। এবার মহিলা আইরিশ হুইস্কি নিল, এবং সোজাসুজি গলায় ঢেলে দিল। পাশের টেবিলের একটি লোককে বলল, লোকটি ওর দিকে তাচ্ছিল্য করে তাকাচ্ছিল। আমি বললাম, আমরা বরং

আরও কোন ফাঁকা জায়গায় যাই। মহিলা তখন উইলশায়ারের দিকে গাড়ি চালাল যেন অন্ত এক বৃত্ত ভেদ করে চলেছে। আমি বললাম, অ্যামব্যাসাডরে গাড়িটা দাঁড় করাতে। আমার গাড়ি আমি সুঈফ্‌টে রেখে এসেছিলাম।

অ্যামব্যাসাডরের দারোয়ানের সঙ্গে মহিলা ঝগড়া করল, কারণ পেছন ফেরবার সময় লোকটি নাকি ওর দিকে তাকিয়ে হেসেছিল। আমি ওকে নিচতলায় হাণ্টুন পার্ক-এর বার-এ নিয়ে গেলাম। সে-জায়গাটায় বেশি ভিড় ছিল না। যেখানেই গেলাম কে-কে লোকে চিনতে পারল কিন্তু কেউ উঠে দাঁড়াল না বা আমাদের সঙ্গে যোগ দিল না। এমন কি ওয়েটাররাও ওকে দেখে বেশি ব্যস্ত হ'ল না। বোঝা যাচ্ছিল, মহিলা এবার যাওয়ার পথে।

এক প্রান্তে একটি দম্পতি সংলগ্ন হয়েছিল, তাছাড়া হাণ্টুন পার্ক একদম খালি।

আমি মহিলাকে ভ্যালেরিওর দিকে নিয়ে যেতে চাইছিলাম, ভাবছিলাম হয়তো নিজেই নাম করবে। আর কয়েকটি ড্রিংকের পর আমি নিজেই বরং কথাটা তুলব। আমিও ওর সঙ্গে ড্রিংক করছিলাম কিন্তু বেশি নয় যাতে আমাকে কাত করে। আমি ফাঁকা কথাবার্তা চালিয়ে গেলাম, মহিলা কিছু তফাত বুঝতে পারল না। আমি অপেক্ষা করছিলাম। চাইছিলাম মাত্রা বাড়াতে বাড়াতে এমন জায়গায় যাক, যখন নিজে থেকেই মাথায় যা আসবে বলতে আরম্ভ করবে।

বার-এর পেছনে আয়নায় আমি আমার মুখ দেখলাম। খুব ভাল দেখাচ্ছিল না। কেমন যেন রোগা হয়ে আসছে, লুব্ধ, লুণ্ঠকের মতো। নাকটা বেশ সরু, কানজোড়া মাথার বড় বেশি কাছে। আজ রাতে চোখ দুটো পাথরের ছোট গোঁজের মতো মনে হচ্ছিল।

মহিলা থুতনি হাতের ওপর রেখে বার-এর ওপর দিয়ে সামনের ঝুঁকে এলো, আধ খালি মদের গেলাসের দিকে সোজা তাকিয়ে রইল। যে-অহংকার ওর শরীরকে খাড়া এবং মুখটিকে সংগঠিত রেখেছিল, তা যেন ফোঁটায় ফাঁটায় নিঃশেষিত। কোলকুঁজো হয়ে জীবনের তলাকার তিক্ততার স্বাদ পেতে পেতে মহিলা শোকসঙ্গীত গেয়ে উঠল :

'নিজের প্রতি কখনো ওর খেয়াল বা যত্ন ছিল না। কিন্তু শরীরটা ছিল কুস্তিগীরের মতো, মাথাটা ছিল ইণ্ডিয়ান নায়ক সর্দারের মতো। আধা ইণ্ডিয়ানই ছিল সে। এতটুকু নীচতা কোথাও ছিল না তার। একটি মিষ্টি মানুষ। শান্ত, সহজ, বেশি কথা বলত না। কিন্তু খুব আবেগপ্রবণ আর

সত্যিকার একটি মেয়ের প্রতিই বরাবর আসক্ত—এই ধরনের লোক, তেমনটি আর দেখিনি আমি। টি. বি. হয়েছিল, এক গ্রীষ্মে চলে গেল। এটা আমাকে একেবারে ভেঙে দেয়। সেই থেকে আমি সামলে উঠতে পারিনি। সে-ই একমাত্র পুরুষ যাকে আমি ভালবেসেছিলাম।'

'কী নাম ছিল, বললেন?'

'বিল।' মহিলা আমার দিকে ধূর্তভাবে তাকাল। 'আমি বলিনি। সে ছিল আমার ফোরম্যান। প্রথম দিকে আমার একটা প্রকাণ্ড জায়গা ছিল। এক বছর আমরা একসঙ্গে ছিলাম, তারপর ও মারা যায়। সেটা পঁচিশ বছর আগে, সেই থেকে আমার মনে হয় আমি যেন মরে আছি।'

মহিলা বড় বড় চোখ তুলল, জল নেই, আয়নায় আমার সঙ্গে চোখাচুখি হয়ে গেল। আমি ওর বিষণ্ণ দৃষ্টির প্রত্যুত্তর দিতে চাইলাম কিন্তু জানি না, আমার এই মুখ নিয়ে কী করব।

হেসে নিজেকে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করলাম। মিরান্দা সিম্‌প্‌স্‌নের কাছে এ-মুখ কেমন দেখিয়েছিল, ভাবতে চেষ্টা করলাম।

মিসেস ইস্ট্‌ব্রুক বলল, 'চুলোয় যাক, তিনদিনের পার্টি আর ঘোড়া আর পান্না আর নৌকো। এসবের চেয়ে একজন সত্যিকার বন্ধু অনেক ভাল। আমার একজনও ভাল বন্ধু নেই। সিম কুন্‌ৎস বলে ও আমার বন্ধু। বলে, এই আমি আমার শেষ ছবি করছি। পঁচিশ বছর আগে আমি আমার জীবন যাপন করেছি। এখন একদম ফুরিয়ে গেছি। আর্চার, তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে চাও না।'

মহিলা ঠিকই বলেছিল। তবু, কাজের ব্যাপার ছাড়াও আমি আগ্রহী ছিলাম। উঁচু জায়গা থেকে নিচুতলায় মহিলার সুদীর্ঘ যাত্রা, কাকে কষ্ট বলে, যন্ত্রণা বলে মহিলার জানা। গলায় এখন ওর কৃত্রিমতা এবং অন্যান্য জিনিস নেই, স্টুডিও থেকে যেগুলো শেখা। গলা রুক্ষ এবং কর্কশ এবং তাই জন্যেই সুন্দর। ওকে নিয়ে যাচ্ছিল শৈশবে, এই শতাব্দীর আরম্ভে—ডেট্রয়েট কিংবা শিকাগো কিংবা ইণ্ডিয়ানা পোলিসের কোন শহরে।

গেলাসের শেষ পানীয় গলায় ঢেলে ফে উঠে দাঁড়াল, 'আমাকে বাড়ি নিয়ে চল আর্চার।'

আমি টুল থেকে সুড়ুৎ করে উঠে পড়লাম পুরুষ-বেশ্যার তৎপরতায় এবং ওর হাত ধরে নিয়ে চললাম। 'এইভাবে তো আপনি বাড়ি যেতে পারবেন না। নিজেকে চাঙ্গা করে তুলতে আপনার আরেকটা ড্রিংক দরকার।'

'তুমি ভারি চমৎকার।' আমার গায়ের চামড়া যথেষ্ট পাতলা, এই ব্যাজস্তুতি আমাকে বিঁধল।

'শুধু এই জায়গাটি সইতে পারছি না, এটা যেন মর্গ। কোথায়, কোথায়—' বার-এর লোকটির দিকে ও চেঁচিয়ে উঠল, 'কোথায় সব আনন্দ, ফুর্তি করার লোক?'

'আপনিও তো একজন ম্যাডাম?'

আমি মহিলাকে টেনে নিয়ে বাইরে এলাম। আবার হয়তো ঝগড়া হত। বাতাসে হাল্‌কা কুয়াশা। নিওনগুলো ঝাপসা। বড় বড় বাড়ির মাথায় নক্ষত্রবিহীন আকাশ নির্জীব এবং নিচস্থ। মহিলা কাঁপল, আমি ওর হাতে সেই রেশ অনুভব করলাম।

আমি বললাম, 'এর পরের রাস্তাটায় একটা ভাল বার আছে।'

'ভ্যালেরিও?'

'মনে হয় ওটাই।'

'ঠিক আছে। আরেকটা ড্রিংক। তারপর আমাকে বাড়ি যেতেই হবে।'

আমি গাড়ির দরজা খুলে ওকে ভেতরে ঢুকতে সাহায্য করলাম। ওর বুক আমার কাঁধের ওপর ভর করল। আমি পিছিয়ে এলাম। এর চেয়ে কম জটিল বালিশই আমার বেশি পছন্দ। পালক দিয়ে যা ভরা, স্মৃতি নয়, ব্যর্থতার জ্বালা নয়।

ভ্যালেরিওর ওয়েট্রেস মহিলাকে নাম ধরেই ডাকল। দু'জনকে আমাদের একটি বুথ-এ নিয়ে গেল, ছাইদানি পরিষ্কার করল। বার-এর লোকটি তরুণ গ্রীক, মুখ তার মসৃণ। সে পেছন থেকে এগিয়ে মহিলাকে স্বাগত জানাল এবং মিঃ স্যাম্প্‌সনের কথা জিগ্যেস করল।

মহিলা বলল, 'এখন ও নেভাদায়।' আমি ওর মুখ লক্ষ করতে লাগলাম, ও দেখে ফেলল। 'আমার বিশেষ বন্ধু, এ-শহরে এলে এখানে ওঠে।'

বার-এর গ্রীক তরুণ বলল, 'দারুণ লোক। 'ওর অভাব আমরা সব সময় টের পাই।'

'রাল্‌ফ ভারি চমৎকার লোক চমৎকার লোক,' মিসেস ইস্ট্‌ব্রুক বলল। 'বড় মিষ্টি মানুষ।'

বার-এর ছেলেটি আমাদের অর্ডার নিয়ে চলে গেল।

আমি বললাম, 'ওঁর কোষ্ঠী আপনি করেছেন। আপনার বন্ধুর?'

'কী করে জানলে ? ওর মকর। মিষ্টি কিন্তু খুব দাপটে লোক। জীবনে অবশ্য ওর শোক গিয়েছে। যুদ্ধে ওর একমাত্তর ছেলে মারা যায়।'

ওর রবিকে বুধ আড়াল করছে। তুমি বুঝবে না, মকরদের তাতে কী হতে পারে।'

'না। এতে খুব কিছু হয় ?'

'হয়, বৈ কি! রাল্‌ফ-এর একটা আধ্যাত্মিক দিক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বুধ বাধা দিচ্ছে। অবশ্য অন্য গ্রহ ওর অনুকূলে রয়েছে। এটা জানার পর ওর বল বেড়েছে।' মহিলা আমার দিকে চুপি চুপি ঝুঁকে পড়ল। 'আমি যদি তোমায় দেখাতে পারতাম ওর ঘরটা। আমিই নতুন করে সাজিয়ে দিয়েছিলাম। এখানকারই একটা বাংলো কিন্তু ওরা আমাদের এখন যেতে দেবে না।'

'উনি কি এখন এখানেই রয়েছেন ?'

'না। ও নেভাদায়। মরুভূমির মধ্যে সেখানে ওর চমৎকার বাড়ি আছে।'

'আপনি গিয়েছেন কখনো ?'

'তুমি বড় বেশি প্রশ্ন কর।' চোখের পাশ দিয়ে মহিলা হাসল। ভয়ংকর ছিনালি ফুটে উঠল তাতে। 'তোমার হিংসা হচ্ছে না তো ?'

'আপনি বলেছিলেন, আপনার কোন বন্ধু নেই ?'

'বলেছিলাম বুঝি ? রাল্‌ফ-এর কথা তাহলে ভুলে গিয়েছিলাম।'

বার-এর তরুণ আমাদের পানীয় নিয়ে এল, আমি আমারটায় চুমুক দিলাম। নিস্তব্ধ গ্র্যাণ্ড পিআনোর পাশের দেওয়ালের একটা দরজা খুলে গেল— ভ্যালেরিও লবির দিকে। অ্যালান টেগার্ট এবং মিরান্দা একসঙ্গে সেই দরজা দিয়ে ঢুকে এল।

'মাফ করবেন,' মিসেস ইস্টব্রুককে আমি বললাম।

আমি উঠে দাঁড়াতে মিরান্দা আমাকে দেখতে পেল, এবং এগিয়ে আসতে লাগল। আমি মুখে আঙুল দিলাম এবং অন্য হাতে ওকে চলে যেতে বললাম। ও হাঁ হয়ে পেছিয়ে যেতে লাগল, চোখে থতমত ভাব।

অ্যালান অনেক চটপটে। সে ওর হাত ধরে তাড়াতাড়ি দরজার বাইরে বের করে নিয়ে গেল। আমি পিছন পিছন গেলাম। বার-এর তরুণটি পানীয় মেশাচ্ছিল, ওয়েট্রেস অন্য খদ্দের দেখছিল। মিসেস ইস্টব্রুক তাকিয়ে দেখেনি। আমার পিছনে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

মিরান্দা আমার ওপর পড়ল। 'এর মানে কী আমি বুঝতে পারছি না। আপনার না রাল্‌ফ-এর খোঁজ করার কথা।'

'আমি চুক্তি অনুযায়ী কাজ করছি। তোমরা দয়া করে যাও।'

মেয়ের প্রায় চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। 'কিন্তু আমি যে আপনাকে তখন থেকে ধরবার চেষ্টা করছি।'

টেগার্টকে বললাম, 'একে এখন থেকে নিয়ে যাও তো! সারা রাতে যে কাজটুকু করেছি, এ নষ্ট করে দেবে। সম্ভব হলে, একেবারে শহরের বাইরে চলে চলে যাও।' ফে-র সঙ্গে তিন ঘণ্টা কাটিয়ে আমার মেজাজ ধারাল হয়ে উঠেছিল।

টেগার্ট বলল, 'কিন্তু মিসেস স্যাম্প্‌সন আপনাকে ফোন করছিলেন।'

একটি ফিলিপিনো বেল-বয় দেওয়ালের ধারে দাঁড়িয়ে আমরা যা বলছিলাম, সব শুনছিল। আমি ওদের লবির এক কোণে নিয়ে গেলাম, সেখানে আবছা অন্ধকার। 'কী জন্যে?'

'রাল্‌ফ-এর কাছ থেকে খবর পেয়েছে।' মিরান্দার চোখ হরিণীর মতো তৈলস্ফটিক হয়ে জ্বলতে লাগল। 'একখানা জরুরী বিশেষ চিঠি এসেছে। রাল্‌ফ ওকে টাকা পাঠাতে বলেছে। ঠিক পাঠাতে নয়, হাতের কাছে তৈরি রাখতে।'

'কত টাকা?'

'একশ' হাজার ডলার।'

'আবার বল।'

'একশ' হাজার ডলার পরিমাণের বণ্ড এলেইনকে ভাঙিয়ে রাখতে বলেছে।'

'এত টাকা ওঁর আছে?'

'ওর নেই। কিন্তু ব্যবস্থা করতে পারবে। বার্ট গ্রেভ্‌সকে রাল্‌ফ-এর পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া আছে।'

'তারপর টাকা নিয়ে মিসেস স্যাম্প্‌সন কী করবে?'

'রাল্‌ফ সে-কথা আমাদের পরে জানাবে কিংবা নিতে লোক পাঠাবে।'

'চিঠিটা যে ওঁর এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত?'

'এলেইন তো বলছে, রাল্‌ফ-এর হাতের লেখা।'

'কোথায় আছেন সেকথা কিছু জানিয়েছেন?'

'না। কিন্তু চিঠিতে সান্টা মারিয়ার পোস্টাফিসের ছাপ রয়েছে। নিশ্চয়ই সেখানে আজ রয়েছে।'

'তার কোন মানে নেই। মিসেস স্যাম্প্‌সন আমাকে কী করতে বলেন?'

'কিছু বলেনি। আমার মনে হয় আপনার পরামর্শ চায়।'

'ঠিক আছে। ওঁকে বলো টাকার যোগাড় করে রাখতে। কিন্তু তোমার

বাবা বেঁচে আছেন কিনা এ কথার পরিষ্কার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত সে টাকা যেন কারুর হাতে না দেওয়া হয়।'

'আপনি কি মনে করেন বাবা মারা গেছে?' মিরান্দা তার জামার গলার কাছটা খুঁটল।

'এত ভাবাভাবির সময় নেই।' টেগার্টের দিকে ফিরে বললাম, 'মিরান্দাকে নিয়ে আজ রাতেই তুমি চলে যেতে পারবে?'

'আমি এখুনি সান্টা টেরেসায় ফোন করেছিলাম। এয়ারপোর্টে কুয়াশা। ভোরের দিকে পারি অবশ্য।'

'তাহলে ওঁকে ফোনে জানিয়ে দাও। আমি একটা সম্ভাব্য সূত্র পেয়েছি, তারই অনুসরণ করছি। গ্রেভ্‌স চুপিচুপি পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করলে পারে। স্থানীয় এবং লস এঞ্জেলেসের পুলিস। এবং এফ. বি. আই।'

'এফ. বি. আই?' মিরান্দা ফিসফিস করল।

'হ্যাঁ,' আমি বললাম। 'কিডন্যাপিং রাষ্ট্রীয় অপরাধ।'

নবম পরিচ্ছেদ

আমি যখন বার-এ ফিরে গেলাম তখন একজন তরুণ মেক্সিক্যান পিয়ানোয় হেলান দিয়ে হাতে গিটার নিয়ে স্প্যানিশ ষাঁড়ের লড়াইয়ের গান গাইছিল। তার আঙুল গিটারের তারের ওপর দিয়ে বজ্রবেগে কুচকাওয়াজ করে যাচ্ছিল মিসেস ইস্ট্‌ব্রুক তার দিকে তাকিয়ে ছিল, আমি যে বসলাম তা প্রায় লক্ষই করল না।

গান শেষে মহিলা জোরে জোরে হাততালি দিল এবং আমাদের বুথ-এ হাতছানি দিয়ে ডাকল। 'ভারি চমৎকার!' এই বলে মহিলা ওর হাতে একটি ডলার দিল।

লোকটি হেসে আনত হল, তারপর ফের গানে ফিরে গেল।

মিসেস ইস্ট্‌ব্রুক বলল, 'রাল্‌ফের এটা প্রিয় গান। ডোমিঙ্গো গায়ও ভারি সুন্দর। শিরায় ওর সত্যিকার স্প্যানিশ রক্ত আছে কিনা।'

'আপনার এই বন্ধু রাল্‌ফ!'

'হ্যাঁ কী হয়েছে?'

'আমার সঙ্গে আপনাকে এখানে দেখলে উনি আপত্তি করবেন না?'

'কী যা-তা বলছ ! এক সময় তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। দেখ তোমার পছন্দ হবে।'

'উনি কী করেন ?'

'এখন বলতে গেলে অবসর নিয়েছে। টাকা আছে।'

'আপনি ওকে বিয়ে করেন না কেন ?'

খরখর করে হেসে উঠল মহিলা। 'আমি বলিনি, আমার একজন স্বামী ছিল ? কিন্তু র‍্যাল্‌ফ সম্বন্ধে তোমাকে অত চিন্তা করতে হবে না। এটা সম্পূর্ণ ব্যবসার ব্যাপার।'

'আপনি ব্যবসায় আছেন, জানতাম না।'

'ব্যবসায় আছি, আমি বলেছি কি ?' মিসেস ইস্ট্‌ব্রুক আবার হাসল, অনেক সতর্কভাবে এবং প্রসঙ্গ পালটাল : 'মজার ব্যাপার ! তুমি বলছ, র‍্যাল্‌ফকে বিয়ে করতে। আমরা দু'জনেই বিবাহিত অন্যদের সঙ্গে। যাই হোক, আমাদের বন্ধুত্ব অন্য ধরনের, অন্য এক স্তরের। অনেকটা আধ্যাত্মিক ধরনের বলতে পার।'

মিসেস ইস্ট্‌ব্রুক তখনও ড্রিংক করে যাচ্ছিল, ওয়েট্রেসকে আমি দুটো আঙুল তুলে দেখালাম। দ্বিতীয় ড্রিংকটি মহিলাকে ঠাণ্ডা করে দিল।

নিজের ওজনের ভারে যেন মুখটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। চোখ হয়ে গেল বোকা-বোকা, পাতা পড়ল না। মহিলা জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'আমার শরীর ভাল লাগছে না।'

'আমি আপনাকে বাড়ি নিয়ে যাই।'

'তুমি খুব ভাল।'

আমি ওকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলাম। ওয়েট্রেস দরজা খুলে ধরল, মিসেস ইস্ট্‌ব্রুকের দিকে মার্জনা করার হাসি হাসল এবং আমার দিকে তীক্ষ্ণ চাহনি। মিসেস ইস্ট্‌ব্রুক ফুটপাথে হোঁচট খেয়ে পড়ল। আমি ওকে ধরে ওর অসাড় পায়ে দাঁড় করিয়ে দিলাম তারপর আমরা গাড়ির দিকে চললাম।

মহিলাকে গাড়ির ভেতর ঢোকানো যেন এক বস্তা কয়লা ঢোকানো। মাথাটা ওর পেছনের সিটে গড়িয়ে পড়ল। আমি গাড়ি স্টার্ট দিয়ে প্যাসিফিক প্যালিসেডস-এর দিকে চললাম।

গাড়ি চলতে একটু পরে মহিলার হুঁশ ফিরল, নির্জীবভাবে বলে উঠল, 'আমাকে বাড়ি যেতেই হবে। তুমি জান আমি কোথায় থাকি ?'

'আপনি বলেছিলেন।'

'সকালে ফের ঘানিতে জুততে হবে। আমাকে যদি ছাব থেকে বাদ দিয়ে দেয় আমি তাহলে কাঁদব। আমার স্বাধীন উপার্জনের রাস্তা আছে।'

আমি সোৎসাহে বললাম, 'আপনাকে ব্যবসায়ী স্ত্রীলোকের মতো মনে হয়।'

'তুমি খুব ভাল, আর্চার।' এই কথাটা আমাকে পীড়িত করছিল। 'আমার মতো এক কুচ্ছিত বুড়ির জন্যে এত করছ। তোমার আর আমাকে ভাল লাগবে না যদি তোমাকে বলি কোথা থেকে আমি টাকা পাই!'

'দেখুনই না।'

'কিন্তু আমি তোমাকে বলছি না।' ওর হাসিটা কুৎসিত এবং আলগা। মনে হল কথায় বিদ্রূপের স্বর পেলাম কিন্তু সেটা আমার মাথাতেও থাকতে পারে। 'তুমি অতি *সুন্দর* ছেলে!'

হ্যাঁ, নিজের মনেই বললাম। একেবারে চাঁছাছোলা আমেরিকান ধরনের। যে-মহিলা মুখ থুবড়ে নোংরায় পড়েছে তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়াতে সদাই প্রস্তুত।

মহিলা আবার বেহুঁশ হয়ে গেল। অন্তত আর উচ্চবাচ্য করল না। এই এক অর্ধচেতন শরীর নিয়ে মাঝরাতে নিঃসঙ্গ গাড়ি চালানো। ফুট ফুট কোট গায়ে দিয়ে মহিলা ঘুমোচ্ছিল যেন জন্তুর মতো। কোন চিতা বা বনবিড়াল যেন বয়সে ভারি। খুব বয়স নয়, পঞ্চাশ বড় জোর কিন্তু একেবারে ছাপাছাপি, মন্দ স্মৃতির গাঁজলায় ছাপাছাপি। আমাকে অনেক কথাই নিজের সম্বন্ধে বলেছে কিন্তু আমি যা জানতে চাই, সেটা নয়। একটা কথা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, আমাকে বলে দিতেও হয় নি যে মহিলা স্যাম্প্‌সনের পক্ষে কিংবা যে-কোন অসাবধানী পুরুষের পক্ষে কুসঙ্গ। ওর খেলার সঙ্গীরা বিপজ্জনক। স্যাম্প্‌সনের যদি কিছু হয়ে থাকে মহিলা তাহলে জানতে কিংবা খুঁজে বের করতে পারবে।

বাড়ির সামনে যখন গাড়ি দাঁড় করালাম মিসেস ইস্ট্‌ব্রুক তখন জেগে উঠল। 'গাড়িটা ড্রাইভে রেখে দাও। দেবে, সোনা ছেলে?'

ব্যাক করে এনে গাড়িটা আমি ড্রাইভে রেখে দিলাম। সিঁড়িতে উঠতে আমার সাহায্যের দরকার হল, দরজার কাছে মহিলা আমার হাতে চাবি দিল। 'তুমি ভেতরে এস। কি ড্রিংক করব তাই ভাবছি।'

'আমি যাব, ঠিক বলছেন? আপনার স্বামী?'

ওর গলায় হাসি ঘড়ঘড় করে উঠল। 'আমরা বহুবছর একসঙ্গে থাকি না।'

আমি ওর পিছু পিছু হলঘরে গেলাম। সেখানে পুরু অন্ধকার এবং মহিলার দুটি গন্ধে ভরপুর—মুখোশ এবং মদ, আধা জন্তু এবং আধা মানুষ। আমার

পায়ের তলায় পিছল মেঝে, ভাবলাম মহিলা কি পড়ে যাবে! কিন্তু নিজের বাড়িতে নিশি পাওয়া মেয়ের মতো মিসেস ইস্ট্‌ব্রুক অন্ধভাবে ঠিক চলতে লাগল। বাঁদিকে একটি ঘরে, মহিলা সুইচ টিপে আলো জ্বালাল।

অন্ধকার থেকে যে ঘরটি বেরিয়ে এল, সেটি রাল্‌ফ সিম্প্‌সনের জন্যে যে ঘর মহিলা সাজিয়েছিল সেইরকম উন্মত্ত লাল নয়। এঘরটি বেশ বড়সড় এবং উৎফুল্ল, রাতে, ভিনিসিয়ান ব্লাইণ্ড টানা থাকা সত্ত্বেও তাই মনে হচ্ছিল। দেওয়ালে দেওয়ালে উত্তর ইম্প্রেসনিজম-এর প্রিণ্ট টাঙানো, ভেতরে গাঁথা বুকশেল্‌ফ তাতে বই, একটি রেডিও ফোনোগ্রাফ এবং বোর্ড ক্যাবিনেট, ঝকঝকে এক ফায়ার প্লেস, তার সামনের দিকে ভারি চেস্টারফিল্ড। চেস্টারফিল্ড্‌টা এবং বাতির তলায় হাতলওয়ালা চেআরটা ঢাকা যে-কাপড় দিয়ে তার নক্‌শাটাই যা অদ্ভুত! সাদা আকাশের গায়ে চমৎকার সবুজ গাছপালা—কেবল একটা করে চোখ সেই পর্ণরাজির মাঝখান দিয়ে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে। আমি ভাল করে তাকাতেই নকশাটা বদলে গেল, চোখগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল, ফের দৃশ্যমান হল। আমি তাদের পঙ্‌ক্তির মধ্যে বসে পড়লাম।

ফায়ারপ্লেসের পাশে একটি পোর্টেব্‌ল বার। মিসেস ইস্ট্‌ব্রুক সেখানে গেল। 'আপনি কী ড্রিংক করছেন?'

'হুইস্কি এবং জল।'

মহিলা আমার গ্লাস নিয়ে এল। পথেই অর্ধেক জিনিস চল্‌কে পড়ে গেল। আমার পাশে এসে বসল, কালো মাথাটি ঢলে পড়ল আমার কাঁধে, সেখানেই রইল।

'কি যে ড্রিংক করতে চাই, আমি ভেবে উঠতে পারছি না।' মহিলা ঘ্যানঘ্যান করে উঠল। 'দেখ, আমি যেন পড়ে না যাই।'

আমি একটি হাত ওর কাঁধের ওপর দিয়ে চালিয়ে দিলাম, কাঁধটি আমার মতোই প্রায় চওড়া। মহিলা আমার আরও গায়ে পড়ল। আমি ওর নিশ্বাসের ওঠা, স্ফুরিত হওয়া এবং ক্রমে নিস্তেজ হয়ে যাওয়া টের পাচ্ছিলাম।

'আমাকে কিছু করার চেষ্টা করো না, প্রিয়। আজ রাতে আমি মরে গেছি। আরেকদিন, য়্যাঁ…।' মহিলার গলা নরম শোনাচ্ছিল, খানিকটা ছোট্ট মেয়ের মতো কিন্তু অস্পষ্ট।

মিসেস ইস্ট্‌ব্রুকের চোখ বুজে গেল। বুজে আসা চোখের পাতায়, শিরায়-শিরায় হৃৎপিণ্ডের মৃদু কাঁপুনি দেখতে পাচ্ছিলাম। ঘুমন্ত অবস্থায় ওর প্রতি দুঃখ বোধ করা অনেক সহজ।

সত্যি ঘুমোচ্ছে, এ-বিষয়ে সুনিশ্চিত হবার জন্যে আমি আস্তে করে চোখের একটি পাতা তুলে ধরলাম। মার্বেল গুলির মতো সাদা চোখ, দৃষ্টি কিছুতেই নেই। আমি নিজের হাত বের করে নিয়ে ওর শরীরটাকে গদিতে মিলিয়ে যেতে দিলাম। বুক দুটি তির্যক হয়ে ঝুলে রইল। পায়ের মোজা কুঁচকে উঠেছিল। আস্তে আস্তে নাক ডাকতে লাগল।

আমি পরের ঘরটিতে গেলাম। দরজা ভেজিয়ে আলো জ্বেলে দিলাম। আলো পড়ল এক মেহগনি টেবিলে, মাঝখানে নকল ফুল, একদিকে চায়না ক্যাবিনেট, অন্যদিকে ভিতরে গাঁথা ব্যুফে, দেওয়ালের দিকে ছ'টা ভারি ভারি চেআর। আমি আলো নিভিয়ে রান্নাঘরে গেলাম। রান্নাঘর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অনেক সাজসরঞ্জাম।

একবার মনে হল, তবে বোধহয় মহিলাকে আমি ভুল বুঝেছি। সৎ জ্যোতিষী তো কত আছে এবং প্রচুর মাতাল যারা কারুর ক্ষতি করে না। লস এঞ্জেলেসের হাজার-হাজার বাড়ির মতোই এর বাড়ি, একই ধাঁচের, এত বেশি এক যে বিশ্বাস করাই শক্ত। কেবল প্রকাণ্ড গ্যারেজটি ছাড়া এবং যে বুলডগটি পাহারায় আছে।

স্নানের ঘরের দেওয়ালে প্যাস্টেল-নীল টালি, চৌকো নীল টাব। টনিক, পেটেণ্ট ওষুধ, ক্রীম, পাউডার, লুমিনল, নেম্বুটল, ভেরোনল-এ পেছনের তাক ভরতি, উপছে পড়ছে। বড় ঝুড়িতে ছাড়া জামাকাপড় সবই মেয়েদের। একটি টুথব্রাশ ঝুলছিল। ক্ষুর আছে কিন্তু কামাবার সাবান নেই; পুরুষমানুষের আর কোন চিহ্নও ছিল না।

বাথরুমের পাশেই শোবার ঘরটি গোলাপী ফুল তোলা এবং সুন্দর করে সাজানো—যুদ্ধের আগে এইরকম ভাবপ্রবণ আশায় সাজানো হ'ত। বিছানার পাশের টেবিলে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে একটি বই। আলমারিতে যত জামাকাপড় সবই মেয়েদের এবং বেশ প্রচুর পরিমাণে।

দ্বিতীয় ড্রয়ারে মোজার পাহাড় সরিয়ে আমি এ-বাড়ির অদ্ভুত রহস্যের হদিস পেলাম। সারি সারি সরু প্যাকেট ইলাসটিক ব্যাণ্ডে বাঁধা। প্যাকেটে টাকা ছিল, সব নোট—এক, পাঁচ, দশ। বেশির ভাগ নোটই পুরনো এবং তেলচিটে। একটি সারি দেখে বুঝলাম, তলার সব মিলিয়ে প্রায় আট দশ হাজার ডলার হবে।

আমি উবু হয়ে বসে টাকাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম। শোবার ঘরের ড্রয়ার অত টাকা রাখার পক্ষে মোটেও ভাল জায়গা নয়, তবু ব্যাংকের চেয়ে নিরাপদ, যারা নিজেদের আয় ঘোষণা করতে পারে না।

নীরবতা ভেদ করে টেলিফোন বাজতে লাগল। আমার স্নায়ুতে ধাক্কা দিল, আমি লাফিয়ে উঠলাম। কিন্তু আগে আমি ড্রয়ার বন্ধ করলাম, তারপর হলঘরে গেলাম, টেলিফোন সেখানেই ছিল। বসবার ঘরে মহিলার কোন সাড়া-শব্দ নেই।

টাই দিয়ে গলার স্বরকে আমি জড়িয়ে ফেললাম, 'হ্যালো।'

'মিঃ ট্রয় ?' একজন স্ত্রীলোক।

'হ্যাঁ।'

'কে আছে ?' মেয়েমানুষটি দ্রুত, কাটা-কাটাভাবে বলছিল। 'বেটি বলছি।'

'না।'

'শুনুন, মিঃ ট্রয়। কে ঘণ্টাখানেক আগে ভ্যালেরিওতে ধরা পড়েছে। যে লোকটা ওর সঙ্গে ছিল, সে সাদা-পোশাকের লোক হতে পারে। লোকটা বলেছিল, ওকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। ট্রাক যখন যাবে, তখন নিশ্চয়ই লোকটাকে আপনি কাছেপিঠে চাইবেন না। আর, আপনি তো জানেন, কে কখন মুখ হল্‌সা হয়।'

'হ্যাঁ।' আমি বললাম, তারপর একটু ঝুঁকি নিলাম। 'তুমি এখন কোথায় রয়েছ ?'

'দি পিআনো থেকেই।'

'রাল্‌ফ স্টাম্প্‌সন আছে ওখানে ?'

মেয়েমানুষটি যেন বিস্ময়ে হেঁচকি তুলল। একটুখানির জন্যে সে চুপ করে রইল। আমি লোকের গুঞ্জন, ডিশের ঠুনঠান শুনতে পাচ্ছিলাম। বোধহয় কোন রেস্তোরাঁ।

মেয়েমানুষটি আবার কণ্ঠস্বর ফিরে পেল : 'আমাকে জিগ্যেস করছেন কেন ? আমি তাকে এর মধ্যে দেখিনি।'

'কোথায় সে ?'

'আমি জানি না। কে কথা বলছেন ? মিঃ ট্রয় ?'

'হ্যাঁ। আচ্ছা কে-কে আমি দেখব।' এই বলে আমি ফোন রেখে দিলাম।

সামনের দরজাটা আমার পেছনে একটু খুটখাট করে উঠল।

টেলিফোনের ওপর আমার হাত জমে গেল। একটি লোক হঠাৎ দরজা ঠেলে দাঁড়াল, গায়ে তার হাল্‌কা টপকোট। তার রুপোলী মাথায় টুপি নেই। অভিনেতা যেন মঞ্চে প্রবেশ করছে, এইভাবে সে ভেতরে এলো, পিছনের

দরজা বাঁ-হাতে সে গুছিয়ে বন্ধ করল। তার ডান হাত টপকোটের পকেটে। পকেটটি আমার দিকে তাক করা।

আমি তার মুখোমুখি হলাম। 'কে আপনি ?'

'একটা প্রশ্নের জবাব আরেকটা দিয়ে দেওয়া যে ভদ্রতা নয়, তা আমি জানি।' বহুদূর বাড়ি ছাড়া দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের কথার টান তার গলাটাকে খানিক নরম করেছে। 'কিন্তু আপনি কে ?'

'এটা যদি কোন ফাঁদ হয়…'

লোকটির পকেটের ওজন একবার আমার দিকে বোবার মতো নড়ে উঠল। এবার সে বেশি কর্তৃত্ব দেখাতে লাগল, 'আমি একটা সোজা প্রশ্ন আপনাকে করেছি, আমাকে একটা সোজা উত্তর দিন।'

আমি বললাম, 'নাম আর্চার। আপনি যখন মাথা সাফ করেন, তখন কি নীল স্নান ? আমার এক পিসি বলত, তাতে নাকি ভাল কাজ হয়।'

এতে মুখের ভাব বদলাল না। আরও স্পষ্ট করে বলে সে তার রাগ প্রকাশ করল। 'আমি বাজে হাঙ্গামা অপছন্দ করি। দয়া করে বাধ্য করবেন না।'

আমি বললাম, 'আপনাকে আমি ভয় পাচ্ছি। ইতালীয় ইংরেজ শয়তানের দোসর হয়।'

তার চোখ ঠাণ্ডা বরফ হয়ে যাচ্ছিল। 'আপনি কাজকর্ম কী করেন, মিঃ আর্চার ?'

'আমি জীবনবীমা করি। আর, কারুর বদলে বন্দুক চালানোর পার্ট করা আমার নেশা।' আমার জীবনবীমার কার্ড দেখাবার জন্যে আমি পকেটে হাত দিলাম।

'না, যাতে দেখতে পাই, সেইরকম জায়গায় আপনার হাত রাখুন। আর মুখ সামলে, বুঝেছেন ?'

'আনন্দের সঙ্গে। আপনার জীবনবীমা করব, তা যেন আশা করবেন না। লস এঞ্জেলেসে আপনি বন্দুক ফোটাচ্ছেন। আপনার সম্বন্ধে ঝুঁকি নেওয়া যায় না।'

কথাগুলো লোকটির মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল, তাকে কিছুই নাড়াচাড়া করল না। 'এখানে কী করছেন, মিঃ আর্চার ?'

'ফে-কে আমি বাড়ি নিয়ে এসেছি।'

'আপনি তার বন্ধু ?'

'বোধহয়। আপনি ?'

'আমি আপনাকে প্রশ্ন করব। এরপর আপনার কী পরিকল্পনা ?'

'আমি এখুনি একটা ট্যাকসি ডাকতে যাচ্ছিলাম। বাড়ি যাব।'

'সেটা এখুনি করলেই ভাল।' লোকটি বলল।

আমি রিসিভার তুলে একটি হলুদ ট্যাকসির কথা বললাম। লোকটি আমার দিকে আল্‌তোভাবে এগিয়ে এলো। তার বাঁ-হাত আমার বুক, হাত টিপেটুপে দেখল, তারপর কোমরে, পেছনে নেমে এলো। বন্দুক যে আমি গাড়িতে রেখে এসেছিলাম, এতে আমি খুশি হলাম। কিন্তু লোকটা আমাকে স্পর্শ করছিল, এটা আমার ভাল লাগছিল না।

লোকটি পিছিয়ে গিয়ে আমাকে তার বন্দুক দেখাল, নিকেল প্লেটের রিভলভার, '৩২ কিংবা '৩৮ ক্যালিবারের। আমি আঁচ করতে চাইছিলাম, আচম্‌কা লাথি কষিয়ে লোকটাকে এলোমেলো করে দিয়ে ওটা কেড়ে নেওয়া যায় কিনা!

লোকটার শরীর শক্ত হয়ে উঠল, রিভলভারটা হয়ে উঠল চোখের মতো। 'না,' সে বলল। 'আমি ঝট্‌ করে চালাতে পারি, মিঃ আর্চার। আপনি কোন সুযোগ পাবেন না। এবার ঘুরে দাঁড়ান।'

আমি ঘুরলাম। লোকটি তার বন্দুকের নল আমার পিঠে ভিড়িয়ে দিল। 'শোবার ঘরে চলুন।'

আমাকে লোকটি জোর কদমে শোবার ঘরে নিয়ে চলল, দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়াতে বলল। ঘরে আমি তার দ্রুত পায়ের শব্দ পেলাম এবং একটি ড্রয়ার টানার এবং বন্ধ করার শব্দ। রিভলভার আমার পিঠে ফিরে এলো।

'আপনি এখানে কী করছিলেন ?'

'আমি এখানে আসিনি। ফে-ই আলো জেলে রেখে গিয়েছিল।'

'ও কোথায় ?'

'সামনের ঘরে।'

লোকটি আমাকে নিয়ে চলল মিসেস ইস্ট্রক যে-ঘরে ছিল। মহিলা এমন ঘুমোচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন কালঘুমে পেয়েছে। মুখ হাঁ, নাক আর ডাকছিল না। একখানা হাত মেঝের কাছে ঝুলেছিল, খুব খেয়ে পেট-মোটা সাপের মতো।

লোকটি তার দিকে ঘৃণাভরে তাকাল।

'মদ খেয়ে কখনো সামলাতে পারে না।'

'আমরা শুঁড়িখানায়-শুঁড়িখানায় হামাগুড়ি দিচ্ছিলাম।' আমি বললাম, 'জাদুবিদ্যাও দেখেছি।'

'বোঝাই যাচ্ছে।' আমার দিকে লোকটি তীক্ষ্ণভাবে তাকাল। 'কিন্তু এরকম এক বস্তা কীটের প্রতি আপনার টাঁক হওয়ার কারণ কী?'

'যাকে আমি ভালবাসি, তার সম্বন্ধে এমন কথা আপনি বলছেন!'

'আমার স্ত্রী।' তার নাকের কাছটা একটু কুঁচকলো। তাতে বোঝা গেল লোকটার মুখ অচল নয়।

'সত্যি?'

'আমি হিংসুটে নই, মিঃ আর্চার। কিন্তু আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি। ওর থেকে তফাতে থাকবেন। ওর নিজের ছোটখাট দল আছে, সেখানে আপনি মোটেই খাপ খাবেন না। ফে-র অবশ্য খুব সহ্য শক্তি। আমার অত নেই। আর ওর সাথীদের কেউ কেউ তো একদমই সইতে পারে না।'

'তারা কি সবাই আপনার মতো বাক্যবাগীশ?'

লোকটি তার ছোট-ছোট সমান দাঁত দেখাল এবং সূক্ষ্মভাবে ভঙ্গী পরিবর্তন করল। তার শরীর বেঁকাল, মাথা একপাশে কাত হল। খুব বেয়াড়া দেখাচ্ছিল যেন বুড়ো মানুষের মুখোশের আড়ালে এক হিংস্র সতর্ক ছোকরা। আঙুলের ডগায় বন্দুক পাক খেল, চাকার মতো—আমার বুকের দিকে এসে থামল। 'নিজেদের ব্যক্ত করার তাদের অন্য রাস্তাও আছে। আমি কি আপনাকে বোঝাতে পারছি?'

'অনুধাবন করার পক্ষে সরলভাবেই আপনি বলছেন।' আমার পিঠের ঘাম ঠাণ্ডা।

রাস্তায় গাড়ির হর্ন শোনা গেল। লোকটি দরজার কাছে গিয়ে আমার জন্যে দরজা খুলে ধরল। বাইরেটা গরম।

দশম পরিচ্ছেদ

ড্রাইভার বলল, 'যাক, আমাকে ডেকে ভালই করেছেন। আমাকে খালি যেতে হল না। আমাকে সেই ম্যালিবু পর্যন্ত দৌড়াতে হয়েছিল। চারটে শূওর গিয়েছিল বীচ পার্টিতে। তারা জলের কাছে যাবে না।'

গাড়ির পেছনে তখনও শুকনো উদ্ভিদের গন্ধ লেগে ছিল।

'মেয়েগুলো যা কথা বলছিল, যদি শুনতেন।' সানসেটে লাল আলো ছিল লোকটা গাড়ির গতি কমাল। 'শহরে ফিরে যাচ্ছেন ?'

'একটু দাঁড়িয়ে।' সে দাঁড়াল।

'তুমি পিআনো বলে একটা জায়গা জান ?'

সে বলল, 'ওয়াইল্ড্ পিআনো ? পশ্চিম হলিউডে। এক ধরনের বোতল-খানা।'

'কে চালায় ?'

'আমাকে তো খাতা দেখায় নি,' চাল মেরে বলল কথাটা, গীয়ার পালটাল। 'আপনি ওখানে যেতে চান বুঝি ?'

'কেন নয় ?' আমি বললাম। 'রাত এখনও তরুণী।' আমি মিথ্যে বলছিলাম রাত বুড়ি এবং ঠাণ্ডা, খুব ধীরে গাড়ি চলছে। গাড়ির চাকা ভুখা বেড়ালের মতো কেঁউ কেঁউ করে উঠল। দোকানের কাছে নিওনগুলো অনিদ্রারোগে জেগেছিল।

ওয়াইল্ড পিআনোর রাত আর তরুণী ছিল না। কিন্তু তার হৃৎপিণ্ড কৃত্রিম উপায়ে চালু ছিল। সারি সারি কতকগুলো ড্যুপ্লেক্স আবর্জনা ভরা গলির ওপারে গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফুটপাথে আলোগুলোয় জোর নেই। দোকানটায় কোন সাইনবোর্ড নেই। একটা খিলেন আছে, রোদে জলে পুড়ে গেছে, পাঁচড়ার মতো গা থেকে মামড়ি খসে আসছে। সেইটি প্রবেশ পথ। তার ওপরে সরু ব্যালকনি, লোহার নক্শা-কাটা রেলিং। জানালাগুলো ভারি পর্দায় ঢাকা।

একটি নিগ্রো দারোয়ান উর্দি পরে খিলেনের তলা থেকে বেরিয়ে এসে ট্যাকসির দরজা খুলে ধরল। আমি ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে তার পিছু পিছু চললাম।

ভেতরে ওয়েটারের জ্যাকেট পরে আরেকটি নিগ্রো এগিয়ে এলো, তার হাতে তোয়ালে। হাসি বিছানো ঠোঁট আলোর দরুন নীল দেখাচ্ছিল। দেওয়াল-গুলো বিভিন্ন ভঙ্গীর নীল উলঙ্গ ছবিতে সাজানো। দু'ধারে সাদা কাপড় পাতা টেবিল, মাঝখানে রাস্তা। ঘরের শেষ প্রান্তে নিচু পাটাতনের ওপর বসে এক মহিলা পিআনো বাজাচ্ছিল। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভেতর তাকে অবাস্তব মনে হচ্ছিল। যেন এক যান্ত্রিক পুতুল কৌশলে হাত চালাচ্ছে কিন্তু তার পেছন দিকটা অনড়।

টুপি রাখার মেয়েটির কাছে আমার টুপিটা দিয়ে আমি পিআনোর সামনে একটা টেবিল চাইলাম। ওয়েটার সাত তাড়াতাড়ি হড়কে এগিয়ে গেল, তার

তার তোয়ালে উড়তে লাগল এমন ভাব করতে লাগল যেন এখানকার ব্যবসা খুব জোর চলছে। কিন্তু তা মোটেও চলছিল না। দুই তৃতীয়াংশ টেবিল খালি। বাকিগুলো জোড়ায় জোড়ায় অধিকৃত।

একটি মেক্সিক্যান মেয়ে আমার পরের টেবিলে নিজে একা-একা বসেছিল। তার হলদে মুখে বিরক্তি। চোখ তার আমার কাছে পৌঁছালো আবার ফিরে গেল।

ওয়েটার বলল, 'স্কচ না বুরবোঁ, স্যার?'

'বুরবোঁ এবং জল। আমি নিজে মিলিয়ে নেব।'

'আচ্ছা স্যার। আমাদের স্যাণ্ডউইচ আছে।'

আমার মনে পড়ল, আমার খিদে পেয়েছে। 'চীজ।'

'খুব ভাল, স্যার।'

আমি পিআনোর দিকটায় তাকালাম। ভাবলাম, আমি কি অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে নিতে চাইছি! বেটি বলে সেই মেয়েটা ফোনে বলেছিল, সে পিআনোয় আছে। তার ভাঙা ভাঙা ফ্যাঁস-ফেঁসে গলা টেবিল থেকে অনিয়মিতভাবে ছিট্‌কে আসা হাসিগুলোকে যেন বিপরীত বিমর্ষতায় বুনে চলছিল। পিআনো বাদিকার আঙুলগুলো যেন নিয়তিনির্দিষ্ট হয়ে পিআনোর চাবিতে দ্রুত ছুটে চলছিল, মনে হচ্ছিল পিআনো নিজে নিজেই বাজছে, বাদিকা শুধু তাল রাখছে। তার খালি কাঁধ পাতলা কিন্তু গড়ন ভাল। চুলগুলো সেই কাঁধে আলকাতরার মতো পড়ে ছিল। মুখ ছিল শুকনো।

'হ্যালো, সুদর্শন! আমার জন্যে একটা ড্রিংক বল।'

মেক্সিক্যান মেয়েটি আমার চেআরের পাশে দাঁড়িয়েছিল। আমি যখন মুখ তুলে তাকালাম, ও তখন বসল। ওর গোল কাঁধ, পেছনহীন শরীর চাবুকের মতো আন্দোলিত হচ্ছিল। বন্যেরা জামাকাপড় ছাড়াই স্বাভাবিক, ওর নিচু কাটের গাউন বেখাপ্পা ঠেকছিল। মেয়েটি হাসতে চেষ্টা করল। কিন্তু ওর কাঠ-কাঠ মুখ সে কলা কোনদিন চর্চা করে নি।

'তোমাকে আমার একজোড়া চশমা কিনে দেওয়া উচিত।'

ও বুঝল, এটা শুধু কৌতুক আর কিছু নয়। 'তুমি বড় মজার লোক। মজার লোককে আমার পছন্দ।' ওর স্বর বেশি কণ্ঠঘেঁষা এবং চেষ্টাকৃত, কাষ্ঠ মুখের কাছ থেকেই এইরকম গলা আশা করা যায়।

'আমাকে তোমার পছন্দ হবে না। কিন্তু আমি তোমার জন্যে ড্রিংক বলছি।'

খুশি জানাতে মেয়েটি ওর চোখ ঘোরাল। ওর হাত চলে এলো আমার হাতের ওপর, এবং আস্তে আস্তে ও টোকা দিতে লাগল।

'তোমাকে আমার পছন্দ হচ্ছে, মজার লোক। মজার কথা বল।'

ও আমাকে পছন্দ করছিল না, আমিও তাকে না। সে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ল, যাতে আমি পোশাকের তলা দেখতে পাই। বুক ছোট ছোট এবং আঁটসাঁট, সঙ্গে পেন্সিল সরু স্তনাগ্র। ওর বাহুমূল এবং ঠোঁট কালো কম্বল টানা।

'দ্বিতীয়বার চিন্তা করে মনে হচ্ছে, তোমাকে আমার হরমনও কিনে দেওয়া দরকার।' আমি বললাম।

'সেটা কি খাবার জিনিস? আমি খুব ক্ষুধার্ত।' দৃষ্টান্ত স্বরূপ ও তার ক্ষুধার্ত সাদা দাঁত দেখাল।

'আমাকে এক কামড় বসাচ্ছ না কেন?'

'তুমি ঠাট্টা করছ' মেক্সিকান মেয়ে রাগতভাবে বলল। কিন্তু হাত তার ঠিক আমার হাতে কাজ করে চলল।

ওয়েটার হাজির হতে তার হাত ছাড়া হবার সুযোগ পাওয়া গেল। প্লেটে ছোট একটি স্যাণ্ডউইচ, এক গ্লাস জল। চায়ের কাপের তলায় আধ ইঞ্চি পরিমাণ হুইস্কি, একটি খালি চায়ের পট, এবং গ্লাসে কিছু একটা নিয়ে এসেছে মেয়েটির জন্যে, হয়তো হাওয়ায় মনের কথা জেনে।

'সবসুদ্ধ ছ' ডলার স্যার।'

'মাপ করবে।'

'প্রতি ড্রিংক পিছু দু' ডলার স্যার। দু' ডলার স্যাণ্ডউইচের জন্য।'

আমি একটি দশ ডলারের নোট দিয়ে খুচরো ফেরত টেবিলেই রেখে দিলাম। আমার আদিম মানবী ফলের রস খেতে লাগল, চারটে একের দিকে তাকাল তারপর ফের আমার হাতের ওপর কাজ চালাল।

আমি বললাম 'তোমার হাতে বড় প্রণয়াসক্তি। তবে ঘটনাচক্রে আমি কেবল বেটির জন্যই অপেক্ষা করছি।'

'বেটি?' মেয়েটি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি ছুঁড়ল পিআনো বাদিকার পেছন দিকে। 'কিন্তু বেটি হচ্ছে শিল্পী। ও করবে না—' একটি অঙ্গভঙ্গীতে বাক্যটি সম্পূর্ণ হল।

'আমার জন্যে বেটিই।'

মেয়েটি ঠোঁট দুটো এক করল। মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে এলো লাল জিবের ডগা। যেন থুথু ফেলবে। ওয়েটারকে আমি ইঙ্গিত করলাম। পিআনোর

মেয়েটিকে একটি ড্রিংক দিতে। আমি যখন আবার মুখ ঘোরালাম মেক্সিক্যান মেয়ে তখন চলে গেছে।

পিআনোয় পানীয়ের গ্লাস নামিয়ে ওয়েটার আমার দিকে আঙুল দেখাল, পিআনো বাদিকা ফিরে তাকাল। মুখটি তার ডিমের মতো, এত ছোট আর পলকাভাবে তৈরি, মনে হচ্ছিল চিম্‌সে মতো। চোখ রঙে ও অর্থে মাঝারি। সে হাসবার কিছু মাত্র চেষ্টা করল না। আমি আমন্ত্রণের ভঙ্গীতে আমার থুত্‌নি তুললাম। সে 'না' অর্থে মাথা নেড়ে ফের পিআনোর চাবিতে ঝুঁকে পড়ল।

এরপর সুর পাল্‌টে মেয়েটি গান গাইতে লাগল। কঠিন হিসহিসে গলা তার, একটু ক্ষয়া ভাবও আছে কিন্তু কেমন যেন মর্মস্পর্শী।

মগজ আমার জঠরে
হৃদয় আছে মুখের ভেতর
যেতে চাই উত্তরে
পা চলে দক্ষিণে।

অবক্ষয়ী বোধশক্তি দিয়ে এ-গান বাঁধা। আমার ভাল লাগল না, ঘরে কচকচানির অন্ত নেই, এ-গানের আরেকটু ভাল শ্রোতা দরকার ছিল। শেষ হতে আমি হাততালি দিলাম, এবং তার জন্যে আরেকটি ড্রিংক-এর হুকুম করলাম।

সেটি নিয়ে সে আমার টেবিলে এসে বসল। টানাগ্রা পাথরমূর্তির মতো শরীর, ছোটখাট কিন্তু নিখুঁত, বিশ এবং তিরিশের মধ্যে এক প্রকাণ্ড সময়হীনতায় সুস্থির রয়েছে। সে বললে, 'আমার গান ভাল লেগেছে?'

'ফিফটি সেকেণ্ড স্ট্রীটে তোমার যাওয়া উচিত ছিল।'

'যাইনি মনে করো না। তুমি সেখানে গিয়েছ কখনো? রাস্তাটা একেবারে গেছে।'

'এখানে কোন লাভ নেই। উঠে যাবে। দেখেই যে-কেউ বুঝতে পারবে। কে চালায়?'

'আমার এক চেনা লোক। সিগারেট আছে?'

আমি ওর সিগারেট জ্বালিয়ে দিলাম, ও কড়া টান মারল।

'আমার নাম লিউ,' আমি বললাম। 'আমি নিশ্চয়ই তোমার গান শুনেছি।'

'আমি বেটি ক্রেলে।' আমার কাছে নামটা কিছুই বোধগম্য হল না কিন্তু ওর কাছে ছিল।

'তোমাকে আমার মনে আছে,' আমি আরও সাহসভরে মিথ্যে বললাম।

'তুমি ফের খুব একটা সুযোগ পেয়েছ, বেটি।' সব বসন্তের কোকিলের গায়ে দুর্ভাগ্যের ছেঁকা থাকে।

'তা আর বলতে! দু' বছর সাদা ফাটকে থাকা, তারপর পিআনো নেই। চক্রান্তটা এক গাইয়েকে নিয়ে। ওরা বলেছিল, আমার ভালর জন্যেই ধরেছে। ওদের ভাল। ওরা প্রচার চাইছিল, আমার নামটাও জানাজানি হয়ে গেল। আর সে সব নেই, আবার যদি সে সব অভ্যেস হয়, তবে তা পুলিসকে সাহায্য করতে নয়।' ওর লাল মুখ সিগারেটের ভিজে শেষ লাল অংশটিতে বেঁকে পড়ল। 'পিআনো ছাড়া দু'বছর।'

'দু'বছর অভ্যেস নেই সেই তুলনায় তুমি কিন্তু সুন্দর গান কর।'

'তুমি তাই মনে কর? শিকাগোয় আমার গান শোনা উচিত ছিল, আমি তখন তুঙ্গে। আমার রেকর্ড শুনেছ হয়তো।'

'কে শোনেনি?'

'আমি যা বললাম, সেইরকম?'

'চমৎকার! আমি তো পাগল।'

কিন্তু পিআনো আমার খাদ্য নয়, আমি বোধহয় ভুল কথা বলে ফেলেছিলাম কিংবা অতিরিক্ত প্রশংসা করে ফেলেছিলাম।

ওর মুখ বিকৃত হয়ে উঠছিল, সেটা চোখে এবং গলার স্বরে ছড়িয়ে গেল। 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না। একটা রেকর্ডের নাম কর।'

'অনেক দিনের কথা!'

'আমার 'জিন মিল ব্লুজ' তোমার ভাল লেগেছিল?'

'লেগেছিল।' আমি যেন বাঁচলাম। 'সুলিভ্যানের চেয়েও তুমি ভাল কর।'

'তুমি মিথ্যেবাদী, লিউ। আমি ওই রেকর্ড করিনি। তুমি আমাকে এত কথা বলাতে চাইছ কেন?'

'আমি তোমার গান পছন্দ করি।'

'হ্যাঁ। বদ্ধ কালা বোধহয়, তুমি।' আমার মুখের দিকে সে গভীরভাবে তাকাল। নির্বাক চোখগুলো কঠিন হয়ে উঠছিল। 'তুমি পুলিসের লোক হতে পার, বুঝলে। সেরকম জাতের না হলেও তুমি যেভাবে সব কিছু দেখ, চাইছ কিন্তু চাইছ না—এটার মধ্যে অন্য কি একটা আছে। তোমার পুলিসের চোখ।'

'শান্ত হও, বেটি। তুমি আধা মানসিক। তবে আমি আমি পুলিস।'

'মাদক দ্রব্য ?' সাদা ভয়ের পোঁচ পড়ল ওর মুখে।

'সেরকম কিছু নয়। প্রাইভেট গোয়েন্দা। আমি তোমার কাছ থেকে কিছু চাই না। আমি তোমার গান ভালবাসি।'

'তুমি মিথ্যে কথা বল।' ঘৃণা এবং ভয় সত্ত্বেও ও ফিসফিস করছিল। গলার স্বর শুকনো, খসখসে। 'তুমিই সেই লোক, ফে-র বাড়িতে যে ফোন ধরেছিলে, বলেছিলে তুমি ট্রয়। কী চাও বল তো তুমি ?'

'স্যাম্প্‌সন বলে একটা লোককে। তার নাম শোননি, একথা বলো না যেন। শুনেছ।'

'ও নাম কখনো শুনিনি।'

'ফোনে সেকথা বলনি।'

'ঠিক আছে। আর পাঁচজনকে যেমন দেখি, তাকেও এইখানেই দেখেছি। তাতে কি আমাকে তার ধাই মনে হয়? আমার কাছে এসেছ কেন? আমার খাতায় সে অন্যদের মতো শুঁড়িখানার আরেক মাছি।'

'তুমি নিজে থেকে আমার কাছে এসেছ। মনে আছে ?'

বেটি আমার দিকে ঝুঁকে পড়ল, চুম্বকের মতো তার ঘৃণা টানছিল।

'বেরোও এখান থেকে, তফাতে থাক।'

'আমি এখানেই থাকছি।'

'তাই মনে কর', সাদা, আঁটো হাত ও বাঁকাল ওয়েটারের দিকে। ওয়েটার এলো ছুটে। 'পাডলারকে ডাক্। এই লোকটা প্রাইভেট গোয়েন্দা।'

ওয়েটার আমার দিকে খানিকটা অনিশ্চয়তার সঙ্গে তাকিয়ে রইল।

'শান্ত হও।' আমি বললাম।

বেটি উঠে দাঁড়াল, পিআনোর পেছনে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। 'পাডলার!' ঘরের প্রত্যেকটি লোক মাথা তুলল।

এক ঝট্‌কায় দরজা খুলল, টকটকে লাল শার্ট পরে একটি লোক বেরিয়ে এলো। তার ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ এদিক-ওদিক নড়াচড়া করতে লাগল, যেন শিকার খুঁজছে।

বেটি আমার দিকে আঙুল দেখাল। 'একে বাইরে নিয়ে যাও, নিয়ে গিয়ে একটু চুনকাম কর। লোকটা টিকটিকি, আমার কাছ থেকে কথা বের করতে চেষ্টা করছিল।'

সময় ছিল আমি ছুটে পালাতে পারতাম। কিন্তু আমার ইচ্ছে ছিল না। আমি ওর সঙ্গে মোলাকাত করতে এগিয়ে গেলাম এবং ঘুষিটি নিলাম। মার

খাওয়া মাথাটি আমার সহজেই গড়িয়ে পড়ল। ডান হাত দিয়ে আমি চেষ্টা করলাম। হাত দিয়ে আটকে সে এগিয়ে এলো।

তার নির্বোধ চোখ স্থানান্তরিত হল। আমার কেমন অদ্ভুতভাবে মনে হতে লাগল, চোখজোড়া আমাকে চিনতে পারছে না। একটি ঘুষি আমার তলপেটে ঢুকল। আমি গার্ড নিচ্ছিলাম, আমার হাত পড়ে গেল। আরেকটি ঘুষি পড়ল গলায়, কানের পাশে।

পাটাতনের কানায় আমার পা আটকে গেল। পিআনোয় ধাক্কা খেয়ে আমি পড়লাম। বেতালা শব্দের মধ্যে জ্ঞান হারালাম, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছায়া আমাকে গিলে ফেলতে লাগল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

একটি কালো বাক্সের তলায় একটি তুচ্ছ, ক্ষুদ্র লোক পেছনে শক্ত কিছুতে হেলান দিয়ে বসেছিল। সেইরকম শক্ত কিছুতে তার মুখে আঘাতের পর আঘাত পড়ছিল। প্রথমে চোয়ালের একদিকে, তারপর আরেকদিকে। তার হাত দুটো শান্তিপূর্ণভাবে পাশে ঝুলে ছিল। পায়ে সাড়া নেই, যেন শরীর থেকে অনেক দূরে রয়েছে।

গলির মুখে এক দীর্ঘ ছায়া দেখা গেল, সারসের মতো প্রথমে এক পায়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। পাডলার নিজের কাজে এত মশগুল ছিল যে, তাকে দেখতে পেল না। ছায়া তার পেছনে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে একটি হাত শূন্যে চালাল। আখরোট ভাঙার মতো উৎফুল্ল শব্দ করে সেটি পড়ল পাডলারের মাথার পেছনে। সে আমার সামনে হাঁটু গেড়ে পড়ে গেল। আমি তার চোখের সাদা অংশটা ছাড়া আর কিছু বুঝতে পারলাম না। তাকে ধাক্কা দিয়ে আমি পেছনে ফেলে দিলাম।

অ্যালান টেগার্ট তার জুতোর ওপর ভর দিয়ে আমার পাশে উবু হয়ে বসল। 'আমরা তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। আমি ওকে খুব বেশি জোরে মারিনি।'

'কখন তুমি ওটাকে জোরে মারবে, আমায় জানতে হবে। আমি তখন হাজির থাকতে চাই।'

আমার ঠোঁট ফুলে উঠেছিল, মনে হল। আমার পাগুলো যেন শরীর থেকে দূরের কোন বিদ্রোহী উপনিবেশ। আমি চুক্তি করে তাদের সঙ্গে শাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করলাম। তারপর উঠে দাঁড়ালাম।

টেগার্ট আমার হাত ধরে গলির মুখে টেনে নিয়ে এলো। একটি ট্যাক্সি, একটা দরজা খোলা, বাঁকের কাছে দাঁড়িয়েছিল। সে আমাকে ট্যাক্সির ভেতর ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। নিজেও আমার পরে ঢুকল।

'কোথায় যেতে চান?'

এক মুহূর্তের জন্য আমার মাথা খালি মনে হল। সেই শূন্যতার মাঝখানে রাগ সেজে এলো। 'বাড়িতে বিছানায় কিন্তু আমি যাচ্ছি না, হলিউড বুলেভার্ডে সুঈফট।'

ড্রাইভার বলল, 'ওটা বন্ধ হয়ে গেছে।'

'আমার গাড়ি পার্কিং-এ রয়ে গেছে।' গাড়িতে আমার বন্দুক।

আমরা যখন আধাআধি গেছি তখন আমার মাথায় বুদ্ধি গজাতে লাগল। টেগার্টকে আমি জিগ্যেস করলাম, 'তুমি কোথা থেকে এসে পড়লে?'

'যে-কোন জায়গা থেকে এখানে।'

আমি খিঁচিয়ে উঠলাম: হেঁয়ালি করো না। আমার তেমন মেজাজ নেই।'

'দুঃখিত', টেগার্ট গম্ভীর হয়ে বলল। 'আমি স্থাম্প্‌সনের খোঁজ করছিলাম। ওয়াইল্ড পিআনো বলে এই জায়গায় স্থাম্প্‌সন-এর সঙ্গে একবার এসেছিলুম। ভাবলাম, এদের একবার জিগ্যেস করি।'

'আমিও তাই করব বলে ভেবেছিলাম। দেখলে তো কী জবাব ওরা আমায় দিয়েছে।'

'আপনি ওখানে গিয়ে পড়লেন কী করে?'

আমি জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করলাম না। 'হোঁচট খেয়ে পড়লাম। তারপর হোঁচট খেয়ে বেরোলাম।'

ও বলল, 'আমি আপনাকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিলাম।'

'আমি কি হেঁটে বেরিয়েছি?'

'মোটামুটি তাই। একটু সাহায্য নিতে হয়েছিল। ট্যাক্সিতে আমি অপেক্ষা করছিলুম। লোকটা যখন গলির দিকে আপনাকে নিয়ে গেল, তখন আমি পেছন-পেছন আসি।'

আমি বললাম, 'তোমাকে আমার ধন্যবাদ দেওয়া হয়নি।'

'ব্যস্ত হবেন না।' আমার দিকে ঝুঁকে সে ঐকান্তিকভাবে ফিসফিস করল : 'সত্যি আপনি মনে করেন স্যাম্প্‌সনকে কিড্‌ন্যাপ করা হয়েছে?'

'এখন পরিষ্কারভাবে ভাবতে পারছি না। যখন ভাবনা-চিন্তা করার শক্তি ছিল, তখন এই রকম একটা কথা ভেবেছিলাম।'

'কে কিড্‌ন্যাপ করে থাকতে পারে?'

আমি বললাম, 'ইস্ট্‌ব্রুক নামে একটি মেয়েমানুষ আছে। ট্রয় নামে একটি লোক আছে। তাকে কখনো দেখেছ?'

'না, তবে ইস্ট্‌ব্রুক মেয়েছেলেটির কথা শুনেছি, মাসকতক আগে নেভাদায় স্যাম্প্‌সনের সঙ্গে ছিল।'

'কী ভাবে?' আমার ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলো দপ্‌দপ্ করছিল।

'আমি ঠিক জানি না। গাড়িতে গিয়েছিল। প্লেনটা আমার খারাপ হয়ে যায়, সেটার সঙ্গে আমি লসএঞ্জেলেসে ছিলাম। আমি মেয়েছেলেটিকে দেখতে পাইনি, স্যাম্প্‌সনই আমাকে তার কথা বলেন। আমি যদ্দূর বুঝতে পারি, ওরা রোদে বসে ধর্মের কথা বলত। মনে হয়, মেয়েমানুষটি সাধু ক্লদ লোকটির হস্তক বা ইলেক। ক্লদ হচ্ছে সেই লোক স্যাম্প্‌সন যাকে পাহাড় দিয়েছিলেন।'

'আমাকে তোমার আগে বলা উচিত ছিল। ওই মেয়েমানুষটির ছবিই তোমায় দেখিয়েছিলাম।'

'আমি তা জানতাম না।'

'এখন আর কিছু লাভ নেই। ওর সঙ্গেই সন্ধ্যেটা আমি কাটাই। ভ্যালেরিওতে সেই মেয়েমানুষটির সঙ্গে আমাকে দেখেছিলে।'

'ওই?' টেগার্ট অবাক হল, মনে হল। 'স্যাম্প্‌সন কোথায়, মহিলা জানে?'

'সম্ভবত জানে, কিন্তু বলছে না। আমি আরেকবার তার সঙ্গে এখন দেখা করব। এবং আমার একটু সাহায্যের দরকার করবে। তার বাড়িটা একটু হিংস্র ধরনের।'

টেগার্ট বলল, 'বেশ।'

আমার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াগুলো তখনও খুব ধীরগতিতে চলছিল। ইস্ট্‌ব্রুক-এর বাড়িতে যাওয়া পর্যন্ত সব ঠিকঠাক রইল। বাড়ি অন্ধকার। গাড়িপথ থেকে বুইক অন্তর্হিত, গ্যারেজ খালি। বন্দুকের বাঁট দিয়ে দিয়ে সদর দরজায় আমি খটখট করলাম। উত্তর নেই।

টেগার্ট বলল, 'মহিলার সন্দেহ হয়েছে বোধহয়।'

'আমরা ভেঙে ঢুকব।'

কিন্তু দরজায় খিল তোলা, আমাদের কাঁধের ধাক্কাধাক্কিতে খোলার পক্ষে দরজা মজবুত। আমরা ঘুরে পেছন দিকে গেলাম। একটা গোল, মসৃণ বস্তুতে আমি ঠোক্কর খেলাম, সেটা বিয়ারের বোতল।

'সামলে।' টেগার্ট মনে হল, মজা পাচ্ছে।

যুবকোচিত উৎসাহে সে রান্নাঘরের দরজায় লাফিয়ে পড়ল।' আমরা দু'জনে যখন ঠেলতে লাগলাম, তখন তালায় চাড় পড়ে দরজা খুলে গেল। রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে আমরা অন্ধকার হলঘরে ঢুকলাম।

আমি বললাম, 'তুমি সঙ্গে বন্দুক রাখনি ?'

'না।'

'কিন্তু চালাতে জান তো ?'

অবশ্যই। মেশিনগানই আমার পছন্দ।' টেগার্ট বড়াই করল।

আমি ওকে আমার অটোমেটিকটা দিলাম। 'এতেই কাজ চালিও।' সামনের দরজায় গিয়ে আমি খিল খুললাম, এক চিলতে ফাঁক করে রাখলাম।

'কেউ যদি আসে, আমাকে জানিও। আড়ালে থেকো, দেখা দিও না।'

বাকিংহাম প্যালেসের নতুন সান্ত্রীর মতো টেগার্ট নিজের জায়গা নিল। আমি আলো নিভিয়ে এবং জেলে এক-এক করে বসবার ঘর, খাবার ঘর, রান্নাঘর, স্নানের ঘরে গেলাম। এই ঘরগুলো সেইরকমই ছিল, আমি যেরকমটি দেখেছিলাম। শুধু শোবার ঘরটি একটু বদলেছিল।.

তফাতের মধ্যে দ্বিতীয় ড্রয়ারে মোজা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মোজাগুলোর আড়ালে দুমড়ানো, মোচড়ানো, পুরনো একটা খাম ছিল। খামটা মিসেস ইস্ট্‌ব্রুকের নামে, এই ঠিকানায়। তার পেছনে ইকড়ি-মিকড়ি করে পেন্সিলে লেখা কতকগুলো অক্ষর আর সংখ্যা। মনে হল, দারুণ লাভজনক কোন ব্যবসার কাঁচা রোকড়। একটা কথা পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম : ওয়াইল্ড পিআনো এত টাকা কামাতে পারে না।

খামটা আমি উলটে পালটে দেখলাম, তারিখ দেওয়া এপ্রিল ৩০, এক হপ্তা আগের ব্যাপার, সান্টা মারিয়া ডাকঘরের ছাপ মারা। খামটা ফের ঢুকিয়ে রাখতে যাচ্ছি, রাস্তায় মোটরের ক্রুদ্ধ গর্জন শুনলাম। চট্ করে আলো নিভিয়ে আমি হলঘরে চলে এলাম।

বাড়ির সামনেটায় ঢেউয়ের মতো আলো ছড়িয়ে গেল, দরজায় ফাঁক দিয়ে ভেতরে চলে এলো. টেগার্ট যেখানে দাঁড়িয়েছিল। 'আর্চার', ফিস্‌ফিস্ করে বলল ও।

তারপর ও একটা দুঃসাহসিক এবং বোকার মতো কাজ করে বসল। বাইরে বেরিয়ে ঝলমলে সাদা আলোয় হাতের বন্দুক চালিয়ে বসল।

আমি বললাম, 'থামাও' কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। বুলেট কোন ধাতুতে গিয়ে আঘাত করল, এবং শব্দ করে ছিট্‌কে পড়ল। জবাবে কোন গুলি এলো না।

টেগার্টকে পাশ কাটিয়ে আমি সামনের সিঁড়িতে পড়লাম। একটি ট্রাক সঙ্গে লাগোয়া ভ্যান, গাড়িপথ থেকে তাড়াতাড়িতে পিছু হটে বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমি লন পেরিয়ে মরিয়া হয়ে ছুটে গেলাম। বেশি স্পীড নেবার আগে রাস্তায় তাকে ধরে ফেললাম। ট্রাক-এর ডানদিকে জানালাটা খোলা ছিল। আমি পা-টা ভাল করে সামলে নিয়ে একখানা হাত ভিতরে গলিয়ে দিলাম। রোগা, ফর্সা, মরা-মরা একটি মুখ স্টিয়ারিং-এর ওপর দিয়ে আমার দিকে তাকাল, তার ভয় পাওয়া ছোট ছোট চোখ যেন জ্বলছে। ট্রাকটা থেমে গেল যেন পাথরের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়েছে। আমার হাত খসে গেল এবং আমি রাস্তার ওপর পড়ে গেলাম।

ট্রাকটি পিছিয়ে গেল, তারপর গীয়ার পাল্‌টে আমার দিকে এগিয়ে এলো, আমাকে যেন গুঁড়িয়ে দেবে। আমি তখনও হাঁটুতে ভর দিয়ে। জ্বলজ্বলে আলো এক মিনিটের জন্যে আমাকে সম্মোহিত রাখল। চাকাগুলো সগর্জনে আমার ওপর চেপে আসতে লাগল। আমি মতলব বুঝে এক পায়ে লাফিয়ে পড়লাম, তারপর গড়িয়ে গেলাম। ট্রাক এলোমেলোভাবে সেই জায়গা দিয়ে চলে গেল এবং রাস্তায় পড়ে প্রচণ্ড শব্দ করে, তীব্রবেগে ছুটে চলল। লাইসেন্স প্লেট যদি থেকেও থাকে, তাতে আলো ছিল না। পেছনের দরজাগুলোয় জানলা নেই।

আমি যখন আমার গাড়ির কাছে পৌঁছলাম, টেগার্ট তখন ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়েছে। আমি ওকে ড্রাইভারের আসন থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিজে বসলাম এবং ট্রাকটাকে অনুসরণ করে চললাম। সানসেটে যখন পৌঁছলাম, তখন সেটি নজরের বাইরে চলে গিয়েছে। পাহাড়ের দিকে গেল, না সমুদ্রের দিকে তখন আর জানবার উপায় নেই।

আমি টেগার্টের দিকে ফিরে তাকালাম। সে কেমন নিঃসঙ্গ হয়ে বসে ছিল। কোলে বন্দুক। 'আমি যখন গুলি চালাতে বারণ করব, তখন থামাবে।'

'যখন বললেন, তখন বেশি দেরি হয়ে গেছে। আমি ড্রাইভারটার মাথায় তাক করেছিলাম, উদ্দেশ্য ছিল ওকে গাড়ি থেকে বের করে আনা।'

'লোকটা আমাকে চাপা দিতে চেয়েছিল। তোমার হাতে বন্দুক দিয়ে যদি বিশ্বাস করা যেত তাহলে লোকটা পালাতে পারত না।'

'আমি দুঃখিত।' টেগার্ট অনুতপ্তভাবে বলল। 'হাতে রিভলভার পেয়ে আমি বোধহয় আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম।' এই বলে সে বন্দুকটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

'যাক, ভুলে যাও।' আমি বাঁদিকে শহর অভিমুখে চললাম। 'ট্রাকটা ভাল করে লক্ষ করেছিলে ?'

'আমার মনে হয়, বাড়তি আর্মি ট্রাক। যাতে করে লোকজন নিয়ে যায়। কালো রঙ করা, তাই না ?'

'নীল। আর ড্রাইভারটা ?'

'ভাল ধরতে পারি নি। মাথায় তোলা টুপি ছিল। এই যা দেখতে পেয়েছি।'

'সামনের প্লেটটা নজর কর নি ?'

'মনে হয় না, কিছু ছিল।'

আমি বললাম, 'এটা তো খুব খারাপ। স্যাম্প্‌সন ট্রাকটাতে থাকলেও থাকতে পারেন। কিংবা ছিলেন।'

'সত্যি ? আপনি কি মনে করেন, আমাদের পুলিসের কাছে যাওয়া উচিত ?'

'মনে হয়, যাওয়া উচিত। কিন্তু আগে মিসেস স্যাম্প্‌সনের সঙ্গে আমার কথা বলতে হবে। তুমি তাঁকে ফোন করেছিলে ?'

'পাই নি। উনি তখন ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। ওগুলো ছাড়া উনি থাকতে পারেন না।'

'তাহলে সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করব।'

'আপনি কি আমাদের সঙ্গেই প্লেনে যাবেন ?'

'আগে আমাকে একটা কাজ করতে হবে।'

'কী কাজ ?'

আমি সোজাসুজি বললাম, 'নিজের ছোট একটা কাজ।'

এরপর ও চুপ করে গেল। আমি কথা বলতে চাইছিলাম না। ভোর হচ্ছিল। শহরের ওপর ঝাপসা লাল মেঘগুলো ধারে-ধারে ক্ষয়ে ফ্যাকাসে হয়ে আসছিল। শেষ রাতের ট্যাক্সি আর বাড়ির গাড়িগুলো পথে প্রায় নেই বললেই চলে এবং প্রথম সকালের ট্রাকগুলো সবে পথে বেরুতে আরম্ভ করেছিল। নীল, বাড়তি আর্মি ট্রাকের দিকে আমি নজর রাখলাম কিছু দেখতে পেলাম না।

টেগার্টকে ভ্যালেরিওয় নামিয়ে আমি বাড়ি গেলাম। আমার দোর-গোড়ায় এক বোতল দুধ অপেক্ষা করছিল। সঙ্গ পাবার জন্যে আমি সেটি তুলে নিয়ে গেলাম। রান্নাঘরে ইলেকট্রিক ঘড়িতে চারটে বেজে কুড়ি। রেফ্রিজারেটরের ঠাণ্ডা ঘরে আমি জমানো অয়স্টার পেলাম, তাই দিয়ে অয়স্টার-স্টু বানালাম। আমার স্ত্রী কখনো অয়স্টার পছন্দ করে নি। রান্নাঘরের টেবিলে বসে দিন বা রাতের যে-কোন সময় আমি এখন মনের আনন্দে অয়স্টার খেতে পারি, আমার শক্তি বাড়াতে পারি।

জামাকাপড় খুলে আমি বিছানায় পড়লাম। ঘরের আরেক দিকে জোড়া খাট ছিল, সেদিকে তাকালাম না। একদিকে খুব স্বস্তি, সারাদিন কোথায় ছিলাম, কী করছিলাম, কাউকে কৈফিয়ত দেবার নেই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বেলা যখন দশটা আমি তখন শহরের দিকে গেলাম। পিটার কোলটন তখন তার অফিসে। ও ছিল গোয়েন্দা বিভাগে আমার কর্নেল। আমি যখন নিচু কাচের দরজা ঠেলে ঢুকলাম, এক পাঁজা পুলিস রিপোর্ট-এর ভেতর থেকে মুখ তুলে ও তখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। তক্ষুণি চোখ নামিয়ে ফেলল, তাতেই বোঝা গেল, আমার আগমন ওর কাছে বাঞ্ছনীয় হয়নি। ডি. এ.র অফিসে ও ছিল উচ্চতর তদন্তকারী, মাঝবয়সী, ভারিক্কি চেহারার লোক, ছাঁটা সাদা চুল, স্পাঁউরুটির ডগার মতো ভয়ংকর নাক। দেওয়ালের দিকে লাগানো শক্ত পিঠের চেআরে আমি কষ্ট করে বসলাম।

একটু পরে সে আমার দিকে নাক তুলল। 'কী হয়েছে, যার জন্যে তোমার মুখ আমায় দেখতে হচ্ছে?'

'আমার সঙ্গে তর্ক হয়েছে।'

'তাই জন্যে আশপাশের সকলকে তুমি আমায় গ্রেপ্তার করতে বল নাকি?' হাসিটাকে ও টেনে নামিয়ে মুখের কোণে তুলল। 'তোমার নিজের যুদ্ধ তোমাকে নিজে লড়তে হবে, বুঝেছ খোকা। অবশ্য আমার জন্যে যদি কিছু থাকে, সেকথা আলাদা।'

আমি টক বিষ মুখ করে বসলাম, 'তিন টুকরো বাব্‌ল-গাম।'

'আইনকানুনকে তুমি তিন টুকরো বাব্‌ল-গাম ঘুষ দিতে চেষ্টা করছ? এটা যে পারমাণবিক যুগ তা কি তুমি জান না বন্ধু? তিন টুকরো বাব্‌ল-গামে এত আণ্যশক্তি আছে যে, আমাদের সকলকে উড়িয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে।'

'ভুলে যাও। তক্কটা এক ওয়াইল্ড্‌ পিআনো নিয়ে।'

'তুমি মনে কর, আমার আর কাজ নেই, আমি যত পিআনো ঘেঁটে বেড়াব! নাকি এক ত্রিভঙ্গ বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিটেকটিভের সঙ্গে পাঁচমিশেলী অভিনয় করতে থাকব? আচ্ছা, উগ্‌রে ফ্যাল। তুমি ফের ফোকটে কিছু চাও, মনে হচ্ছে।'

'আমি তোমাকে কিছু অবশ্যই দিচ্ছি, যা তোমার জীবনে বেড়ে সবচেয়ে বড় হয়ে উঠতে পারে।'

'অবশ্যই তার বিনিময়ে তুমি কিছু চাও।'

'অল্প কিছু।' আমি স্বীকার করলাম।

'দেখি তোমার গপ্পের রঙ দেখি। পঁচিশ কথায়।'

'তোমার সময় এত মূল্যবান নয়।'

'পাঁচ', ও বলল, বলে নিজের বুড়ো আঙুলের ডগায় নিজের নাক রাখল।

'আমার মক্কেলের স্বামী গত পরশু একটি কালো লিমোজিনে বুরব্যাংক বিমানবন্দর থেকে নিখোঁজ। কার গাড়ি জানা যাচ্ছে না। কিন্তু তারপর থেকে ভদ্দরলোকের পাত্তা নেই।'

'পঁচিশ।'

'চুপ কর। গতকাল তাঁর স্ত্রী তাঁর হস্তাক্ষরে একটি চিঠি পেয়েছেন, তাতে এখন হাজার ডলার চাওয়া হয়েছে।'

,অত টাকা নেই, নোটে নেই।'

'আছে। ওদের আছে। এতে তোমার কী মনে হয়?'

টেবিলের বাঁ-হাতের ওপরের টানা থেকে ও কতকগুলো কাগজ বের করে তাড়াতাড়িতে চোখ বুলিয়ে গেল। অন্যমনস্কভাবে বলল, 'কিড্‌ন্যাপিং?'

আমার কাছে টাকা আদায়ের ফিকির মনে হচ্ছে। হতে পারে আমার নাকে ইন্দ্রিয় নেই, ওই গরমাগরম কাগজগুলো কী বলছে?'

গত বাহাত্তর ঘণ্টায় কোন কালো লিমোজিন নেই। পরশু বলছ! কটার সময়?'

আমি ওকে বিস্তারিত জানালাম।

'তোমার মক্কেলের বুদ্ধি কি একটু দেরিতে খোলে?'

'নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছের প্রতি ওঁর একটা মোহ আছে।'

'কিন্তু স্বামীর ব্যাপারে নয়, আমি ধরে নিচ্ছি। তুমি যদি মহিলার নামটা আমাকে দাও, তাহলে সাহায্য হবে।'

'এক মিনিট। আমি বললাম তোমায়, আমি কিছু চাই। দুটো জিনিস। এক, একথা ছাপানো যাবে না। আমার মক্কেল জানে না। আমি এখানে এসেছি। তাছাড়া, লোকটিকে জীবিত ফিরে পেতে চাই, মৃত নয়।'

'বেশি দাবী করছ, লিউ।' উঠে ও জানলা আর দরজার মাঝখান দিয়ে খাঁচার ভাল্লুকের মতো পায়চারি করতে লাগল।

'এটা হয়তো সরকারী ভাবেই তোমার কাছে আসবে। তখন আমার হাতের বাইরে চলে যাবে। ইতিমধ্যে তুমি একটা কাজ করতে পার।'

'তোমার জন্যে ?'

'নিজের জন্যে, গাড়ি ভাড়া দেওয়ার এজেন্সিগুলো তুমি একটু খোঁজ-ভাঁজ নিয়ে দেখতে পার। এটা হল দ্বিতীয় নম্বর। তৃতীয় নম্বর হচ্ছে ওয়াইল্ড পিআনো—।'

'যথেষ্ট হয়েছে।' নিজের মুখের সামনে ও হাত পতপত করতে লাগল।

'যদি আদৌ আসে আমি বরং সরকারী রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করব।'

'আমি কি তোমাকে কখনো ভুল খবর দিয়েছি ?'

'প্রচুর, কিন্তু সেকথায় কাজ নেই। তুমি একটু বাড়িয়ে বলতে পার।'

'আমি শুধু শুধু হেঁয়ালি করব কেন ?'

'সস্তায় এবং সহজে তোমার কাজ বাগাবার মতলব।' চোখ তার ছোট হয়ে গেল, নীল, বুদ্ধিদীপ্ত একটুখানি চেরা। 'দেশে গাদা-গুচ্ছের গাড়ি ভাড়ার কারখানা আছে।'

'আমি নিজেই এ-কাজ করতাম কিন্তু আমাকে শহরের বাইরে যেতে হবে। এরা সান্টা টেরেসায় থাকে।'

'তাদের নাম ?'

'তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি ?'

'কিছুটা। আমাকে যতটা দেখছ, তারচেয়ে খানিকটা বেশি।'

'স্যাম্প্‌সন।' আমি বললাম। 'রাল্‌ফ স্যাম্প্‌সন।'

'আমি তার নাম শুনেছি। তুমি যে একশ' হাজারের কথা বললে এখন তার মানে বুঝতে পারছি।'

'মুশকিল হচ্ছে, ভদ্দরলোকের কী যে হয়েছে আমরা নিশ্চয় করে বুঝে উঠতে পারছি না। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।'

'সে কথা তো তুমি বললে।' পিটার গোড়ালিতে ভর করে জানালার দিকে ঘুরল এবং পেছন করে কথা বলতে লাগল। 'ওয়াইল্ড পিআনো সম্বন্ধেও তুমি কিছু বলেছিলে।'

'আমি সস্তায় কাজ বাগাবার মতলব করছি, একথা তুমি বলবার আগে বলেছিলাম।'

'তোমার যে কোন অনুভূতি আছে এবং তাকে আহত করেছি, একথা বোঝাতে চেও না।'

আমি বললাম, 'তুমি আমাকে শুধুই হতাশ করলে। আমি তোমাকে এত বড় একটা চক্রান্তের খবর এনে দিলাম যাতে নগদ একশ' হাজার জড়িত এবং পঞ্চাশ লক্ষর সম্পত্তি। সেখানে তুমি একটা দিনের তোমার মূল্যবান সময় নিয়ে দর কষাকষি করতে লাগলে।'

'আমি নিজের জন্যে কাজ করি না, লিউ। হঠাৎ ও আমার দিকে ঘুরল।

'এর মধ্যে ডুইট ট্রয় আছে?'

'কে', আমি বললাম, 'এই ডুইট ট্রয়?'

'পুরিয়া কে অন্দর বিষ। ওয়াইল্ড পিআনো সেই চালায়।'

'এই সব জায়গার বিরুদ্ধে আইন আছে, আমি জানতাম। এবং ওর মতো লোক। আমার অজ্ঞতা মাফ কর।'

'সে কে তুমি তাহলে জান?'

'যদি সে সাদা চুলের ইংরেজ হয়, তাহলে জানি।' কোলটন মাথা নাড়ল। 'একবার দেখেছি। কোন কারণে সে আমার দিকে বন্দুক নাচিয়েছিল। আমি চলে আসি। তার বন্দুক কেড়ে নেওয়া আমার কাজ নয়।'

কোলটন তার ভারি কাঁধ অসুবিধাজনকভাবে নাড়াল।

'কয়েক বছর ধরে আমরা তাকে ধরবার চেষ্টা করছি। খুব মসৃণ এবং চৌকশ লোক। যতক্ষণ কারবার ঠিক থাকে ততক্ষণ ও চালায়, তারপর গড়বড় দেখলে অন্য কিছুতে সরে যায়। তিরিশের গোড়ার দিকে খুব উঠেছিল, বাজা কালিফোর্নিয়া থেকে মদের কারবার চালাচ্ছিল সেটি তারপর লালবাতি জ্বালে। তখন থেকে ওর ওঠা-পড়া চলেছে। কিছুদিনের জন্যে নেভাদায় গাঁজার আড্ডা চালিয়েছিল কিন্তু সিণ্ডিকেট তাকে বন্ধ করতে বাধ্য করায়। ইদানীং তার

ছিঁচকেমি তেমন চলছিল না, শুনেছি। কিন্তু আমরা এখনো তাকে পাকড়াবার অপেক্ষায় রয়েছি।'

আমি ভারি বিদ্রূপের সঙ্গে বললাম, 'যতক্ষণ অপেক্ষা করছ, ততক্ষণ পিআনো বন্ধ করে দিতে পার।'

ও আমাকে ধমকে বলে উঠল, 'ছ'মাস অন্তর আমরা বন্ধ করে দি। শেষ যখন হানা দিই, তার আগে তুমি যদি দেখতে। ওপরতলায় ওদের একহারা এক জানলা ছিল যত মেয়ে বিভীষিকা আর মর্ষকামীদের জন্যে। একটা মেয়ে একটা পুরুষকে চাবুক মারছে, এই সব ধরনের জিনিস, ওখানে রীতিমত দেখানো হত। আমরা সেসব বন্ধ করে দিয়েছি।'

'তখন ওটা কে চালাত?'

'ইস্ট্রুক নামে এক মেয়েমানুষ। তার হলটা কী? অভিযুক্ত পর্যন্ত করা গেল না!' রাগে ও ফোঁসফোঁস করে উঠল। 'এরকম অবস্থায় আমি কিছু করতে পারি না। আমি রাজনীতিবিদ নই।'

আমি বললাম, 'ট্রয়ও নয়। কোথায় থাকে লোকটা জান?'

'না। আমি লিউ ওর সম্বন্ধে একটা কথা তোমায় শুধিয়েছিলাম?'

'শুধিয়েছিলে। উত্তরটা হচ্ছে আমি জানি না। কিন্তু ও এবং স্যাম্প্সন একই বৃত্তের চারপাশে ঘুরঘুর করছে। ওয়াইল্ড পিআনোয় একটা লোক লাগিয়ে রাখলে বুদ্ধির কাজ করবে।'

'যদি বাড়তি লোক থাকে।' অপ্রত্যাশিতভাবে ও আমার দিকে এগিয়ে এসে ওর ভারি একখানা হাত আমার কাঁধে রাখল। 'ট্রয়ের সঙ্গে ফের যদি দেখা হয় তো, ওর বন্দুক নেবার চেষ্টা করো না। আগেও সে চেষ্টা করা হয়েছে!

'আমি আর নয়।'

'না', ও বলল। 'যারা সে চেষ্টা করেছে, তারা মরেছে।'

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ঘণ্টায় ষাট মাইল চালালে লস এঞ্জেলেস থেকে সান্টা টেরেসা দু'ঘণ্টার রাস্তা। আমি যখন স্যাম্প্সনদের বাড়ি পৌছুই সূর্য তখন মধ্যবিন্দু অতিক্রম করেছে। ফিলিক্স আমাকে দোর খুলে দিল, এবং বাড়ির ভেতর দিয়ে বসবার ঘরে নিয়ে চলল।

মিসেস স্যাম্প্সন প্রকাণ্ড জানলার পাশে প্যাডেল চেআরে প্রমাণ সাইজ পুতুলের মতো জড়সড় হয়ে পড়েছিলেন। লেবু রঙের সিল্কের জার্সিতে তিনি পরিপূর্ণ সাজ করে ছিলেন। তার সোনালি জুতো পরা পা-টি একটি টুলে রাখা ছিল। ব্লীচ করা মাথায় একটি চুলও অগোছাল ছিল না। হুইল চেআরটি ছিল দরজার পাশে।

চুপচাপ নিস্পন্দ হয়ে বসেছিলেন তিনি। নীরবতা যখন বেশ কয়েক সেকেণ্ড ধরে আমার হাতটি মুচড়ে ধরে রইল তখন আমি বললাম, 'খুব সুন্দর। আপনি কি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলেন ?'

'আপনি আসতে সময় নিয়েছেন।' তাঁর স্থির মেহগনি মুখ খিটখিটে হয়ে উঠল।

'আমি মাফ চাইতে পারছি না। আপনার মামলা নিয়ে আমি খুব কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আমার উপদেশ অন্যের মারফত আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়েছি।'

'আংশিক। কাছে আসুন মিঃ আর্চার, এসে বসুন। সত্যি আমি একদম ক্ষতিকারক নই', তার মুখোমুখি একটি হাতলঅলা চেআরের দিকে তিনি নির্দেশ করলেন। আমি সেইদিকে এগিয়ে গেলাম।

'কোন অংশ ?'

আমার সবটাই।' তিনি বললেন, মাংসাশী, স্তন্যপায়ী হাসিসুদ্ধ। 'আমার হুল আর নেই। অবশ্য আপনি বলছেন উপদেশের কথা। বার্ট গ্রেভ্স এখন টাকার দিকটা দেখছেন।'

'ও কি পুলিসের সঙ্গে দেখা করেছে ?'

'করেনি এখনো। আপনার সঙ্গে ওই বিষয়ে আলোচনা করতে চাই তার আগে আপনি বরং চিঠিটা পড়ুন।'

কফি টেবিল থেকে মহিলা একটা খাম তুলে নিয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। মিসেস ইস্ট্রুকের টানায় আমি যে খালি খাম পেয়েছিলাম, সেটা বের করে এটার সঙ্গে মিলিয়ে নিলাম। সব দিক থেকেই তফাত—হাতের লেখায় এবং ঠিকানায়। মিল শুধু সান্টা মারিয়া ডাকঘরের ছাপে। স্যাম্প্সনের চিঠিটা মিসেস স্যাম্প্সনকে লেখা এবং আগের দিন বিকেলে সাড়ে চারটে নাগাদ নেওয়া হয়েছে।

'ক'টায় এ-চিঠি পেয়েছেন ?'

রাত ন'টা নাগাদ। দেখতেই পাচ্ছেন, বিশেষ ডেলিভারী। পড়ুন।'

সাদা টাইপ রাইটার কাগজে একটি পাতায় নীল কালিতে চিঠিটা লেখা।'

প্রিয় এলেইন!

হঠাৎ এক কারবারে জড়িয়ে পড়েছি তাতে তাড়াতাড়িতে কিছু নগদটাকা দরকার। ব্যাংক অফ আমেরিকায় আমাদের দু'জনের সেফটি ডিপোজিটে কতকগুলো বণ্ড আছে। অ্যালবার্ট এগুলো ভাঙিয়ে নগদের বন্দোবস্ত করতে পারবে। একশ' হাজার ডলারের মতো বণ্ড তুমি আমার জন্যে ভাঙিয়ে রাখবে। পঞ্চাশ বা একশ'র চেয়ে বড় নোট আমি চাই না। নোটগুলোয় ছাপ দিতে বা তার নম্বর টুকে রাখতে ব্যাংককে তুমি দেবে না কারণ যে কারবারের কথা তোমায় বলেছি সেটি খুব গোপনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। বাড়িতে আমার সিন্দুকে টাকাটা এনে রাখবে অন্তত যতক্ষণ না আমার কাছ থেকে ফের খবর পাও। খবর শীগগিরই তুমি পাবে কিংবা আমার লোক চিঠি নিয়ে তোমার কাছে যাবে।

বার্ট গ্রেভ্‌সকে অবশ্যই তোমার বিশ্বাস করতে হবে কিন্তু আর কাউকে এ-নিয়ে তুমি কিছু বলবে না, এটা অত্যাস্ত জরুরী। তা যদি বল, তাহলে আমার বড় দরের লোকসান হয়ে যেতে পারে এবং আইনের চক্ষে দোষী সাব্যস্ত হতে পারি। সকলের কাছেই ব্যাপারটি গোপন রাখতে হবে। সেজন্যেই তোমাকে টাকাটা যোগাড় করতে বলছি সোজাসুজি ব্যাংকে না গিয়ে। এ-হপ্তার মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যাবে এবং শীগগিরই তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

আমার একান্ত ভালবাসা, চিন্তা করো না।

রাল্‌ফ সিম্প্‌সন।

'খুব সতর্কভাবে লেখা' আমি বললাম। 'কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নয়। ব্যাংকে নিজে না যাওয়ার সপক্ষে যে যুক্তি উনি দিয়েছেন, সেটা যথেষ্ট দুর্বল। গ্রেভ্‌স এ-বিষয়ে কী মনে করে?'

'সেও ওই কথা বলেছে। তার মনে হয় এটা বানানো ব্যাপার। কিন্তু ওর কথা হল, আমার সিদ্ধান্তই সব।'

'এ-বিষয়ে কি আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, এটি আপনার স্বামীর হাতের লেখা?'

'তাতে কোন সন্দেহ নেই। অত্যাস্ত কথাটার বানান লক্ষ করেছেন? এই কথাটা ওর খুব পছন্দ। বানানটাও এইভাবে ভুল লেখে। এমনকি উচ্চারণ করে অত্যাস্ত বলে। রাল্‌ফ খুব সুসংস্কৃত লোক নয়।'

'প্রশ্ন হচ্ছে, উনি কি জীবিত আছেন?'

মহিলার সমান্তরাল নীল চোখ আমার দিকে বিদ্রূপভাবে ঘুরাল।

'এতখানি আপনি কি সত্যিই মনে করেন, আর্চার ?'

'উনি সচরাচর এইভাবে তো কারবার করেন না, করেন ?'

'ব্যবসা কীভাবে করে আমি কিছুই জানি না। আসলে আমাদের বিয়ের পর ব্যবসা থেকে ও অবসর নিয়েছে। যুদ্ধের সময় কতকগুলো র‍্যাঞ্চ কেনা-বেচা করেছিল, এইসব বিক্রিবাটার বিস্তারিত আমাকে কখনো কিছু বলে নি।'

'অবৈধ কারবার কখনো কিছু করেছেন ?'

'আমি সত্যি জানি না। করতে অবশ্যই পারে। এই একটা জিনিস যাতে আমার হাত বাঁধা।'

'অন্যগুলি কী ?'

'আমি ওকে বিশ্বাস করি না।' এলেইন হালকাভাবে বলল। 'ও কী করতে চায়, আমার জানবার উপায় নেই। অতগুলো টাকা চেয়ে ও হয়তো পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে বেরুতে পারে। হয়তো আমাকে ত্যাগ করতে চায়। আমি জানি না।'

'আমিও জানি না। কিন্তু আমার অনুমান আপনার স্বামীকে মুক্তিপণের জন্যে আটকে রাখা হয়েছে। কেউ হয়তো মাথার কাছে বন্দুক ধরে রয়েছে আর ওঁকে ওই চিঠি লিখতে হয়েছে। এটা যদি সত্যি কারবারের ব্যাপার হত তাহলে আপনাকে তার লেখার দরকার ছিল না। গ্রেভ্‌স-এর কাছে ওর পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া আছে। কিন্তু কিড্‌ন্যাপ যারা করে তারা শিকার যে হয় তার বউয়ের সঙ্গে ফয়সলা করতে চায়। তাতে ব্যাপারটা ওদের পক্ষে সহজ হয়।'

মহিলার গলা পরিশ্রান্ত মনে হল, 'আমি তাহলে কী করব ?'

'চিঠির নির্দেশ পালন করুন। কিন্তু পুলিসকে জানান। সকলকে দেখিয়ে জানিয়ে নয়। কিন্তু তারা আড়ালে প্রস্তুত থাকবে। দেখুন মিসেস স্যাম্প্‌সন, কিড্‌ন্যাপারদের পক্ষে সবচেয়ে সোজা রাস্তা হল, শিকারকে সরিয়ে ফেলা—খুলিটি উড়িয়ে ফেলে রেখে যাওয়া। এইরকম কিছু ঘটার আগে তাঁকে আমাদের খুঁজে পেতেই হবে। সেটা আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'আপনি মনে হচ্ছে, একদম ধরে নিয়েছেন যে, ওকে কিড্‌ন্যাপই করা হয়েছে। আপনি আর কিছু পেলেন যা আমাকে এখনো বলেননি ?'

'বেশ কিছু জিনিস। সব মিলিয়ে এই বলে যে, আপনার স্বামী কুসঙ্গ করছেন।'

'আমি তা জানি।' তার মুখটা এক মুহূর্তের জন্যে আয়ত্তের বাইরে চলে

গেল। বিজয়ের বক্ররেখা ফুঠে উঠল। 'খুব গৃহস্থ লোক এবং ভাল বাপ, এইরকম ও একটা ভাব দেখাবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাকে বোকা বানাতে পারেনি।'

'খুব খারাপ সঙ্গ', আমি বেশ ভার চাপিয়েই কথাটা বললাম।

'নোংরা সঙ্গী-সাথীদের প্রতিই ওর বরাবর ঝোঁক—' হঠাৎ মহিলা থেমে গেল, আমার পেছনে দরজার দিকে তার চোখ।

মিরান্দা এসে দাঁড়িয়েছিল। ছাই-ছাই গ্যাবার্ডাইন স্যুট পরেছিল, তাতে ওর উচ্চতার দিকটাতেই বেশি জোর পড়েছিল, তামাটে চুল মাথার ওপর উড়ছে। গতকাল যে মেয়েকে দেখেছিলাম, এ-যেন তার বড়দিদি। কিন্তু তার চোখ রাগে বড় বড়, কথাগুলো বেরিয়ে এলো হুড়মুড় করে।

'আমার বাবা সম্বন্ধে তুমি এই কথা বলতে সাহস করছ। হয়তো সে মারা যাচ্ছে আর তুমি বসে বসে তার বিরুদ্ধে বলছ?'

'শুধু আমি তাই করি, সোনা?' মহিলার বাদামী মুখ আবার নির্বিকার হয়ে গেল। শুধু বিবর্ণ চোখজোড়া এবং সাবধানে রঙ করা মুখ নড়াচড়া করতে লাগল।

'আমাকে সোনা বলো না।' মিরান্দা লম্বা পা ফেলে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। রাগেও ওর শরীরে তরুণী বিড়ালের সৌষ্ঠব ছিল। ও নখর বের করল। 'তোমার যত ভাবনা নিজেকে নিয়ে। আত্মপ্রেমিক যদি কাউকে দেখে থাকি এলেইন তো সে তুমি। তোমার আত্মশ্লাঘা, তোমার সাজাগোজা, চুলে ঢেউ খেলানো, তোমার বিশেষ হেয়ারড্রেসার, তোমার বিশেষ খাদ্য—সব তোমার নিজের উপকারের জন্যে, তাই না? যাতে তুমি নিজেকেই ভালবেসে যেতে পার। আর কেউ তোমায় ভালবাসবে, এ নিশ্চয়ই তুমি আশা কর না।

'তুমি নিশ্চয়ই নয়।' অপেক্ষাকৃত বয়স্কা মহিলা ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল। 'সে কথা ভাবতেও আমার ঘেন্না করে। কিন্তু তোমার কিসে চিন্তা, মিরান্দা? অ্যালান টেগার্ট, বোধহয়। আমার মনে হয়, মিরান্দা তুমি কাল রাত তার সঙ্গেই কাটিয়েছ।'

'কাটাই নি। তুমি মিথ্যে বলছ!'

মিরান্দা ওর সৎমা'র মাথার কাছে দাঁড়িয়েছিল, আমার দিকে পেছন ফিরে। আমি বিব্রত বোধ করছিলাম কিন্তু যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়ে গেলাম। আমি একাধিকবার দেখেছি, বেড়ালদের কথার লড়াই হিংস্রতায় শেষ হয়।

'অ্যালান বুঝি ফের তোমাকে রাগিয়ে ছেড়েছে? কবে ও বিয়ে করবে তোমাকে?'

'করবে না। আমি ওকে করব না।' মিরান্দার গলা ভেঙে আসছিল। ও এত ছোট আর সহজে আঘাত পায় যে, ঝগড়া বেশীক্ষণ সইতে পারে না। 'আমাকে নিয়ে মজা করা তোমার পক্ষে সোজা। তুমি কারুর জন্যে কখনো ভাবনি। তুমি পাথর। আমার বাবাকে যদি একটু ভালবাসা দিতে তাহলে ভগবান জানেন, তিনি কোথায়, আজ এমনটা হত না। বন্ধুবান্ধব সবাইকে ছেড়ে তুমিই এই ক্যালিফোর্নিয়ায় তাকে জোর করে এনেছিল। আজ তুমিই নিজের বাড়ি থেকে তাকে তাড়িয়ে ছাড়লে।'

'বাজে কথা।' কিন্তু মিসেস স্যাম্প্‌সনেরও দম ফুরিয়ে আসছিল।

'মিরান্দা ভেবে কথা বলো। গোড়া থেকে তুমি আমায় ঘেন্না করেছ আমার বিরুদ্ধে গিয়েছ, আমি ভুল বা ঠিক চিন্তা না করেই। তোমার ভাই তবু আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছে—'

'বব-এর কথা তুমি বাদ দাও। আমি জানি, তুমি তাকে হাতের মুঠোয় রেখেছিলে, তাতে তোমার কৃতিত্ব নেই। তাতে তোমার আত্ম-সন্তোষ বেড়েছে, বাড়েনি? তোমার সৎছেলে তোমার প্রতি হামেহাল মনোযোগ দিচ্ছে?'

'যথেষ্ট হয়েছে', মিসেস স্যাম্প্‌সন ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'তুমি যাও এখান থেকে, হতচ্ছাড়া মেয়ে।'

মিরান্দা নড়ল না কিন্তু চুপ করে গেল। আমি ঘুরে বসে জানালার বাইরে দেখতে লাগলাম। চত্বর করা লজ-এর পরেই সমুদ্রের দিকে মুখ করে একটি ছোট অষ্টকোনী বাড়ি, মোচাকৃতি ছাদ, সবটি কাচে ঢাকা। এর ভেতর এবং বাইরে দিয়ে আমি সমুদ্রের পরিবর্তমান রঙ দেখতে পাচ্ছিলাম।

সাদা জলের পাড় যেখানে ঢেউ হয়ে ভেঙে পড়ছে সেইখানে আমার চোখ অপ্রত্যাশিতভাবে আটকে গেল। কালো, ছোট একা ডিস্‌ক ফেনার সঙ্গে ভেসে আসছিল, ঢেউ থেকে ঢেউয়ে লাফিয়ে চোখের আড়ালে ডুবে গেল। একটু পরে আরেকটা দেখা গেল। ভেসে আসা জিনিসট তীরের খুব কাছে, কঠিন পাহাড়ের গায়ে হারিয়ে যাচ্ছিল। ছ'টা কি সাতটা সেইরকম জিনিস যখন জলে লাফিয়ে লাফিয়ে এল এবং অদৃশ্য হয়ে গেল তখন আর রইল না। অনিচ্ছায় আমি নিস্তব্ধ ঘরে চোখ ফেরালাম।

মিরান্দা, তখনও আরেক মহিলার চেয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তার দাঁড়াবার ভঙ্গী বদলে গেছে। শরীরের শক্ত খড়খড়ে ভাব আর নেই। একটি হাত

তার উঠে সংমার দিকে গেল, রাগে নয়। 'আমি দুঃখিত অ্যালেন।' আমি ওর মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না।

মিসেস স্যাম্প্‌সন দৃশ্যমান ছিল। মহিলা তখনও শক্ত হয়ে কৌশল করছিল। বলল, 'তুমি আমাকে আঘাত কর। তোমাকে ক্ষমা করি এ তুমি আশা করতে পার না।'

কান্না কান্না গলায় মিরান্দা বলল, 'তুমিও আমাকে আঘাত কর। যখন তখন তুমি অ্যালানের ঠেস দিও না।'

'তাহলে নিজেকে তুমি অত বিকিয়ে দিও না। না, আমি সেকথা বলতে চাইছি না, বুঝতে পারছ। আমার মনে হয় ওকে তোমার বিয়ে করা উচিত। তাই তো চাও, চাও না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু এবিষয়ে বাবা কী মনে করে, তুমি জান। অ্যালানের কথা উল্লেখ করতে বারণ করে।'

'তুমি অ্যালানকে ঠিক রেখ,' মিসেস স্যাম্প্‌সন প্রায় আনন্দিত হয়েই বলল, 'এবং আমি তোমার বাবাকে ঠিক করে নেব।'

'সত্যি করবে?'

'আমি কথা দিচ্ছি। তুমি এখন এস, মিরান্দা আমি ভয়ংকর ক্লান্ত।' মিসেস স্যাম্প্‌সন আমার প্রতি দৃষ্টি দিল।

'এইসব মিঃ আর্চারের কাছে নিশ্চয় খুব শিক্ষাপ্রদ হয়েছে।'

'মাপ করবেন?' আমি বললাম। 'আমি বাইরের দৃশ্য দেখছিলাম।'

'হ্যাঁ, চমৎকার না?' মিরান্দা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, মহিলা তাকে ডাকল। 'তুমি যদি চাও এখানে থাক, সোনা। আমি ওপরে যাচ্ছি।'

টেবিলে একটা রুপোর হাত ঘণ্টা ছিল। মিসেস সেটি হাতে নিল। ঝন-ঝন করে বেজে উঠল শেষে কোথাও। মিরান্দা বসে ছবিটি সম্পূর্ণ করল, তার মুখ রইল দূরে সরে, ঘরের এক কোণে।

মিসেস স্যাম্প্‌সন আমাকে বলল, 'আপনি আমাদের জঘন্য অবস্থায় দেখেছেন এই দিয়ে যেন আমাদের বিচার করবেন না। আপনি যা বললেন, আমি স্থির করেছি তা-ই করব?'

'আমি পুলিস ডাকব?'

'বার্ট গ্রেভসই করবে'খন। সান্টা টেরেসা পুলিসের সবাইকে ও জানে। এখুনি বোধ হয় এসেও পড়বে।'

বাড়ির পরিচালিকা মিসেস ক্রোমবের্ণ ঘরে ঢুকল এবং রবারের টায়ার

যুক্ত হুইল চেআরটি কার্পেটের ওপর দিয়ে ঠেলে নিয়ে এল। প্রায় অনায়াসে মিসেস স্যাম্প্‌সনকে হাতে করে তুলে চেআরে বসাল। একটিও কথা না বলে ওরা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বাড়ির কোথাও একটি ইলেকটিক মোটরের গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল। মিসেস স্যাম্প্‌সন স্বর্গারোহণ করল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ঘরের কোণের ডিভানে আমি মিরান্দার পাশে বসলাম। ও আমার দিকে তাকাতে চাইল না। বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন আমরা কি ভীষণ জীব! লোকের সামনে ওইভাবে ঝগড়া করছি!'

'তোমার ঝগড়া করার কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে!'

'আমি সত্যি জানি না। এলেইন কোন কোন সময় খুব মিষ্টি ব্যবহার করতে পারে কিন্তু আমার মনে হয়, ও আমাকে সর্বদা ঘৃণা করে। বব ওর প্রিয়পাত্র ছিল। সে আমার ভাই আপনি তো জানেন!'

'যুদ্ধে মারা গিয়েছে?'

হঁ্যা। ও ছিল সব আমি যা নই। যেমন শক্ত তেমনি মাত্রাজ্ঞান, যাতে হাত দিত তাতেই ভাল করত। ওকে ওরা মরণোত্তর নেভি ক্রস দেয়। যে মাটিতে ও হাঁটত এলেইন সেই মাটিকে পুজো করত। এক এক সময় আমি ভাবতাম, ওকে এলেইন ভালবাসে কিনা! অবশ্য আমরা সবাই ওকে ভাল বাসতাম। আমাদের পরিবারটা ও মারা যাবার পর এবং এখানে এসে ওঠার পর অন্যরকম হয়ে গেছে। বাবা তো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, এলেইন-এর ওই সাজানো পক্ষাঘাত আর আমি সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি কিন্তু আমি বেশি কথা বলছি, বড় বেশি, তাই না?' আমার দিকে ওর ওই আধখানা মুখ ঘুরিয়ে থাকাটি বড় চমৎকার। ভীরু, নরম মুখ বড় বড় চোখ ভাবনায় অন্ধ।

'আমার আপত্তি নেই।'

'ধন্যবাদ।' ও হাসল। 'আপনি দেখছেন, কথা বলার আমার কেউ নেই। আমি ভাবতাম, আমার বুঝি ভাগ্য ভাল। তারপর এত টাকা। তাই আমি ছিলাম উদ্ধত, হয়তো এখনো আছি। কিন্তু এটা আমি শিখেছি, টাকা মানুষকে

মানুষের কাছ থেকে সরিয়ে দেয়। এলেইনকে দোষ দিচ্ছি না কিন্তু ইও-যুদ্ধের সময় এখানে আসতে জোর করে। স্কুলটা ছাড়া আমার ভুল হয়েছিল।'

'কোন স্কুলে যেতে?'

'র‍্যাডক্লিফ। সেখানে অবশ্য নিজেকে তেমন খাপ খাওয়াতে পারিনি কিন্তু বোস্টনে আমার বন্ধু ছিল। অবাধ্য হওয়ার জন্যে গত বছর স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়। আমার ফিরে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু আমার অহংকার, আমি ক্ষমা চাইতে পারতাম না। এত উদ্ধত! আমি ভেবেছিলাম, বাবার সঙ্গে আমি থাকতে পারব। উনিও যথেষ্ট সদয় হতে চেষ্টা করেন কিন্তু হল না। এলেইনের সঙ্গে বহু বছর ধরে ওঁর বনিবনা নেই। বাড়িতে সব সময় অশান্তি। এখন আবার এই তো কি হল।'

আমি বললাম 'আমরা ওঁকে ফিরে পাব।' তারপর ভাবলাম, একটু আড়াল রেখেই বলি। 'যাই হোক, তোমার অন্য সব বন্ধু-বান্ধব আছে। ধর অ্যালান, বার্ট।'

'অ্যালান মোটেও আমার জন্যে ভাবে না। বোধহয় এক সময় ভাবত—না, আমি তার সম্বন্ধে কথা বলতে চাই না। আর বার্ট গ্রেভস আমার বন্ধু নয়। ও আমাকে বিয়ে করতে চায় বটে কিন্তু সেটা আলাদা। যে লোক আপনাকে বিয়ে করতে চায় তার কাছে আপনি স্বস্তি পেতে পারেন না।'

'ধরন-ধারন সব দেখে তো মনে হয়, সে তোমায় ভালবাসে।'

'জানি বাসে।' ও ওর গোল, গর্বী থুতনি তুলল। 'তাই ওর সঙ্গে স্বস্তি পাই না। একঘেয়েও লাগে।'

'তুমি বড় বেশি দাবী করছ, মিরান্দা।' এবং আমিও বড় বেশি কথা বলছিলাম। 'যত কঠিন ধাক্কাধাক্কি কর না কেন সব কিছু নিখুঁতভাবে হয় না। তুমি রোমান্টিক, তোমাতে আত্মপ্রাধান্য। একদিন মাটিতে এমন আছড়ে পড়বে যে তোমার ঘাড়টাই হয়তো লটকে যাবে। কিংবা অহংকার যাবে ফ্র্যাকচার হয়ে।'

'আমি তো বলেছি আমি উদ্ধত,' অত্যন্ত আলতোভাবে আর অতি সহজে বলল কথাটা। 'এই রোগনির্ণয় করার জন্যে আপনাকে কত মূল্য দিতে হবে?'

'এখন আমার ওপর উদ্ধত হতে চেষ্টা করো না। আগেই একবার হয়েছ।'

নম্র ছাঁদে ও চোখ বড় বড় করে তুলল। 'কালকের চুমু খাওয়া?'

'ভাল লাগে নি, এ-মিথ্যে বলব না। লেগেছিল। কিন্তু তাতে আমাকে পাগল করেছে। অন্য উদ্দেশ্যে আমাকে ব্যবহার করা আমি অপছন্দ করি।'

'আর কী সেই আমার অসৎ উদ্দেশ্য ?'

'অসৎ নয়। ছেলেমানুষী। টেগার্টকে মুগ্ধ করার আরও ভাল রাস্তা তুমি ভেবে বের করতে পারবে।'

'ওকে বাদ দিন, এ-প্রসঙ্গ থেকে।' ওর গলার স্বর তীক্ষ্ণ কিন্তু ও মানিয়ে নরম করে নিল। 'আপনাকে খুব পাগল করেছে কী ?'

'এইরকম পাগল।'

আমি দু'হাতে ওর গলা জড়িয়ে নিলাম, আমার মুখের সঙ্গে ওর মুখ, ওর মুখ আধখোলা এবং উষ্ণ। বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত ওর শরীর শীতল ও শক্ত। বাধা দিল না কিন্তু বাধ্যও হল না।

আমি যখন ছেড়ে দিলাম, তখন ও বলল, 'এতে সন্তুষ্ট হলেন ?'

ওর আয়ত সবুজ চোখের দিকে তাকালাম। দৃষ্টি অকপট স্থির কিন্তু তাতে অন্ধকার গভীরতা আছে। আমি ভাবছিলাম, ওই সমুদ্রের গভীরে কী চলেছে এবং কতক্ষণ ধরে চলছে।

'আমার অহংকার ভিজল।'

ও হাসল। 'অন্তত ঠোঁট ভিজেছে। ঠোঁটে লিপস্টিক লেগেছে।'

রুমাল দিয়ে আমি মুখ মুছে নিলাম। 'কত বয়স তোমার ?'

'কুড়ি। আপনার অসৎ উদ্দেশ্যের পক্ষে যথেষ্ট বয়স। আমি কি ছেলেমানুষের মতো আচরণ করি আপনি মনে করেন ?'

'তুমি পরিপূর্ণ নারী।' আমি ইচ্ছে করে ওর শরীর খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম —গোল নিটোল বুক, সোজা জঙ্ঘা, গোল নিতম্ব, সোজা গোল পায়ের গোছ। 'এতে করে খানিক দায়িত্ব বাড়ে।'

'জানি।' আত্মভর্ৎসনায় ওর গলা রুক্ষ শোনাল। 'চারদিকে নিজেকে নিয়ে আমার হেলাফেলা করা ঠিক নয়। আপনি জীবনের অনেক কিছু দেখেছেন, দেখেন নি ?'

বালিকাসুলভ প্রশ্ন কিন্তু আমি ওকে হালকা উত্তর দিলাম না।

'বড় বেশি। জীবনের অনেক কিছু দেখেই তো আমার জীবিকা।'

'আমার বোধহয়, আমি বেশি কিছু দেখি নি। আপনাকে পাগল করার জন্যে আমি দুঃখিত।' হঠাৎ ও আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে আলতোভাবে গালে চুমু খেল।

আমি বড় ছোট হয়ে গেলাম, কেননা এই ধরনের চুমু ভাগ্নী দেয় তার মামাকে। তা, আমার তো ওর ওপর পনেরো বছর রয়েছে। এই ছোট হয়ে যাওয়া ভাব বেশিক্ষণ রইল না। বার্ট গ্রেভস-এর রয়েছে কুড়ি।

গাড়িপথে গাড়ির আওয়াজ তারপর বাড়ির ভেতর নড়াচড়া।

মিরান্দা বলল, 'বার্ট এল বুঝি!'

বার্ট যখন ঘরে ঢুকল আমরা দু'জনে দু'জনের কাছ থেকে বেশ তফাতেই ছিলাম। কিন্তু সে আমার দিকে একবার তাকাল, অবগুণ্ঠিত সপ্রশ্ন এবং আহত তাকানো। তারপর অবশ্য সে মুখ ঠিকঠাক করে নিল। তবুও ভুরুতে উদ্বেগের বক্ররেখা রয়ে গেল। মনে হল রাতে ঘুম হয়নি। কিন্তু ভারিক্কি লোকের পক্ষে সে বেশ দ্রুতভাবে এবং দৃঢ় চিত্তে হাঁটা চলা করছিল। মিরান্দাকে হ্যালো বলে সে আমার দিকে ঘুরল।

'লিউ, তুমি কী বল?'

'টাকা যোগাড় করেছ?'

বগলের তলা থেকে সে বাছুরের চামড়ার ব্রীফকেস বের করল, চাবি খুলে তার ভেতরকার যাবতীয় জিনিস কফি টেবিলে ঢালল—ব্যাংক পেপারে মোড়া এক ডজন কি তার বেশি মোড়ক, লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা।

'একশ' হাজার ডলার,' সে বলল। 'পঞ্চাশের হাজার এবং একশ'র পাঁচশ'। ঈশ্বর জানেন এসব নিয়ে আমরা কী করব।'

'এখনকার মতো সিন্দুকে ভরে রাখ। বাড়িতে আছে না একটা, নেই?'

'হ্যাঁ,' মিরান্দা বলল। 'বাবার পড়বার ঘরে। চাবি আছে ওঁর ডেসকের মধ্যে।'

'আরেকটা কথা, বাড়িতে টাকাটা পাহারা দেবার জন্য তোমার লোক দরকার।'

মোড়কগুলো হাতে নিয়ে গ্রেভস আমার দিকে ফিরল, 'তুমিই তো পার?'

'আমি এখানে থাকছি না। শেরিফের এক ডেপুটিকে আসতে বল। এই সবের জন্যেই তারা আছে।'

'মিসেস স্যাম্পসন তাদের ডাকতে দেবেন না।'

'এখন দেবেন। সব ব্যাপারটা পুলিসের হাতে তুলে দিতে তিনি এখন চান।'

'উত্তম! সুবুদ্ধি হচ্ছে। আমি এগুলো রেখে ওদের ফোন করছি।'

'নিজে গিয়ে দেখা কর, বার্ট।'

'কেন?'

'কারণ,' আমি বললাম, 'এটা বাড়ির কারুর কাজও হতে পারে, এমন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এই বাড়ির কেউ হয়তো তোমাদের কথাবার্তায় আগ্রহী হতে পারে।'

'তুমি এগিয়ে ভাব, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি তুমি কী বলতে চাও। চিঠিতে টের পাওয়া যাচ্ছে ভেতরের খবর তারা জানে। যেটা স্যাম্প্‌সনের কাছ থেকেই হয়তো পেয়ে থাকবে কিংবা নয়। স্যাম্প্‌সনকে কিডন্যাপ করা হয়েছে এবং এর পেছনে 'তারা' আছে এটা ধরে নিয়েই বলছ।'

'নতুন কিছু না ঘটা পর্যন্ত সেই কথা ধরে নিয়েই আমরা কাজ করব। আর পুলিসকে খুশি মতো কাজ করতে দিও। আমরা তাদের ভয় পাওয়াতে পারি না। স্যাম্প্‌সনকে যদি আমরা জীবিত পেতে চাই।'

'আমি বুঝি। কিন্তু তুমি কোথায় থাকছ?'

'এই খামে সান্টা মারিয়া ডাকঘরের ছাপ রয়েছে।' আমার পকেটের অন্য খামটির কথা ওকে বলবার প্রয়োজন মনে করলাম না। 'আইনসঙ্গত কোন ব্যবসার খাতিরেই উনি হয়তো ওখানে গিয়ে থাকবেন এমন একটা সম্ভাবনা রয়েছে। কিংবা অবৈধ কারবারও হতে পারে। আমি সেখানেই যাচ্ছি।'

'সেখানে কোন ব্যবসার কথা আমি তো কখনো শুনিনি। তবু, একবার দেখা যেতে পারে।'

মিরান্দা গ্রেভসকে জিজ্ঞেস করল, 'র‍্যাঞ্চটা দেখেছ?'

'আমি ম্যানেজারকে সকালে ডেকেছিলাম। তারা কিছু জানে না।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'কিসের খামার?'

'বেকারস ফিল্ডের ওপারে বাবার একটা খামার আছে। শাকসবজীর খামার। সেখানে অবশ্য তাঁর যাবার সম্ভাবনা এখন কম, গোলমালের জন্যে।'

গ্রেভস বলল, 'খেতমজুররা ধর্মঘট করে বসে আছে। কয়েকমাস হল ওরা এই চালাচ্ছে—দাঙ্গা হাঙ্গামাও হয়েছে। জঘন্য পরিস্থিতি।'

'এর সঙ্গে এই ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই তো?'

'আমার সন্দেহ আছে।'

মিরান্দা বলল, 'তুমি জান, বাবা হয়তো মন্দিরেও গিয়ে থাকতে পারে। আগে একবার যখন গিয়েছিল, তখন ওর চিঠি সান্টা মারিয়া হয়েই এসেছিল।'

'মন্দির?' দু'একবার এই মামলায় আমি গড়িয়ে রূপকথার রাজ্যে চলে গিয়েছি। ক্যালিফোর্নিয়ায় কাজ করার এই এক ঝামেলা কিন্তু এখন আমার বিরক্তি ধরে যাচ্ছিল।

'মেঘের মন্দির—যে জায়গাটা রাল্‌ফ ক্রুদকে দিয়ে দিয়েছিল। বসন্তকালের গোড়ায় বাবা কিছুদিন ওখানে কাটিয়েছিল। সান্টা মারিয়ার কাছাকাছি পাহাড়ের মধ্যে জায়গাটা।'

'এবং কে' আমি বললাম, 'এই ক্রুদ ?'

গ্রেভস বলল, 'আমি তার কথা তোমায় বলেছি। যে সাধুটিকে স্যাম্প্‌সন পাহাড় দিয়ে দিয়েছিল। বাংলোটাকে মন্দিরের মতো করে দিয়েছে।'

মিরান্দা মাঝখান থেকে বলে উঠল, 'ক্রুদ একটা জাল। লম্বা চুল রাখে, কখনো দাড়ি কামায় না, ওয়াল্ট্‌ হুইটম্যানের খারাপ নকলের মতো কথা বলে।'

আমি ওকে জিগ্যেস করলাম, 'তুমি সেখানে কখনো গিয়েছ ?'

'গাড়ি চালিয়ে রাল্‌ফকে একবার পৌঁছে দিয়েছিলাম কিন্তু ক্রুদ কথা বলা আরম্ভ করতেই আমি পালিয়ে আসি। আমি ওকে সহ্য করতে পারছিলাম না। একটা নোংরা বুড়ো ছাগল, জাহাজের সাইরেনের মতো গলা, এবং এত কুনজর আমি আর কখনো দেখিনি।'

'এখন আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পার ?'

'ঠিক আছে। আমি একটা সোয়েটার পরে নিই।'

গ্রেভস-এর মুখ নিস্তব্ধভাবে নড়ল যেন প্রতিবাদ করবে। মিরান্দা যখন ঘর ছেড়ে গেল, তখন সে উৎকণ্ঠার সঙ্গে ওকে দেখতে লাগল।

আমি বললাম, 'আমি ওকে নিরাপদেই ফিরিয়ে আনব।' আমার চুপ করে থাকাই উচিত ছিল।

ষাঁড়ের মতো মাথা নিচু করে সে আমার দিকে তেড়ে এল হাতের মুঠো পাকিয়ে।

'আর্চার, শোন।' একরকম গলা করে সে বলল। 'গাল থেকে লিপস্টিক মোছ, নয়তো আমিই মুছে দেব।'

আমি হেসে আমার অপ্রস্তুত অবস্থা ঢাকতে চাইলাম। 'এস বার্ট লড়ে যাই। হিংস্যুটে পুরুষদের সামাল দেবার মতো যথেষ্ট প্র্যাকটিস আমার আছে।'

'হতে পারে। কিন্তু মিরান্দার ওপর তুমি নজর দিও না। তাহলে মুখটি তোমার আমি ভোঁতা করে দেব।'

মিরান্দা যেখানে তার দাগ রেখে গিয়েছিল, সেই গালটা আমি ঘষে মুছলাম। 'ওকে ভুল বুঝো না—'

'মনে হয় তবে মিসেস স্যাম্প্‌সনের সঙ্গেই ঠোঁটের খেলা খেলছিলে ?'

ছোট করে বুক-ভাঙা হাসি হাসল বার্ট। 'স্তোক দিচ্ছ না !'

'মিরান্দাই এবং এটা খেলা নয়। ওর খারাপ লাগছিল, আমি ওকে বোঝাচ্ছিলাম এবং ও একটিবার আমাকে চুমু খায়। এর মধ্যে অন্য কিছু নেই। একেবারেই স্নেহের চুম্বন।'

'তোমাকে বিশ্বাস করতে পারলে ভাল হত,' ওর গলায় অনিশ্চয়ের ভাব। 'তুমি তো জান মিরান্দা সম্বন্ধে আমার মনের ভাব কী!'

'ও আমায় বলেছে।'

'কী বলেছে?'

'তুমি ওকে ভালবাস।'

'থাক, ও যে একথাটা জানে, এতে আমি আনন্দিত হচ্ছি। যখন ওর খারাপ লাগবে, তখন আমার সঙ্গেই কথা বললে তো পারে!'

গ্রেভস হাসল, হাসিটা তেতো। 'তুমি কেমন করে কর, লিউ?'

'তোমার হৃদয়ঘটিত সমস্যা নিয়ে আমার কাছে এসো না। যাক, তোমাকে একখণ্ড আমার উপদেশ দেওয়ার আছে।'

'বলে ফ্যাল।'

'আস্তে। আমাদের হাতে এখন মস্ত কাজ রয়েছে। দু'জনে মিলে এটাকে উদ্ধার করতে হবে। তোমার ভালবাসার আমি প্রতিবন্ধক নই। টেগার্টও যে প্রতিবন্ধক তাও আমার মনে হয় না। সে এতে আগ্রহী নয়।'

'ধন্যবাদ,' গ্রেভস রুক্ষভাবে, জোর করে বলল। মনের কথা অকপটে খুলে বলবে, সে ধরনের মানুষ ও নয়। কিন্তু ও খুব পীড়িত হয়েই বলল, 'ও আমার চেয়ে এত ছোট। টেগার্টের যৌবন আছে, দেখতে ভাল।'

দরজার বাইরে হলঘরে পায়ের মৃদু থপথপ আওয়াজ শোনা গেল, টেগার্ট দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল। 'কেউ কি শুধু শুধু আমার নাম করছিল?'

তার গায়ে কিছু নেই, শুধু ভিজে সাঁতারের পোশাক—চওড়া কাঁধ, সরু কোমর, লম্বা পা। ছোট্ট মাথায় ভিজে চুল কোঁকড়া, কোঁকড়া হয়ে রয়েছে, মুখে মেদুর, অলস হাসি—গ্রীকদের তরুণ দেবতা বলে তাকে অনায়াসে চালানো যায়। বার্ট গ্রেভস-এর ওকে দেখে পছন্দ হচ্ছিল, সে ধীরে বলল, 'আর্চারকে এখুনি বলছিলাম, তুমি দেখতে কী সুন্দর।'

হাসিটা একটু সংকুচিত হল কিন্তু মুখে রয়েই গেল। 'প্রশংসাটা সন্দেহজনক শোনাচ্ছে। চুলোয় যাক্‌গে, কিন্তু আর্চার, নতুন কোন খবর আছে?'

'না,' আমি বললাম, 'আর গ্রেভস্‌কে আমি বলছিলাম, মিরান্দা সম্পর্কে তোমার কোন আগ্রহ নেই।'

'ঠিকই বলেছেন,' টেগার্ট হাল্কাভাবে বলল। 'মিরান্দা ভাল মেয়ে কিন্তু আমার জন্যে নয়। আমাকে এবার মাফ করুন। জামা কাপড়টা পরে আসি।'

গ্রেভস জানাল, 'নিশ্চয়ই।'

কিন্তু আমি তাকে পিছু ডাকলাম ; 'এক মিনিট। তোমার বন্দুক আছে ?'

'একজোড়া টারগেট পিস্তল আছে। '৩২-এর।'

'টোটা ভরে নিয়ে তোমার কাছে রাখ, কেমন ? বাড়িতেই থাকবে আর নজর রেখো। আর, হাতে বন্দুক পেয়ে মাতোয়ালা হয়ে যেও না।'

'আমার শিক্ষা হয়ে গেছে,' আনন্দ করেই বলল টেগার্ট। 'কিছু ঘটবে বলে মনে করছেন ?'

'না, কিন্তু যদি কিছু হয়, তোমাকে তো তৈরি থাকতে হবে! যা বললাম করবে তো ?'

'নিশ্চয় করব।'

ও চলে গেলে গ্রেভস্ বলল, 'ছোকরা খারাপ নয়। কিন্তু আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। ভারি মজা ; আমার মনে কোন হিংসে ছিল না।'

'আগে কোন ভালবাসা করেছিলে ?'

'এর আগে নয়।' ও কাঁধ ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর জন্যে আমার দুঃখ হল।

ও বলল, 'আমাকে বল তো মিরান্দার কী জন্যে খারাপ লাগছিল ? বাবার এই ব্যাপার ?'

'খানিকটা তাই। তার মনে হচ্ছে পরিবারটা বুঝি ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হতে চলেছে। ওর একটা স্থির আশ্রয় দরকার।'

'জানি দরকার। সেই কারণেও আমি ওকে বিয়ে করতে চাইছি। অবশ্য আরও কারণ আছে ; তোমাকে তা না বললেও চলবে।'

'না,' আমি বললাম, তারপর ঝুঁকি নিয়ে একটা সোজা প্রশ্ন করে বসলাম, 'সেই কারণের আরেকটা কি টাকা ?'

ও আমার দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকাল। 'মিরান্দার নিজের কোন টাকা নেই।'

'পাবে তো বটেই ?'

'পাবে স্বাভাবিকভাবে, বাবা মারা গেলে, উইল আমিই লিখে দিয়েছি, ও পাবে অর্ধেক। টাকাতে আমার আপত্তি নেই—'

গ্রেভস্ মুচড়ে হাসল—'কিন্তু তুমি যদি মনে করে থাক, আমি ভাগ্যান্বেষী, আমি তা নই।'

'তা করছি না। তুমি যা ভাবছ, মিরান্দা হয়তো তার আগেই টাকা পেয়ে যেতে পারে। সিম্প্‌সন লসএঞ্জেলেসে অদ্ভুত সব চক্রের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। মিসেস ইস্ট্‌ব্রুক নামে কারুর নাম উনি কখনো করেছিলেন? কে ইস্ট্‌ব্রুক? কিংবা ট্রয় নামে কোন লোক?'

'ট্রয়কে তুমি চেন? কী ধরনের চরিত্র বল তো?'

আমি বললাম, 'বন্দুকবাজ। শুনেছি খুনটুনও করেছে।'

'আমি অবাক হচ্ছি না। স্যাম্প্‌সনকে বলেছিলাম ট্রয় লোকটার কাছ থেকে দূরে থাকতে, কিন্তু তিনি মনে করেন সে লোক ভাল।'

'ট্রয়ের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ পরিচয় আছে?'

'মাস কতক আগে লা-ভেগায় স্যাম্প্‌সন আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। তিনজনে আমরা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। বহু লোকই ওকে জানে দেখলাম। জুয়োর টেবিলের তদারককারীগুলো খুব চেনে—অবশ্য সেটা যদি কোন সুপারিশ হয়।'

'তা নয়। তবে এক সময় লা-ভেগায় ওর নিজের আস্তানা ছিল। বহু কিছু করেছে। এবং আমার মনে হয় না, কিডন্যাপ করাটা ওর পক্ষে অমর্যাদাকর। স্যাম্প্‌সন-এর সঙ্গে ট্রয়ের সম্পর্ক কী ধরনের, মনে হয়েছিল?'

'মনে হয়েছিল, স্যাম্প্‌সন-এর হয়ে কাজ করে। অবশ্য জোর করে কিছু বলতে পারছি না। একটি অদ্ভুত জীব! আমার ও স্যাম্প্‌সনের জুয়ো খেলা দেখল, কিন্তু নিজে খেলল না। সে-রাতে আমি পরিষ্কার এক হাজার হেরেছিলাম। স্যাম্প্‌সন চার হাজার জিতেছিল।' গ্রেভস্‌ বিষণ্ণভাবে হাসল।

আমি বললাম, 'ট্রয় হয়তো ভাল সাজবার চেষ্টা করছিল।'

'হতে পারে। শূওরের বাচ্চা, আমায় গা গুলিয়ে দিচ্ছিল। তুমি কি মনে কর, এই সবের মধ্যে সে জড়িত?

'সেটাই বের করবার চেষ্টা করছি', আমি বললাম। 'আচ্ছা বার্ট, স্যাম্প্‌সনের কি টাকার দরকার?'

'একদম না। ও লাখ-লাখপতি।'

'তাহলে ট্রয়ের মতো একটা বাজে লোকের সঙ্গে ওর কিসের কারবার?'

'স্যাম্প্‌সনের টাকা হয় স্বাভাবিকভাবে, আমার যেমন টাকা যায় স্বাভাবিকভাবে। টাকা না করতে পারলে ওর সুখ নেই। আর টাকা খোয়া না গেলে আমার সুখ নেই।'

গ্রেভ্‌স মাঝপথে থেমে গেল। মিরান্দা তখন ঘরে ঢুকছিল।

ও বলল, 'তৈরি তো? আমার জন্যে ভেবো না, বার্ট।' হাত দিয়ে গ্রেভ্‌স্‌এর কাঁধে ও একটু চাপ দিল। ওর হালকা বাদামী কোটের সামনেটা খুলে পড়ল, সোয়েটার পরা বুক অস্ত্রের মতো, তাতে খানিক অধৈর্য অঙ্গীকার, খানিক ক্রমবর্ধমান হুমকি। চুল খোলা, বুরুশ দিয়ে আঁচড়ানো। ওর জলজ্বলে মুখ গ্রেভ্‌স-এর দিকে একটুখানি কাত হয়ে ছিল, চ্যালেঞ্জের মতো।

বার্ট গ্রেভ্‌স আলতোভাবে এবং সস্নেহে ওর গালে একটি চুমু এঁকে দিল। বার্ট-এর জন্যে আমার আরও দুঃখ হল। শক্তি আছে, বুদ্ধি আছে লোকটায় কিন্তু নীল ডোরাকাটা অফিসের পোশাকে ওর পাশে যেন কেমন মূর্তিমান গুমটের মতো মনে হচ্ছিল। মিরান্দার মতো এক চঞ্চলা স্বাস্থ্যবতীকে পোষ মানাবার পক্ষে একটু ক্লান্ত, একটু বুড়োটে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

গিরিপথের সরু রাস্তা ধাপে ধাপে উপর দিকে উঠছিল। অ্যাক্সেলেরেটর চেপে গাড়ির গতি আমি পঞ্চাশে রেখেছিলাম। আরও উপরে উঠতে রাস্তাটা হঠাৎ আরও সরু এবং আরও ঘোরানো হয়ে উঠল। গণ্ডশিলা ছড়ানো ঢালু-পথ, পাহাড়ী ওক আর টেলিফোনের তার বিছানো মাইলব্যাপী গিরিসংকট আমার দ্রুত নজরে পড়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল। দুই পাহাড়ে মাঝখানের ফাঁকে আমি একবার সমুদ্র দেখলাম, নেমে আসা নীল মেঘের মতো পিছন থেকে সরে যাচ্ছিল। তারপর পথটা যেন পাহাড়ের অরণ্যানীকে বেড় দিয়ে চলল, গিরি-খাতের মেঘে হঠাৎ ধূসর আর শীতার্ত হয়ে এল।

বাইরে থেকে মেঘগুলোকে ভারি আর ঘন মনে হচ্ছিল। আমরা যখন তার মধ্যে প্রবেশ করলাম তখন সেগুলো পাতলা হয়ে যেতে লাগল রাস্তার ওপার দিয়ে সাদা আঁশের মতো উড়ে ভেসে গেল। ১৯৪৬ সালের গাড়ি আর পাশে হাল আমলের মেয়ে, আমার মনে হচ্ছিল, এখনও বুঝি আমরা কোলটনের পারমাণবিক যুগ আর প্রস্তর যুগের জলবিভাজিকা অতিক্রম করে চলেছি, মানুষ যখন পিছনের পা তুলে উঠে দাঁড়াত এবং সূর্যকে দেখে সময়ের হিসেব করত।

মেঘ আরও ঘন হয়ে এল, পঁচিশ বা তিরিশ ফিটের বেশি আমায় দৃষ্টি চলছিল না। এক সেকেণ্ডে আমি চুলের কাঁটার মতো শেষ সরু বাঁকটা পার হলাম। তারপর পথটা সোজা হয়ে গেল। গিরিপথের উপর থেকে আমরা

সমস্ত উপত্যকাটা দেখতে পাচ্ছিলাম, বড় পাত্রে হলুদ মাখনের মতো সূর্যের আলোয় ভরে উঠেছে। অন্যদিকে পাহাড়গুলো তখন স্বচ্ছ এবং তীক্ষ্ণ।

'দারুণ, না ?' মিরান্দা বলল। 'সান্টা টেরেসার দিকটায় যতই মেঘ করে থাকুক, এদিকটায় কিন্তু সব সময় রোদ। বর্ষাকালে শুধু রোদের স্পর্শ পেতে প্রায়ই আমি নিজে-নিজে গাড়ি চালিয়ে চলে এসেছি।'

'রোদ আমিও ভালবাসি।'

'সত্যি বাসেন ? আমি ভেবেছিলাম রোদের মতো একটা সরল জিনিসের জন্যে আপনি ভাবিত নন। আপনি হচ্ছেন নিওন চরিত্রের লোক তাই না ?'

'যদি তুমি বল।'

ও একটুখানি চুপ করে রইল, লাফিয়ে আসা রাস্তা আর পিছন পানে স্রোতস্বিনী নীল আকাশ দেখতে লাগল। সবুজ এবং হলুদের চৌখুপ্পি উপত্যকার ভেতর দিয়ে রাস্তা এবার সোজা কেটে সমতল। কাছে-পিঠে খেতে মেক্সিক্যান চাষী ছাড়া আর কাউকে দেখা যাচ্ছিল না। আমি জোরে গাড়ি ছোটালাম। পঁচাশি এবং নব্বুইয়ের মাঝামাঝি কাঁটা ছুঁয়ে রইল।

'আর্চার, আপনি কিসের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন ? মিরান্দা ঠাট্টার সুরে বলল।

'কিছু না। তুমি গুরুতর উত্তর চাও ?'

'মুখ বদলাবার পক্ষে পেলে মন্দ হ'ত না।'

'ছোটখাট বিপদ আমি ভালবাসি। তেমন পোষ মানা বিপদ যাকে আমি বাগ করতে পারি। এতে আমার মনে হয়, আমার মধ্যে একটি শক্তির ভাব জাগে, যাতে জীবনকে দু' হাতে ধরতে পারি অথচ এ-ও জানব, জীবন আমার হারাবে না।'

'যতক্ষণ না আমরা বিধ্বস্ত হই।'

'আমার সেরকম কখনো হয়নি।'

ও বলল, 'আমাকে বলুন, সেইজন্যেই কি এই ধরনের কাজ আপনি করেন ? কারণ আপনি বিপদ ভালবাসেন ?'

'সেটা একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ বলতে পার। কিন্তু সবটা সত্যি নয়।'

'তবে কেন ?'

'আরেকটি লোকের কাছ থেকে এ-কাজ আমি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি।'

'আপনার বাবা ?'

'আমি নিজে, যখন ছোট ছিলাম। তখন ভাবতাম পৃথিবীটা ভাল লোক

আর মন্দ লোকের মধ্যে ভাগ করা, নির্দিষ্ট কিছু লোকের ওপর দোষ চাপিয়ে দোষীকে শাস্তি দেওয়া যায়। সেই গতিবেগের মধ্যে দিয়ে আজও আমি চলেছি। এবং বড্ড বেশি কথা বলছি।'

'থামবেন না।'

'আমি নষ্ট হয়ে গেছি। তোমাকে কেন নষ্ট করব?'

'আগেই হয়ে গেছি। কিন্তু আপনি কী বললেন, বুঝতে পারলাম না।'

'তবে গোড়া থেকেই আসি। ১৯৩৫ সালে আমি যখন পুলিসের কাজে যাই তখন মনে করতাম একদল লোক পাপ অন্যায় নিয়েই জন্মেছে, গন্নাকাটাদের মতো। পুলিসের কাজ হল সেইসব লোকেদের খুঁজে বের করে তাদের ধরে পুরে ফেলা। কিন্তু দুর্বৃত্তি জিনিসটা অত সরল নয়। প্রত্যেকের মধ্যেই সেটা অল্পবিস্তর আছে। কারুর কাজের মধ্যে দিয়ে সেটা প্রকাশ পাচ্ছে কিনা, তা নির্ভর করে কতকগুলো জিনিসের ওপর। পরিবেশ, সুযোগ, অর্থনৈতিক চাপ, দুর্ভাগ্যের ফের, কুসঙ্গ। মুশকিল হচ্ছে, পুলিসকে হাত গুণে লোক বিচার করতে হয় আর কাজ করতে হয় আইনমাফিক।'

'লোককে আপনি বিচার করেন?'

'যাকে দেখি। পুলিস স্কুলের স্নাতকরা বৈজ্ঞানিক তদন্ত নিয়ে প্রচুর মাথা ঘামায়। তারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমার বেশির ভাগ কাজ হল লোককে লক্ষ করে যাওয়া এবং তাদের বিচার করা।'

'এবং সকলের মধ্যেই আপনি দুর্বৃত্তি দেখতে পান?'

'প্রায় সেইরকম। হয় আমি শাণিত হয়ে উঠছি অথবা মানুষের আরও অবনতি হচ্ছে। হতেও পারে। যুদ্ধ, মুদ্রাস্ফীতি সর্বদা একদল পচা লোক তৈরি করে। তাদের অনেকেই ক্যালিফোর্নিয়ায় আস্তানা গেড়েছে।'

'আমাদের পরিবারের কথা বলছেন না তো?' মিরান্দা বলল।

'বিশেষ করে নয়।'

'তবু রাল্‌ফকে আপনি যুদ্ধের কারণে পুরোপুরি দোষী করতে পারবেন না। ওঁর গলদ সব সময়ই ছিল, আমি যদ্দিন থেকে জানি।'

'সারা জীবন?'

'সারা জীবন।'

'ওঁর সম্পর্কে তোমার যে এই মনোভাব তা জানতাম না।'

ও বলল, 'আমি ওঁকে বুঝবার চেষ্টা করেছি। হয়তো অল্পবয়সে ওঁর নিজের সপক্ষে কিছু যুক্তি ছিল। উনি আরম্ভ করেছিলেন, একেবারে খালি হাতে।

ওঁর বাবা ছিলেন ভাগ চাষী, নিজের একটুকরো জমি কখনো ছিল না। আমি বুঝতে পারি, রাল্‌ফ কেন সারাজীবন ধরে জমি করবার নেশায় ছুটে বেড়িয়েছে। আপনি হয়তো মনে করবেন, নিজে উনি গরীব ছিলেন, তাই গরীবদের প্রতি ওঁর বেশি করে সহানুভূতি হবে। র‍্যাঞ্চে এই ধর্মঘটের কথাই ধরুন না। কি ভয়ংকরভাবে জীবন যাপন করে ওরা, মজুরীও মোটেই ভাল নয়। কিন্তু রাল্‌ফ মানবে না। ওদের শুকিয়ে মেরে ধর্মঘটটা ভাঙবার জন্যে কতরকম চেষ্টাই করছে, মেক্সিক্যান খেত-মজুররাও যে মানুষ এটা কিছুতেই যেন বুঝতে পারে না।'

'এটাই খুব স্বাভাবিক মোহ এবং কার্যকরী। মানুষকে যদি তুমি মানুষ মনে না কর, তাহলে তাদের উপড়ে ফেলা তোমার পক্ষে সোজা হবে। মধ্য বয়সের আগেই আমি বেশ নীতিপরায়ণ হয়ে উঠছি।'

একটু থেমে ও বলল, 'আপনি কি আমাকে বিচার করছেন?'

'সাময়িকভাবে। এতে সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। শুধু বলব, তোমার প্রায় সবই আছে, তুমি প্রায় সবকিছু গড়ে তুলতে পারতে।'

'প্রায় কেন? আমার খামতি কিসে?'

'তোমার ঘুড়িতে একটি ল্যাজ। তুমি সময়ের বেগ বাড়াতে পার না। তার স্পন্দনটুকু তুলে নিতে হবে। তা-ই হবে তোমার অবলম্বন।'

মিরান্দা নরম গলায় বলল, 'আপনি অদ্ভুত লোক। আমি জানতাম না আপনি এ-ধরনের কথা বলতে পারেন। আপনি কি নিজেকে বিচার করেন?'

'না করে যতক্ষণ পারি, তবে কাল রাতে করেছিলাম। এক মাতালকে মদ খাওয়াচ্ছিলাম এবং আয়নায় আমি নিজের মুখ দেখি।'

'কী রায় হল?'

'বিচারক রায় স্থগিত রেখেছেন কিন্তু তিনি আমাকে প্রচুর কথা শুনিয়েছেন।'

'তাই বুঝি আপনি অত জোরে গাড়ি চালাচ্ছেন?'

'হয়তো তা-ই হবে।'

'আমার মনে হয় অন্য কারণে। এখনও আমি মনে করি কারণটা হচ্ছে নিজের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ানো। মৃত্যু-ইচ্ছা।'

'দয়া করে হেঁয়ালি নয়। তুমি জোরে গাড়ি চালাও?'

'এই রাস্তায় ক্যাডিলাকে আমি একশ' পাঁচ পর্যন্ত উঠেছি।'

যে-খেলা আমরা খেলছিলাম তার নিয়মকানুনগুলো আমার কাছে তখনো স্পষ্ট ছিল না, তবু আমার মনে হল আমি হেরে গেছি। 'তার কারণ?'

'যখন বিশ্রী একঘেয়ে লাগে তখন এরকম করি। ভান করতে থাকি, একটা কিছুর দেখা পেয়ে যাব বুঝি। একদম নতুন কিছু। নগ্ন এবং উজ্জ্বল, সচল কোন নিশানা।'

আমার গোপনে নিহিত বিরক্তি পিতৃসুলভ উপদেশের আকারে বেরিয়ে এল। 'ওরকম যদি হামেশাই কর, তাহলে নিশ্চয় নতুন কিছুর দেখা পাবে। চূর্ণ-বিচূর্ণ মস্তিষ্ক এবং বিস্মরণ।'

মিরান্দা চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনি গোল্লায় যান। এই না বলছিলেন আপনি বিপদ ভালবাসেন কিন্তু আপনি তো দেখছি বার্ট গ্রেভস-এর মতো ভুষি মাল।'

'তোমাকে যদি ভয় পাইয়ে দিয়ে থাকি তার জন্যে দুঃখিত।'

'আমাকে ভয় পাইয়েছেন?' ওর হ্রস্ব হাসি পাতলা, সমুদ্র পাখির কান্নার মতো ভেঙে গেল। 'আপনাদের সব পুরুষমানুষদের এখনও ভিক্টোরীয় খোয়ারি কাটেনি। আপনিও বোধহয় ভাবেন মেয়েদের স্থান গৃহে।'

'আমার গৃহে নয়।'

রাস্তাটা অশান্তভাবে দুমড়ে যেতে লাগল এবং আকাশ পানে ঠেলে উঠেছিল। গতিমাত্রায় আমার গাড়ি মন্দগামী হল। পঞ্চাশে আমাদের কাউকে কিছু বলার ছিল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

উঁচুতে উঠে আমার হাঁপ ধরে আসতে লাগল, নতুন খোয়া বিছানো এক রাস্তায় আমরা এলাম, বন্ধ কাঠের ফটকে আমাদের গতি রুদ্ধ হল। ফটকের গায়ে একটি চিঠির বাক্স তাতে স্টেনসিল-সাদা অক্ষরে লেখা 'ক্লদ'। আমি ফটক খুলে ধরলাম, মিরান্দা গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকল।

'আরও এক মাইল,' ও বলল। 'আমাকে বিশ্বাস করছেন?'

'না কিন্তু আমি দৃশ্য দেখতে চাই। এখানে আগে তো কখনো আসি নি।'

রাস্তাটি ছাড়া জায়গাটিকে দেখে মনে হচ্ছিল এখানে কেউ কখনো আসেনি। আমরা যখন পাক খেয়ে খেয়ে ওপরে উঠছিলাম তখন গণ্ডশিলায় এবং চিরসবুজ পাহাড়ে অস্ফুট এক উপত্যকা আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছিল। বহু দূরে নিচে গাছের ফাঁকে আচমকা চোখে পড়েছিল ঈষৎ বাদামী এক শিহরণ—একটি

হরিণের অদৃশ্য হওয়া। তার পেছনে আর একটি হরিণ কাঠের ঘোড়ার মতো লাফিয়ে চলে গিয়েছিল। বাতাস এতো পরিষ্কার আর স্থির যে, আমি তাদের পায়ের আওয়াজ পেলেও আশ্চর্য হতাম না।

পাহাড়ের শীর্ষে খানিকটা ঢোল সেটা পিরিচের মতো দেখতে, আমাদের গাড়ি তার ধার দিয়ে কাতরে কাতরে চলল। আমাদের তলায় টেবিলের আকারে ছোট্ট পাহাড় তার মাঝখানে সেই টেম্পল ইন দি ক্লাউডস' সব কিছুর থেকে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চৌকো একতলা বাড়ি সাদা রঙ-করা, পাথর আর রোদে-পোড়া ইটে তৈরি। তারের বেড়ার মধ্যে আরও কয়েকটি বার-বাড়ি, একটি থেকে পাতলা কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছিল, গড়িয়ে আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছিল।

তারপর আসল বাড়ির সমতল ছাদে কি যেন নড়েচড়ে উঠল। একটি বৃদ্ধ পা মুড়ে বসে ছিল। রাজসিক বিলম্বিত ভঙ্গীতে সে উঠে দাঁড়াল, প্রকাণ্ড বাদামী শরীর। তার পাকা চুল কাটা হয় নি, গুচ্ছ হয়ে আছে, মাথা থেকে নেমে এসেছে দাড়ি, দেখে মনে হচ্ছিল যেন পুরনো মানচিত্রে সূর্যের রশ্মি। নিচু হয়ে সে একটুকরো কাপড় তুলে নিল মাঝখানের নগ্নতায় সেটিকে সে জড়িয়ে নিল। একটি হাত তুলে ধরল, যেন আমাদের বলতে, ধৈর্য ধর তারপর সে মাঝখানের আঙিনায় নেমে এল।

লোহা বাঁধানো দরজা শব্দ করে খুলে গেল। বৃদ্ধ বেরিয়ে হেলে দুলে ফটকে এসে ফটক খুলল। সেই প্রথম আমি তার চোখ দেখলাম। দুধ-নীল, শান্ত এবং অচেতন জন্তুর মতো। রোদে পোড়া প্রকাণ্ড কাঁধ, বুকের ওপর বাতাস খাওয়া পুরু দাড়ি সত্ত্বেও লোকটির মধ্যে মেয়েলিভাব ছিল।

'স্বাগতম, স্বাগতম আমার বন্ধুরা। লোকালয়ের বাইরে যে কেউ আমার এই দরজায় আসে তাদের আমি স্বাগত জানাই। আতিথেয়তা এক বড় ধর্ম, শ্রেষ্ঠ ধর্ম শরীর-ধর্ম প্রায় তার কাছাকাছি।'

'ধন্যবাদ, আমরা কি গাড়ি নিয়ে ঢুকব ?'

'গাড়িটা দয়া করে বেড়ার বাইরে রাখ, আমার বন্ধু। এমন কি বাইরের চক্করটাও এই যান্ত্রিক সভ্যতায় দূষিত করা ঠিক নয়।'

মিরান্দাকে আমি গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললাম, 'ভেবেছিলাম তুমি বুঝি চেন ওকে।'

'চোখে ভাল দেখতে পায় বলে আমার মনে হয় না।'

বৃদ্ধ যখন আমাদের আরও কাছে এল, তখন তার নীল-সাদা চোখ মিরান্দার

মুখে উদিত হল। বৃদ্ধ ওর দিকে ঝুঁকল, তার পাকা চুলগুলি কাঁধ ঝাঁপিয়ে সামনে পড়ল।

মিরান্দা বলল, 'হ্যালো ক্লদ।'

'একি, মিস স্যাম্প্‌সন! আজ যে যৌবন এবং সৌন্দর্য আমার এখানে পরিদর্শনে আসবে, এ তো আমি ভাবি নি! এই যৌবন! এই সৌন্দর্য!'

ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দম নিচ্ছিল লোকটি, ঠোঁট যেমন পুরু, তেমনি লাল। বয়স আন্দাজ করতে আমি ওর পায়ের দিকে তাকালাম। দড়ির সোলের চটিজুতো, বুড়ো আঙুলে ফিতে, বুড়ো আঙুলে গিঁট পড়েছে এবং ফোলা-ফোলা : ষাট বছরের বুড়ো পা।

মিরান্দা যেন অসন্তুষ্ট হয়েই বলল, 'ধন্যবাদ। আমি রাল্‌ফ-এর খোঁজে এসেছিলুম, যদি সে এখানে থাকে।'

'কিন্তু সে তো নেই, মিস্ স্যাম্প্‌সন। আমি এখানে একা। উপস্থিত আমি আমার শিষ্যদের বাইরে পাঠিয়েছি।' দাঁত ঢেকেই সে অস্পষ্টভাবে হাসল। 'আমি এক বুড়ো ঈগল, পাহাড় এবং সূর্যের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করি।'

শুনতে পাওয়ার মতো করেই মিরান্দা বলল, 'বুড়ো শকুন! রাল্‌ফ কি এর মধ্যে এখানে এসেছিল?'

'কয়েক মাসের মধ্যে নয়। আমাকে কথা দিয়েছিল, এখনো আসে নি। তোমার বাবার অধ্যাত্ম শক্তি ছিল কিন্তু এখনো সে পার্থিব জীবনের খাঁচায় বন্দী, ওকে ওপরের দিকে টেনে তোলা খুব কঠিন। ওর পক্ষে নিজের প্রকৃতিকে সূর্যের সামনে উন্মোচন করে দিতে পারা বেদনাদায়ক।' মন্ত্রের মতো করে বলল লোকটি প্রায় গীর্জার প্রার্থনার মতো।

আমি বললাম, 'চারপাশটা যদি ঘুরেঘারে দেখি তাহলে কি আপনি কিছু মনে করবেন? তাহলে নিশ্চিত হয়ে যেতাম যে স্যাম্প্‌সন এখানে নেই।'

'বলছি তো, আমি একা আছি।' মিরান্দার দিকে ফিরে বলল, 'এই তরুণটি কে?

'মিঃ আর্চার। রাল্‌ফ-এর খোঁজে উনি আমায় সাহায্য করছেন।'

'ও, আচ্ছা। মিঃ আর্চার আমার কথা আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে, রাল্‌ফ এখানে নেই। আপনাকে আমি ভেতরের চক্করে ঢুকতে দিতে পারি না। কারণ আপনি তো শুদ্ধাচার কিছু করেন নি।'

'তবু আমি একটু ঘুরেঘারে দেখি।'

'কিন্তু সেটা সম্ভব নয়।' লোকটি তার হাত আমার কাঁধে রাখল। ভাঙা

মাছের মতো হাত নরম, পুরু এবং বাদামী। 'আপনি মন্দিরে প্রবেশ করতে পারেন না। তাতে মিথরাস ক্রুদ্ধ হবেন।'

আমার নাকে ওর শ্বাস টক-মিষ্টি এবং নোংরা মনে হল। আমি কাঁধ থেকে ওর হাতখানা নামিয়ে দিলাম। 'আপনি শুদ্ধ হয়েছেন তো?'

লোকটি তার নিষ্পাপ চোখ সূর্যের দিকে তুলল। 'এসব ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করবেন না। আমার কিছু হবার ছিল না, আমি পাপী ছিলাম। অন্ধহৃদয় এবং পাপী তারপর আমি এই জগতের সন্ধান পাই। সূর্যের তরোয়াল আমার শরীরের কালো বৃষকে কেটে খান খান করে এবং আমি শুদ্ধ হই।'

মিরান্দা আমাদের মাঝখানে এগিয়ে এল। 'এসব বাজে কথা। আমরা খুঁজে দেখব। তোমার কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করছি না, ক্লদ।'

লম্বা, কোঁকড়া চুলে বোঝাই মাথা সে নাড়ল, ঠোঁট টিপে এক অম্ল সদাশয়তার হাসি হাসল, তাতে আমার পেট খামচে উঠল।

'যা তোমার অভিরুচি, মিস স্যাম্প্‌সন! মন্দির অপবিত্র করার যা কিছু দোষ তোমাতেই বর্তাবে। মিথরাস-এর রোষ তত বেশি কিছু হবে না বলেই আশা করি।'

মিরান্দা ক্লদকে অগ্রাহ্য করে পাশ কাটিয়ে এগলো। খিলেন দেওয়া দরজা পেরিয়ে ভেতরের আঙিনা, আমিও ওর পিছু নিলাম। আর না তাকিয়ে একটিও কথা না বলে ক্লদ পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে গেল।

পাথরে বাঁধানো আঙিনা খালি, দেওয়ালে সারে সারে কাঠের বন্ধ দরজা। কাছাকাছি যেটা ছিল, সেটার হুড়কো খুললাম—একটা ঘর, চালের আড়া ওক কাঠের, গাঁথা খাট, তাতে নোংরা কম্বল পাতা, একটা দগদগে লোহার ট্রাংক ছাপ না মারা, একটা সস্তার ওয়াড্রোব এবং ক্লদের অম্লমধুর গন্ধ।

মিরান্দা আমার কাঁধের পাশ থেকে বলল, 'পবিত্রতার গন্ধ।'

'তোমার বাবা সত্যি এখানে ক্লদের সঙ্গে ছিলেন?'

'তাই তো মনে হয়।' ও নাক কুঁচকলো। 'এইসব সূর্যবন্দনা-টন্দনা রাল্‌ফ যে রীতিমত বিশ্বাস করে, এর সঙ্গে জ্যোতিষটোতিষ সব জড়িত।'

'এই জায়গাটা সত্যি তিনি ক্লদকে দিয়ে দিয়েছেন?'

'লেখাপড়া করে দিয়েছে কিনা জানি না। মন্দির করার জন্যে ক্লদের হাতে তুলে দিয়েছিল এটুকু জানি। হতে পারে, পারলে কোনদিন ফেরতও নিতে পারে। যদি ওর এই ধর্মের পাগলামি কোনদিন ঘোচে।'

আমি বললাম, 'অদ্ভুত ধরনের হান্টিং লজ।'

'ঠিক এটা হান্টিং লজ নয়। এটা একধরনের গুপ্ত আশ্রয় হিসেবেই বানিয়েছিল।

'কিসের জন্যে গুপ্ত আশ্রয় ?'

'যুদ্ধ। রাল্‌ফের শেষ পর্বের কীর্তি, যখন থেকে তার বিপদ শুরু হয়েছে, ওর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আরেকটা যুদ্ধ লাগবেই। যদি আমরা আক্রান্ত হই এই হবে তার শেষ আশ্রয়। কিন্তু গত বছর সে ভয় ওর ঘুচেছে। এতদিনে গুপ্ত আশ্রয়ের পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। রাল্‌ফ এর বদলে জ্যোতিষে আশ্রয় নেয়।'

'পাগলামি কথাটা আমি বলি নি,' আমি বললাম, 'তুমি বলেছ, সত্যি কি তাই মনে কর ?'

'ঠিক তা না।' মিরান্দা নীরসভাবে হাসল, 'রাল্‌ফ তেমন খ্যাপা নয়, আপনি যদি তাকে ভাল করে বুঝতে পারেন। আমার মনে হয় নিজেকে ও অপরাধী মনে করে। কারণ ও যুদ্ধে টাকা করেছিল। তারপর ববের মৃত্যু। অপরাধবোধে বহু অমূলক ভয় তৈরি হয় কিনা !'

আমি বললাম, 'তুমি আরও একখানা বই পড়েছ, মনে হচ্ছে। এবং সেটা মনস্তত্ত্বের পাঠ্যপুস্তক।'

এ-কথায় তার বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া হল। 'আপনার কথায় বিরক্তি এসে যাচ্ছে, আর্চার। এই যে বোকা ডিটেকটিভের ভূমিকা করে যাচ্ছেন, এতে কি আপনার নিজেরও একঘেয়ে লাগে না ?'

'নিশ্চয় একঘেয়ে বিরক্তিকর লাগে। আমার দরকার নগ্ন এবং উজ্জ্বল কিছু। পথের মাঝে সচল এক নিশানা।'

'আপনি !' মিরান্দা ঠোঁট কামড়াল, রক্তিম হয়ে উঠল এবং মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।

দরজা খুলে এবং বন্ধ করে আমরা ঘর থেকে ঘরে গেলাম। বেশির ভাগ ঘরেই খাট আছে আর বিশেষ কিছু নেই। একদম শেষে মস্ত শোবার ঘরটিতে পাঁচ-ছ'টা খড়ের জাজিম পাতা মেঝেয়। দুর্গের মতো ঘরটায় সরু জানলা এবং পুরু দেওয়াল।

'শিষ্যেরা যারাই হোক, তারা বেশ ভালভাবেই থাকে। আগে যখন এসেছিলে, তাদের কাউকে দেখেছ ?'

'না। তবে আমি তখন ভেতরে ঢুকিনি।'

আমরা চারদিক চক্কর মেরে কাউকে দেখতে পেলাম না। ছাদের দিকে তাকালাম। সূর্যের দিকে মুখ করে ক্লদ বসে আছে, তার খালি পিঠ আমাদের

দিকে ফেরানো। কারুর সঙ্গে যেন তর্ক করছে এইভাবে তার মাথা ঝাঁকুনিতে এগোচ্ছিল, পিছোচ্ছিল কিন্তু কোন শব্দ বেরুচ্ছিল না। তাকে দাড়িওয়ালা মেয়েমানুষের মতো দেখাচ্ছিল, যে দুই যৌনজগতের হদিস জানে, প্রকাণ্ড নপুংসকের মতো তারা মাথা ও পিঠকে শেষ সূর্য—কিরকম অদ্ভুত, ভয়ংকরভাবে রেখান্বিত করে তুলেছিল।

মিরান্দা আমার হাত স্পর্শ করল। 'পাগলামির কথা বলছিলেন—'

আমি বললাম, 'লোকটা অভিনয় করছে। তবে তোমার বাবার সম্বন্ধে সত্যি কথাই বলেছে। যদি না অবশ্য অন্য বাড়িটায় থেকে থাকেন।'

আমরা খোয়ার রাস্তা পেরিয়ে ধোঁয়া ওড়া চিমনির কাছে গেলাম। খোলা দরজা দিয়ে আমি ভেতরে উঁকি দিলাম। গনগনে আগুনের আঁচের সামনে একটি মেয়ে মাথায় শাল মুড়ি দিয়ে বসেছিল। পাত্রে ফুটন্ত কি নাড়ছিল যেন। পাত্রটা পাঁচ গ্যালনের হবে এবং বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছিল, পাত্রটা মটর-দানায় ভরতি।

'দেখে মনে হচ্ছে শিষ্যেরা সব খানা খেতে আসবে।'

যে-মেয়েটি রান্না করছিল, তাকে আমি স্প্যানিশে জিগ্যেস করলাম, 'একজন বুড়ো লোককে দেখেছ ?'

তার ক্যালিকো কাঁধ নেড়ে মেয়েটি মন্দিরের দিকে দেখাল।

'ওই বুড়ো নয়। যার দাড়ি নেই। দাড়ি নেই, মোটা এবং বড়লোক। তার নাম সিনর স্যাম্প্‌সন।'

এবার দু' কাঁধ নেড়ে মেয়েটি ফের সেই ফুটন্ত পাত্রের দিকে ফিরে বসল। আমাদের পেছনে খোয়ার রাস্তায় রুদের চটিজুতোর আওয়াজ পাওয়া গেল।

'দেখতেই পাচ্ছ, আমি ঠিক একলা নই। ও আমার পরিচারিকা তবে জন্তুর চেয়ে কিঞ্চিৎ উন্নত। যদি তোমাদের কাজ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমাকে অনুমতি দাও আমি উপাসনায় বসি। সূর্যাস্তের সময় হয়ে আসছে আমাকে ঈশ্বরের স্তব করতে হবে।'

গ্যালভানাইজড টিনের একটি ছাউনি ছিল, তাতে তালাচাবি লাগানো। 'যাবার আগে এই ছাউনিটা খুলে দিয়ে যান।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে লোকটি কাপড়ের খুঁট থেকে কয়েকটা চাবি বের করল। ছাউনিতে স্তূপাকার বস্তা ছিল, আর পিজবোর্ডের বাক্স, বেশির ভাগই খালি। কয়েক বস্তা মটরদানা, এক পেটি কনডেনসড দুধ, কয়েকটা পিজবোর্ডের বাক্সে ওভারল আর বুটজুতো।

রুদ্ধ দরজায় দাঁড়িয়ে আমায় লক্ষ করছিল। 'আমার শিষ্যরা মাঝে মাঝে মাঠে কাজ করে। সব্জি খেতের এই কাজও এক ধরনের আরাধনা।'

আমাকে বেরুতে দেবার জন্য ও পিছিয়ে গেল। ওর পা যেখানে ছিল, সেখানকার মাটিতে আমি টায়ারের ছাপ দেখতে পেলাম। বড় ট্রাকের টায়ার।

'আমি ভেবেছিলাম, আপনি কোন যান্ত্রিক জিনিস বেড়ার এপারে আসতে দেন না।'

মাটির দিকে তাকিয়ে লোকটি হাসল। 'যখন দরকার পড়ে। সেদিন একটি ট্রাক কিছু জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিল।'

'আশা করি সেসব শুদ্ধ করা হয়েছিল?'

'ড্রাইভারকে শুদ্ধ করা হয়েছিল, হ্যাঁ।'

'উত্তম। আমরা যে আপনার পবিত্র স্থান নোংরা করে গেলাম তার জন্যে নিশ্চয়ই আপনি সাফসুতরো করবেন?'

'সেটা ভগবানের এবং আপনাদের জন্যে।' অস্তমান সূর্যের দিকে পিছনের দৃষ্টি হেনে লোকটি তাড়াতাড়ি ছাদে গিয়ে উঠল।

ফেরার পথে বড় রাস্তায় পড়ে আমি পথটা মনে মনে ভেবে রাখলাম যাতে আমাকে যদি কখনো ফের আসতেই হয়, আমি যেন রাতেও চোখ বুজে গাড়ি চালিয়ে আসতে পারি।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

উপত্যকা পেরোবার আগেই লাল সূর্য লাফিয়ে মেঘের আড়ালে চলে গেল। ছায়াচ্ছন্ন খেতগুলি খালি। ট্রাকভর্তি খেত-মজুরেরা আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আমি সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছিলাম, মনটা একটু মুষড়ে ছিল।

মেঘগুলো গিরিখাতের ভেতর দিয়ে দুধের ধারার মতো বয়ে চলল, আমাদের আগে আগে পাহাড়ের অন্যদিকে গিয়ে পড়ল, আসন্ন রাত্রি এবং ঘনায়মান ঠাণ্ডার সঙ্গে গিয়ে মিশল। দু'একবার বাঁকের মুখে মিরান্দা কাঁপতে কাঁপতে আমার গায়ে হেলান দিল। ঠাণ্ডা লাগছে, না ভয় পেয়েছে একথা তাকে আমি জিগ্যেস করলাম না।

মেঘগুলো পাহাড় ছাড়িয়ে ইউ. এস. ১০১ অব্দি চলে এসেছিল। দূর খাতের ওপর থেকে আমি বড় সড়কে হেডলাইট দেখতে পাচ্ছিলাম, কুয়াশায়

ঝাপ্‌সা হয়ে ছিল। আমি যখন লাল আলোয় বড় সড়কে দাঁড়িয়েছিলাম, সবুজ হবার অপেক্ষায় ছিলাম, সেই সময় একজোড়া উজ্জ্বল আলো সান্টা টেরেসার দিক থেকে আমাদের দিকে দ্রুত ছুটে এল। তারপর হঠাৎ আমার দিকে ঘুরল বুনো জন্তুর চোখের মতো। ধাবমান গাড়িটা গিরিখাতের রাস্তায় মোড় নেবার চেষ্টা করছিল। তার ব্রেক কিঁচকিঁচ করে উঠল, টায়ার পিছলে গেল। গাড়িটা আমাদের ধাক্কা না দিয়ে পেরিয়ে যেতে পারবে না।

মিরান্দাকে আমি বললাম, 'মাথা নিচু কর।' বলে আমি শক্ত করে হুইল চেপে ধরলাম।

গাড়ির ড্রাইভার ততক্ষণে গাড়ি সোজা করেছে, চল্লিশ কি পঞ্চাশ মাইল স্পীডে লোকটি সগর্জনে সেকেণ্ড গিয়ার নিল, আমার সামনের বাম্পারের কাছে চরকি কেটে, লাল আলো আর আমার মাঝখানের সাত-ফুট জায়গা দিয়ে পেরিয়ে চলে গেল। বিদ্যুতের মতো ড্রাইভারের মুখটি আমি এক পলক দেখতে পেলাম, পাতলা, বিবর্ণ মুখ, আমার ফগ লাইটে গ্যাবার মতো ঠেকছিল। তার মাথায় চামড়ার তোলা টুপি। গাড়িটা কালো লিমুজিন।

আমি ব্যাক করে গাড়ি ঘুরিয়ে ওর পেছনে ধাওয়া করলাম। একটু দেরি করে ফেলেছিলাম। সামনের গাড়ির লাল আলো কুয়াশায় হারিয়ে গেল। কোন লাভ হ'ত না। গাড়িটা আশপাশের যে-কোন কাঁচা রাস্তায় ঢুকে পড়তে পারত। আর লিমুজিনকে যেতে দেওয়াই বোধহয় স্যাম্প্‌সনের পক্ষে মঙ্গল। আমি, আমার গাড়ি এত জোরে হঠাৎ থামালাম যে, মিরান্দাকে দু'হাত ড্যাশবোর্ডে দিয়ে সামলাতে হল।

'ব্যাপার কী? ওই গাড়িটা তো আমাদের ধাক্কা দেয়নি।'

'দিলে ভাল হ'ত।'

'লোকটা বেপরোয়া কিন্তু চালায় ভাল।'

'হ্যাঁ। ওটা এক সচল নিশানা। এক সময় না এক সময় আমি ভেদ করতে চাই।'

মিরান্দা আমার দিকে অদ্ভুত চোখ করে তাকাল। ড্যাশলাইটের নিচস্থ ছায়ায় ওর মুখ আঁধার দেখাচ্ছিল, শুধু একজোড়া উজ্জ্বল চোখ।

'আর্চার, আপনাকে কঠিন দেখাচ্ছে। আমি কি ফের আপনাকে রাগিয়ে দিয়েছি।'

'তুমি না,' আমি বললাম। 'এই মামলার একটা সূত্র পাচ্ছি না, ভাই। আমি সরাসরি অ্যাকশন পছন্দ করি।'

'ও আচ্ছা' ওকে হতাশ মনে হল। 'আমাকে এখন বাড়ি নিয়ে চলুন। আমার শীত করছে আর খিদে পেয়েছে।'

আমি ছোট্ট থানার কাছে গাড়ি ঘোরালাম এরপর কারবাইলো গিরিখাতের রাস্তায় চললাম। আমার চিন্তাগুলো অন্ধকার মতন আর ধীরস্থির, রাল্ফ স্যাম্প্‌সন কোথায় আত্মগোপন করে আছে তার একটা সূত্র পাবার জন্যে চিন্তাগুলো তখন হাতড়ে বেড়াচ্ছিল।

কিন্তু সূত্র অপেক্ষা করে ছিল, স্যাম্প্‌সনের বাইরের ডাকবাক্সে। খুঁজে পেতে কোন বুদ্ধি খরচ করার দরকার ছিল না। মিরান্দাই প্রথম নজর করে। 'গাড়ি থামান।'

ও দরজা খুলতে সাদা খামটায় আমার চোখ পড়ল, ডাকবাক্সের গর্ত থেকে বেরিয়ে আছে। 'দাঁড়াও। আমাকে দেখতে দাও।'

ও তখন একটা হাত খামখানার দিকে বাড়িয়েছে, আমার গলা শুনে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি এক কোণে সেটাকে চিমটে করে ধরে একটা পরিষ্কার রুমালে জড়িয়ে নিলাম। 'আঙুলের ছাপ থাকতে পারে।'

'বাবার চিঠি যে আপনি জানলেন কী করে?'

'জানি না। তুমি বাড়ি পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চল।'

রান্নাঘরে গিয়ে আমি রুমালটা খুললাম। সাদা এনামেল করা টেবিলে সিলিং-এর ফ্লুরোসেন্ট আলোয় শবাগারের রক্তশূন্য দীপ্তি। খামে নাম, ঠিকানা নেই। একধারটা কেটে নখের ডগা দিয়ে আমি ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করে আনলাম।

আমার মন খারাপ হয়ে গেল যখন দেখলাম কতকগুলো ছাপা হরফ কেটে কেটে কাগজের ওপর সাঁটা। কিডন্যাপিং-এর এই চিরাচরিত রীতি, অক্ষরগুলো আলাদা আলাদা করে পরপর সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। কথাগুলো এইরকম :

মিঃ স্যাম্প্‌সন ভাল লোকের হাতে ভালভাবেই আছেন সাদা কাগজের মোড়কে সুতো দিয়ে বেঁধে একশ' হাজার ডলার ফ্রায়ার্স রোডের উল্টোদিকে বড় সড়কের দক্ষিণ প্রান্তে সান্টা টেরেসার এক মাইল দক্ষিণে রাস্তার মাঝখানে ঘাসের ওপর রাখবেন আজ রাত ঠিক ন'টায় মোড়কটি রেখে সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবেন আপনার ওপর নজর রাখা হবে সান্টা টেরেসার উত্তরমুখো গাড়ি চালিয়ে চলে যাবেন স্যাম্প্‌সনের জীবনের প্রতি যদি মমতা থাকে তাহলে পুলিস যেন ওৎ পেতে না থাকে আপনার ওপর নজর রাখা হবে যদি লুকিয়ে পুলিস নিয়ে আসার

চেষ্টা না করেন আমাদের পিছু ধাওয়া করার চেষ্টা না করেন টাকায় যদি কোন-রকম ছাপটাপ না থাকে তাহলে স্যাম্প্‌সন কাল বাড়ি ফিরবেন

যদি না করেন স্যাম্প্‌সনের পক্ষে খুব খারাপ হবে

পরিবারের বন্ধু

মিরান্দা খানিকটা ফিসফিস করে বলল, 'আপনি ঠিক বলেছিলেন।'

আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে কিছু বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার শুধু মনে হল স্যাম্প্‌সনের পক্ষে খুব খারাপ।

আমি বললাম, 'দেখ, গ্রেভ্‌স যদি এসে থাকে।' ও তক্ষুনি চলে গেল।

না ছুঁয়ে আমি চিঠিটার ওপর ঝুঁকে পড়লাম। কেটে বসানো হরফগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম, নানা ছাঁচের, নানা আকারের অক্ষরগুলো, খুব চালু কোন ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপনের পাতা থেকে সম্ভবত সেগুলো কেটে নেওয়া। বানানগুলো বলে দিচ্ছিল এ কোন অর্ধশিক্ষিত লোকের কাণ্ড কিন্তু তাও জোর করে বলা যায় না। যথেষ্ট উচ্চশিক্ষিত লোকেরাও বানানে খাটো হয়। কিংবা এর সবটাই ধুলো দেবার জন্যে হতে পারে।

গ্রেভস এল সঙ্গে টেগার্ট, তার পেছনে মিরান্দা, ততক্ষণে চিঠিটা আমি মুখস্থ করে ফেলেছি।

'আমি টেবিলে আঙুল দেখালাম। 'এটা ডাকবাক্‌সে ছিল।'

'মিরান্দা বলেছে।'

'বড় সড়কে আমার গা-ঘেঁষে একটা গাড়ি যায়। কিছুক্ষণ আগে চিঠিটা হয়তো তারাই ফেলে গেছে।'

গ্রেভস নিচু হয়ে চিঠিটা জোরে জোরে পড়তে লাগল। টেগার্ট দরজার কাছে মিরান্দার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, সে বোধহয় বুঝতে পারছিল না, এখানে সে অবাঞ্ছিত কিনা! তবু সহজভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। ওরা দু'জনে শরীরের দিক থেকে মিল খুঁজে পেতে পারে, কিন্তু মেজাজে মিরান্দা একেবারে আলাদা। ওর চোখের তলায় বিশ্রী নীল দাগ ফুটে উঠেছিল। দরজার জোড়ের কাছে হেলান দিয়ে ও সান্ত্বনার অসাধ্য হয়ে যেন ঠিকরে বেরিয়ে ছিল।

গ্রেভস মাথা তুলল। 'এই হচ্ছে ব্যাপার। আমি ডেপুটিকে ডাকি।'

'এখানে, এখন?'

'হ্যাঁ, টাকাসুদ্ধ বসবার ঘরে! শেরিফকেও খবর করছি।'

'ওদের কি আঙুলের ছাপের লোক আছে?'

'ডি, এ, ই উপযুক্ত।'

'তাহলে তাঁকেও ডাক। এরা যথেষ্ট চতুর। টাটকা ছাপ রেখে দেবে তেমন পাত্তর নয়, তবে অদৃশ্য ছাপ থাকতে পারে। দস্তানা পরে ওসব অক্ষর কাটাকাটি করা শক্ত।'

'ঠিক। কিন্তু ওই গাড়ি তোমার গা-ঘেঁষে চলে যাবার ব্যাপারটা কী?'

'ওটা এখনকার মতো চেপে যাও। ওদিকটা আমিই দেখব'খন।'

'আশা করি তুমি জান, তুমি কী করছ।'

'জানি কী করছি। যদি পারি, ওদের হাতে স্যাম্প্‌সনকে মরতে দেব না।'

'সেটাই আমাকে ভাবনায় ফেলেছে', এই বলে গ্রেভস এত দ্রুত দরজা দিয়ে বেরুল যে, অ্যালান টেগার্টকে লাফিয়ে সরে যেতে হল।

আমি মিরান্দার দিকে তাকালাম। মনে হল, এখুনি পড়ে যাবে। 'টেগার্ট, ওকে কিছু খাওয়াবার বন্দোবস্ত কর।'

'যদি পারি!'

মিরান্দার দৃষ্টি ওকে অনুসরণ করল। এক মুহূর্তের জন্যে ওর প্রতি আমার ঘৃণা হল। ও যেন কুত্তার মতো, গরমকালের মাদী কুত্তার মতো।

মিরান্দা বলল, 'আমি বোধহয় খেতে পারব না। বাবা কি বেঁচে আছে। আপনার মনে হয়?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমার তো মনে হয়েছিল তুমি তাঁকে তেমন পছন্দ কর না।'

'এই চিঠিটা বড়বেশি বাস্তব করে তুলেছে। আগে এতটা বাস্তব ছিল না।'

'অত্যন্ত বাস্তব। এখন যাও। গিয়ে শুয়ে পড়।'

মিরান্দা ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

ডেপুটি শেরিফ এল। ভারিক্কি চেহারার লোক, কালো, বয়স তিরিশের ঘরে। ওর ডান হাত পেছনে বন্দুকের খাপে রাখা, যেন মনে করিয়ে দিতে যে তার হাতেই ক্ষমতা।

লড়াইয়ের আভাস জানিয়ে সে বলল, 'কী হচ্ছে এখানে?'

'বিশেষ কিছু না। কিড্‌ন্যাপ এবং টাকা আদায়ের ফিকির।'

'এটা কী?' টেবিলের চিঠিটার দিকে সে হাত বাড়াল। ছোঁবার আগেই তার কবজি টেনে ধরতে হল।

তার কালো চোখ আমার মুখের ওপর বলে উঠল, 'কে হে তুমি?'

'নাম আর্চার। আপনার কাছে প্রমাণের বাক্‌স আছে?'

'আছে, গাড়িতে।'

'আনবেন? আঙুল ছাপের বিশেষজ্ঞদের জন্যে একটা রাখতে হবে।'

ডেপুটি শেরিফ বেরিয়ে গিয়ে একটা কালো ধাতব বাক্স নিয়ে এল। চিঠিটা আমি তার মধ্যে ফেলে দিলাম, ও চাবি আটকে দিল। মনে হল, এতে ওর খুব সন্তোষ হয়েছে।

বগলে বাক্স নিয়ে যখন ঘর থেকে ও বেরিয়ে যাচ্ছিল, তখন আমি বললাম, 'সাবধানে রাখবেন। হাত ছাড়া করবেন না।'

টেগার্ট খোলা রেফ্রিজারেটারের সামনে আধ-খাওয়া টার্কি ড্রামস্টিক নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। 'আমরা এখন কী করব?'

'কাছাকাছি থাক। ছোটখাট কিছু উত্তেজনা দেখতে পার। তোমার বন্দুক আছে?'

'নিশ্চয়।' ও জ্যাকেটের পকেট চাপড়াল। 'কী করে হল ব্যাপারটা, আপনার মনে হয়? বুরব্যাংক এয়ারপোর্ট থেকে বেরুবার সময় ওরা কি স্যাম্প্‌সনকে পাকড়াও করেছে?'

'জানি না। এখানে ফোন কোথায় আছে?'

'বাবুর্চির ঘরে একটা আছে। এই সোজা চলে যান।'

রান্নাঘরের শেষে ও একটা দরজা খুলে ধরল, আমি বেরিয়ে এলে ফের বন্ধ করে দিল।

আমি লস এঞ্জেলেসে ট্রাংক কল চাইলাম। পিটার কোলটনের হয়তো এখন ডিউটি নেই। কিন্তু আমার জন্যে কিছু খবর রেখে দিয়ে যেতে পারে।

অপারেটর আমাকে তার অফিসে লাইন দিল এবং কোলটন নিজেই ধরল।

'লিউ বলছি। খবর আছে। মিনিট কতক আগে মুক্তিপণের দাবি সম্বন্ধে একটা চিঠি পেয়েছি। স্যাম্প্‌সনের চিঠিটা ধোঁকা। তুমি বরং ডি. এ-র সঙ্গে কথা বল। তোমার এলাকাতেই ব্যাপারটা ঘটে থাকবে, গত পরশু স্যাম্প্‌সন যখন বুরব্যাংক এয়ারপোর্ট থেকে যায়।'

'কিডন্যাপের ব্যাপারে ওরা খুব ধীরে সুস্থে কাজ করে।'

'ওরা পারে। কাজকর্ম ওদের ব্লুপ্রিন্ট করা থাকে। কালো লিমুজিনের কিছু পেলে?'

'বহুত। সেদিন বারোটা কালো লিমুজিন ভাড়া গিয়েছিল, বেশির ভাগই বৈধ। দু'টি ছাড়া সবগুলোই সেদিন এজেন্সিতে ফিরে আসে। অন্য দু'টি এক হপ্তার জন্যে নেওয়া হয়েছিল। আগাম টাকা দেওয়া।'

'বিবরণ?'

'এক নম্বর—জনৈক মিসেস ডিকসন, ব্রুণ্ড মহিলা, চল্লিশের কাছাকাছি, বেভারলি হিলস হোটেলে থাকে। সেখানে আমরা খোঁজ নিয়েছি, তাঁর নাম ছিল কিন্তু তিনি তখন ছিলেন না। দু'নম্বর লোকটি সান্ ফ্রান্সিসকো যাচ্ছিল। গাড়ি এখনো দেয় নি কিন্তু সবে দু'দিন হয়েছে, নিয়েছে এক হপ্তার জন্যে। নাম লরেন্স বেকার, ছোটখাট রোগা লোক, পোশাক-আশাক তেমন ভাল নয়।'

'ওই লোকটাই হতে পারে। তুমি গাড়ির নম্বর নিয়েছিলে ?'

'এক মিনিট, আমার কাছেই আছে—৬২ এস ৮৯৫, ১৯৪০-এর লিংকন।'

'এজেন্সি ?'

'পাসাডেনা-র ডিলুক্স। ওখানে আমি নিজেই যাব।'

'যত ভাল করে পার এর পুরো বিবরণ নাও। তারপর চারদিকে খবর করে দিও।'

'কিন্তু হঠাৎ এই উৎসাহের কারণ কী লিউ ?'

'বড় সড়কে আমি একটি লোককে দেখেছি যার সঙ্গে তোমার ওই বর্ণনা মেলে। মুক্তিপণের চিঠিটা যখন এখানে ছাড়া হয়েছে প্রায় সেই সময় লোকটি বড় কালো গাড়িতে আমার গা ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। আর ওই জো কিংবা তার ভাই আজ সকালে একটা নীল লরিতে আমায় চাপা দিতে চেয়েছিল। তার মাথায় তোলা টুপি ছিল।'

'গুলি চালাও নি কেন ?'

'যে কারণে তুমিও করবে না। স্যাম্প্‌সন কোথায় আমরা জানি না, আর আমরা যদি চারদিকে আমাদের বেশি ওজন দেখাতে যাই, তাহলে ভদ্রলোককে কখনো খুঁজে পাওয়া যাবে না। তুমি সকলকে খবর করবে, তারা যেন শুধু পিছু নেয়।'

'আমাকে তুমি কাজ শেখাচ্ছ, মনে হচ্ছে ?'

'সেইরকমই।'

'ঠিক আছে। সাহায্য হয় এমন আর কোন ইঙ্গিত ?'

'ওয়াইল্ড পিআনো খুললে ওখানে একজন লোক বসাও। যদি এমনও হয়—'

'আমি ইতিমধ্যেই লাগিয়ে দিয়েছি। ব্যস, এই তো ?'

'তোমার অফিসকে সান্টা টেরেসার ডি. এ-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলবে। মুক্তিপণের চিঠিটা আমি ওদের হাতে তুলে দিচ্ছি, আঙুলের ছাপের জন্যে। শুভরাত্রি এবং ধন্যবাদ।'

ও ছেড়ে দিল, অপারেটর কানেকসন কেটে দিল। আমি রিসিভার কানে দিয়ে রইলাম। আমাদের কথাবার্তার মাঝখানে খুট্‌ করে শব্দ হয়েছিল, এবং তারে কটকট আওয়াজ। এক হতে পারে সাময়িকভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল অথবা এও হতে পারে অন্য কোথাও কেউ তখন রিসিভার তুলছিল।

পুরো এক মিনিট গেল তারপর আমি ধাতব মর্মরধ্বনি শুনতে পেলাম। বাড়ির কোথাও রিসিভার নামিয়ে রাখা হল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মিসেস ক্রোমবের্গ পাচকের সঙ্গে রান্নাঘরে ছিল। আমি যখন দরজা ঠেলে ঢুকলাম, ওরা দু'জনেই তখন লাফিয়ে উঠল।

আমি বললাম, 'আমি ফোনে কথা বলছিলাম।'

মিসেস ক্রোমবের্গ কোনরকমে একটু দুমড়ানো হাসি হাসল, 'আমি আপনার কথা শুনি নি।'

'বাড়িতে কতগুলো ফোন আছে ?'

'চার পাচটা। পাঁচটা। দুটো ওপরে তিনটে নিচে।'

ফোনগুলো নেড়েচেড়ে দেখবার ইচ্ছে আমি ত্যাগ করলাম। বহু লোকেরই হাত থাকতে পারে। 'আর সবাই কোথায় ?'

'মিঃ গ্রেভস বাড়ির কাজের লোকদের সবাইকে সামনের ঘরে ডেকেছিলেন। যে গাড়ি চিঠিটা ফেলে যায়, সেটাকে কেউ দেখেছে কিনা উনি জানতে চাইছিলেন।'

'কেউ দেখেছে ?'

'না। কিছু আগে আমি গাড়ির শব্দ পাই কিন্তু আমার কিছু মনে হয়নি। গাড়ি তো হরদম আসছে, এখান থেকেই ঘোরাতে হচ্ছে। অনেকেই জানে না, এরপর আর রাস্তা নেই।' মিসেস ক্রোমবের্গ আমার কাছে এসে চুপি চুপি ফিসফিস করল, 'চিঠিতে কী আছে, মিঃ আর্চার ?'

'ওরা টাকা চায়', বলে আমি বেরিয়ে এলাম।

তিনজন চাকর হলঘরে আমার পাশ দিয়ে চলে গেল, মালীর পোশাক পরা দু'জন মেক্সিক্যান এক এক করে মাথা নিচু করে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ফিলিক্স

আসছিল পেছনে। আমি ওর দিকে হাত তুললাম কিন্তু ও সাড়া দিল না। ওর চোখ অন্ধকার এবং কয়লার টুক্রোর মতো জ্বলছে।

গ্রেভস বসবার ঘরে ফায়ার প্লেসের সামনে উবু হয়ে বসে, চিমটে দিয়ে পোড়া কাঠ উলটে দিচ্ছে।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'চাকরদের কী হয়েছে?'

ঘোঁ-ঘোঁ আওয়াজ করে উঠে দাঁড়াল এবং দরজার দিকে চোখের পলক ফেলল। 'ওরা বুঝতে পেরেছে, ওদের ওপর সন্দেহ করা হচ্ছে।'

'না জানলেই ভাল হত।'

'আমি কিছু বলি নি, যাতে ওরা বুঝতে পারে। ওরা আস্রবণ থেকে টের পেয়ে গেছে। আমি শুধু জিগ্যেস করেছি, ওরা গাড়িটা দেখতে পেয়েছিল কিনা। আসলে আমি ওদের মুখের চেহারাগুলো কী হয়, দেখতে চেয়েছিলাম। একদম মুখের ঝাঁপ ফেলে দেবার আগে।'

'বার্ট, তুমি তাহলে মনে করছ, এটা বাড়ির লোকের কাজ?'

'সবটা যে নয় তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু যারাই ওই চিঠি দিয়ে থাকুক। খোঁজখবর তারা সবই রাখে। যেমন ধর ন'টার মধ্যে টাকা তৈরি রাখবার সময় দেওয়া আছে, সেটা যে তৈরি থাকবে তা ওরা কী করে জানবে?'

ও ঘড়ির দিকে তাকাল। 'এখন থেকে সত্তর মিনিট।'

'অন্ধ বিশ্বাস থেকে ধরেছে বোধ হয়।'

'হতে পারে।'

'এ নিয়ে তর্ক করব না। হয়তো তোমার কথাই ঠিক, এটা ভেতরের লোকের কাজ। গাড়িটা কেউ দেখেছে, বলল?'

'মিসেস ক্রোমবের্গ শুনেছে। আর সবাই বোবা সেজে রইল কিংবা বোবাই বোধহয়।'

'কেউ নিজে থেকে স্বীকার করল না?'

'না। এই মেক্সিক্যান আর ফিলিপিনোগুলোকে ঠাহর করাই শক্ত।' সতর্কভাবে সে এর সঙ্গে যোগ করল: 'মালীদের অবশ্য সন্দেহ করার কোন হেতু নেই, ফিলিক্সকেও নয়।'

'স্যাম্প্সন নিজেই যদি করে থাকে?'

বিদ্রূপের ভঙ্গীতে ও আমার দিকে তাকিয়ে রইল। 'বেশি মেধা দেখাবার চেষ্টা করো না, লিউ। তোমার বোধবুদ্ধি কোনদিনই অত তীক্ষ্ণ নয়।'

'এটা শুধু একটা ইঙ্গিত, স্যাম্প্সন যদি শতকরা আশি ভাগ আয়কর দেয় তাহলে এইরকম এক কৌশল করে সে তো অনায়াসে টাকাটা তুলে নিতে পারে।'

'স্বীকার করছি, এটা হওয়া সম্ভব—'

'আগেও এমন হয়েছে।'

'কিন্তু স্যাম্প্সনের ক্ষেত্রে এটা অবিশ্বাস্য।'

'তিনি যে সাধুপুরুষটি একথা বলতে চেও না।'

চিম্‌টে দিয়ে গ্রেভস জ্বলন্ত কাঠগুলোয় ঠুকল। এক ঝাঁক উজ্জ্বল বোলতার মতো আগুনের ফুল্‌কিগুলো উড়ে গেল। 'সকলের মাপে হয়তো নয়। কিন্তু ওই ধরনের সাজানো জিনিস করার মতো মস্তিষ্ক ওঁর নেই। বিপজ্জনকও বটে। তাছাড়া টাকার ওঁর দরকার নেই। ওঁর তেলের সম্পত্তিগুলোর মূল্য হবে পঞ্চাশ লক্ষর কাছাকাছি। কিন্তু আয়ের দিক থেকে সেগুলোর পঁচিশেরও বেশি। একশ হাজার ডলার স্যাম্প্সনের কাছে খুচরো পয়সা। এটা আসল কিডন্যাপেরই ঘটনা, লিউ। একে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই।'

আমি বললাম, 'তাই চাই। কত কিডন্যাপ শেষ পর্যন্ত সুবিধাজনক খুনে পর্যবসিত হয়।'

বার্ট গ্রেভস গভীর গলায় ঘেউঘেউ করে উঠল, 'এটা তা হতে দেওয়া হবে না। ঈশ্বরের কিরে এটা তা হচ্ছে না! আমরা ওদের টাকা দিয়ে দেব এবং ওরা যদি স্যাম্প্সনকে ফিরিয়ে না দেয় তাহলে ওদের খুঁজে বের করব।'

'আমি তোমার সঙ্গে আছি।' কিন্তু বলা সহজ, কাজে করা শক্ত। 'মালটি দিয়ে আসতে যাবে কে?'

'তুমি নয় কেন?'

'এক হল, ওরা আমায় চিনতে পারে। তাছাড়া আমার অন্য কাজ রয়েছে। তুমি দিয়ে এস, বার্ট। সঙ্গে বরং টেগার্টকে নাও।'

'ওকে আমি পছন্দ করি না।'

'বেশ ধারাল ছোকরা, তাছাড়া বন্দুকে ওর ভয় নেই। যদি কোন কিছু গড়বড় হয়ে যায়, তাহলে ওর সাহায্য পাবে।'

'কিছুই গণ্ডগোল হবে না। কিন্তু তুমি বলছ, আমি ওকে সঙ্গে নেব।'

'আমি বলছি।'

মিসেস ক্রোমবের্গকে হলঘরের দরজায় দেখা গেল। ভয়ে ভয়ে সে শেমিজের সামনেটা খুঁটছিল। 'মিঃ গ্রেভস?'

'হ্যাঁ ?'

'মিঃ গ্রেভস, আমার মনে হয়, আপনি একটু মিরান্দার সঙ্গে কথা বলুন। আমি ওকে ওপরে নিয়ে গিয়ে কিছু খাওয়াতে চেষ্টা করছিলাম সে দরজা খুলবে না, কথার জবাব পর্যন্ত দিচ্ছে না।'

'ঠিক হয়ে যাবে। আমি পরে কথা বলব। এখন ওকে একটু একা থাকতে দাও।'

'এইরকম যখন করে তখন আমার ভাল লাগে না। এত অভিমানী।'

'এখন থাক। তুমি পড়ার ঘরে মিঃ টেগার্টকে একবার আসতে বল, বলবে ? আর ওর পিস্তলটা গুলি ভর্তি করে আনতে বলবে।'

'হ্যাঁ, স্যার।' চোখ তার কান্নায় ফেটে আসছিল কিন্তু ভারি ঠোঁট কোনমতে চেপে সে বেরিয়ে গেল।

গ্রেভস যখন দরজার কাছ থেকে ফিরে এল, তখন মনে হল মিসেস ক্রোমবের্গ তার উদ্‌বেগের কিছুটা বোধহয় ওর মধ্যে চারিয়ে দিতে পেরেছে। ওর একটা গাল কাঁপছিল। চোখ ঘরের বাইরে কিছু যেন খুঁজে ফিরছিল।

নিজেকেই নিজে বলে ফেলল, 'মিরান্দা বোধহয় নিজেকে অপরাধী মনে করছে।'

'কিসের অপরাধ ?'

'তেমন স্পষ্ট কিছু নয়। আসলে ওর ভাইয়ের জায়গাটা নিজে নিতে পারেনি তো! বাপকে ক্রমশ তলিয়ে যেতে দেখছে তো।'

আমি বললাম, 'মিসেস স্যাম্প্‌সনের কী প্রতিক্রিয়া ! দেখা করেছ ?'

'মিনিট কতক আগে। ভালভাবেই নিয়েছে ব্যাপারটা। উপন্যাস পড়ছিল। তোমার কী মনে হয় ?'

'ভাল নয়। ওঁরই বোধহয় অপরাধী বোধ করার কথা।'

'তাতে মিরান্দার কিছু সাহায্য হবে না। মিরান্দা অদ্ভুত মেয়ে। খুব ভাবপ্রবণ। কিন্তু নিজে জানে বলে মনে হয় না। সর্বদাই গলা বাড়িয়ে আছে, নিজের সাধ্যের বাইরে চলে যায়।'

'তুমি কি তাকে বিয়ে করছ, বার্ট ?'

'যদি পারি, করব।' কষা হাসি হাসল সে। 'আমি একাধিকবার ওকে জিগ্যেস করেছি। না বলে নি।'

'তুমি ওকে ঠিক-ঠিক যত্ন করো। যথেষ্ট বিয়ের যুগ্যি হয়ে গেছে।'

এক মুহূর্ত ও আমার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইল। কিন্তু ঠোঁটে হাসি

লেগেই রইল। চোখ শুধু আকস্মিক সংকেত জানিয়ে গেল। 'ও বলছিল, বিকেলে আজ গাড়িতে তোমাদের বহু কথা হয়েছে।'

'আমি ওকে পিতৃসুলভ কিছু উপদেশ দিয়েছি,' আমি বললাম। 'জোরে গাড়ি চালানো সম্বন্ধে।'

'যদ্দিন এই বাবার লাইনে চলতে পারে, ততদিন ঠিক আছে।' এই বলে হঠাৎ সে প্রসঙ্গ পালটাল। 'এই ক্লদ চরিত্রটি কিরকম? সে কি এই কিডন্যাপে থাকতে পারে?'

'সব কিছুতেই থাকতে পারে। পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি দিয়েও আমি ওকে বিশ্বাস করব না। কিন্তু আমি নির্দিষ্ট কিছু পাইনি। ও কিন্তু বলল স্যাম্প্সনকে কয়েক মাস দেখেইনি।'

খড়-হলুদ ফগ-বাতি বাড়ির পাশ ঘেঁষে এল, তারপরেই গাড়ির দরজার দড়াম শব্দ। গ্রেভস বলল, 'নিশ্চয়ই শেরিফ। আসতে বহু দেরি করেছে।'

মহার্ঘ ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে শেরিফ ঢুকলেন। বিজনেস স্যুট পরা লম্বা চওড়া লোক, হাতে চওড়া কানাতওয়ালা র‍্যাঞ্চার টুপি। পোশাকের মতো তাঁর মুখখানাও দোআঁশলা। অর্ধেক পুলিসের, অর্ধেক রাজনীতিবিদের। চোয়াল কঠিন কিন্তু মুখটা নরম, হাঁয়ে আলগা ভাঁজ, মনে হয়, মদ, মেয়েমানুষ আর কথা ও-মুখ ভালবাসে।

গ্রেভস্-এর দিকে শেরিফ হাত বাড়াল। 'আমি আরও আগে আসতাম। কিন্তু তুমি বললে, হামফ্রিজকে তুলে নিয়ে আসতে।'

আরেকটি লোক, শেরিফের পিছু পিছু চুপচাপ ঢুকেছিল, সে বলল, 'আমি পার্টিতে ছিলাম। কেমন আছ, বার্ট?'

গ্রেভস আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। শেরিফের নাম স্প্যানাব। হামফ্রিজ হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি। সে লম্বা, মাথায় টাক পড়ছে, রোগা মুখ, চোখ দুটি উদ্‌ভ্রান্ত কিন্তু বুদ্ধিতীক্ষ্ণ। গ্রেভস আর হামফ্রিজ করমর্দন করল না। তার চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ ওরা। গ্রেভস যখন ডি. এ. হামফ্রিজ তখন ডেপুটি প্রসিকিউটর। আমি একপাশে সরে দাঁড়ালাম, গ্রেভসই কথা বলতে লাগল। ওদের যা যা জানা দরকার বার্ট ওদের তাই বলল, যা দরকার নেই সেগুলো বাদ দিয়ে গেল।

তার কথা শেষ হলে, শেরিফ বলল, 'চিঠিতে তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছে উত্তরমুখো যেতে। তার মানে উলটো দিক দিয়ে ওরা চম্পট দেবার মতলব করেছে, লস এঞ্জেলেসের দিকে।'

গ্রেভস বলল, 'তাই তো দাঁড়াচ্ছে।'

'আমরা যদি বড় সড়কের একদিকে রাস্তা আটকাই তাহলে আমরা লোকটাকে ধরতে পারব।'

আমি এক কথায় বলে দিলাম, 'আমরা তা করতে পারি না। যদি করি তাহলে স্যাম্প্‌সনকে চিরবিদায় জানাতে হবে।'

'কিন্তু কিডন্যাপারকে যদি ধরতে পারি, তাহলে তার কাছ থেকে কথা বার করতে পারব—'

'থাম, জো।' হামব্রিজ মাঝখান থেকে বলল। 'আমাদের ধরে নিতে হবে ওরা একাধিক লোক আছে। আমরা ওদের একজনকে যদি কুপোকাৎ করি, স্যাম্প্‌সনকে অন্যেরা তাহলে কুপোকাৎ করে ছাড়বে। তোমার মুখের ওপর নাকের মতোই এটা স্পষ্ট।'

আমি বললাম। 'চিঠিতে তা-ই আছে। চিঠিটা আপনি দেখেছেন?'

হামব্রিজ বলল, অ্যাণ্ড্রুজ-এর কাছে আছে, ও হচ্ছে আমার আঙুলের ছাপের লোক।'

'যদি তিনি কিছু পান তবে এফ. বি. আই ফাইলের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া দরকার।' আমি বুঝতে পারছিলাম নিজেকে আমি অপ্রিয় করে তুলছি। কিন্তু আমার অত কৌশল করার সময় নেই, তাছাড়া এইসব খুচরো পুলিসদের দায়িত্ব দিয়ে বিশ্বাস নেই। শেরিফের দিকে ঘুরে বললাম: 'লস এঞ্জেলেস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন?'

'এখনো করিনি। আগে আমি নিজে পরিস্থিতিটা বুঝে নিই।'

'বেশ, এই পরিস্থিতি। চিঠির নির্দেশ পালন করলেও স্যাম্প্‌সন জ্যান্ত ফিরে আসবেন তার সম্ভাবনা আধাআধিও নয়। এলে দলের একজনকে অন্তত তাঁর সনাক্ত করতে পারা উচিত, ব্যুরব্যাংক থেকে যে তাঁকে তুলেছিল। ওদের টাকা নিতে যদি বাধা দেন তাহলে আরও খারাপ করবেন। একজন কিড্‌ন্যাপারকে হয়তো ধরে জেলে পুরবেন কিন্তু স্যাম্প্‌সনকে নির্ঘাত গলা কাটা অবস্থায় কোথাও পড়ে থাকতে দেখা যাবে। সবচেয়ে ভাল করবেন আপনারা যদি চারদিকে খবর করেন। আর এদিকটা গ্রেভসই যা করবার করুক।'

স্প্যানারের মুখ রাগে বহুবর্ণ হয়ে উঠল। হাঁ করেছিল কথা বলবার জন্যে। হামব্রিজ তাকে বাধা দিল, 'এটা ঠিকই মনে হচ্ছে, জো। যথাযথ আইনমাফিক হচ্ছে না, বটে কিন্তু আমাদের রফা করতেই হবে। কথা হচ্ছে স্যাম্প্‌সনের জীবন বাঁচানো। তুমি কি বল, আমরা এখন শহরে ফিরে চলি?'

বলে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। শেরিফও তার পিছু পিছু চলে গেল।

'স্প্যানারকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি? যাতে ও নিজে নিজেই বন্দোবস্ত না করে বসে?'

'মনে তো হয়,' গ্রেভস ধীরে ধীরে বলল, 'হামফ্রিজ ওর ওপর নজর রাখবে।'

'হামফ্রিজ-এর বেশ বুদ্ধিশুদ্ধি আছে মনে হয়।'

'সেরা। সাত বছরের কিছু বেশি ওর সঙ্গে কাজ করেছি কিন্তু কখনো ওর কাজে বড়রকমের ভুল ধরতে পারি নি। আমি যখন ইস্তফা দিই, তখন ওকে আমিই কাজটা বন্দোবস্ত করে দিই।' গলায় যেন ওর কিছু খেদ ছিল।

আমি বললাম, 'কাজটা তুমি রাখলেই পারতে। তাতে তোমার বহুরকম সন্তোষ হ'ত।'

'আর জঘন্যরকমের কম মাইনে! দশ বছর আগে আমি লেগে ছিলাম, শেষকালে দেনা হয়ে যায়।' ও আমার দিকে ধূর্ত চোখ করে তাকাল। 'তুমি কেন লিউ, লং বীচের পুলিসবাহিনী ত্যাগ করলে?'

'টাকার জন্য প্রধানত নয়। নোংরা রাজনীতিও আমার পছন্দ হচ্ছিল না। যাই হোক আমি ছাড়ি নি, আমাকে হাঁকিয়ে দেওয়া হয়েছিল।'

'বেশ তোমারই জিৎ।' ও ফের ঘড়ির দিকে তাকাল। তখন সাড়ে আটটা আমাদের রওনা হবার সময় হল।

অ্যালান টেগার্ট পড়বার ঘরে ছিল। গায়ে তার ট্রেঞ্চ কোট, পকেট থেকে ও হাত বের করল, দু'হাতে দুটো পিস্তল। গ্রেভস একটা নিল, টেগার্ট নিজে একটা রাখল।

টেগার্ট-এর সুবিধার্থে আমি বললাম, 'মনে রেখ, তোমাদের গুলি না করলে গুলি মোটে ছুঁড়বে না।'

'আপনি আসছেন না?'

'না।' গ্রেভসকে বললাম; 'ফ্রায়ার্স রোডের কোণটা তুমি জান?'

'হ্যাঁ।'

'ওখানে চারপাশটা কিন্তু খোলা, কোন আড়াল নেই।'

'কিচ্ছু না। একদিকে খোলা বীচ অন্যদিকে পাড়।'

'তুমি তোমার গাড়িতে আগে চলে যাও। আমি পেছনে যাব এবং বড় সড়কের মাইলখানেকের মধ্যে গাড়ি দাঁড় করাব।'

'তুমি হঠাৎ কিছু করে ফেলতে চাইছ না তো?'

'আমি তা করব না। আমি শুধু দেখব, কেমন করে টাকা নিয়ে যাচ্ছে। শহরের শেষ প্রান্তে পেট্রল স্টেশনে পরে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব। লাস্ট চান্স এ।'

'ঠিক আছে।' গ্রেভ্‌স দেওয়াল সিন্দুকের নব্‌ ঘোরাল।

শহরের উপান্ত থেকে ফ্রায়ার্স রোড পর্যন্ত বড় সড়কের চারটে গলি পড়ে। তীরে মাইলখানেক লম্বা বালির চড়া আপনি আপনি পাহাড় হয়ে উঠেছে। মাঝখানটায় একফালি তৃণাচ্ছাদিত জমি। ফ্রায়ার্স রোডের মুখে এসে সেটি শেষ হয়েছে। এবং বড় সড়ক সরু হয়ে এসে তিনটে গলিতে মিলিত হয়েছে। গ্রেভস-এর স্টুডিবেকার ইউ-এর মতো দ্রুত ঘুরে বড় সড়কের কাঁধ বরাবর দাঁড়াল, তার গাড়ির আলো জ্বালাই রইল।

এই উদ্দেশ্যের পক্ষে জায়গাটা ভালই। কাছে পিঠে একটা বাড়িও নজরে পড়ে না কিংবা একটা গাছ। বড় সড়কে গাড়িও কম এবং অনেক দূরে দূরে।

আমার ড্যাশবোর্ডের ঘড়িতে তখন ন'টা বাজতে দশ মিনিট। টেগার্ট এবং গ্রেভস-এর দিকে হাত নেড়ে আমি এগিয়ে চলে গেলাম। পরের পাশের রাস্তাটা এক মাইলের সাত দশমাংশ। আমি মাইলের হিসেব দেখে মিলিয়ে নিলাম। পাশের রাস্তাটার দু'শ গজের মধ্যে একটা পার্কিং-এর জায়গা, যারা বেড়াতে আসে তাদের জন্যে করা হয়েছে, বীচ-এর ঠিক ওপর বড় সড়কের ডান দিক পানে। আমি গাড়ি ঘুরিয়ে সেখানে দাঁড় করালাম, আলো নিভিয়ে দিলাম, গাড়ি দক্ষিণমুখো করা রইল। তখন ন'টা বাজতে সাত। সব যদি ঠিক সময়মতো হয়, তাহলে টাকা নেবার জন্যে ওদের গাড়ি দশ মিনিটের মধ্যে এখান দিয়ে চলে যাবে।

গাড়িটা যেন সমুদ্রের তীর থেকে উঠে এল, অসম্ভব ধূসর ঢেউয়ের মতো, যখন থামল কুয়াশা তার চারপাশে আঁট হয়ে বসল। কয়েক জোড়া হেডলাইট গভীর সমুদ্রের মাছের চোখের মতো কুয়াশা খুঁড়ে উত্তর মুখে চলে গেল। পাড়ের তলায় সমুদ্র অন্ধকারে শ্বাস ফেলল এবং কুলকুচি করল। ন'টা বেজে দু'মিনিটের পর ছুটন্ত হেডলাইটগুলো ফ্রায়ার্স রোডের দিক থেকে বাঁকের মুখে এসে পৌঁছল।

আমার কাছে আসবার আগেই সেই ঝাঁপিয়ে পড়া গাড়ি তীব্রবেগে বাঁদিকের ছোট রাস্তায় ঘুরে গেল। আমি তার রঙ বা আকৃতি কিছুই ঠাহর করতে পারলাম না। শুধু তার চাকার ঘর্ষণ শুনলাম। ড্রাইভারের গাড়ি চালানো পরিচিত ঠেকল।

আলো নিভিয়ে রেখে আমি বড় সড়কের কাঁধ বরাবর পাশের রাস্তার দিকে গাড়ি ছোটালাম। পৌঁছতে পৌঁছতে তিনটি শব্দ শুনলাম। কুয়াশায় সে শব্দ চাপা এবং বহু দূরের মনে হল। ব্রেকের আর্তনাদ, গুলির আওয়াজ এবং ক্রমশ স্পীড নিয়ে একটি গাড়ির বেরিয়ে যাওয়ার গর্জন।

ছোট রাস্তাটি ঝাপসা সাদা আলোয় পূর্ণ। কয়েক ফিট তফাতে আমি গাড়ি থামালাম। আরেকটি গাড়ি ওই রাস্তা থেকে বেরিয়ে এসে আমার সামনে দিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে লস এঞ্জেলেস অভিমুখে চলে গেল। লম্বা নাকের মতো ছুঁচলো কনভার্টিবল, গাড়িতে হালকা ক্রীম রঙ। ধারের ঝাপসা কাচের জানলা দিয়ে আমি গাড়ির ড্রাইভারকে বুঝতে পারলাম না, কিন্তু স্ত্রীলোকের কালো চুলের স্তূপ দেখতে পেলাম। আমি বেকায়দায় ছিলাম, ধাওয়া করতে পারলাম না, অনুসরণ করা সম্ভবও ছিল না।

ফগ-বাতি নিভিয়ে আমি রাস্তার ওদিকে গেলাম। বড় সড়ক থেকে কয়েক শ'গজ দূরে একটি গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, তার দুটো চাকা খানার মধ্যে। সেই গাড়ির পেছনে আমার গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমি নামলাম, হাতে বন্দুক নিলাম গাড়িটা কালো লিমুজিন, এঞ্জিন চালু রয়েছে, আলো জ্বালা ছিল। লাইসেন্স নম্বর ৬২ এস ৮৯৫। বাঁ হাতে আমি সামনের দরজা খুললাম, ডান হাত বন্দুকের ঘোড়ায় রাখলাম।

ছোটখাট একটি লোক আমার দিকে গড়িয়ে এলো, তার ব্যাকুল মৃত চোখ জোড়া কুয়াশা ভেদ করছিল। পড়ে যাবার আগে আমি তাকে ধরে ফেললাম। গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে অস্থিতে মজ্জায় আমি মৃত্যু অনুভব করছিলাম।

ঊনবিংশতি পরিচ্ছেদ

তখনও লোকটার মাথায় টুপি ছিল, বাঁদিক পানে তোলা। বাঁ কানের ওপরে ওর টুপিতে একটা গোল গর্ত। মুখের বাঁদিকটা পুড়ে কালো হয়ে গেছে। গুলির তীব্রতায় মাথাটা বেঁকে গেছে, আমি যখন খাড়া করে ধরলাম মাথাটা কাঁধের কাছে গড়িয়ে পড়ল। হাতের নখ কালো, স্টিয়ারিং থেকে হাত খসে পাশে ঝুলতে লাগল।

এক হাতে তাকে সিটের ওপর বসিয়ে আরেক হাতে আমি তার পকেট-গুলো দেখতে লাগলাম। চামড়ার উইণ্ডচীটার-এর পাশ পকেটে লাইটার ছিল,

তার থেকে পেট্রলের গন্ধ বেরুচ্ছিল, সস্তা কাঠের কেসে সিগারেট এবং চার ইঞ্চির এক স্প্রীং নাইফ। হিপ পকেটে হাঙরের চামড়ার একটি মানিব্যাগ তাতে আঠারো কি বিশ ডলারের খুচরো নোট, ক্যালিফোর্নিয়ার ড্রাইভারের লাইসেন্স, জনৈক লরেন্স বেকারের নামে নতুন করে জারি করা হয়েছে। লাইসেন্সে যে ঠিকানা আছে, সেটি স্কিড রো-র এক সস্তা হোটেল। এটা তার ঠিকানা নয় এবং তার নামও লরেন্স বেকার নয়।

বাঁদিকের পাশ পকেটে চামড়ার খাপে এক নোংরা চিরুনি। অন্য পকেটে এক থলো ভারি চাবির গুচ্ছ—শেভ্রোলে থেকে ক্যাডিলাক সব গাড়ির চাবিই তাতে আছে। আর একটি দেশলাইয়ের বাক্স, খানিকটা খরচ হয়েছে, তাতে লেখা 'দি কর্নার'-এর উপহার, ককটেলস ও স্টিকস, বড়সড়ক ১০১ বুয়েনা ভিস্তার দক্ষিণ।' লোকটির উইণ্ডচীটার-এর তলায় একটি টি-শার্ট। আর কিছু নেই।

ড্যাশবোর্ডের ছাইদানিতে কয়েকটি মারিহুয়ানার টুকরো কিন্তু বাদবাকি গাড়িটা পরিষ্কার তকতকে। একটি রেজিস্ট্রেশন কার্ডও নেই, মাঝারি নোটে একশ হাজার ডলারও নয়।

আমি জিনিসপত্রগুলো ফের ওর পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম, সিটে সোজা করে বসিয়ে দিলাম। নিজের গাড়িতে ফিরে যাবার আগে পেছন ফিরে আরেকবার দেখে নিলাম। লিংকন-এর আলোগুলো তখনও জ্বলছে, তখনও এগজস্ট থেকে একটু একটু ধোঁয়া বেরুচ্ছে। মৃত লোকটি স্টীয়ারিং-এর ওপর ঝুঁকে রয়েছে, মনে হচ্ছিল পৃথিবীর অন্য এক প্রান্তে দ্রুত সফরের জন্যে তৈরি।

গ্রেভস-এর স্টুডিবেকার পেট্রল পাম্প-এর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। গ্রেভস এবং টেগার্ট দাঁড়িয়ে ছিল, আমাকে দেখে দৌড়ে এল। উত্তেজনায় ওদের মুখ ফ্যাকাসে এবং চকচকে দেখাচ্ছিল।

গ্রেভস বলল, 'কালো লিমুজিন। আমরা আস্তে গাড়ি চালাচ্ছিলাম, দেখলাম লোকটা কোণে এসে থামল। মুখ দেখতে পাইনি বটে কিন্তু মাথায় লোকটার টুপি ছিল এবং গায়ে ছিল উইণ্ডচীটার।'

'এখনও তা-ই আছে।'

'আপনি যেতে দেখলেন বুঝি?' উত্তেজনায় টেগার্ট-এর গলা ফিসফিসে শোনাল।

'আমার সঙ্গে দেখা হবার আগেই অন্যত্র সরে গেছে। পরের ছোট রাস্তাটায় গাড়িতে বসে আছে, মাথায় একটা গুলি নিয়ে।'

'হা ভগবান!' গ্রেভস চেঁচিয়ে উঠল। 'লিউ তুমি মার নি তো?'

'অন্য কেউ মেরেছে, গুলির মিনিটখানেক পরে ক্রীম রঙা একটা কনভার্টিবল ওই রাস্তা থেকে বেরিয়ে আসে। বোধহয় গাড়ি চালাচ্ছিল এক মেয়েমানুষ, লস এঞ্জেলেসের দিকে গেল। লোকটা টাকাটা ঠিক নিয়েছিল এটা তুমি নিশ্চয় করে জান তো?'

'তুলে নিতে আমি দেখেছি।'

'সে টাকা আর ওর কাছে নেই; সুতরাং দুটোর একটা হয়েছে। হয় এটা সশস্ত্র ডাকাতি, ভাগীদাররাই লোকটার সঙ্গে বেইমানি করেছে। আর ওকেই যদি হাইজ্যাক করা হয়ে থাকে তাহলে ভাগীদাররা একশ হাজার পায় না। আর লোকগুলো যদি ওকে ধুলো দিয়ে থাকে, তাহলে তারা আমাদেরও চোখে ধুলো দেবে। যে কোন দিক থেকেই স্যাম্প্‌সনের পক্ষে খারাপ।'

টেগার্ট বলল, 'আমাদের এখন কী কর্তব্য?'

গ্রেভস তার জবাব দিল। 'আমরা আর এ ব্যাপারে গোপনীয়তা অবলম্বন করব না। পুলিসকে সব ভার দিয়ে দেব। পুরস্কার ঘোষণা করব। মিসেস স্যাম্প্‌সনের সঙ্গে আমি এ-নিয়ে কথা বলছি।'

আমি বললাম, 'বার্ট, একটা কথা। এই গুলি করার ঘটনাটি চেপে যেতে হবে, যে-করেই হোক খবরের কাগজে অন্তত। হাইজ্যাকাররা যদি এ-কাজ করে থাকে তাহলে তার শাগরেদরা আমাদের দোষী করবে, তাহলে স্যাম্প্‌সনের ইতি!'

'হারামজাদা, শূওরের বাচ্চাগুলো!' গ্রেভস-এর গলা ভারি, কঠোর হয়ে উঠল। 'আমরা এই কারবারে কথা রেখেছি। বাছাধনদের যদি হাতের কাছে পেতাম—'

'তুমি এখনও সঠিক জান না। মোটমাট আমরা যা পেয়েছি, তা হ'ল, একটি মরা মানুষ আর একটা কেরাঞ্চি গাড়ি। তুমি বরং শেরিফ দিয়েই আরম্ভ কর। সে বেশি কিছু করতে পারবে না, তবে দেখাবে ভাল। তারপর বড় সড়ক টহলদারী পুলিস এবং এফ. বি. আই। যত বেশি লোক পার লাগিয়ে দাও।'

আমি ব্রেক ছেড়ে দিলাম, আমার গাড়ি একটু গড়িয়ে গেল। গ্রেভস জানলা থেকে সরে যেতে যেতে বলল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ শুনি?'

'বুনো হাঁস তাড়া করতে। করা-ই দরকার, দেখে শুনে মনে হচ্ছে স্যাম্প্‌সনের অবস্থা সঙ্গীন।'

বড় সড়ক ধরে নেমে চললে বুয়েনেভিস্তা পঞ্চাশ মাইল। শহরের কাছাকাছি

রাস্তাটা চওড়া হয়ে গিয়েছে, মোটেল, ট্যাভার্ন এবং তিনটি সিনেমার বাইরের আলোয় রাস্তাটি আলোকিত। দুটি সিনেমা হল মেক্সিক্যান ছবি দেখাচ্ছে।

আমি শহরের মাঝামাঝি গিয়ে থামলাম, উপচে-পড়া এক চুরুটের দোকানের সামনে, তাতে বন্দুক, কার্তুজ, মাছ ধরার সরঞ্জাম, বিয়ার, স্টেশনারী, বেসবলের দস্তানা, নিরোধ এবং চুরুট পাওয়া যায়। দোকানের এক মেক্সিক্যান ছোকরাকে ডেকে জিগ্যেস করলাম, 'দি কর্নারটা কোথায় ?' সে তার আরেক সাথীর সঙ্গে পরামর্শ করল। তারপর আমাকে দক্ষিণ দিক দেখাল। 'সোজা, প্রায় মাইল পাঁচেক। রাস্তাটা যেখানে হোয়াইট বীচ-এর দিকে গেছে।'

সোৎসাহে হাত নেড়ে অপর ছোকরা বলল, 'মস্ত এক লাল নিওনসাইন রয়েছে। আপনার চোখে না পড়ে যায় না। দি কর্নার।'

আমি ওদের ধন্যবাদ দিলাম। ওরা মাথা হেঁট করল, হাসল, ঘাড় নাড়ল যেন আমি ওদের খুব অনুগ্রহ করেছি।

ছাদের ওপরে লাল নিয়নে লেখা 'দি কর্নার', বড় সড়কের ডান দিক পানে টানা, নিচু বাড়ি। বাড়িটার পাশেই অ্যাসফল্টে বাঁধানো গাড়ি রাখার জায়গা। সেখানেই আমি গাড়ি রাখলাম। আরও আট-দশটা গাড়ি সেখানে ছিল আর বড় সড়কের ওপর একটা ট্রেলার ট্রাক। জানলার আধখানা পর্দায় ঢাকা, তার ফাঁক দিয়ে কয়েকজন নারী-পুরুষকে দেখতে পাচ্ছিলাম। তারা টেবিলের সামনে বসে ছিল, কিছু লোক নাচছে।

যেতে যেতে দেখলাম বাঁদিকে লম্বা বার, একদম খালি। ডাইনিং রুম আর নাচের হল ডানদিকে। আমি প্রবেশপথের মুখটিতে দাঁড়ালাম যেন কারুর খোঁজ করছি, প্রকাণ্ড নাচের হল-এ যথেষ্ট নাচিয়ে ছিল না। জুকবক্স থেকে সঙ্গীত ভেসে আসছিল। ঘরের পেছন দিকে এক খালি অর্কেস্ট্রা স্ট্যাণ্ড।

একজন ওয়েট্রেস আমার দিকে এগিয়ে এল। তার কালো চোখ এবং নরম মুখ। শরীরটি সুন্দর কিন্তু কুড়িতেই কুঁড়ি ঝরে যাচ্ছে। ওর মুখে এবং চেহারায় ওর ইতিহাস পড়া যায়। সাবধানে হাঁটছিল যেন পায়ে ফোড়া আছে।

'আপনি কি একটা টেবিল চান, স্যার ?'

'ধন্যবাদ। আমি বারেই বসব। তুমি আমায় একটু সাহায্য করবে ? আমি একজনকে খুঁজছি, বেসবল খেলায় দেখা হয়েছিল। আর দেখা পাচ্ছি না।'

'তাঁর নাম কী ?'

'সেই তো মুশকিল—নামটা আমি জানি না। বাজীতে সে আমার কাছে

কিছু টাকা পায়, আমাকে বলেছিল এখানে তার সঙ্গে দেখা হবে। ছোটখাট দেখতে, এই বছর পঁয়ত্রিশেক বয়স হবে, গায়ে চামড়ার উইণ্ডচীটার আর মাথায় চামড়ার টুপি। নীল চোখ, ধারাল নাক।' এবং মাথায় একটা গর্ত, মাথায় একটা গর্ত।

'বুঝতে পেরেছি, আপনি কাকে খুঁজছেন। তার নাম এডি কী যেন। মাঝে মধ্যে এখানে ড্রিংকের জন্যে আসে কিন্তু আজ আসেনি।'

'আমাকে বলেছিল এখানেই দেখা করতে। সচরাচর কোন সময় আসে?'

'এরও পরে, মাঝরাত নাগাদ। একটা ট্রাক চালায়, তাই তো?'

'হ্যাঁ, নীল ট্রাক।'

ওয়েট্রেস বলল, 'তাহলে সে-ই। ট্রাকটা আমি পার্কিং-এ দেখেছিলাম। দিন কয়েক আগে রাতে এসেছিল, আমাদের এখান থেকেই একটা ট্রাংককল করে। মালিক মোটে চাইছিল না, তিন মিনিটের বেশি হয়ে গেলে কত টাকা ধরতে হবে আপনি বুঝবেন কী করে? তা এডি বলল, কলটা ও পক্ষের করে দেবে। তখন মালিক বলল, তাহলে কর। আপনি কত টাকা ওর কাছে ধারেন?'

'প্রচুর। কোথায় ফোন করছিল, তুমি জান না, না?'

'না। আমার জানার ব্যাপার নয়। আপনারও কি জানার দরকার?'

'আমি শুধু ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছি, তাহলে টাকাটা পাঠাতে পারি।'

'যদি চান মালিকের কাছে আপনি রেখে যেতে পারেন।'

'তিনি কোথায়?'

'চিকো, বার-এর পেছনে।'

একটি টেবিলে গ্লাস ঠুকল এবং ওয়েট্রেস খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে গেল। আমি বার-এ গেলাম।

বার-এর লোকটির মুখ ভীষণ লম্বা আর পাতলা, তার চুল উঠে যাচ্ছে। চোয়াল আল্‌গা হয়ে এসেছে। খালি বার-এ রাতের পর রাত দাঁড়িয়ে থেকে মুখ যেন আরও লম্বা হয়ে গেছে।

'কী হবে?'

'বিয়ার।'

তার মুখ আরেক পরদা ঝুলে পড়ল। 'প্রাচ্য না পাশ্চাত্য।'

'প্রাচ্য।'

'সঙ্গীতসহ পঁয়ত্রিশ পড়বে।' চোয়াল একটু যেন সোজা হল। 'আমরা সঙ্গীতও এর সঙ্গে দিই।'

'একটা স্যাণ্ডউইচ পেতে পারি?'

'নিশ্চয়,' আনন্দের সঙ্গে বলল লোকটি। 'কী স্যাণ্ডউইচ?'

'বেকন আর এগ।'

'ঠিক আছে।' খোলা দরজা দিয়ে সে ওয়েট্রেসকে ইশারা করল। আমি বললাম, 'এডি বলে একটি লোকের আমি খোঁজ করছি। যে কয়েক রাত আগে ট্রাংক কল করেছিল।'

'আপনি কি লা ভেগা থেকে?'

'এই আসছি সেখান থেকে।'

'লা ভেগায় কারবার কীরকম চলছে?'

'বেশ মন্দা।'

'খারাপ খবর তাহলে,' কিন্তু তাকে বেশ খুশি মনে হল। 'এডিকে আপনি খুঁজছেন কেন?'

'সে আমার কাছে কিছু টাকা পায়। এদিকেই থাকে নাকি?'

'হ্যাঁ, তাই মনে হয় আমার। যদিও জানি না, ঠিক কোথায়। এক ব্লণ্ড মেয়েছেলের সঙ্গে দু'একবার আসে। বোধহয় ওর বউ, আজ রাতেও আসতে পারে। আপনি থাকুন।'

'ধন্যবাদ, আমি আছি।'

বিয়ার নিয়ে আমি জানলার ধারে এক টেবিলে গেলাম। সেখান থেকে পার্কিং-এর জায়গা আর প্রবেশপথটি দেখা যায়। একটু পরে ওয়েট্রেস আমার স্যাণ্ডউইচ নিয়ে এল। আমি তাকে দাম দিলাম টিপস দিলাম, তবুও সে দাঁড়িয়ে রইল।

'মালিকের কাছে টাকা রেখে যাচ্ছেন, নাকি?'

'ভাবছি। টাকাটা যাতে সে পায় সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে চাই।'

'আপনি দেখছি সততায় মারা যাচ্ছেন, অ্যাঁ?'

'বুকিরা যদি কারুর টাকা না দেয় তাদের কী হয় জান তো?'

'আমি ঠিক আন্দাজ করেছিলাম, আপনি বুকি ধরনের কিছু হবেন।' হঠাৎ সে ব্যস্ত হয়ে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ল। 'শুনুন মিস্টার আমার একটি মেয়ে বন্ধু আছে তার ছেলে বন্ধু বলেছে কালকের খেলার 'জিংক্স' হচ্ছে একেবারে নিশ্চিত বাজী।'

'টাকা নষ্ট করো না।'

সন্দেহে ওর মুখ কুঁচকে উঠল, 'আপনি অদ্ভুত ধরনের বুকি।'

'বেশ।' আমি ওর হাতে দুটো এক দিলাম। 'ড্রিংক্স খেলো।'

বিস্ময়ে সে ভ্রূকুটি করল। 'ধন্যবাদ মিস্টার—আমি আপনার কাছে টাকা চাই নি।'

আমি বললাম, 'নিজের টাকা গচ্চা দেওয়ার চেয়ে এ ভাল।'

আমি প্রায় বারো ঘণ্টা কিছু খাইনি আর স্যাণ্ডউইচটা খেতেও ভাল।

আমি যখন খাচ্ছি তখন কতকগুলি গাড়ি এসে পৌছুল। একদল তরুণ হাসতে হাসতে, কথা বলতে বলতে ভেতরে এল এবং বার-এ কারবার বেশ জমে উঠল। তারপর পার্কিং-এ একটি কালো সেডান এসে দাঁড়াল, কালো ফোর্ড সেডান, তাতে লাল পুলিস সার্চ লাইট।

যে লোকটি গাড়ি থেকে নামল তার পরনে সাদা পোশাক কিন্তু বেসবল আম্পায়ারের স্যুটের মতোই তাকেই স্পষ্ট চেনা যাচ্ছিল, ডানদিকের কোমরে বন্দুকের বলি-রেখা। লোকটি যখন প্রবেশপথের বৃত্তাকার আলোয় এল, তখন আমি তার মুখ দেখতে পেলাম। সাণ্টা টেরেসার ডেপুটি শেরিফ। আমি চটপট উঠে পড়ে বার-এর শেষ প্রান্তে দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, পুরুষদের শৌচাগারে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। টয়লেটের ওপরের ঢাকনাটা তুলে আমি বসে বসে আমার দূরদৃষ্টির অভাবের কথা ভাবতে লাগলাম। সেই এডি কি-যেন'র পকেটে দেশলাইয়ের বাক্সটা আমার রেখে আসা উচিত হয়নি।

আট কি দশমিনিট আমি দেওয়ালের লেখা পড়তে লাগলাম।

সিলিং-এর নগ্ন বাল্ব আমার চোখে জ্বলতে লাগল। আমার মাথাটা একটু যেন টলে গেল, আমি বসেই ঘুমিয়ে পড়ছিলাম।

দরজায় ঘা পড়ল।

'খোল', ডেপুটি শেরিফ বলল। 'জানি, তুমি ওখানে আছ।'

আমি হুড়কো নামিয়ে দরজা খুলে মেলে ধরলাম। 'আপনার তাড়া আছে অফিসার?'

'তাহলে তুমি! তোমার কথাই আমি ভাবছিলাম।' তার কালো চোখ ভারি, ঠোঁট আত্মসন্তোষে ফেটে পড়ছে। হাতে তার বন্দুক।

আমি বললাম, 'আমিও পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, আপনিই হবেন। জনে জনে জানাবার প্রয়োজন মনে করিনি, আমি।'

'এই গোপনীয়তা করার তোমার কারণ আছে বোধহয়, অ্যাঁ! আমরা

আসার সঙ্গে সঙ্গে এখানে একে লুকনোরও বোধহয় যুক্তি আছে? শেরিফের ধারণা এটা কোন ভেতরের লোকের কাজ—তিনি জানতে চাইছেন তুমি এখানে কী করছিলে?'

তার কাঁধের ফাঁক থেকে বার-এর লোকটি বলে উঠল, 'এই সেই লোক। বলেছিল, এডি ওকে না ভেগায়, ফোন করেছে।'

'এ-সম্বন্ধে তোমার কী বলবার আছে?' ডেপুটি দাবী জানিয়ে আমার মুখের কাছে বন্দুক নাচাল।

'ভেতরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিন।'

'হ্যাঁ? তাহলে তুমি মাথার ওপর হাত তোল।'

'আমার তা মনে হয় না।'

'মাথার ওপর হাত তোল।' রিভলভার আমার পাঁজরে খোঁচা মারল।

'সঙ্গে বন্দুক আছে?' আরেকটি হাত দিয়ে সে আমার গা পরখ করতে চাইল।

আমি তার নাগালের বাইরে সরে গেলাম। 'আমার সঙ্গে বন্দুক আছে। আপনি পাবেন না।'

সে আমার দিকে এগলো। ওর পেছনে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। 'তুমি জান কী করছ? একজন অফিসারের কর্তব্যকর্মে তুমি বাধা দিচ্ছ। আমি মন করলেই তোমাকে এখুনি গ্রেপ্তার করতে পারি, তুমি জান।'

'মন করলেই পার তুমি!'

'তোমার মতো এক যাচ্ছেতাই লোকের কাছ থেকে আমি ঠাট্টা ইয়ার্কি শুনতে চাই না। আমি শুধু জানতে চাই, তুমি এখানে কী করছ।'

'ফুর্তি করছি।'

'তুমি বলবে না, তাহলে, অ্যাঁ?' খালি হাতটা দিয়ে ও আমাকে চড় মারতে উদ্যত হ'ল!

'দাঁড়াও', আমি বললাম। 'আমার গায়ে আঙুল ছোঁয়াতে চেষ্টা করো না।'

'কেন নয়?'

'কারণ কোন পুলিসকে আমি আজ অব্দি খুন করিনি। আমার রেকর্ড খারাপ হয়ে যাবে।'

আমরা দু'জনেই দু'জনের চোখের দিকে তাকালাম এবং আমাদের দৃষ্টি

আট্কে গেল, বাতাসে তার হাত শক্ত হয়ে রইল তারপর আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে নেমে এল।

আমি বললাম, 'এবার তোমার বন্দুকটা সরাও। আমাকে হুমকি দেওয়া আমি পছন্দ করি না।'

'তুমি কী পছন্দ কর না কর কেউ জানতে চায় নি,' সে বলল কিন্তু তার উত্তাপ চলে গিয়েছিল। তার কালো মুখে একসঙ্গে রাগ, দ্বিধা, সন্দেহ এবং হতভম্বের ভাব।

'আপনি যে কারণে এখানে এসেছেন অফিসার, আমি ঠিক সেই কারণেই এসেছিলাম।' 'এডির পকেটে আমি দেশলাইয়ের বাক্স পাই—'

'ওর নাম কী করে জানলে? সতর্কভাবেই সে জিগ্যেস করল।

'ওয়েট্রেস বলেছে।'

'হ্যাঁ? বার-এর লোকটি বলছিল, এডি নাকি তোমায় লা-ভেগায় ফোন করেছিল।'

'বার-এর লোকটির মুখ থেকে আমি কথা বের করতে চেষ্টা করছিলাম। বুঝেছেন? ওটা এক ঠাট্টা।'

'তা কী বার করলে?'

'মৃত লোকটির নাম এডি, সে ট্রাক চালাত। মাঝে মধ্যে এখানে ড্রিংকের জন্যে আসত। তিন দিন আগে রাতে লা ভেগায় সে ফোন করেছিল। তিন রাত আগে স্যাম্প্‌সন লা ভেগায় ছিল।'

'ধাপ্পা নয়?'

'পারলেও আপনাকে ধাপ্পা দেব না, অফিসার।'

'হা ভগবান,' ডেপুটি অফিসার বলল, 'সবই যে মিলে যাচ্ছে দেখছি, তাই না?'

'আমি আগে ভাবিনি,' আমি বললাম। 'আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে ধন্যবাদ।'

সে আমার দিকে অদ্ভুত চোখ করে তাকাল কিন্তু বন্দুকটা সরিয়ে নিল।

বিংশতি পরিচ্ছেদ

আমার গাড়ি চলল বড় সড়ক দিয়ে আধমাইল, তারপর ঘুরলাম, আবার চলতে লাগলাম এবং ছেদের মুখে, 'দি কর্নারে'র কোনাকুনি এসে থামলাম। পার্কিং-এ তখনও ডেপুটির গাড়ি দাঁড়িয়ে।

কুয়াশা আস্তে আস্তে উড়ে যাচ্ছিল, দুধে-জলে মিশে আকাশ সীমায় মিলিয়ে যাচ্ছিল। সাগরে ভেসে যাচ্ছিল। ক্রম-বিস্তৃত দিগন্ত দেখে আমার রালফ স্যাম্প্‌সনের কথা মনে হচ্ছিল, কোথায় কতদূরে আছে লোকটা কে জানে। পাহাড়ে কোন গুহায় হয়তো না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে, সমুদ্রের তলায় ডুবে আছে অথবা এডির মতো মাথায় গর্ত করে পড়ে আছে। সামনের আয়নায় আমার মুখ ভেসে ছিল, ভুতুড়ে রকমের বিবর্ণ, যেন এডির খানিকটা মৃত্যু আমাকেও পেয়েছে। আমার চোখের তলায় চাকা-চাকা এবং দাড়ি কামানো খুব দরকার।

দক্ষিণ থেকে একটি ট্রাক এসে ধীরে ধীরে আমাকে পেরিয়ে গেল। 'দি কর্নার'-এর পার্কিং-এর জায়গায় ঢুকে পড়ল। ট্রাকের রং নীল এবং সঙ্গে বন্ধ ভ্যান। একটি লোক গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল এবং খোয়ার রাস্তায় পা ঘষটে চলল। ওর ওই দ'ভাঙা হাঁটা আমি জানি এবং প্রবেশপথের আলোয় আমি ওর মুখ চিনতে পারলাম। বর্বর কোন ভাস্কর পাথর কেটে ওই মুখ বানিয়েছে এবং আরেকটা পাথরে আছড়ে ভেঙেছে।

পুলিসের কালো গাড়ি দেখে লোকটি বেদম চমকে থামল। তারপর ঘুরে ফের নীল ট্রাকে দৌড়ে ফিরে গেল। গাড়িটা সজোরে ব্যাক-গীয়ার দিয়ে হোয়াইট বীচের রাস্তায় ছুটে চলল। ট্রাকের পিছনের আলো যখন লাল স্ফুলিঙ্গ হয়ে উঠল তখন আমি পিছু নিলাম। রাস্তা বদলে যাচ্ছিল, কাঁকর বিছানো পথ থেকে বালির রাস্তা হয়ে উঠল। দু' মাইল আমি ধুলো খেলাম।

দুই খাড়া পাড়ের মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা বীচ-এর দিকে নেমে এসেছে, আরেকটা রাস্তা তার বুকের ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেছে। ট্রাকের আলো বাঁদিকে ঘুরে ধাপে ধাপে ওপরে উঠছিল। যখন নজরের বাইরে চলে গেল, তখন আমি অনুসরণ করলাম। পথটা একহারা, পাহাড়ের পাশ থেকে কেটে

তৈরি। ওপর থেকে থেকে আমি নিচে আমার ডানদিকে সমুদ্র দেখতে পাচ্ছিলাম। মেঘে ভ্রাম্যমাণ চাঁদ ছিল। সমুদ্রের দিকে ভেসে চলেছিল। আলো নিবিয়ে আমি ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম। ট্রাকটা রাস্তা থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে একটা গলিতে দাঁড়িয়েছিল, কোন আলো নেই, রাস্তাটা হঠাৎ ফুরিয়ে গিয়েছিল। একটা গলি ডানদিক পানে এঁকেবেঁকে সমুদ্রের দিকে চলে গিয়েছিল কিন্তু তার ঢুকবার মুখ কাঠের ফটকে বন্ধ। শেষ প্রান্তে আমি আমার গাড়ি ঘুরিয়ে রাখলাম এবং হেঁটে পাহাড়ে উঠতে লাগলাম।

এক সারি ইউক্যালিপটাস গাছ আকাশে খাড়া হয়ে আছে, ট্রাকটা যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেই গলিটার ধার বেঁধে দিয়েছে। আমি রাস্তা ছেড়ে সেই গাছ-গুলো আর গাড়িটার ফাঁকে ফাঁকে চলতে লাগলাম। মাটি এবড়ো-খেবড়ো, তাতে চাপড়া চাপড়া ঘাস। আমি একাধিকবার হোঁচট খেলাম। আমার সামনে শূন্যতা ব্যাপ্ত হয়ে এল, আমি একেবারে ধারে চলে গিয়েছিলাম। বহু নিচে সাদা ফেনা তীর ছুঁয়ে যাচ্ছে। সমুদ্র কাছে মনে হচ্ছিল, যেন এখুনি লাফ দেওয়া যাবে কিন্তু কঠিন, ধাতুর মতো।

নিচে, ডানদিকে এক চিলতে শুভ্র, চৌকো আলো। পাহাড়ে উঠে তার গা বেয়ে গড়িয়ে নামলাম, পাছে পড়ে যাই সেইজন্যে ঘাসের চাপড়া আঁকড়ে রইলাম। আলোর চারপাশে ছোট্ট একটি বাড়ি ফুটে উঠল।

জানলায় পাখি নেই তাতে আমি একটি ঘরের পুরো দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিলাম। খাপটিতে বন্দুকটা একবার পরখ করে নিয়ে আমি হামাগুড়ি দিয়ে জানলার দিকে এগোলাম। ঘরে দু'জন লোক, তাদের কেউই থ্যাম্প্‌সন নয়।

পাডলার একটি চেআরে আঁটা, তার ভাঙা মুখের খানিকটা আমার দিকে, মুঠোয় এক বোতল বিয়ার। একটি মেয়েমানুষের মুখোমুখি বসেছিল সে। সিলিং-এ প্লাস্টার নেই, সেখান থেকে একটি তেলের বাতি ঝুলছিল, তার সাদা আলোয় মেয়েটির ব্লণ্ড চুল ও মুখকে আলোকিত করে রেখেছিল। রোগা-রোগা বিধ্বস্ত মুখ, বড় বড় ক্ষুব্ধ ধরনের নাকের ফুটো এবং ঠোঁটের কাছটা শুকনো। শুধু শীতল বাদামী চোখ জোড়াই এর মধ্যে যা কিছু জীবন্ত। আমি মাথা একপাশে কাত করে রাখলাম, ওদের দৃষ্টি পাল্লার বাইরে।

ঘরটা বড় নয় কিন্তু ভয়ংকর খালি। পাইনের মেঝেয় কার্পেট নেই। একটা কাঠের টেবিলে এঁটো ডিশ কতকগুলো। একদম শেষে দেওয়াল ঘেঁষে, ছুটো স্টোভ, একটা ঝড়ঝড়ে আইসবক্স।

ঘরটা এত স্থির এবং নিশ্চুপ যে, পাডলারের গলা আমি পরিষ্কার শুনতে

পেলাম: 'আমি এখানে সারা রাত্তির অপেক্ষা করে থাকতে পারি না, পারি কি? তুমি তা আশা করতে পার না। আমাকে ফিরতে হবে। আর 'কর্নার'-এর কাছে পুলিসের গাড়ি গেড়ে বসে আছে, এটাও আমি পছন্দ করছি না।'

'আগেও তুমি একথা বলেছ। ও গাড়িটা অর্থহীন।'

'আমি আবারও বলছি। এর মধ্যে আমি পিআনোয় ফিরে যেতে পারতাম। এডি না ফেরায় মিঃ ট্রয় তো খাপ্পা।'

'তার হাত পা পড়ে যাক।' স্ত্রীলোকটির গলা ধারাল এবং তার মুখের মতোই পাতলা। 'এডির কাজের ধরন যদি তার পছন্দ না হয় তাহলে সে গোল্লায় যাক।'

'এভাবে তুমি কথা বলতে পার না।' পাডলার ঘরের এধার ওধার তাকাল। 'জেল থেকে বেরিয়ে এডি যখন একটা কাজের জন্যে ফ্যা-ফ্যা করছিল তখন তুমি এভাবে কথা বলনি তো! জেল থেকে যখন বেরুলো একটা কাজের জন্যে যখন ফ্যা-ফ্যা করছিল আর মিঃ ট্রয় যখন একটা কাজ তাকে দিল—'

'ঈশ্বরের কিরে! নিরেট মাথা, একই কথা বারবার বলছে কেন?'

আহত বিস্ময়ে লোকটার ক্ষতবিক্ষত মুখে ভাঁজ পড়ল। সে মাথা নিচু করতে তার পুরু ঘাড়ের খাঁজ কাছিমের ঘাড়ের মতো কুঁচকে উঠল। 'মার্সি, এটা কথা বলার ধরন নয়।'

'এডি আর তার জেলের কথা তুমি থামও।' স্ত্রীলোকটির গলা পাতলা ছুরির ফলার মতো বসে গেল। 'ক'টা জেলের ভেতর তুমি দেখেছ, গবেট কোথাকার!'

পাডলারের গলা যন্ত্রণার্ত গর্জন হয়ে উঠল, 'আমাকে ছেড়ে দাও, শুনতে পাচ্ছ!'

'বেশ, তাহলে এডিকে ছাড়।'

'কিন্তু এডি গেছে কোন চুলোয়?'

'আমি জানি না কোথায় গেছে কিংবা কেন, এটুকু জানি তার কারণ আছে।'

'মিঃ ট্রয়ের সঙ্গে কথা বললেই সে ভাল করবে।'

'মিঃ ট্রয়, মিঃ ট্রয়। ট্রয় তোমাকে জাদু করেছে, নয়? এডি হয়তো মিঃ ট্রয়ের সঙ্গে কথাই বলবে না।'

ওর ক্ষুদে চোখ মার্সির দিকে তাকিয়ে রইল, মুখ দেখে বুঝবার চেষ্টা করল শেষে হাল ছেড়ে দিল। 'শোন মার্সি,' একটু থেমে সে বলল, 'তুমি ট্রাকটা চালাতে পার!'

'চালাবে না, আর কিছু! আমি ওই নোংরা কারবারে কোন ভাগাদার হতে চাই না।'

'তাতে আমারই ভাল। এডির পক্ষেও ভাল। ও তোমায় রাস্তা থেকে তুলে আনার পর থেকে তুমি বড়ই মতামতওয়ালা মেয়েছেলে হয়ে পড়েছ।'

মার্সি বলে উঠল, 'চুপ কর, না হলে তুমি বুঝবে। তোমার মুশকিল হচ্ছে তুমি একটা কাপুরুষের অধম। পুলিসের টহলদার গাড়ি দেখে তো প্যান্ট ভিজিয়ে ফ্যাল। তাই জন্যে যে-কোন মেনিমুখো দালালের মতো একটি মেয়েকে বিপদের মাঝে ঠেলে দিতে চাইছ।'

হাতের বোতল নেড়ে লোকটা উঠে দাঁড়াল, 'আমাকে ছেড়ে দাও, শুনছ! আমি কারুর কিছু ধার ধারি না। ব্যাটাছেলে যদি হতে তোমার মুখটি আমি দাগী করে ছেড়ে দিতুম, বুঝছ।' মেঝেয় ফেনার মতো বিয়ার পড়ল এবং মার্সির হাঁটুর ওপর।

মার্সি খুব ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, 'এডির সামনে একথা বলো না। তোমায় টুকরো টুকরো করে ফেলবে এবং সেটা তুমি জান।'

'সেই ক্ষুদে বাঁদর!'

'হ্যাঁ, সেই ক্ষুদে বাঁদর। বসো পাডলার। সকলেই জানে তুমি খুব শক্তিমান লড়াকু। তোমায় আরেকটা বরং বিয়ার এনে দিচ্ছি।'

মার্সি উঠে হালকা পায়ে কিন্তু ভুখা বেড়ালের মতো ভীষণভাবে ঘরের ওদিকে গেল। পেরেক থেকে একটা তোয়ালে নিয়ে বাথরোবের যেখানে বিয়ার পড়েছিল সেখানটা থাবড়ে মুছতে লাগল।

পাডলার আশায় আবার জিগ্যেস করল, 'ট্রাকটা চালাচ্ছ?'

'তোমার মতো আমায়, এক কথা কি দুবার বলতে হবে? আমি ট্রাক চালাচ্ছি না, না। তুমি যদি ভয় পেয়ে থাক ওদের একজন কাউকে বল।

'না, আমি তা পারব না। ওরা রাস্তা জানে না, ধাক্কা খেয়ে মরবে।'

'তাহলে মিছিমিছি তুমি সময় নষ্ট করছ, তাই না?'

'হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে।' পাডলার এলোমেলোভাবে মার্সির দিকে এগলো, তার প্রকাণ্ড ছায়া পড়ল মেঝেয়, দেওয়ালে। 'যাওয়ার আগে একটু কিছু হলে কেমন হয়? ছোট্ট পার্টি। এডিও হয়তো কারুর সঙ্গে কোথাও রয়েছে।'

টেবিলে পাঁউরুটি কাটার ছুরি ছিল, মার্সি সেটা তুলে নিল। দাঁতওয়ালা ছুরি। 'সবশুদ্ধ কেটে পড় পাডলার, নয়তো আমি এই দিয়ে তোমায় ভালবাসব।'

'আরে মার্সি, এস। আমরা বেশ চালিয়ে নিতে পারব।' বলে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, দূরত্ব রেখে।

মার্সি ক্রমশ ক্ষিপ্ত হচ্ছিল, সেটা থামাতে ও ঢোক গিলল কিন্তু তারস্বরে—চেঁচিয়ে উঠল, 'ভাগ্‌ এখান থেকে। পাউরুটি কাটা ছুরি পাডলারের গলা লক্ষ্য করে ঝলসে উঠল।

'ঠিক আছে, মার্সি। এত ক্ষ্যাপাক্ষেপির কিছু নেই।' প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকের মতো ওকে আহত, অসহায় মনে হল।

আমি জানলা থেকে সরে এসে পাহাড়ের দিকে উঠতে লাগলাম। মাথায় উঠবার আগে একটা দরজা খুলে গেল। পাহাড়ের একপাশে চৌকো আলো পড়ল। আমার হাত-পা জমে গেল। আমার মুখের সামনে শুক্‌নো ঘাসে আমি আমার মাথার ছায়া দেখতে পাচ্ছিলাম।

তারপর দরজা বন্ধ হল, আমার ওপর অন্ধকার নেমে এল। বাড়ির পেছন থেকে পাডলারের ছায়া বেরিয়ে এল। সরু, খাড়া পথ দিয়ে সে চলল, তার পায়ে পায়ে ধুলো উড়তে লাগল। তার পর ইউক্যালিপটাস গাছের ফাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওর এবং ওই বও স্ত্রীলোক মার্সির মধ্যে আমাকে একজন কাউকে বেছে নিতে হ'ত। পাডলারকেই আমি বাছলাম। মার্সি বরং অপেক্ষা করুক। সেই এডি কী যেন ফিরে না আসা পর্যন্ত ও দিনরাত অপেক্ষা করে থাকুক।

একবিংশতি পরিচ্ছেদ

বুয়েনেভিস্তার কয়েক মাইল উত্তরে নীল ট্রাক বড় সড়ক ছেড়ে ডান দিকে ঘুরে গেল। আমি গাড়ি থামিয়ে তাকে বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতে দিলাম। মুখটায় একটা নির্দেশ দেওয়া, 'দেখে, সামনে রাস্তা।'

আবার পিছু নেবার আগে আমি ফগ-বাতি জেলে নিলাম। কুয়াশা সমুদ্রে উড়ে গেছে। কিন্তু পাডলারকে আমি একই হেডলাইটের আলো তার পিছনে পিছনে সব সময়ে আসছে, এটা বুঝতে দিতে চাইছিলাম না।

সমস্ত রাস্তাটা সত্তর মাইলের কাছাকাছি। পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে দু'ঘণ্টার অতি কষ্টকর গাড়ি চালানো। মিরান্দা আর আমি যে উপত্যকা বিকেলে পার হয়েছিলাম সেইখানে আমরা অন্য রাস্তা দিয়ে এসে পৌঁছলাম। উপত্যকায়

সমতল রাস্তায় গাড়ির সব আলো নিভিয়ে দিয়ে আমি চাঁদের আলোয় মনে করে করে পথ চলতে লাগলাম। আমার মনে হল, আমি জানি, ট্রাকটা কোথায় যাচ্ছে। তবু আমাকে নিশ্চিত হতে হবে।

উপত্যকার অন্য দিকে ট্রাকটি পাহাড়ের পথে উঠতে লাগল। কালো পাথুরে আঁকাবাঁকা পথ, যা 'মেঘের মধ্যে মন্দিরে' গিয়ে মিশেছে। ট্রাকটির পিছু নিতে আমাকে ফের আলো জ্বালাতে হল। আমি যখন ক্রদের ডাক-বাক্সের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন তার পাশের কাঠের ফটকটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ট্রাক তখন আমার থেকে অনেক এগিয়ে, জোনাকি যেন সর্পিল গতিতে পাহাড়ে উঠছে। আরো উপরে বিদ্ধ, কালো দিগন্ত, স্বচ্ছ আকাশ তারায় জারিত। তার মধ্যে মেঘমুক্ত চাঁদ স্থির, নিশ্চল, রাতের বুকে এক সাদা, গোল গর্ত।

আমার বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছিল, এই অপেক্ষা করা, অন্ধকার পথে লোকের অনুসরণ করা অথচ কখনোই তাদের মুখগুলো দেখতে না পাওয়া। তখন যতদূর বুঝছিলাম, ওখানে দুটি লোক রয়েছে পাডলার এবং ক্রদ। আমার সঙ্গে একটি বন্দুক আছে—আর হঠাৎ হকচকিয়ে দেখার সুযোগ।

আমি ফটক খুলে আঁকাবাঁকা পথ ধরে মন্দিরের দিকে চললাম। তার সাদা গম্বুজ ছাড়া কোন ভিতরকার আলোয় আরেকটি মৃদু আভা চোখে পড়ছিল। জালের ফটক খোলা, তার ভেতরে ট্রাকটা দাঁড়িয়ে ছিল, পিছনের দরজা হাঁ করে খোলা। আমি তারের ফটকের কাছে গাড়ি রেখে নেমে পড়লাম। ট্রাকের ভেতর কিছুই ছিল না। কতকগুলো ছায়া ছাড়া।

এইসময় মন্দিরের লোহার ফটক কিঁচকিঁচ করে খুলে গেল। ক্রদ বেরিয়ে এল, চাঁদের আলোয় যেন রোমক সেনেটরদের ক্যারিকচার। খোয়ায় তার চটিজোড়া খড়মড় করে উঠল। সে বলল, 'কে ওখানে?'

'আর্চার। মনে আছে?'

ট্রাকের পেছন থেকে বেরিয়ে এসে আমি ওকে দেখা দিলাম। ওর হাতে ইলেকট্রিক লণ্ঠন। তার আলো এসে পড়ল আমার বন্দুকে।

'এখানে আপনি কী করছেন?' তার দাড়ি দুলে উঠল কিন্তু গলা কাঁপল না।

আমি বললাম, 'এখনও স্যাম্প্‌সনের খোঁজ করছি।'

আমি এগিয়ে যেতে ও দরজার দিকে পিছিয়ে গেল।

'আপনি জানেন, সে এখানে নেই। একবার মন্দির অপবিত্র করেও যথেষ্ট হয়নি?'

'এসব বুজরুকি বাদ দাও, ক্লদ। এ করে কাউকে কখনো ধুলো দিতে পেরেছ?'

ক্লদ বলল, 'আসবেই যখন, তাহলে ভেতরে এস। আমিও তোমাকে দেখি।'

ও আমার জন্যে দরজা খুলে দিল এবং আমি ঢুকলে ফের বন্ধ করে দিল। পাডলার আঙিনার মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল।

ক্লদকে আমি বললাম, 'পাডলারের সঙ্গে ওইখানে গিয়ে দাঁড়াও।'

কিন্তু পাডলার এলোমেলোভাবে দৌড়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি ওর পায়ের কাছে একটা গুলি করলাম। গুলি ওর সামনের সাদা মেঝেয় দাগ তুলে ছিট্‌কে অন্য দিকের দেওয়ালে গিয়ে লাগল। পাডলার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাতে লাগল।

ক্লদ আমার বন্দুক হাত থেকে ফেলে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করল।

আমি কনুই দিয়ে ওর পেটে গোঁত্তা মারলাম। ও মাটিতে দু'বার ডিগবাজি খেয়ে উল্‌টে পড়ল।

পাডলারকে আমি বললাম, 'এদিকে এস। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

পাডলার একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। ক্লদ উঠে বসে স্প্যানিশ ভাষায় চিৎকার করে উঠল, আমি বুঝতে পারলাম না। আঙিনার উল্‌টো দিকের একটি দরজা খুলে গেল, যেন দরজাটি স্প্যানিশ ভাষা জানত। এক ডজন লোক বেরিয়ে এল। তারা বেঁটে, বাদামী, আমার দিকে তারা দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল। চাঁদের আলোয় তাদের দাঁত ঝকঝক করছিল। তারা নিঃশব্দে এগিয়ে এল, তাদের দেখে আমি ভয় পাচ্ছিলাম। সেই কারণে অথবা আর কিছুর জন্যে, আমি বন্দুক ছুঁড়তে পারলাম না। বাদামী লোকগুলো বন্দুকের দিকে তাকাল এবং এগিয়ে আসতে থাকল।

বন্দুক চেপে ধরে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রথম দু'জনের খুলি রক্তাক্ত হল। তারপর তারা আমাকে ছেঁকে ধরল, হাত ধরে ঝুলল, তলা থেকে আমার পায়ে লাথি কষাল, মাথা থেকে আমার চেতনাকে লাথি কষিয়ে বের করে দিল। পৃথিবীর অন্ধকার পার্বত্যপথে গাড়ির পেছনের আলোর মতো আমার চৈতন্য পিছলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি লড়াই করতে চাইছিলাম। আমার হাত পেরেক-পোঁতা, আমার মুখ সিমেন্ট স্পর্শ করছিল। একটু পরে বুঝলাম, আমি নিজের সঙ্গেই লড়ছি।

আমার হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, আমার পা পেছন দিকে তুলে কোমরের সঙ্গে বাঁধা।

আমি চেঁচাতে চেষ্টা করলাম। ঢাকে বাঁধানো সত্যিকার চামড়ার মতো আমরা খুলি শুধু কম্পন সৃষ্ট করল। গর্জনের বাইরে আমি নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম না। আমি চেঁচানোর আশা ত্যাগ করলাম। গর্জন আমার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল, ক্রমশ ওপরে উঠতে উঠতে আমার পাল্লার বাইরে চলে গেল, এক তীক্ষ্ণ ধ্বনির নৈঃশব্দ্যে গিয়ে মিশল। তখন আসল ব্যথা আরম্ভ হল, রগের শিরা প্রচণ্ড ছন্দে দপদপ করতে লাগল। কেউ সেই ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করলে আমি কৃতজ্ঞ হতাম, এমন কি ক্লদও।

আমার পেছনে দাঁড়িয়ে ক্লদ বলল, 'ঈশ্বরের রোষ বড় ভয়ানক। তাঁর মন্দিরকে তুমি অপবিত্র করবে আর শাস্তি পাবে না, তা হয় না।'

আমি সিমেন্টকে বললাম, 'তোমার বাজে বকবক থামাও। একটার বদলে তুমি দুটো কিডন্যাপের ধাক্কায় ফাঁসবে।'

'ধাক্কায় নিকুচি, মিঃ আর্চার।' জিব দিয়ে সে টাকরায় টকটক শব্দ করল। কষ্টেসৃষ্টে ঘাড় ঘুরিয়ে আমি তার চটি পরা গিঁট পাকানো পা দেখতে পাচ্ছিলাম, মেঝেয় আমার মাথার কাছে।

'পরিস্থিতিটা আপনি বুঝতে পারছেন না,' শব্দগুলিকে পোশাকের মতো সাজিয়ে ক্লদ বলে চলল। 'সশস্ত্র লোক নিয়ে আপনি আমাদের এই আশ্রম আক্রমণ করেছেন, আমাকে এবং আমার বন্ধুদের আক্রমণ করেছেন এবং আমার শিষ্যদের—'

আমি ঘুটঘুটে হাসি হাসতে চেষ্টা করলাম এবং পারলাম। 'পাডলার বুঝি তোমার শিষ্য? ও খুব আধ্যাত্মিক ধরনের।'

'শুনুন, মিঃ আর্চার। আমরা আত্মরক্ষার জন্যে আপনাকে মেরে ফেললে কোন অন্যায় কাজ হত না। আপনার জীবন এখনও আমাদেরই দান।'

'তুমি চিমনিতে চড়ে উড়ে বেরিয়ে যাচ্ছ না কেন?'

'পরিস্থিতির গুরুত্ব আপনি এখনও বুঝতে পারছেন না—'

'আমি বুঝতে পারছি তুমি দুর্গন্ধযুক্ত এক বুড়ো শয়তান।' আরও সূক্ষ্ম অপমানকর শব্দের কথা আমি ভাবতে লাগলাম কিন্তু আমার মাথা ঠিক-ঠিক কাজ করছিল না।

চটিসুদ্ধ গোড়ালি দিয়ে ও আমার তলপেটের ঠিক ওপরটায় চেপে ধরল। আমি হাঁ করলাম, আমার দাঁত সিমেন্টে ঠেকল। কোন সাড়া বেরুল না।

ক্লদ বলল, 'ভাবুন একবার।'

আলো মিলিয়ে গেল এবং দরজায় দড়াম শব্দ হল। আমার শরীরে মাথায় ব্যথা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। আমার মনের মধ্যে নানারকম ছবি ভেসে উঠতে লাগল, চেতনাকে ছাপিয়ে চলে গেল ; যত কুৎসিত মুখ যা আমি পথে কোনদিন দেখি নি ; যত কুপথ যা কোন শহরে কখনো দেখিনি। শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে শূন্য এক স্থানে এলাম। জানলার পেছনে উঁকি দিচ্ছে মৃত্যু, রঙচঙে মুখের তলায় এক বুড়ো বেশ্যা গোপন ব্যাধিকে পুষে চলছিল। একটা মুখ নিচু হয়ে আমার দিকে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল ; মিরান্দার বাদামী, তরুণী মুখে পাকা চুল গজাচ্ছে, ক্লদের মুখটি ন্যাড়া হয়ে গিয়ে ফে-র হাসি হয়ে গেল। ফে কুঁচকে ছোট হয়ে যাচ্ছিল ফিলিপিনোর মাথায়, শুধু তার বড় বড় কালো চোখ জোড়া রইল। ফিলিপিনোর মাথা দ্রুত বয়স বাড়ার দরুন ট্রয়ের রুপোলী মাথা হয়ে গেল। এডির জলজলে মৃত দৃষ্টি বারবার ফিরে আসতে লাগল। আমার হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, আমার পা পেছন দিকে বাঁধা, চেতনার প্রবেশ পথে গড়িয়ে যেতে যেতে আমি বিশ্রী নিদ্রায় তলিয়ে গেলাম।

চোখের পাতায় আলো পড়তে আমাকে এক রক্তিম বদ্ধ পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। আমার মাথার ওপরে গলা শুনলাম এবং আমি চোখ বুজে রইলাম। গলা ট্রয়ের, নরম ফ্যাঁসফাঁস।

'তুমি প্রচণ্ড ভুল করেছ, ক্লদ। এই ছোকরাকে আমি চিনি। এ যে আগে এসেছিল, একথা তুমি আমাকে জানাও নি কেন?'

'খুব গুরুতর কিছু মনে হয় নি। শুধু স্যাম্প্‌সনকে খুঁজছিল, এই আর কি! তাছাড়া, স্যাম্প্‌সনের মেয়ে ওর সঙ্গে ছিল।' এই প্রথম ক্লদ স্বাভাবিক গলায় কথা বলছিল, তার মুখের বড় বড় কথা তখন ঘুচে গিয়েছে। ভয় পাওয়া মেয়েছেলের মতো শোনাচ্ছিল তার গলা।

'গুরুতর কিছু মনে কর নি, না? কত গুরুতর তোমাকে এখুনি আমি বাত্‌লে দিচ্ছি। এর অর্থ, তোমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তুমি তোমার বাদামী চামড়ার ইতর স্ত্রীলোককে নিয়ে কেটে পড়তে পার।'

'এটা আমার জায়গা। স্যাম্প্‌সন বলেছিল আমি এখানে থাকতে পারি তুমি আমাকে বেরিয়ে যেতে বলতে পার না।'

'আমি তোমাকে তা-ই বলেছি, ক্লদ। তুমি তোমার কাজে গাফিলতি করেছ, তার মানে তোমার হয়ে গেছে। সম্ভবত গোটা কারবারই এইখানে

খতম। আমরা মন্দির থেকে ছেঁটে পড়ছি, তুমি যাতে বেইমানি করতে না পার সেজন্যে তোমাকেও ছেড়ে রেখে যাচ্ছি না।'

'কিন্তু আমি কোথায় যাব ? কী কর ?'

'আরেকটা কোথাও গিয়ে খুলে বস। গোয়ার গালচে ফিরে যাও। তুমি কী করবে না করবে তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই।'

ক্লদ ইতস্তত করে বলল, 'ফে কিন্তু এসব বরদাস্ত করবে না।'

'তার সঙ্গে আমার পরামর্শ করার দরকার নেই। আর, এই নিয়ে আমরা আর তক্কাতক্কি করব না, যদি কর তাহলে পাডলারের হাতে দেব তার সঙ্গে তক্কাতক্কি করে তুমি ফয়সলা করো। আমি তা করতে চাই না, কারণ তোমাকে আর একটা কাজ আমি দেব।'

'কী কাজ ?' ক্লদের গলায় যেন আগ্রহ ফুটে বেরুতে চাইল।

'এই ট্রাকের মালটা তুমিই ডেলিভারি দিয়ে চুকিয়ে দিতে পার। এ-ও তুমি পারবার যোগ্য কিনা আমি জানি না, কিন্তু আমাকে এ ঝুঁকি নিতেই হবে। ঝুঁকিটা প্রধানত হবে তোমারই। র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান তোমার সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব প্রবেশপথে দেখা করবে। তার কাছ থেকেই নিরাপদে যাবার নির্দেশ পাবে। দক্ষিণ-পূর্ব প্রবেশ পথটি কোথায় তুমি জান ?'

'হ্যাঁ, বড় সড়কের ঠিক পরেই।'

'অতি উত্তম। মাল নামিয়েই ট্রাক নিয়ে তুমি চলে যাবে বেকারসফীল্ডে, সেখানে ওটাকে কোথাও গুম করে দেবে। বিক্রির চেষ্টা করো না। পার্কিং-এ ফেলে রেখে পালানোই ভাল। এই কাজটুকু করার জন্যে তোমায় বিশ্বাস করতে পারি ?'

'হ্যাঁ, মিঃ ট্রয়। কিন্তু আমার টাকা নেই।'

'এই নাও একশ'।

'মোটে একশ' ?

'তোমার বরাত ভাল, ক্লদ। এ-ও তুমি পাচ্ছ। তুমি এখুনি যাত্রা করতে পার। আর পাডলারকে বলো খাওয়া শেষ হলে সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।'

'ওকে দিয়ে আপনি আমাকে মারবেন না তো, মিঃ ট্রয় ?'

'বোকা হয়ো না। তোমার ওই নোংরা মাথার একগাছা চুলও ওকে আমি এলোমেলো করতে দেব না।'

ক্লদের চটি চটপট চলে গেল। এবার আলোটা রয়েই গেল। যে দড়িতে

আমার হাত বাঁধা ছিল, তাতে টান পড়ল। আমার হাতে উর্ধ্ববাহুতে কোন সাড় ছিল না। কিন্তু দু'কাঁধের কষ্ট আমি টের পাচ্ছিলুম।

'সরে যাও!' আমার চোয়াল থেকে ছিটকে কতকগুলো কথা বেরুলো। বিড়বিড় থামাতে আমাকে দাঁতে দাঁত চাপতে হল।

ট্রয় বলল, 'এখুনি সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে। তোমাকে তো মোরগের মত্তো আচ্ছা করে বেঁধেছে, তাই না? যেন এখুনি বাজারে নিয়ে যাবে!'

আমি হাওয়ায় ছুরির ফিসফিস শুনলাম। আমার হাত-পায়ের বাঁধন খুলল। কয়েকটুকরো কাঠের মতো ধপাস করে সেগুলো সিমেন্টের মেঝেয় পড়ল। শিকারী কুকুরের মতো একটা কনকনে ব্যথা আমার ঘাড়ের পেছনটা কামড়ে ধরে আচ্ছা করে ঝাঁকিয়ে দিল।

'উঠে দাঁড়াও।'

'আমার এইভাবেই ভাল লাগছে।' আমাব হাত-পা'র শিরায় সাড় ফিরে আসছিল, নরম আঁচেব মতো ধীবে ধীরে জ্বলছিল।

'মিঃ আর্চাব, বাগে মুখ কালো ক'রো না। আমার সাথীদেব সম্বন্ধে তোমায় একবার হুঁশিয়াব কবে দিয়েছিলাম। তোমার সঙ্গে এবা যদি সহিংস ব্যবহার করে থাকে, তার জন্যে দায়ী কিন্তু তুমিই, তুমি তাই চেয়েছিলে এটা স্বীকার কর। আর, একটা কথা বলতে পারি! তুমি কিন্তু বড় অদ্ভুত উপায়ে ইনসিওরেন্স বিক্রি কর। পাহাড়ের মাথায়, এই প্রাতঃকালে, হাতে একগাছা বন্দুক নিয়ে। যাদের কাছে গছাতে এসেছ তাদের আয়ু সম্ভবত তোমার চেয়ে বেশি।'

আমি মাটিতে দু'হাত নাড়ালাম তারপর দু'পা জড় করে ছুঁড়লাম। আমার শরীরে এতক্ষণে রক্ত চলাচল শুরু হয়েছিল। তপ্ত দড়ির মতো।

ট্রয় চকিতে দু'পা পিছিয়ে গেল।

'আমার হাতের রিভলভার তোমার খুলি লক্ষ্য করে উদ্যত, মিঃ আর্চার। তুমি যদি যথেষ্ট সুস্থ মনে কর, তাহলে অবশ্য ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াতে পার।'

নিজের হাত-পা আমি শরীরের তলায় জড় করলাম তারপর জোর করে নিজেকে মাটি থেকে টেনে তুললাম। ঘরটা বোঁ করে ঘুরে গেল তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে থামল। মন্দিরের ওপাশে সেই খালি কুঠরিগুলোর একটি। একদিকের দেওয়ালের ধারে একটি বেঞ্চির ওপর একটি ইলেকট্রিক লণ্ঠন বসানো। ট্রয় একপাশে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি ফিটফাট, সাজাগোজা, হাতে নিকেল প্লেটের সেই একই বন্দুক ধরা।

সে বলল, 'গত রাতে আমার হাতে কোন প্রমাণ ছিল না, তাই তোমায় ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমায় হতাশ করেছ।'

'আমি আমার কাজ করছি।'

'তাতে আমার কাজে বাধা সৃষ্টি করছে।' কথাগুলোকে যতিচিহ্নে ভাগ করবার জন্যেই যেন সে বন্দুক নাচাতে লাগল। 'তোমার কাজটা ঠিক তাহলে কী?'

'আমি স্যাম্প্‌সনের খোঁজ করছি।'

'স্যাম্প্‌সন কি নিখোঁজ?'

আমি তার নির্বিকার মুখের দিকে তাকালাম, বুঝে দেখতে চেষ্টা করলাম কতখানি সে জানে। কিন্তু মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না।

'অসার বাগাড়ম্বরে আমার বিরক্ত ধরে যায়, ট্রয়। মোদ্দা কথা হল, প্রথমবার খিঁচে নেবার পর দ্বিতীয়বারে তোমার কোন লাভ হবে না, বরং আমাকে ছেড়ে দিলেই ভাল করবে।'

'পাকে প্রকারে তুমি কি আমায় কোন প্রস্তাব দিচ্ছ, বন্ধু? দরাদরির ব্যাপারে তোমার ক্ষমতা কিঞ্চিৎ খাটো, তাই না?'

আমি বললাম, 'এ-কাজে আমি একলা নই। পুলিস আজ রাতে 'দি পিআনো'য় গিয়েছে। তারা ফে-র ওপর নজর রেখে যাচ্ছে। মিরান্দা স্যাম্প্‌সন পুলিসকে এখানে নিয়ে এসে হাজির করবে। আমাকে তুমি যা-ই কর না কেন, তাতে কিছু যাবে-আসবে না, তোমার খেলা খতম।'

'বোধহয় নিজের প্রতি তুমি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করছ।' বলে সে সাবধানে হাসল। 'আজকের মোট লাভে তুমি খানিক বখরার কথা বিবেচনা করছ না, না?'

'করছি না?' লোকটার হাতে বন্দুক, তার আশপাশ দিয়ে কী করে পথ করে বেরুনো যায়, আমি সেই কথা চিন্তা করছিলাম। আমার মন খানিকটা ধোঁয়াটে হয়ে ছিল। উঠে দাঁড়াবার জন্যে আমি বড় বেশি চেষ্টা করছিলাম।

ট্রয় বলল, 'আমার দিকটা বিবেচনা কর। দু'পয়সার এক প্রাইভেট টিকটিকি, একবার নয় পর পর দু'বার আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এসেছে। এই আস্পর্দ্ধা আমি হেসে সয়েছি। খুশি হইনি, তবু সয়েছি। মেরে ফেলছি না, তার বদলে আজ রাতের মোট আয়ের এক-তৃতীয়াংশ দিতে চাইছি। সাতশ' ডলার মিঃ আর্চার।'

'আজকের রাতের মোট লাভের এক-তৃতীয়াংশ বখরা তেত্রিশ হাজার।'

'কী ?' ট্রয় থতমত খেল, তার মুখ দেখেই তা বোঝা গেল।

'খুলে বলি তাই কি চাও ?'

ট্রয়ের মুখ চোখ সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল। 'তুমি বলছ, তেত্রিশ হাজার। সে তো এক বিশাল অঙ্কের হিসেব তুমি দিচ্ছ।'

'একশ' হাজারের এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছে, তিনশ' তেত্রিশ ডলার এবং তেত্রিশ সেণ্ট।'

'কী ধরনের ধোঁকার টাটি তুমি বানাতে চাইছ ?' তার গলায় উৎকণ্ঠা এবং গলা কর্কশ। বন্দুকের মুখোমুখি থেকে আমি এই সব উত্তেজনা সঞ্চার পছন্দ করছিলাম না।

আমি বললাম, 'ভুলে যাও। আমি তোমার টাকা ছোঁব না।'

ট্রয় অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েই বলল, 'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না। আর, তুমি ধাঁধা করে কথা বলো না। এতে আমাকে বিচলিত করে। আমার হাত কাঁপতে থাকে।' দৃষ্টান্তস্বরূপ তার বন্দুক আন্দোলিত হল।

'তুমি কি জান না, ট্রয়, কী হচ্ছে, না হচ্ছে ? আমি ভেবেছিলাম, প্যাঁচ-পয়জারগুলো তুমি সবই জান।'

'ধরে নাও, আমি কিছুই জানি না। এবং চটপট বলে ফ্যাল।'

'খবরের কাগজে পড়ো।'

'তোমাকে চটপট বলতে বলেছি।' সে রিভলভার তুলল, আমাকে সেদিকে তাকাতে হল। 'স্যাম্প্‌সনের কথা এবং ওই একশ' হাজার সম্বন্ধে আমায় বল।'

'তোমার ব্যাপার আমি কেন বলতে যাব ? স্যাম্প্‌সনকে দুদিন আগে তুমি কিডন্যাপ করেছ।'

'বলে যাও।'

'তোমার ড্রাইভার কাল রাতে একশ' হাজার তুলে নিয়ে এসেছে। এটা কি যথেষ্ট নয় ?'

'পাডলার এই কাজ করেছে ?' তার মুখের নির্বিকার ভাব তখন চিরতরে ঘুচে গিয়েছে। নতুন এক চেহারা তখন তার মুখে ফুটে উঠেছে, সে মুখ নিষ্ঠুর, খুনীর মুখ।

ট্রয় এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল, মাঝখানে বন্দুক ধরে রইল।

'পাডলার।' তার গলা উঁচুতে উঠে চিরে গেল।

আমি বললাম, 'অন্য ড্রাইভারটি। এডি।'

'তুমি মিথ্যে বলছ, আর্চার।'

'বেশ। অপেক্ষা কর না, পুলিস আসুক, তারা নিজেরাই বলবে'খন। ইতিমধ্যে তারা জেনে গেছে এডি কার হয়ে কাজ করছিল।'

'এডির মাথায় অত বুদ্ধি নেই।'

'একটা পণ্ডিত লোকের আন্দাজে যথেষ্ট বুদ্ধি আছে।'

'কী বলতে চাও?'

'এডি মর্গে।'

'কে মারল? পুলিস?'

আমি ধীর গলায় বললাম, 'হয়তো তুমিই। একটা ছিঁচকের পক্ষে একশ' হাজার দেদার টাকা।'

ট্রয় গায়ে মাখল না। 'টাকাটার কী হল?'

'এডিকে গুলি করে টাকাটা নিয়ে কেউ ভেগেছে। ক্রীম-রঙা কনভার্টিবল গাড়িতে করে কেউ।'

এই তিনটে কথা ওর চোখে যেন আঘাত করল, মুহূর্তের জন্য ফাঁকা হয়ে গেল ওর দৃষ্টি। আমি ডানদিকে সরে গিয়ে বাঁ হাতের তালু দিয়ে ওর বন্দুকে থাপ্পড় মারলাম। সেটা ছিট্‌কে গিয়ে পড়ল মেঝেয় কিন্তু তার থেকে গুলি বেরুলো না, হড়কে খোলা দরজার দিকে চলে গেল।

আমার আগে পাডলার দরজার কাছে এবং বন্দুকটার সামনাসামনি এসে পড়েছিল। আমি পিছিয়ে এলাম।

'এটা কি ওকে নিতে দেব, মিঃ ট্রয়?'

ট্রয় তার আহত হাত ঝাঁকাচ্ছিল। লণ্ঠনের বৃত্তাকার আলোয় মনে হল যেন একটা সাদা মথ্ ঝাপ্‌টাচ্ছে।

ট্রয় বলল, 'এখন নয়। এখান থেকে আমাদের সরে পড়তে হবে এবং আমরা কোন কিছু প্রমাণ রেখে যেতে চাই না। একে রিংকন জেটির কাছে নিয়ে যাও। ওর গাড়িটাই নাও। যতক্ষণ না আমার কাছ থেকে খবর পাচ্ছ, ততক্ষণ ওকে আট্‌কে রাখবে। বুঝেছ?'

'বুঝেছি, মিঃ ট্রয়। আপনি কোথায় থাকছেন?'

'আমি ঠিক জানি না। বেটি কি আজ রাতে দি পিআনোয় আছে?'

'আমি যখন আসি তখন ছিল না।'

'ও থাকে কোথায়, তুমি জান?'

'না, হপ্তা কয়েক আগে সে উঠে গেছে, কোথায় যেন একটা কেবিন তাকে কেউ দিয়েছে। আমি জানি না কোথায়—'

'ও কি সেই গাড়িই চালাচ্ছে ?'

'কনভার্টিবল ? হ্যাঁ। অন্তত কাল রাতে তো তাই চালাচ্ছিল।'

ট্রয় বলল, 'বটে। আমি যথারীতি নির্বোধ এবং শঠ লোকেদের দ্বারা পরিবৃত আছি। ঝামেলার হাত থেকে কখনো এরা নিজেদের বাঁচিয়ে চলতে পারে না, পারে ? আমরাও এদের ঝামেলায় ফেলব পাডলার।'

'হ্যাঁ, স্যার।'

ট্রয় আমাকে বলল, 'চল।'

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ওরা আমাকে পাহারা দিয়ে আমার গাড়িতে নিয়ে এল। ট্রয়ের বুইক পাশেই দাঁড়ানো ছিল। ট্রাকটি নেই। ক্লদ এবং তামাটে লোকগুলো চলে গিয়েছে। তখন, রাত কালো, চাঁদ এসেছে তলার দিকে।

পাডলার পাকানো দড়ি নিয়ে এল।

ট্রয় আমাকে বলল, 'তোমার হাত পেছনে কর।'

আমি পাশেই রাখলাম, সরালাম না।

'হাত পেছনে কর।'

আমি বললাম, 'এতক্ষণ পর্যন্ত যা বলছ করে যাচ্ছি, এরপর যদি আরও চরম অবস্থার দিকে ঠেলে দাও তাহলে কিন্তু তোমার প্রতি আমার দাদ তোলার ইচ্ছে থেকে যাবে।'

'বড় লড়াকু, অ্যাঁ, বড় বড় বাত বলছ!' ট্রয় বলল। 'পাডলার ওকে ঠাণ্ডা করে দাও।'

আমি পাডলারের মুখোমুখি হতে ঘুরে দাঁড়ালাম কিন্তু তেমন তাড়াতাড়ি ঘুরতে পারলাম না। সে আমার ঘাড়ে রদ্দা মারল। ভাঙা টুকরো কাচের মতো ব্যথা যন্ত্রণা আমার শরীরে ঝনঝন করে উঠল। আবার আমার চোখের সামনে গাঢ় রাত নেমে এল। তারপর আমি এক রাস্তায়। রাস্তাটা গাড়িতে গাড়িতে ছয়লাপ প্রত্যেকটি গাড়ির আরোহীর দায় দায়িত্ব আমার। প্রত্যেকের সম্বন্ধে আমাকে রিপোর্ট লিখতে হবে, তাদের বয়স পেশা, নেশা ধর্ম ব্যাংকে কত আছে যৌনকামে কিরকম ঝোঁক, রাজনীতি, অপরাধ এবং তাদের প্রিয় খাবার দোকান-গুলির বিবরণ। আরোহীরা হরদম গাড়ি বদলাচ্ছে যেমন মিউজিক্যাল চেআর

করে সেইরকম। গাড়িগুলোর রঙ নম্বর প্রায়ই বদলে যেতে লাগল। আমার কলমের কালি ফুরিয়ে গেল। একটা নীল ট্রাক আমাকে তুলে নিল কিন্তু সেটা হয়ে গেল অন্ত্যেষ্টি কালীন কালো। স্টিয়ারিং ধরে ছিল এডি, আমি তাকেই চালাতে দিলাম। আমি একটি লোককে খুন করবার মতলব আঁটছিলাম।

মতলবটা আধা খ্যাঁচড়া থাকতে থাকতে আমার হুঁশ ফিরল। সামনের সীট আর পেছনের সীট-এর মাঝখানে তলায় আমায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। গাড়ির গতির সঙ্গে তলাটা ধকধক করে কাঁপছে এবং আমার মাথার যন্ত্রণা সময়ের সঙ্গে তাল রাখছিল। আমার হাত এবারও পেছনে বাঁধা। সামনে পাডলার-এর চওড়া পিঠ, হেডলাইটের আলোয় ক্ষীণ পার্শ্বরেখা তৈরি। আমি উঠতে পারলাম না।

হাতের দড়ি আমি আল্‌গা করলাম, টানা হ্যাঁচড়া করতে করতে আমার হাতের মুনছাল বেরিয়ে গেল। জামাকাপড় ভিজে উঠল। কিন্তু দড়ি খুলল না। তখন সেই মতলব ছেড়ে আমি আরেকটা ধরলাম।

অন্ধকার, অজানা পথ ছেড়ে আমরা পাহাড়ের রাস্তায় এলাম, সমুদ্রের পেছন পানে। লম্বা বাঁশে খাটানো তেরপলের তলায় ও গাড়ি দাঁড় করাল। এঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাবার পর আমি ঢেউয়ের শব্দ শুনলাম, বালিতে আছড়ে পড়ছে। লোকটা আমাকে কোটের কলার ধরে টেনে তুলল এবং পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিল। আমি দেখলাম আমার গাড়ির চাবি ও পকেটস্থ করল।

আমাকে বলল, 'মোটে গোলমাল করো না। আবার যদি ঠাণ্ডা খেতে না চাও।'

আমি বললাম, 'তোমার দেখছি খুব সাহস আর শক্তি। পেছন থেকে একজনকে মার আরেকজন বন্দুক ধরে থাকে।'

'থাম তুমি।' আমার মুখের সামনে ও থাবা বের করল এবং বঁড়শির মতো করে নামিয়ে আনল। তাতে ঘামের স্বাদ, ঘোড়ার জাতের।

আমি বললাম, 'একটা লোকের হাত যখন পিছমোড়া করে বাঁধা তখন মুখে থাবা চালাতে খুব সাহস ও শক্তির দরকার করে বৈ কি।'

ও বলল, 'তুমি থাম! আমি তোমায় একেবারে থামিয়ে দেব।'

'মিঃ ট্রয় পছন্দ করবে না।'

'থাম তুমি। এগিয়ে চল।' ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ও আমাকে তেরপলের তলা থেকে বের করে দিল।

তীরের শেষ প্রান্তে লম্বা জেটিতে আমি ছিলাম, জলের ওপর থেকে বড় বড়

থাম দিয়ে জেটিটা গেঁথে তোলা হয়েছে। আমার পেছন দিকে আকাশের সীমারেখায় লম্বমান তেল তোলার কপিকল কিন্তু কোনরকম আলো ছিল না। সমুদ্র ছাড়া আর কিছুর আন্দোলন ছিল না, জেটির শেষে শুধু একটি তেলের পাম্পের নাড়ি চলছিল। আমরা সেই দিকে এক এক করে গেলাম, পাডলার আমার পেছনে। পায়ের তলায় তক্তাগুলো এবড়ো-খেবড়ো, তাও সমান করে রাখা ছিল না। ফাঁকে ফোকরে কালো জল চকচক করছিল।

তীর থেকে যখন একশ' গজ এসেছি সেই সময় জেটির শেষে আমি পাম্পটাকে দেখতে পেলাম, ঘটঘট করে তার যান্ত্রিক আওয়াজ উঠছে পড়ছে। ঠিক তার পাশেই যন্ত্রপাতি রাখার একটি কুঠরি তারপর শুধু সমুদ্র।

পাডলার কুঠরির দরজার চাবি খুলল, আংটা থেকে একটি লণ্ঠন নিয়ে জ্বালাল।

'বসো গিয়ে,' বলে সে লণ্ঠনটা এক ভারি বেঞ্চির দিকে দোলাল, বেঞ্চিটা দেওয়ালের গায়ে লাগানো ছিল। বেঞ্চের একধারে ছিল একটা বাইস আর কিছু ছড়ানো যন্ত্রপাতি, কতকগুলো সাঁড়াশি নানাধরনের রেঞ্চ আর একটা জং ধরা ফাইল।

আমি একটা খালি জায়গা দেখে বসালাম। পাডলার দরজা বন্ধ করে লণ্ঠনটা একটা তেলের ড্রামের ওপর বসাল। হলদেটে দপদপ আলো আসছিল তলা থেকে। তাতে তার মুখ কষ্টেসৃষ্টে মানুষের মতো ঠেকছিল। নিয়ানডার্থাল মানুষের মতো তার নিচু ভুরু, ঝুলে পড়া চোয়াল, ভারি অসহায় চেহারা, চিন্তা করার শক্তি নেই। ও যা-যা করেছে তার জন্য ওকে দায়ী করা ঠিক নয়। ও হচ্ছে বর্বর ঘটনাচক্রে এই ইস্পাত আর কংক্রিটের জঙ্গলে এসে পড়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক ভারবাহী পশু, লড়ুয়ে যন্ত্র। কিন্তু আমি ওকে দায়ী করলাম। করতে হল। ও হাতে করে যা আমাকে তুলে দিয়েছে তা নিতে হয়েছে কিংবা ওর হাতে আবার ফিরিয়ে দেবার কোন উপায় পেতে হয়েছে।

আমি বললাম, 'তুমি খুব অসাধারণ অবস্থায় রয়েছ।'

আমার কথা সে শুনতে পেল না কিংবা শুনতে চাইল না দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, মোটা গুঁড়ির মতো আমার রাস্তা আটকে। বাইরে পাম্পের ঘটঘট ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম আর জল এসে পড়ার ছলছল শব্দ। পাডলারের বিষয়ে যা-যা জানি সেই কথা আমি ভাবতে লাগলাম।

আমি ফের বললাম, 'তুমি খুব অসাধারণ অবস্থায় রয়েছ।'

'ঠোঁটে কুলুপ আঁট।'

'আমি বলতে চাইছি তুমি ভাবখানা করছ জেলারের মতো। অথচ এর উল্টোটাই হওয়ার কথা তাই না? তুমি খাঁচায় পোরা থাকবে অন্য কেউ পাহারা দেবে।'

'আমি বলেছি তোমায় ঠোঁটে কুলুপ আঁটতে।'

'কতগুলো জেলের অন্দর মহল তুমি দেখেছ, মাথা মোটা?'

'ভগবানের দিব্যি,' লোকটা চিৎকার করে উঠল। 'আমি তোমাকে সাবধান করে দিয়েছি।' সে আমার দিকে গুঁড়ি মেরে এল।

আমি বললাম, 'হাত বাঁধা একটা লোককে হুমকি ঝাড়ায় বহুত সাহস ও শক্তির দরকার।'

ওর খোলা হাত আমার মুখে ছোবল মারল।

আমি বললাম, 'তোর মুশকিল হচ্ছে তুই একটা ভীতু নোংরা কুকুর। মার্সি যা বলেছিল। তুই মার্সিকেও ভয় পাস, তাই না পাডলার?'

সে দাঁড়িয়ে চোখ পিটপিট করতে লাগল, আমাকে আটকে। 'আমি খুন করব, শুনতে পাচ্ছ, এইভাবে যদি আমার সঙ্গে কথা বল।'

কথাগুলো অসংলগ্নভাবে বেরিয়ে এল খুব দ্রুত। মুখের কোণে থুথু জমে উঠল।

'মিঃ ট্রয় সেটা পছন্দ করবে না। মনে নেই, আমাকে না তোমায় যত্ন করে রাখতে বলেছিল? আমাকে তুমি কিছুই করতে পারবে না, পাডলার।'

'কান ছিঁড়ে নেব' সে বলল। 'আমি তোমার কান ছিঁড়ে নেব।'

'পারবি না, আমার হাত যদি খোলা থাকে। ব্যাটা ছাগল।'

'কাকে ছাগল বলছ?' সে ফের হাত তুলল।

'চতুর্থ শ্রেণীর গুণ্ডো।' আমি বললাম। 'তুই ব্যাটা তাই। ডাহা এবং পাকা। একটা লোককে বেঁধে রেখে তুই তো মারিস। এই তো তোর মুরোদ।'

পাডলার আমাকে মারল না। পকেট থেকে একটা ছুরি বের করে ফলাটা সে খুলল। তার ক্ষুদে লাল চোখ জ্বলছিল। তার গোটা মুখ তখন থুথুতে ভরে গিয়েছে।

'উঠে দাঁড়াও।' সে বলল। 'কে গুণ্ডো আমি তোমায় দেখাচ্ছি।'

আমি তার দিকে পেছন করলাম। সে আমার হাতের দড়ি কেটে দিল। ফটাশ করে ছুরি বন্ধ করল। তার দিকে আমাকে ঘোরাল এবং দ্রুত ডান হাতে আমার চোয়ালে একটি ঘুষি মারল, তাতে আমার মুখের স্বাদ চলে গেল। আমি

জানতাম ওর সঙ্গে আমি পেরে উঠব না। আমি ওর পেটে লাথি কষালাম, ও ঘরের অন্যদিকে ছিটকে পড়ল।

আবার উঠে আমার দিকে আসবার চেষ্টা করতেই বেঞ্চি থেকে আমি ফাইল তুলে নিলাম। ফাইলের মুখটা ভোঁতা কিন্তু তাতেই হবে। আমি ওকে জাপটে ধরলাম। ডান হাতে ফাইল নিয়ে আমি ওর কপাল কেটে দিলাম, রগের এধার থেকে ওধার চিরে দিলাম। ও আমার কাছ থেকে সরে গেল।

'তুমি আমার রক্তপাত করলে!' পাডলারের গলায় অবিশ্বাসের সুর।

'শীগ্‌গিরই তুমি আর কিছু দেখতে পাবে না, পাডলার।' স্যান পেড্রো ডকের এক ফিনিশীয় নাবিক আমাকে শিখিয়েছিল বল্টিক ছুরি বাজরা কী করে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের চোখ কানা করে দেয়।

'আমি তোমায় খুন করব।' সে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো আমার দিকে তেড়ে এল।

আমি মাটিতে শুয়ে পড়ে তলা থেকে ঠিক জায়গাটিতে ফাইল চালালাম। যেখানে ওর সবচেয়ে বেশি লাগবে। ও গর্জন করে থুবড়ে পড়ল। 'আমি দরজার দিকে ছুটলাম। ও আমার পেছন-পেছন এসে দরজার মুখে আমাকে ধরে ফেলল। আমরা টলমল করে এসে পড়লাম জেটিতে তারপর সেখান থেকে ধস্তাধস্তি করতে করতে অতল শূন্যতায়। পড়বার আগে আমি একবার দ্রুত দম নিয়ে নিলাম। আমরা দু'জনেই একসঙ্গে তলিয়ে গেলাম। পাডলার হিংস্রভাবে লড়ছিল কিন্তু তার ঘুষিগুলো জলের গদি হয়ে আসছিল। আমি আমার আঙুলগুলো ওর বেল্টের ভেতর আংটার মতো চালিয়ে আঁকড়ে ধরে রইলাম।

ভয়ার্ত জন্তুর মতো ও আমাকে জলে কাচতে লাগল, লাথি মারল। তারপর দেখলাম ওর দম বেরিয়ে আসছে, কালো জলের ওপরে রুপোলী ভুড়ভুড়ি কাটছিল। আমি তবু ধরেই রইলাম। আমার ফুসফুস একটুখানি বাতাসের জন্য ছটফট করছিল, আমার বুক যেন ফেটে যাচ্ছিল। আমার মাথার ভেতর সবকিছু ঢিলে হয়ে আসছিল, ক্রমে থকথকে হয়ে যাচ্ছিল। এবং পাডলার তখন আর ধস্তাধস্তি করছিল না।

সময় মতো ওঠবার জন্য ওকে আমায় ছেড়ে দিতে হল। বড় গোছের একটি নিশ্বাস নিয়ে আমি ডুব দিলাম। আমার জামাকাপড় আমাকে বিপদে ফেলছিল। পায়ে জুতো ভারি হয়ে উঠেছিল। ক্রমবর্ধমান ঠাণ্ডা জলের স্তর ভেদ করে আমি নেমে চললাম, তারপর জলের চাপে আমার কান ব্যথা করতে

লাগল। পাডলার তখন ধরা ছোঁয়ার বাইরে এবং দৃষ্টির আড়ালে। আশা ছেড়ে দেবার আগে আমি দু'বার চেষ্টা করেছিলাম। আমার গাড়ির চাবি ওর প্যাণ্টের পকেটে ছিল।

আমি যখন সাঁতরে তীরে উঠলাম আমার পা তখন আর আমাকে ধরে রাখতে পারছিল না। ফেনার স্পর্শ বাঁচাতে আমাকে গুঁড়ি মেরে আসতে হল। খানিক শারীরিক কারণে খানিক ভয়ে আমি হাঁপিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ওই কনকনে জলে আমি যা পেছনে ফেলে এসেছিলাম সেই কথা ভেবে ভয় পাচ্ছিলাম।

আমি বালিতে পড়ে রইলাম তারপর আমার হৃৎপিণ্ড ধীরে ধীরে চলতে লাগল। যখন নিজের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারলাম, তখন আকাশে আলো ফুটে উঠছে, তেলের কপিকলগুলো দিগন্তে তীক্ষ্ণ পার্শ্বরেখা রচনা করেছে। আমি তীরে উঠে সেই তেরপলের ছাউনিতে গেলাম। যেখানে আমার গাড়ি ছিল। গাড়ির আলো আমি জ্বেলে দিলাম।

যে বাঁশগুলিতে তেরপল খাটানো ছিল, তার একটাতে একটুক্রো তামার তার লটকানো ছিল। আমি সেটা ছিঁড়ে নিয়ে এসে, তাই দিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট দিলাম। প্রথম চেষ্টাতেই স্টার্ট হয়ে গেল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

আমি যখন সান্টা টেরেসায় পৌছলাম সূর্য তখন মাথার ওপরে। প্রতি পাতায়, পাথরে, ঘাসের ডগায় রোদ ঠিক্‌রে পড়ছে। গিরিখাতের রাস্তা থেকে স্যাম্প্‌সনের বাড়িটা চিনির মণ্ডে তৈরি খেলনার বাড়ির মতো লাগছিল। আরো কাছাকাছি যেতে আমি তার প্রচণ্ড নৈঃশব্দ্য টের পেলাম, যখন গাড়ি থামালাম তখন সেই প্রচণ্ড নৈঃশব্দ্য জায়গাটিকে ঘিরে ছিল। আমাকে আবার তার খুলে নিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করতে হল।

আমি দরজা ধাক্কা দিতে ফিলিকস্‌ এসে খুলল ? 'মিঃ আর্চার।'

'তাতে কোন সন্দেহ আছে ?'

'আপনার কোন দুর্ঘটনা ঘটেছিল, মিঃ আর্চার ?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। আমার ব্যাগটা স্টোররুমে এখনো আছে তো ?' তাতে আমার পরিষ্কার জামাকাপড় আছে, আর এক গোছা গাড়ির চাবি।

'হ্যাঁ, স্যার। আপনার মুখ কেটে গেছে। মিঃ আর্চার। আমি কি ডাক্তার ডাকব ?'

'চিন্তা করো না, স্নান করে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে, যদি অবশ্য হাতের কাছে খালি বাথরুম পাওয়া যায়।'

'হ্যাঁ স্যার। গ্যারেজের ওপরে আমার একটা স্নানের জায়গা আছে।'

সে ওর কোয়ার্টারের দিকে আমাকে নিয়ে চলল এবং আমার ব্যাগ নিয়ে এল। ছোট বাথরুমটিতে আমি স্নান সারলাম, দাড়ি কামালাম এবং সমুদ্রসিক্ত পোশাক পাল্টে ফেললাম। ফিলিক্স-এর ছোট্ট গোছানো ঘরে, না-পাতা বিছানায় গড়িয়ে পড়ে মামলাটিকে আমি জলাঞ্জলি না দিয়ে কেবল এইটুকু করতে পারলাম।

আমি যখন রান্নাঘরে ফিরে এলাম সে তখন ট্রে সাজাচ্ছে, তাতে প্রাতরাশের রুপোর বাসনকোশন। 'আপনি কিছু খাবেন, স্যার ?'

'সম্ভব হলে, বেকন আর ডিম।'

তার গোল মাথা সে দোলাতে লাগল। 'এটা দিয়েই আমি করছি, স্যার।'

'এ ট্রে কার জন্যেই ?'

'মিস্ স্যাম্প্সনের জন্যে, স্যার।'

'এত সকাল সকাল ?'

'উনি নিজের ঘরেই প্রাতরাশ সারবেন।'

'ওঁর শরীর ঠিক আছে তো ?'

'জানি না, স্যার। খুব কম ঘুমিয়েছেন। মাঝরাত উত্রে যাবার পর বাড়ি ফিরেছেন।'

'কোথা থেকে ?'

'তা তো জানি না, স্যার। আপনি আর মিঃ গ্রেভস যখন গেলেন, বলতে গেলে সেই সঙ্গেই উনিও বেরিয়ে যান।'

'নিজে গাড়ি চালাচ্ছিল ?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'কী গাড়ি ?'

'প্যাকার্ড কনভার্টিব্ল।'

'আচ্ছা, সেটা ক্রীম রঙের, তাই না ?'

'না, স্যার। এটা লাল। টকটকে লাল। এখান থেকে বেরুবার পর পাঁচশ' মাইলেরও বেশি উনি গাড়ি চালিয়েছেন।'

'তুমি তো দেখছি পরিবারের ওপর খুব নজর রাখ, ফিলিক্স, তাই না ?'

সে শান্তভাবে হাসল। 'কোন্ গাড়ির কী গ্যাস, তেল লাগছে, খরচ হচ্ছে, এসব তদারক করা আমার কাজ, স্যার। কারণ আমাদের তো সেরকম ড্রাইভার নেই।'

'কিন্তু তুমি তো মিস স্যাম্প্সনকে তেমন পছন্দ কর না, না ?'

'আমি তাঁর প্রতি অনুরক্ত, স্যার।' তার স্বচ্ছ কালো চোখ নিজেই নিজের মুখোশ।

'আচ্ছা ফিলিকস্ তোমার সঙ্গে কি এরা দুর্ব্যবহার করে থাকে ?'

'না, স্যার। কিন্তু আমার পরিবার সামার-এ যথেষ্ট সুপরিচিত। এটা যখন আমি করতে পারি তখন থেকে আমি আমেরিকায় এসেছি, ক্যালিফোর্নিয়া পলিটেকনিক কলেজে পড়ব বলে। মিঃ গ্রেভস্-এর যে ধারণা আমি এক সন্দেহজনক চরিত্র তার কারণ আমার গায়ের রঙটা কালো। এর আমি প্রতিবাদ করি, স্যার। মালীবাও তাদের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছে।'

'তুমি কাল রাতের কথা বলছ ?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'সেভাবে কিছু বলতে চেয়েছিল বলে আমার মনে হয় না।'

ফিলিক্স শান্তভাবে হাসল।

'মিঃ গ্রেভস কি এখানে আছেন এমন ?'

'না, স্যার। বোধহয় শেরিফের অফিসে গিয়েছেন। আমাকে যদি একটু মাফ করেন, স্যার।' সে ট্রে কাঁধে তুলল।

'তুমি নম্বর জান ? আর তোমাকে কি প্রত্যেক কথায় স্যার বলতেই হবে ?'

'না, স্যার। মৃদু বিদ্রূপের সঙ্গে সে বলল। '২৩ ৬৬৫।'

বাবুর্চির প্যানট্রি থেকে আমি নম্বরটি ডায়াল করলাম, গ্রেভসকে চাইলাম। ঘুমন্ত এক ডেপুটি তাকে ডাকল।

'গ্রেভস বলছি।' ওর গলা ঘড়ঘড়ে, ক্লান্ত।

'আমি আর্চার।'

'তুমি ছিলে কোথায়, বল তো ?'

'পরে বলব, স্যাম্প্সনের কোন খোঁজ পেলে ?'

'এখনো পাই নি তবে আমরা কিছু এগিয়েছি। এফ বি আই-এর এক বড় স্কোয়াডের সঙ্গে কাজ করছি। মৃত লোকটির হাতের ছাপের বিশদ বিবরণ আমরা ওয়াশিংটনে তার করেছি। ঘণ্টাখানেক আগে তার জবাবও মিলেছে।

এফ বি আই-এর ফাইলে তার নাম রয়েছে এবং লম্বা কিরিস্তি। পুরো নাম হল এডি ল্যাসিটার।'

'আমি তাড়াতাড়ি যাচ্ছি, খেয়ে নিয়েই, আমি থ্যাম্প্‌সনের এখানে আছি।'

'তোমার না আসাই ভাল।' ও গলা নামাল। 'কাল রাতে সট্‌কে পড়ার জন্যে শেরিফ তোমার ওপর খ্যাচ-খ্যাচ করছে। আমিই ওখানে যাচ্ছি।' ও ফোন রেখে দিল। আমি রান্নাঘরের দরজা খুললাম।

প্যান থেকে বেকনের সুন্দর আওয়াজ আসছিল। ফিলিক্‌স সেটি গরম-গরম দিল, টোস্টারে রুটি ভরল, ডিম ভেঙে তপ্ত ঘিয়ে ছাড়ল, ধোঁয়া ওড়া কফি ঢেলে আমাকে এক কাপ দিল।

রান্নাঘরের টেবিলে বসে আমি উষ্ণ কফি গলাধঃকরণ করতে লাগলুম। 'বাড়িব সব ফোনগুলিই কি একই লাইনের ?'

'না, স্যার। বাড়ির সামনের দিককার ফোনগুলো আলাদা লাইনে, চাকর-বাকরদের ফোনের সঙ্গে তার সংযোগ নেই। আপনার ডিমটা কি উল্‌টে ভেজে দেব, মিঃ আর্চার ?'

'না, যেভাবে আছে, সেইভাবেই দাও। প্যানট্রির ফোনের সঙ্গে কোন্ কোন্ ফোনের যোগ '

'পোশাক ঘর আর বাড়ির ওপরে অতিথি ঘরের সঙ্গে। মিঃ টেগার্টের কটেজ।'

মুখ ভরতি খাবার নিয়ে আমি জিগ্যেস করলাম, 'মিঃ টেগার্ট কি এখন ঘরে আছেন।'

'আমি জানি না, স্যার। মনে হচ্ছে রাতে তাঁর গাড়ির শব্দ পেয়েছি।'

'যাও ঠিক-ঠিক জেনে এস তো, যাবে ?'

'হ্যাঁ স্যার', রান্নাঘরের পেছনের দরজা দিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

মিনিটখানেক বাদে একটি গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল, গ্রেভস এসে ঢুকল। তার গতিবেগ অনেকটা নেই তবু তার চলাফেরা তখনও দ্রুত। চোখে লাল পোঁচ।

'তোমায় জাহান্নমের মতো দেখাচ্ছে লিউ।'

'সেখান থেকে এই এলাম। ল্যাসিটার সম্বন্ধে টোপগুলো এনেছ ?'

'হ্যাঁ।'

টেলি-টাইপ করা একটি প্রতিলিপি পত্র ভেতরের পকেট থেকে বের করে ও

আমার হাতে তুলে দিল। ঘন মুদ্রিত অক্ষরগুলিতে আমার চোখ লাফিয়ে চলে গেল।

১৯২৩-এর ২৯শে মার্চ নিউইয়র্কের শিশু আদালতে আনা হয়, বাবার অভিযোগ, ছেলে স্কুল পলাতক। ১৯২৩-এর ৪ঠা এপ্রিল নিউইয়র্ক ক্যাথলিক প্রোটেস্টারিতে অভিযুক্ত। ছাড়া পায় ১৯২৩-এর ৫ই আগস্ট…ব্রুকলিনের বিশেষ দায়রায় ১৯২৮-এর ৯ই জানুয়ারী সাইকেল চুরির অপরাধে অভিযুক্ত। তাতে শাস্তি মুলতবি থাকে এবং অবেক্ষাধীনে রাখা হয়। ১৯২৯-এর ১২ই নভেম্বর সেখান থেকে ছাড়া পায়…১৯৩২-এর ১৭ই মে গ্রেপ্তার হয়, চুরি করা মানি-অর্ডার তার কাছে ছিল। ইউ এস অ্যাটর্নির সুপারিশক্রমে মামলা খারিজ হয়ে যায়, উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে। ১৯৩৬ সালের ৫ই অক্টোবর গাড়িচুরির অপরাধে তিন বছরের জেল হয়…ইউ এস মাদক দ্রব্য গোষ্ঠীর লোকেরা ১৯৪৩-এর ২৩শে এপ্রিল বোন বেটি ল্যাসিটারের সঙ্গে তাকেও গ্রেপ্তার করে। এক আউন্স কোকেন বিক্রির জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হয় এবং লিভেনওয়র্থে একবছর একদিনের কারাদণ্ড হয়…জেনারেল ইলেকট্রিকের মাইনের টাকা নিয়ে যাচ্ছিল যে ট্রাক সেই ট্রাক লুঠ করার জন্য ১৯৪৪-এর ৩রা আগস্ট গ্রেপ্তার হয়। দোষ স্বীকার করে, সিং সিংয়ে ৫ থেকে ১০ বছরের কারাভোগের সাজা পায়। শর্তাধীনে ১৯৪৭-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর ছাড়া পায়। শর্ত ভঙ্গ করে ১৯৪৭-এর ডিসেম্বরে ভেগে যায়।

এই হচ্ছে এডি সম্বন্ধীয় রেকর্ডের সার কথা। লাইনের ফাঁকে ফাঁকে ওই ফুটকিগুলো বলে দিচ্ছে তার দুর্দান্ত শৈশব এবং পরিণামে ভয়ংকর মৃত্যুর কথা। এখন মনে হচ্ছে, সে যেন কোনদিনই জন্মায় নি।

ফিলিক্স আমার কাঁধের পাশ থেকে বলল, 'মিঃ টেগার্ট তাঁর কটেজে রয়েছেন স্যার।'

'উঠেছে?'

'হ্যাঁ, জামাকাপড় পরছেন।'

গ্রেভস বলল, 'ব্রেকফাস্ট কিছু হবে নাকি?'

'হ্যাঁ স্যার।'

গ্রেভস আমার দিকে ফিরে বলল, 'রিপোর্টে দরকারী কথা কিছু আছে?'

'একটা জিনিস এবং সেটাকে পরিষ্কার করা হয় নি। ল্যাসিটারের এক বোন আছে তার নাম বেটি। মাদকদ্রব্যের ব্যাপারে তাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। লস এঞ্জেলেসে একটি মেয়েমানুষ আছে, ট্রয়-এর রেস্তোরাঁয় সে

পিআনো বাজায় তারও মাদক দ্রব্য সংক্রান্ত রেকর্ড আছে। নিজের নাম বলে বেটি ফ্রেলে।'

'বেটি ফ্রেলে!' ফিলিক্স স্টোভের কাছ থেকে বলে উঠল।

গ্রেভস তাকে বিচ্ছিরিভাবে বলল, 'এটা তোমার কোন বিষয় নয়।'

আমি বললাম, 'দাঁড়াও, এক মিনিট। ফিলিক্স, বেটি ফ্রেলে-র কী ব্যাপার? তুমি তাকে চেন?'

'আমি চিনি না, কিন্তু মিঃ টেগার্টের ঘরে আমি তার রেকর্ড দেখেছি। আমি যখন ঝাড়াপোঁছা করতে যাই তখন ওই নাম্‌টা দেখেছি।'

গ্রেভস বলল, 'তুমি সত্যি বলছ?'

'কেন মিথ্যে বলব, স্যার?'

গ্রেভস উঠে দাঁড়াল। 'দেখি টেগার্টের কী বলবার আছে।'

'দাঁড়াও বার্ট দাঁড়াও, আমি ওর গায়ে হাত রাখলাম উত্তেজনায় হাত আর শক্ত টানটান 'সব কিছু পিষে ফেলতে চাইলে আমারা কোথাও পৌঁছতে পারব না। টেগার্টের কাছে যদি ওই মেয়েমানুষটার রেকর্ড থেকেও থাকে তাতে কিসসু প্রমাণ হয় না। ও যে ল্যাসিটারের বোন তাও আমরা সঠিক জানি না। আর টেগার্টের হয়তো খবর সংগ্রহ করা নেশা হতে পারে।'

ফিলিক্স বলল, 'ওঁর প্রচুর সংগ্রহ।'

গ্রেভস গোঁ ধরে রইল 'আমার মনে হয়, আমাদের গিয়ে দেখা উচিত।'

'এখন নয়। টেগার্ট হয়তো প্রচণ্ড দোষী হতে পারে। কিন্তু আমরা ওর ওপর দুরমুশ চালিয়ে স্যাম্প্‌সনকে ফিরে পাব না। টেগার্ট যখন থাকবে না, সেই পর্যন্ত অপেক্ষা কর তারপর আমি গিয়ে ওর রেকর্ড সব দেখব।'

গ্রেভসকে আমি টেনে রাখলাম। ও চোখ বুজে চোখের ওপর আঙুলের টোকা মারতে লাগল। 'এ এক অদ্ভুত জড়ানো প্যাঁচানো মামলা, এমন অদ্ভুত ব্যাপার দেখিনি বা শুনিনি' ও বলল।

'তা তো বটেই।' গ্রেভস তো মোটে আধখানা জানে। 'স্যাম্প্‌সন-এর নিখোঁজ হওয়ার খবর চাদ্দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে?'

গ্রেভস চোখ খুলল। 'কাল রাত দশটা থেকে বড় সড়কের টহলদার, এফ বি আই এবং এখান থেকে সান ডিয়েগো পর্যন্ত প্রত্যেক পুলিস বিভাগ, জেলার শেরিফকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে।'

আমি বললাম, 'তুমি বরং ফের ফোন কর। সারা রাজ্যে আরেকবার

হুঁশিয়ারী জারী করে দাও। এবার বেটি ফ্রেলের জন্যে। গোটা দক্ষিণ-পশ্চিম জুড়ে ওর তল্লাশী চালাও।'

ও বিদ্রূপের ভঙ্গীতে হাসল তার ভারী চোয়াল খুলে পড়ল।

'এটা কি দুরমুশ চালানোর মধ্যে পড়ছে না?'

'এক্ষেত্রে আমার মনে হয়, এটা দরকার। আমরা যদি বেটিকে তাড়াতাড়ি ধরতে না পারি তাহলে কেউ আমাদের আগে তাকে পাকড়াবে। ডুঈট ট্রয় বন্দুক নিয়ে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

গ্রেভস আমার দিকে অদ্ভুত চোখ করে তাকাল। 'এসব খবর তুমি কোত্থেকে পাচ্ছ, লিউ?'

'খুব কঠিনভাবে পেতে হচ্ছে। কাল ট্রয়ের সঙ্গে আমি নিজে কথা বলেছি।'

'তাহলে সে এসবের মধ্যে জড়িত আছে?'

'উপস্থিত তো আছেই। আমার মনে হয়, সে নিজে ওই একশ' হাজার বাগাবার তালে আছে। আর ও জানে, কার কাছে সেটা আছে।'

'বেটি ফ্রেলে?' গ্রেভস পকেট থেকে নোট বই বের করল।

'সেটা আমার অনুমান। কালো চুল, সবুজ চোখ, সাধারণ চেহারা, পাঁচ ফুট দুই কি তিন, পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে, সম্ভবত কোকেনখোর, রোগা কিন্তু ঠাসা, সরীসৃপের সঙ্গে যদি তুমি খেলা পছন্দ কর তাহলে তাকে দেখতে মিষ্টি বললেও বলতে পার। এডি ল্যাসিটারকে খুন করার সন্দেহে তার পাত্তা চাই।'

লিখতে লিখতে গ্রেভস চট্ করে তাকাল, 'এটা কি তোমার আরেক আন্দাজ, লিউ?'

'বলতে পার। এটা কি তুমি এখুনি চাউর করবে?'

'এখুনি যাচ্ছি।' ঘর থেকে বেরিয়ে সে বাবুর্চির প্যানট্রিতে ঢুকছিল।

'বার্ট, ও-ফোন নয়। ওটার সঙ্গে টেগার্টের ঘরের সংযোগ আছে।'

গ্রেভস দাঁড়িয়ে পড়ে আমার দিকে তাকাল, তার মুখে শোকের ছায়া।

'তুমি দেখছি মোটামুটি নিশ্চিত যে, টেগার্টই আমাদের লোক।'

'যদি সে-ই হয়, তাতে কি তোমার বুক ভেঙে যাবে?'

'আমার নয়,' বলে ও ঘুরল। 'আমি পড়বার ঘর থেকে ফোন করছি।'

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

আমি বাড়ির সামনের দিকে হলঘরে অপেক্ষা করে রইলাম। ফিলিক্স এসে আমাকে বলল, টেগার্ট রান্নাঘরে বসে প্রাতরাশ খাচ্ছে। গ্যারেজের পেছন দিয়ে সে আমাকে নিয়ে চলল, একটি পথ নিচু পাথরে ধাপে ধাপে ওপর পানে উঠেছে, পাহাড়ের পাশে পাশে। অতিথিশালার কাছাকাছি এসে ফিলিক্স আমাকে দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল।

চারদিকের গাছপালার মাঝখানে সাদা একতলা বাড়িটা, পাহাড় ঠিক তার পেছনে। দরজায় চাবি ছিল না, আমি ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। বসবার ঘর হলুদ পাইনে প্যানেল করা, তাতে আরাম কেদারা, একটি রেডিও ফোনোগ্রাফ, বড় খাবার টেবিল, টেবিলে ম্যাগাজিন আর রেকর্ডে ভরতি। পশ্চিমের প্রকাণ্ড জানলা দিয়ে বাড়ির গোটা সীমানা এবং সমুদ্র থেকে দিগন্ত পর্যন্ত সব দেখা যায়।

টেবিলের ম্যাগাজিনগুলো জাজ রেকর্ড এবং ডাউনবীট। একটার পর একটা রেকর্ড আর অ্যালবাম আমি দেখে যেতে লাগলাম—ডেকা, ব্লুবার্ড, অ্যাশ্‌ক, বারো ইঞ্চি কমোডোর আর ব্লু নোটস। আমি নাম শুনেছি, এমন বহু রেকর্ড আছে: ক্যাটস ওয়েলার, রেড নিকল্‌স, লাক্স লিউইস, মেরী লু উইলিআমস এবং আমার না-শোনাও অনেক ছিল: নাম্ব ফাম্বলিন ও ভাইপার্স ড্রাগ, নাইট লাইফ, ডেনাপাস প্যারেড। কিন্তু বেটি ফ্রেলে নেই।

ফিলিক্স-এর সঙ্গে কথা বলতে আমি যখন দরজার দিকে যাচ্ছি, তখন আগের দিনের সেই কালো চাকতিগুলোর কথা মনে পড়ল, সমুদ্রে লাফাচ্ছিল। সেগুলো দেখার কয়েক মিনিট পরেই টেগার্ট স্নানের পোশাক পরে বাড়ির ভেতর আসে।

বাড়িটা পাশ কাটিয়ে আমি তীরের দিকে চললাম। খাড়াইয়ের ধারে ধারে কাচে-ঢাকা লতানে গাছ, তার পাশ দিয়ে অনেকগুলো বাঁধানো সিঁড়ি নেমে গেছে, চুড়ো থেকে নেমে কোণাকুণি সেগুলো তীরে পৌঁছেছে। সিঁড়ির শেষে একটি স্নানাগার তাতে পর্দা-ঢাকা বারান্দা। আমি ভেতরে গেলাম। স্নানাগারের একটি খুপরিতে, পেরেকে ঝুলছিল রাবার আর প্লেট-গ্লাসের একটি ডাইভিং মুখোশ। পোশাক খুলে ভেতরের ইজের পরে মুখোশটা আমি মাথায় গলিয়ে নিলাম।

দূরের বাতাসে ঢেউগুলোকে তীরে তাড়িয়ে নিয়ে আসছিল এবং ভেঙে পড়ার আগেই তার মাথা উড়িয়ে ফেলছিল, সেগুলি পিচ্‌কিরি দিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। সকালের রোদ্দুরে আমার পিঠে ছ্যাঁকা লাগছিল, পায়ের তলায় শুকনো বালির তাত। ঢেউয়ের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে খানিকটা ভিজে বালির ওপর আমি মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঢেউগুলো নীল, ঝকঝক করছিল, তন্বীর মতো সুন্দর ভঙ্গীতে লীলায়িত হচ্ছিল কিন্তু আমার দেখে ভয় লাগল। সমুদ্র ঠাণ্ডা এবং বিপজ্জনক। তার বুকে কত মরা মানুষ।

আমি ধীরে ধীরে জল ভেঙে চললাম তারপর মুখোশটা মুখের ওপর টেনে দিলাম। তীর থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে, ফেনা ছাড়িয়ে আমি চিৎ সাঁতার দিতে লাগলাম এবং মুখ দিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নিলাম। এই দম নেওয়া ও ছাড়া, অতিরিক্ত অক্সিজেন আমার মাথাকে একটু ঝিমঝিমে করে তুলল। ঝাপ্‌সা কাচের ভেতর থেকে নীল আকাশকে মনে হল, মাথার ওপর ঘুরছে। কাচটাকে পরিষ্কার করতে আমি জলে ডুব দিলাম, বুক-সাঁতার দিয়ে তলার দিকে চললাম।

তলায় শুধু সাদা বালি, মাঝে মাঝে লম্বা লম্বা পাথরের পাঁজর। জলে নাড়াচাড়া পড়ায় বালিগুলো ঘুলিয়ে উঠল তবু সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আমি এঁকেবেঁকে প্রায় চল্লিশ ফিট গেলাম, তবু তলায় কিছুই পেলাম না, পাথরের গায়ে আটকে আছে সমুদ্রের ক'টা ছোটখাট কান। বাতাস পাবার জন্যে আমি ওপরে উঠলাম।

মুখোশটা তুলতে আমি দেখলাম চুড়ো থেকে কে একজন আমায় লক্ষ্য করছে। চট্‌ করে সে কাচে ঢাকা লতানে গাছের একদিকে লুকিয়ে পড়ল কিন্তু তার আগেই টেগার্টকে আমি চিনে ফেলেছিলাম। বড় বড় কয়েকটা নিশ্বাস নিয়ে আমি ফের ডুব দিলাম, আমি যখন আবার উঠলাম, টেগার্ট তখন অদৃশ্য হয়েছে।

তৃতীয়বার ডোবার পর আমি যা খুঁজছিলাম, তাই পেয়ে গেলাম। তলায়, বালিতে খানিকটা পোঁতা, কালো একটা চাকতি, ভাঙেনি। রেকর্ডটা আমার বুকের কাছে ধরে আমি চিৎ হয়ে পা ছুঁড়তে লাগলাম। এইভাবে সাঁতার দিয়ে আমি তীরে পৌঁছলাম। কলে গিয়ে সেটা ধুলাম, মা যেমন বাচ্চাকে যত্ন করে সেইভাবে সযত্নে শুকোলাম।

ড্রেসিংরুম থেকে যখন বেরিয়ে এলাম, টেগার্ট তখন বারান্দায়। পর্দা

খাটানো দরজার দিকে পেছন করে সে একটি ক্যানভাসের চেআরে বসেছিল। ফ্লানেলের স্ল্যাক্স আর সাদা টি-শার্টে তাকে খুব তরুণ আর তামাটে দেখাচ্ছিল। ছোট্ট মাথায় কালো চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো।

বালকের মতো সে আমাকে দেখে হাসল, সে-হাসি তার চোখকে স্পর্শ করল না। 'এই যে আর্চার। ভাল সাঁতার হল?'

'মন্দ না। জল একটু ঠাণ্ডা।'

'আপনি পুলে গেলে পারতেন। ওদিকটা বেশ উষ্ণ।'

'সমুদ্রই আমার পছন্দ। কী যে পেয়ে যাবে তুমি, কিচ্ছু বলা যায় না। আমি এটা পেয়েছি।'

আমার হাতের রেকর্ডটা ও দেখল, যেন সেই প্রথম দেখছে। 'ওটা কী?'

'একটা রেকর্ড। কেউ বোধহয় লেবেলটা চেঁছে তুলে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। কেন, তাই ভাবছি!'

টেগার্ট আমার দিকে এক পা এগিয়ে এল। ঘাসের কম্বলে তার লম্বা পা ফেলায় শব্দ হল না। 'দেখি, দেখি।'

'ধরো না। তুমি হয়তো ভেঙে ফেলবে।'

'না, ভাঙব না।'

ও নিতে হাত বাড়াল। আমি চট্ করে হাত সরিয়ে নিলাম।

ওর হাত বাতাস খাবলে ধরল।

'সরে দাঁড়াও।' আমি বললাম।

'আমাকে দিন, আর্চার।'

'তা হয় না।'

'আমি আপনার কাছ থেকে কেড়ে নেব।'

'অমন চেষ্টাও করো না', আমি বললাম। 'আমি তোমায় দু'খানা করে ফেলব।'

ও আমার দিকে দীর্ঘ দশ সেকেণ্ড তাকিয়ে রইল। তারপর আবার হাসিটা উস্কে দিল। বালকোচিত মাধুর্য বেশ ধীরে ফিরে এল।

'আমি ঠাট্টা করছিলাম। কিন্তু, তবু আমি জানতে চাইব, ওটাতে কী আছে।'

'আমিও তো তাই চাই।'

'তাহলে বাজান। ওখানে একটা পোর্টেবল প্লেয়ার রয়েছে।' আমার পেছন দিয়ে ঘুরে বারান্দার মাঝখানে টেবিলের কাছে গেল। একটা চৌকো ফাইবারের বাক্স ছিল, সেটা খুলল।

আমি বললাম, 'আমি বাজাব।'

'বেশ তো, আপনার ভয় আমি ভেঙে ফেলব।' ফের নিজের চেআরে গিয়ে বসল। পা সামনে ছড়িয়ে। প্লেয়ারটায় দম দিয়ে আমি রেকর্ড চড়ালাম। টেগার্ট প্রত্যাশা নিয়ে হাসি-হাসি মুখ করে তাকিয়ে রইল। আমি দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ করতে লাগলাম, কোন ইঙ্গিত যদি পাই, কোন ভুলচুক যদি করে বসে সেইজন্যে অপেক্ষা করে রইলাম। যা ভয় আমি করছি তার সঙ্গে এই সুদর্শন ছোকরা খাপ খায় না। আমি জানতাম কোন কিছুর মধ্যেই ও পড়ে না।

রেকর্ডটার মধ্যে আঁচড় পড়েছে এবং জান চলে গেছে। একটি একক পিআনো বাজাতে আরম্ভ করল। গোলমালে যার আধখানা ডুবে গিয়েছে। তিন চারবার একঘেয়ে কী-একটা সুর বাজল সেটা পুনরাবৃত্ত হল। তারপর অন্য এক সুর বুনে চলল, মোচড় দিয়ে দিয়ে জীবন্ত করে তুলল। প্রথম সুরটি বাড়তে বাড়তে ক্রমশ ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল। এতে যে পরিবেশ সৃষ্টি হল, সেটা খানিকটা জঙ্গলের খানিকটা যন্ত্রের। ডান হাতের তান তোলা চলল আবার ফিরে এল, কিছু একটা যেন তাড়া করেছে। কৃত্রিম এক জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দৈত্যের এক ছায়া যেন তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

টেগার্ট বলল, 'আপনার ভাল লাগছে।'

'মোটামুটি।'

রেকর্ড শেষ হল, আমি সেটা তুলে দিলাম। 'মনে হচ্ছে, এই সবে তোমার আগ্রহ। তা এ-রেকর্ড কে করেছে, তুমি জান না?'

'আমি জানি না, না। কায়দাটা লাক্স লিউইস-এর হতে পারে।'

'আমার সন্দেহ আছে। কোন মেয়ে বাজিয়েছে বলেই তো মনে হচ্ছে।'

বিস্তৃত মনোযোগ সহকারে সে ভুরু কোঁচকাল। মাথার মধ্যে তার চোখ দুটো ছোট দেখাচ্ছিল। 'কোন মেয়ে এমন বাজাতে পারে বলে জানি না।'

'আমি একজনকে জানি। ওয়াইল্ড পিআনোয় পরশু রাতে আমি একজনকে বাজাতে শুনেছি। বেটি ফ্রেলে।'

টেগার্ট বলল, 'আমি তার নাম কখনো শুনিনি।'

'কি বলছ, টেগার্ট! এটা তারই রেকর্ড।'

'তাই নাকি?'

'তোমার জানা উচিত। তুমি সমুদ্রে ফেলেছিলে। বল তো এখন, কেন ফেলেছিলে?'

'এ-প্রশ্ন ওঠে না, কারণ আমি ফেলিনি, স্বপ্নেও আমি ভাবতে পারি না, ভাল রেকর্ড আমি ফেলে দেব।'

'টেগার্ট, আমার মনে হয়, তুমি দেদার স্বপ্ন দেখ। আমার মনে হয়, তুমি একশ' হাজার ডলারের স্বপ্ন দেখছ।'

সে চেআরে একটু নড়েচড়ে বসল। তার ছড়ানো বসার ভঙ্গী চলে গিয়ে যেন খানিকটা আড়ষ্ট ভাব ফুটে উঠল, গা-ছাড়া ভাব আর রইল না। কেউ যদি এ-সময় তার ঘাড় ধরে তুলত তাহলে তার পা যেখানে ছিল সেখানেই থেকে যেত। খাড়া তার সামনে বাতাসে ঝুলে থাকত।

'আপনি কি বলতে চাইছেন, সিম্প্‌সনকে আমি কিডন্যাপ করেছি?'

'তুমি নিজে নও। আমি বলতে চাইছি তুমি বেটি ফ্রেলে আর তার ভাই এডি ল্যাসিটারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এটা করিয়েছ।'

'আমি তাদের নাম শুনি নি, দু'জনের কারুরই না।' সে খুব জোরে একবার নিশ্বাস নিল।

'শুনবে। কোর্টে তাদের একজনের সঙ্গে তোমার দেখা হবে এবং অন্যজনের কথা শুনতে পাবে।'

টেগার্ট বলল, 'দাঁড়ান একমিনিট। আপনি দেখছি টপাটপ বলে ফেলছেন। এর কারণ কি এই যে আমি রেকর্ডটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি?'

'তাহলে এটা তোমার রেকর্ড?'

'নিশ্চয়।' ওর গলা গমগমে রকমের খোলামেলা শোনাল। 'বেটি ফ্রেলে-র খানকতক রেকর্ড আমার কাছে ছিল, আমি স্বীকার করছি। কাল রাতে ফেলে দিয়েছি, যখন শুনলাম 'ওয়াইল্ড পিআনো নিয়ে পুলিসের সঙ্গে আপনি কথা বলছেন।'

'তুমি অন্যলোকের টেলিফোনেও আড়ি পাত?'

'ওটা ঘটনাচক্রে। আমার নিজের একটা ফোন করার ছিল, তখন আপনার গলা শুনতে পাই।'

'বেটি ফ্রেলেকে?'

'বলেছি তো, আমি তাকে চিনি না।'

আমি বললাম, 'আমাকে মাফ করো। আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি ওই খুনের ব্যাপারে কাল রাতে তাকে জানাচ্ছিলে।'

'খুন?'

'এডি ল্যানিটারের খুন। তোমাকে জোর করে অত অবাক হতে হবে না টেগার্ট।'

'কিন্তু এসব লোকেদের সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।'

'বেটির রেকর্ডগুলো যে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে, এটা তো খুব জানতে।'

'আমি তার কথা শুনেছিলাম, এই পর্যন্ত। এও জানতাম সে ওয়াইল্ড্ পিআনোয় বাজায়। যখন শুনলাম পুলিস ওই জায়গা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, তখন রেকর্ডগুলো ফেলে দিই। জানেনই তো এইসব পরোক্ষ প্রমাণ নিয়ে ওরা কিরকম ফৈজত করতে পারে।'

আমি বললাম, 'নিজেকে যেমন তুমি ছেলে ভুলিয়েছ, আমাকে তেমন তুমি ছেলে ভোলাবার চেষ্টা করো না। যে নির্দোষ সে কখনো রেকর্ডগুলো ফেলে দেবার কথা ভাববে না। দেশে কতলোকের তো ওই রেকর্ড আছে, নেই?'

'আমারও তো সেইটেই কথা। এর মধ্যে অভিযোগ কী আছে!'

'কিন্তু তুমি ভেবেছিলে, আছে। রেকর্ডগুলো যে তোমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ এটা ভাববার তোমার তা কারণ ছিল না। যদি তুমি সত্যি সত্যি বেটি ফ্রেলে-র সঙ্গে এতে জড়িত না থাক! তাছাড়া আমার ফোনের কথা শোনবার অনেক আগেই তুমি এগুলো সমুদ্রে ফেলে দিয়েছ—এই মামলায় বেটির নামও তখন উচ্চারিত হয় নি।'

টেগার্ট বলল, 'হয়তো তাই দিয়েছি। কিন্তু শুধু এই রেকর্ডের ভিত্তিতে আমার কাঁধে কিছু চাপাতে আপনাকে বেগ পেতে হবে।'

'আমি সে-চেষ্টা করছি না। তোমাকে জানানো হয়েছে এবং এর যা উদ্দেশ্য তা সম্পূর্ণ হয়েছে। অতএব, রেকর্ডের কথা এখন ভুলে যাও, এস আমরা আরও দরকারি কথা বলি।' বারান্দায় ওর উল্টোদিকে একটি বেতের চেআর টেনে নিয়ে আমি বসলাম।

'কী ব্যাপারে আপনি কথা বলতে চান?' তখনও নিজেকে ও পরিপূর্ণভাবে ঠিকঠাক রেখেছিল। ওর ওই থতমত খাওয়া হাসিটা স্বাভাবিক এবং কণ্ঠস্বরও সহজ। শুধু শরীরের পেশিগুলো যেন সব কিছু বলে দিচ্ছিল, ঘাড়ের কাছে গুচ্ছ হয়ে ছিল, উরুর কাছে কাঁপছিল।

আমি বললাম, 'কিডন্যাপ। খুনের ব্যাপারটা আমরা উপস্থিত ছেড়ে রাখছি। কিডন্যাপ অবশ্য এদেশে ততখানিই গুরুতর অপরাধ। এই কিডন্যাপের ব্যাপারে আমার বক্তব্যটা আমি আগে বলি তারপর তোমার বক্তব্যটা শোনা যাবে। বহুলোক তোমার কথা শোনবার জন্যে কৌতূহলী হয়ে উঠবে।'

'কি দুর্ভাগ্য! আমার কোন বক্তব্য নেই।'

'আমার আছে। গোড়া থেকে তোমাকে যদি আমার ভাল না লেগে যেত, তাহলে আরো আগেই আমি ধরে ফেলতাম। সকলের চেয়ে তোমার সুযোগই বেশি, বহু মোটিভ। স্যাম্প্সন তোমার সঙ্গে যা ব্যবহার করেছিল তাতে তোমার ক্ষোভ। তার যে অত টাকা তাতেও তোমার ক্ষোভ। তোমার নিজের কিছু ছিল না—'

টেগার্ট বলল, 'এখনও নেই।'

'ভাল বন্দোবস্তই তোমার হওয়ার কথা। একশ' হাজারের অর্ধেক পঞ্চাশ হাজার। তবে নেহাতই সাময়িক।'

ও সকৌতুকে ওর হাত ছড়াল। 'টাক কি আমার সঙ্গে আছে?'

আমি বললাম, 'তুমি অত বোকা নও। কিন্তু তবু তুমি যথেষ্ট বোকা বলতে হবে। অত্যন্ত কাঁচা কাজ করেছ, টেগার্ট। শহুরে ধুরন্ধরেরা তোমাকে ব্যবহার করেছে। একশ' হাজারের অর্ধেক তুমি বোধহয় আর দেখতে পাবে না।'

ও খুব মসৃণভাবে বলল, 'আপনি আমায় একটা গল্প বলবেন বলেছিলেন।' একে মচকানো খুব শক্ত হবে।

আমি ওকে আমার তুরুপের তাসটি দেখালাম। 'স্যাম্প্সনকে নিয়ে তুমি যখন প্লেনে করে লা-ভেগার বাইরে যাচ্ছিলে, তার আগের রাতে এডি ল্যাসিটার তোমায় ফোন করেছিল।'

'আর্চার, আপনি যে ভৌতিক ব্যাপারে তুখড় এটা আমায় বোঝাতে চেষ্টা করবেন না। আপনি বললেন, লোকটা মারা গিয়েছে।'

কিন্তু টেগার্টের মুখে এক নতুন, সাদা রেখা ফুটে উঠেছিল।

'আমি এত ভৌতিক যে, এডিকে তুমি কী বলেছিলে, তাও বলে দিতে পারি। তুমি বলেছিলে, পরের দিন তিনটে নাগাদ তোমার বিমান বুরব্যাংকে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। তুমি তাকে বলেছিলে, একটা কালো লিমুজিন ভাড়া করতে, বুরব্যাংক বিমান বন্দর থেকে তোমার ফোন না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। স্যাম্প্সন ভ্যালেরিওতে ফোন করে একটি লিমুজিন পাঠাতে বলে, তুমি সেই ফোন বাতিল করে দাও, তার বদলে এডিকে গাড়ি নিয়ে পাঠাও, ভ্যালেরিওর অপারেটর ভাবে, স্যাম্প্সন-ই বুঝি আবার ফোন করেছে। তুমি স্যাম্প্সনকে ভালই নকল করেছিলে, তাই না?'

টেগার্ট বলল, 'বলে যান। রূপকথা আমি বরাবর ভালবাসি।'

'এডি যখন ভাড়াটে গাড়ি নিয়ে বিমানবন্দরে আসে, স্যাম্প্সন স্বাভাবিক-

ভাবেই তাতে উঠে বসে। কিছু সন্দেহ করার তার কোন কারণ ছিল না। তুমি তাকে এত মদ গিলিয়েছিলে যে, ড্রাইভারের তফাত তার নজরে পড়েনি, এত মাতাল ছিল স্যাম্প্‌সন যে, গোপন জায়গায় নিয়ে যাবার পরও এডির মতো ছোটখাট একটি মানুষ তাকে সহজেই সামলাতে পারে। এডি স্যাম্প্‌সনকে কী দিয়েছিল, টেগার্ট? ক্লোরোফর্ম?'

ও বলল, 'এটা আপনার গল্প। আপনার কল্পনা কি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছে?'

'গল্পটা আমাদের দু'জনের। ওই বাতিল করা টেলিফোন-কলটা যথেষ্ট গুরুতর, টেগার্ট। সব-প্রথম তাতেই তোমাকে এই গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে। স্যাম্প্‌সন ভালেরিওতে ফোন করবে, এটা তুমি ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না। নেভাদা থেকে স্যাম্প্‌সন কখন বিমানে করে আসছে তাও আর কেউ জানবে না। আগের রাতে গোপন খবরটি আর কেউ পাচার করতে পারে না। সব ব্যবস্থা পাকা করে, সময়মতো ঠিক ঠিক সেগুলি করে যাওয়াও আর কারুর পক্ষে সম্ভব নয়।'

'বিমানবন্দরে আমি যে স্যাম্প্‌সনের সঙ্গে ছিলাম, একথা তো আমি অস্বীকার করি নি। ওই একই সময়ে শ'য়ে শ'য়ে লোক ছিল। যে কোন পুলিসের মতো আপনি পরোক্ষ প্রমাণের ওপর বড় বেশি জোর দিচ্ছেন। আর এই রেকর্ডের ব্যাপারটা পরোক্ষ প্রমাণও নয়। এটা বলতে পারেন যুক্তি-তর্কের ব্যাপার। বেটি ফ্রেলের বিরুদ্ধে আপনার কোন প্রমাণ নেই এবং আমাদের দু'জনের মধ্যে যে কোন সম্পর্ক আছে তাও আপনি প্রমাণ করতে পারেন নি। কত সব লোকের কাছে তার রেকর্ড আছে।'

টেগার্টের গলা তখনও শীতল ও স্বচ্ছ, সারল্যে উজ্জ্বল। কিন্তু সে উৎকণ্ঠিত হচ্ছিল। তার শরীর কুঁজো, টানটান হয়ে আসছিল। যেন আমি তাকে স্বল্প পরিসরে কোণঠাসা করে ফেলেছি, এবং তার মুখ ক্রমশ কুৎসিত হয়ে উঠছিল।

আমি বললাম, 'সম্পর্ক ছিল কিনা তা প্রমাণ করা কঠিন হবে না। কেউ না কেউ একসময় তোমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখে থাকবে। আর সেই রাতে তুমিই তো তাকে ডেকেছিলে, তাই না? যখন ভ্যালেরিওতে আমাকে তুমি কে ইস্টাব্রুক-এর সঙ্গে দেখ? ওয়াইল্ড পিআনোয় স্যাম্প্‌সনের খোঁজ করতে তুমি যাওনি, তাই তো? তুমি বেটি ফ্রেলে-র সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে। পাডলারের হাত থেকে আমাকে তুমি বাঁচাও কিন্তু আমাকে

তুমি কৌশলে সরিয়ে দাও। আমি ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি আমার দিকে আছ। আমি এতদূর নিঃসংশয় ছিলাম যে, নীল ট্রাকে তুমি যখন গুলি ছোঁড় তখন আমি ধরেই নিই, এটা তোমার আহাম্মকি। আসলে এডিকে তুমি হুঁশিয়ার করে দিচ্ছিলে, তাই না টেগার্ট? আমি তোমাকে খুব চালাক তুখড় ছেলে বলতাম যদি তুমি কিডন্যাপ আর খুনে তোমার হাত নোংরা করে না ফেলতে। তোমার আহাম্মকি তোমার সব চালাকি ঢেকে দিয়েছে।'

টেগার্ট বলল, 'আমাকে গালাগালি করা যদি শেষ হয়ে থাকে, তাহলে আমরা কাজের কথা বলতে পারি।'

তখনও সে ক্যানভাস চেআরে চুপচাপ বসে ছিল কিন্তু পাশ থেকে তার হাত বেরিয়ে এল। হাতে বন্দুক। '৩২ চাঁদমারি পিস্তল, আগে আমি দেখেছি, হালকা বন্দুক কিন্তু আমার পেট গুটিসুটি মেরে যাবার পক্ষে যথেষ্ট ভারি।

ও বলল, 'আপনার হাত হাঁটুর ওপর রাখুন।'

'আমি ভাবি নি, এত সহজে তুমি ধরা দেবে।'

'আমি ধরা দিই নি। শুধু আমার কাজের স্বাধীনতার গ্যারান্টি খুঁজছি।'

'আমাকে গুলি করে সে-গ্যারান্টি পাবে না। তবে অন্য কিছুর গ্যারান্টি মিলবে। গ্যাস-চেম্বারে মৃত্যু। বন্দুকটা তোমার সরাও, তাহলে আমরা কথা বলতে পারি।'

'এর মধ্যে কথা বলে নেওয়ার কিছু নেই।'

'তুমি ফের ভুল করছ। এই মামলায় আমি কী করতে আছি বলে তুমি মনে কর?'

টেগার্ট উত্তর করল না। হাতে তার বন্দুক, হিংস্র হবার জন্যে তৈরি তাই তার মুখ এখন মসৃণ, নিজেকে আলগা করে দিতে পেরেছিল সে। এ এক নতুন ধরনের মানুষের মুখ, শান্ত, ভীত নয়—কারণ মানুষের জীবনের বিশেষ কোন মূল্য তার কাছে নেই। বালকোচিত এবং খানিক নিরীহ গোছের, প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই সে মন্দ কাজ করে ফেলতে পারে। এ সেই ধরনের লোক যাকে বড় হয়ে যুদ্ধের মধ্যে পড়তে হয়েছে।

আমি বললাম, 'স্যাম্প্‌সনকে আমি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। তাকে যদি ফিরে পাই তাহলে আর কিছুই ভাববার নেই।'

'আপনি ভুল পথে চলে এসেছেন, আর্চার। কাল রাতে আপনি কী বলেছিলেন, ভুলে গেছেন? স্যাম্প্‌সনকে যারা কিডন্যাপ করেছে, তাদের যদি কিছু হয়, তাহলে স্যাম্প্‌সনেরও শেষ।'

'তোমার কিছু হয় নি—এখনও।'

'স্যাম্প্‌সনেরও কিছু হয় নি।'

'কোথায় তিনি ?'

'যেখানে তাঁকে পাওয়া যাবে না। যতক্ষণ না আমি চাইব।'

'তুমি তোমার টাকা পেয়েছ। এবার তাকে ছেড়ে দাও।'

'আমি তাই ভেবেছিলাম, আর্চার। আজই ছেড়ে দেব, ভেবেছিলাম। কিন্তু সেটা স্থগিত রাখতে হবে—অনির্দিষ্টকালের জন্যে। আমার যদি কিছু হয় তবে স্যাম্প্‌সনও চিরবিদায়।'

'আমরা কোন একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছতে পারি।'

'না,' সে বলল। 'আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি না। এখান থেকে আমাদের চলে যেতে হবে, সরে। আপনিই সব নষ্ট করে দিয়েছেন, দেখতে পাচ্ছেন না? নষ্ট করার ক্ষমতা আপনার আছে কিন্তু আমরা যে এর থেকে বেরিয়ে যেতে পারব, সে-গ্যারান্টি দেবার ক্ষমতা আপনার নেই। আপনার সঙ্গে আমার আর কিছুই বলবার বা করবার নেই, শুধু—এই।'

টেগার্ট বন্দুকের দিকে তাকাল, সেটি আমার শরীরের মাঝ-বরাবর তাক করা তারপর আবার আমার প্রতি তার দৃষ্টি ফিরে এল। যে-কোন মুহূর্তে সে গুলি চালাতে পারে, কোনরকম প্রস্তুত বা রাগ ছাড়াই, ঘোড়াটা শুধু টিপতে হবে এই যা!

'দাঁড়াও,' আমি বললাম। আমার গলা আঁট, মনে হল গায়ের চামড়া শুকিয়ে যাচ্ছে, যেন ঘাম হলে বাঁচি। আমার হাত দুটো হাঁটু আঁকড়ে ছিল।

'আমরা এটাকে অযথা বাড়িয়ে দীর্ঘ করতে চাই না।' সে দাঁড়িয়ে উঠে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

চেআরে বসে আমি এদিক থেকে ওদিক করলাম। ভাগ্য যদি খারাপ না হয়, তাহলে একটা গুলিতে আমার কিছু হবে না। প্রথম ও দ্বিতীয় গুলির মাঝামাঝি আমি ওকে ধরে ফেলতে পারব। পা সরিয়ে নিতে নিতে আমি তাড়াতাড়ি বললাম :

'তুমি যদি স্যাম্প্‌সনকে ফিরিয়ে দাও, তাহলে গ্যারান্টি দিচ্ছি, তোমাকে ধরতে আমি চেষ্টা করব না এবং কোনরকম মুখ খুলব না। অন্যদের ক্ষেত্রেও তোমাকে একটা সুযোগ নিয়ে দেখতে হবে। কিডন্যাপ হচ্ছে—যে-কোন ব্যবসায়িক উদ্যোগের মতো; তোমাকে কপাল ঠুকে সুযোগ নিয়ে দেখতে হবে।'

'তাই আমি নিচ্ছি', ও বলল 'কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে নয়।'

ওর কঠিন হাত ফাঁপা নীল আঙুলের মতো শেষে বন্দুক তুলে ধরল। আমি পাশের দিকে তাকালাম, যেদিকে আমি দরকার মতো সরে যাব, সেদিকে নয়। চেআর থেকে আমি আধখানা বেরিয়েছি, বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে গেল। আমি যখন টেগার্টের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন সে কাত হয়ে পড়ে, তার সাড়া নেই। বন্দুক তার হাত থেকে খসে পড়ে গেল।

আরেকটি বন্দুক কথা কয়ে উঠেছিল। অ্যালবার্ট গ্রেভস তখন দরজার কাছে, টেগার্টের জোড়া পিস্তল হাতে নিয়ে। পর্দার গায়ে একটা গোল গর্ত, গ্রেভস তার ভেতর দিয়ে নিজের কড়ে আঙুল চালাল।

তারপর বলল, 'খুব খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু এ করতেই হত।'

আমার মুখ দিয়ে তখন দরদর করে জল গড়াচ্ছিল।

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ

টেগার্টের বিচ্ছিন্ন শরীর গড়িয়ে পড়ছিল, আমি ধরলাম, ঘাসের কম্বলে শুইয়ে দিলাম। তার কালো চোখ খোলা এবং চকচক করছিল। আমি যে হাত দিয়ে ধরলাম তাতে চোখে কোন প্রতিক্রিয়া হল না। ডান দিকের রগে গোল গর্ত রক্তশূন্য। ছোট্ট একটি লাল জন্ম-চিহ্নের মতো একটি মৃত্যু-চিহ্ন এবং মানুষের বেশে টেগার্টের জৈব রাসায়নিক, তিরিশ ডলার মূল্যের।

গ্রেভস আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। 'মারা গেছে?'

'পড়ে মূর্ছা যায় নি। তুমি চটপট নিখুঁত কাজ করেছ।'

'হয় তুমি নয় টেগার্ট।'

'জানি,' আমি বললাম। 'কিন্তু আমি তোমাকে সোজাসুজি বলি। তুমি গুলি করে ওর হাত থেকে বন্দুকটা ফেলে দিলে পারতে কিংবা বন্দুক-ধরা হাতের কনুইটা জখম করলেই পারতে।'

'সে-ধরনের গুলি চালানোয় নিজের ওপর আমার আর তেমন ভরসা নেই। সেনাবাহিনী থেকেই আমার সে অভ্যেস চলে গেছে।' তার মুখ তিতকুটে হয়ে মুচড়ে উঠল। একটি ভুরু ওপরের দিকে ঠেলে উঠল। 'লিউ, তুমি তো আচ্ছা খুঁতখুঁতে হারামজাদা। আমি তোমার প্রাণ বাঁচালুম আর তুমি কী আমার করা উচিত ছিল, সেই ছল ধরছ।'

'ও যা-যা বলেছিল শুনেছিলে।'

'যথেষ্ট, স্যাম্পসনকে ও কিডন্যাপ করেছিল।'

'কিন্তু ও এ কাজে একলা নয়। ওর সঙ্গী সাথীরা এটা পছন্দ করবে না। স্যাম্প্‌সনের ওপর তারা দাদ তুলতে পারে।'

'স্যাম্প্‌সন তাহলে বেঁচে?'

'টেগার্টের কথা মতো, বেঁচে।'

'ওর এই অন্য লোকগুলি কারা?'

'এডি ল্যাসিটার একজন। বেটি ফ্রেলে আরেকজন। আরও থাকতে পারে। এই গুলি চালানোর ব্যাপারে পুলিসকে তুমি খবর করবে?'

'স্বাভাবিকভাবেই।'

'তাদের বলো ব্যাপারটা গোপন রাখতে।'

গ্রেভস তীব্রভাবে বলল, 'আমি এতে লজ্জিত নই, লিউ। যদিও তুমি হয়তো মনে করছ, আমার লজ্জা পাওয়া উচিত। এ-কাজ করতেই হত, এবং এ-সম্বন্ধে আইনের ব্যাপার তুমি যেমন জান, আমিও তেমনি জানি।'

'তুমি বেটি ফ্রেলের কথাটা ভাব। সেটা খুব আইনত হবে না। সে যখন শুনবে তার পার্শ্বচরের কী হাল তুমি করেছ তখন সোজা সে স্যাম্প্‌সনের কাছে যাবে এবং তার কপালে একটি গর্ত করে দেবে। তাকে বাঁচিয়ে রাখতে তার কী মাথা-ব্যথা পড়েছে? টাকা সে পেয়ে গেছে—'

গ্রেভস বলল, 'তুমি ঠিক বলেছ। কাগজ আর রেডিওতে যাতে এ-খবর না বেরোয়, সেটা আমাদের দেখতে হবে।'

'এবং বেটি স্যাম্প্‌সনের কাছে পৌঁছবার আগেই তাকে আমাদের খুঁজে পেতে হবে। কিন্তু বার্ট, তুমি নিজেও সাবধান থেকো। বেটি বেশ বিপজ্জনক। আর আমার ধারণা, সে টেগার্টের প্রতি ঝুঁকেছিল।'

গ্রেভস বলল, 'সেও ঝুঁকেছিল?' তারপর একটু থেমে: 'মিরান্দা ব্যাপারটা কী ভাবে নেবে আমি তাই ভাবছি।'

'খুব লাগবে। টেগার্টকে পছন্দ করত, করত না?'

'ওর প্রতি একেবারে পাগল ছিল। মিরান্দা রোমান্টিক ধরনের তুমি তো জান তাছাড়া অত্যন্ত ছেলেমানুষ। টেগার্টের মধ্যে এমন জিনিস ছিল, যা ও মনে মনে চাইত, যৌবন, ভালো দেখতে এবং প্রচুর সব লড়াইয়ের ফিরিস্তি। এটা তাকে খুব ধাক্কা দেবে।'

'আমি সহজে ধাক্কা খাই না', আমি বললাম, 'কিন্তু আমাকে অবাক করেছিল। ভেবেছিলাম, টেগার্ট যথেষ্ট বুঝদার ছোকরা, একটু আত্মকেন্দ্রিক কিন্তু মজবুত।'

গ্রেভস বলল, 'এ-সব ধরন তুমি জান না, আমি যতটা জানি। অন্য ছোকরাদের ক্ষেত্রে আমি একই জিনিস ঘটতে দেখেছি অবশ্য এতটা তাড়াতাড়ি রকমের নয় কিন্তু একই জিনিস। তারা হাই স্কুল থেকে গিয়ে ঢুকত সেনা-বাহিনীতে কিংবা বিমান বাহিনীতে এবং প্রচণ্ডরকমের করে-কর্মে নিত। তারা উঁচু মাইনের অফিসার হত, বিরাট ভদ্দরলোক হত, নিজেদের সম্বন্ধে মস্ত মস্ত ধারণা গজাত, সবরকমের সাফল্যে সেগুলি একদিন উড়ে যেত। যুদ্ধই ছিল তাদের নিদান, যুদ্ধ যখন ফুরোল, তারাও ফুরিয়ে গেল। তখন তাদের সাধারণ চাকরিতে ফিরে যেতে হত আর মাঝবয়সী লোকদের কাছ থেকে নির্দেশ নিতে হত। বিমানের স্টিয়ারিং কিংবা মেশিনগান না ধরে কলম পিষতে হত কিংবা যোগ করার যন্ত্র চালাতে হত। তাদের কেউ কেউ এ জিনিস বরদাস্ত করতে না পেরে কুপথে চলে যেত। তারা ভাবত, পৃথিবীটা ছিল তাদেরই ঝিনুক এবং বুঝে উঠতে পারত না, সেটা কেন তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হল। তারাও আবার সেটা ফিরে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করত। তারা মুক্ত, সুখী ও সফল হতে চাইত কিন্তু মুক্তি, সুখ বা সাফল্যের কোন-রকম বনিয়াদ তারা তৈরি করতে চাইত না। পুরনো স্মৃতি তাদের কুরে কুরে খেত।'

গ্রেভস নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল, মেঝেয় নূতন শব পড়ে আছে: চোখ তখনও খোলা, ছাদ ফুঁড়ে শূন্য আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আমি নিচু হয়ে চোখ দুটো বুজিয়ে দিলাম।

'আমরা শোকসঙ্গীত করে ফেলছি', আমি বললাম। 'এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি।'

'এক মিনিট,' রবার্ট আমার কাঁধে হাত রাখল। 'লিউ, তুমি আমার একটা উপকার কর।'

'কী উপকার?'

গ্রেভস সংশয় নিয়ে বলল: 'আমার ভয় হচ্ছে, আমি যদি এ-সম্বন্ধে মিরান্দাকে বলি, তাহলে যে-ভাবে হয়েছে সেটা ও বিশ্বাস করতে চাইবে না। আমি কী বলতে চাই, তুমি বুঝছ—ও হয়তো আমাকেই দোষী করবে।'

'তুমি চাও আমি বলি?'

'জানি এটা তোমার কোন সমস্যা নয় তবু করলে আমি কৃতজ্ঞ হব।'

আমি বললাম, 'আমি করতে পারি। তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ।'

সামনের বড় ঘরে মিসেস ক্রোমবের্গ ভ্যাকুয়াম ক্লীনার চালাচ্ছিল। আমি

ঢুকতে সে চোখ তুলে তাকাল এবং সুইচ বন্ধ করল। 'মিঃ গ্রেভস আপনাকে ঠিক পেয়েছিলেন?'

'পেয়েছিল।'

তার মুখ ধারাল হয়ে উঠল। 'কিছু গোলযোগ হয়েছে?'

'সেসব মিটে গেছে। মিরান্দা কোথায় তুমি জান?'

'মিনিট কয়েক আগে সকালের ঘরে ছিল।'

বাড়ির ভেতর দিয়ে সে আমাকে নিয়ে চলল এবং একটি রৌদ্র-স্নাত ঘরের দরজায় আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। মিরান্দা সামনের বারান্দার দিকে জানলায় দাঁড়িয়ে ছিল। হাতে তার ড্যাফোডিল, ফুলদানিতে সাজাচ্ছিল। হলুদ ফুলগুলি তার নিরানন্দ পোশাকের সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল না। কালো উলের স্যুটের পেছনে টকটকে লাল একটি বো—সারা শরীরে রঙ বলতে এই। পোশাকের তলায় তার ছোট্ট তীক্ষ্ণ বুক ক্রুদ্ধভাবে পিষ্ট হয়ে ছিল।

মিরান্দা বলল, 'সুপ্রভাত। আমি শুধু একটি ইচ্ছে প্রকাশ করছি, কোন মন্তব্য করছি না।'

'বুঝতে পারছি।' ওর চোখের তলার চামড়া ফুলে আছে এবং ঈষৎ নীল।

'কিন্তু তোমার জন্যে মোটামুটি একটি ভাল খবর আছে।'

'মোটামুটি?' ও ওর গোল থুতনি তুলে বলল। কিন্তু মুখটি বিষণ্ণ রয়েই গেল।

'তোমার বাবা যে বেঁচে আছেন, একথা ভাবার কিছু কিছু কারণ আমরা পাচ্ছি।'

'তিনি কোথায়?'

'তা জানি না।'

'তবে কী করে জানলেন, বেঁচে আছে?'

'জানি বলি নি। বলেছি মনে হচ্ছে। যারা কিডন্যাপ করেছিল, তাদের একজনের সঙ্গে কথা বলেছি।'

মিরান্দা সটান এসে আমার হাত আঁকড়ে ধরল। 'সে কী বলেছে?'

'যে তোমার বাবা বেঁচে আছেন।'

ও আমার হাত ছেড়ে দিল, নিজেই নিজের আরেকখানা হাত চেপে ধরল। আঙুলের সঙ্গে আঙুল জড়িয়ে গেল। ডাঁটি ভেঙে ড্যাফোডিলগুলো মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল। 'কিন্তু ওরা যা বলছে, সেকথায় তো আপনি নির্ভর

করতে পারেন না? ওরা তো বলতে চাইবেই যে বাবা বেঁচে আছে। ওরা কী চাইছিল? আপনাকে ফোন করেছিল?'

'আমি তাদের একজনের সঙ্গে কথা বলেছি। মুখোমুখি।'

'আপনি তাকে দেখেও ছেড়ে দিলেন?'

'আমি তাকে ছেড়ে দিইনি। সে মারা গেছে, তার নাম অ্যালান টেগার্ট।'

'কিন্তু এ অসম্ভব। আমি—' ওর তলাকার ঠোঁট আল্‌গা হয়ে গেল, এবং নিচের দাঁতের সারি দেখা গেল।

আমি বললাম, 'অসম্ভব কেন?'

'সে করতে পারে না। সে এত ভাল। আমার সঙ্গে কখনো অসৎ ব্যবহার করেনি—আমাদের সঙ্গে।'

'যতক্ষণ না এই মস্ত সুযোগটা আসে। তখন আর সব কিছুর চেয়ে টাকাই ওর কাছে বড় হয়ে দাঁড়ায়। তার জন্যে খুন করতেও প্রস্তুত ছিল।'

ওর চোখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠল। 'আপনি যে বললেন, রাল্‌ফ বেঁচে আছে?'

'টেগার্ট তোমার বাবাকে খুন করে নি। সে আমায় খুন করতে চেষ্টা করেছিল।'

'না,' মিরান্দা বলে উঠল। 'সে তেমন লোক নয়। সেই মেয়েমানুষটা ওকে এমনটা করেছে। আমি জানতাম তার সঙ্গে যদি ও যায় তো সে ওকে ধ্বংস করে ছেড়ে দেবে।'

'টেগার্ট তোমাকে তার কথা বলেছিল?'

'নিশ্চয়ই বলেছিল। আমাকে ও সব কথা বলেছিল।'

'তবু তুমি ওকে ভালবাসতে?'

'আমি কি বলেছি ওকে ভালবাসতাম?' ওর মুখ ফের আঁট হয়ে গেল এবং অন্ধকারের রেখা আঁকা হয়ে গেল।

'আমি তাই বুঝেছিলাম, তুমি ওকে ভালবাসতে।'

'ওই বোকা, অবুঝবুকে! ওকে কিছুদিনের জন্যে কাজে লাগিয়েছিলাম। ও সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে।'

'চুপ কর।' আমি ভীষণ জোরে ধমকে উঠলাম। 'তুমি আমাকে বোকা বানাতে পারবে না, নিজেকেও বানাবার চেষ্টা করো না। এতে করে নিজেকে তুমি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।'

তবু ওর হাত দুটো পরস্পরের মধ্যে নিশ্চল হয়ে রইল, দীর্ঘ দেহ স্থির।

গাছের মতো স্থির রেখায় রেখায় বঙ্কিম, অবিরাম বাতাস তাকে ধরে থাকছিল। সেই বাতাস ওকে ঠেলে আমার দিকে সরিয়ে দিল। দু পায়ে ড্যাফোডিল মাড়িয়ে এল ও, ওর মুখে আমার মুখে নিবদ্ধ হয়ে গেল। ওর শরীর আমাকে ধরে ঘিরে রইল, মুখ থেকে হাঁটু পর্যন্ত, অনেকক্ষণ তবু যথেষ্ট সময় নয়।

'ওকে মারার জন্তে আপনাকে ধন্তবাদ, আর্চার।' মিরান্দার গলা যন্ত্রণার্ত— এবং নরম শোনাল। কোন আঘাত বা ক্ষত যদি কথা বলতে পারত তার গলা সেরকম শোনায়, সেই রকম শোনাল।

আমি ওর কাঁধের কাছটা ধরে নিজেকে আল্‌গা করলাম। 'তুমি ভুল করছ। আমি তাকে মারি নি।'

'আপনি বললেন সে মারা গেছে আর আপনাকে সে খুন করতে চেয়েছিল।'

'অ্যালবার্ট গ্রেভস তাকে গুলি করেছে।'

'অ্যালবার্ট?' হাসি আর হিস্টিরিয়ার মাঝামাঝি ওর খিলখিলে হাসিটা স্ফুলিঙ্গের মতো দ্রুত যাতায়াত করতে লাগল। 'অ্যালবার্ট এই কাজ করেছে?'

'ওর গুলির তাক মারাত্মক—আমরা একসঙ্গে প্রচুর গুলি ছোঁড়া অভ্যাস করেছি।' আমি বললাম। 'ও যদি না থাকত তাহলে এখানে তুমি আমায় এখন দেখতে পেতে না।'

'এখন আমার সঙ্গে এখানে থাকা কি আপনার ভাল লাগছে?'

'আমাকে একটু অসুস্থ করে তুলছে। এগুলো তোমাকে বিদীর্ণ করছে নয়, তুমি সব কিছু গিলে ফেলতে চাইছ অথচ তোমার গলা দিয়ে নামছে না।'

ওর চোখ আমার শরীর বেয়ে নেমে এল। এক সুন্দরী মেয়ের পক্ষে যতটা সম্ভব ততটাই ও এক বাঁদরীর মতো করে হাসল।

'আমি যে আপনাকে চুমু খেলাম, তাতে কি আপনাকে অসুস্থ করে ফেলেছে?'

'তুমি বলতে পার তা ঠিক করে নি। তবে একই ঘরে পাঁচ, ছ' জন প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে থাকা খুবই গোলমেলে ব্যাপার।'

ও তার সেই বাঁদরী হাসি মুখে রেখেই বলল, 'আপনি বলতে চান, অসুস্থ করে তোলা—।'

'তুমি যদি নিজেকে না সামলাও, তুমিই অসুস্থ হয়ে পড়বে। ভাল করে ভেবে ছাখ তুমি কী চাও, খোঁজ—তারপর ভাল করে কেঁদে হাল্‌কা হও, নয়তো শেষে তুমি স্কিজো হয়ে যাবে।'

ও বলল, 'আমি বরাবরই একটু স্কিজো ধাচের। কিন্তু আমি কাদতে যাব কেন, ডাক্তারবাবু?'

'পরখ করে দেখতে, পার কিনা।'

'আপনি আমাকে সিরিয়াসলি নেন না, না আর্চার?'

'খণ্ডিত গাছে হাত দেওয়ার সাধ্য আমার নেই।'

'হে ভগবান,' মিরান্দা বলল। 'আমি অসুস্থ করে তুলি, আমি স্কিজো আমি চেলা কাঠ। কী সত্যি, আপনি আমার সম্বন্ধে ভাবেন বলুন তো?'

'জানি না। তার চেয়ে ভাল হয়, যদি তুমি আমায় বল, কাল রাতে কোথায় গিয়েছিলে?'

'কাল রাতে? কোথাও না।'

'আমি জানি, লাল প্যাকার্ড কনভার্টিব্‌লে কাল রাতে তুমি অনেক ঘুরেছ।'

'ঘুরেছি, কিন্তু কোথাও যাই নি। শুধু গাড়ি ছোটাচ্ছিলাম। মন স্থির করতে একটু একা, একা হতে চেয়েছিলাম।'

'কী ব্যাপারে?'

'এই আমি কী করব, না করব। জানেন আর্চার, আমি কী করব, স্থির করেছি?'

'না। তুমি জান?'

ও বলল, 'আমি অ্যালবার্টকে দেখতে চাই, কোথায় সে?'

'স্নানাগারে, যেখানে ঘটনাটা ঘটেছে। টেগার্টও সেখানে রয়েছে।'

'আমাকে অ্যালবার্টের কাছে নিয়ে চলুন।'

আমরা তাকে পর্দাটানা বারান্দায় দেখতে পেলাম, মৃতের কাছে উবু হয়ে বসে আছে। শেরিফ এবং ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি টেগার্টের মুখ পরীক্ষা করে দেখছিল। মুখ তখনও ঢাকা হয় নি। গ্রেভস্‌-এর কথাও তারা শুনে যাচ্ছিল। মিরান্দার জন্যে তিনজনেই উঠে দাঁড়াল।

মিরান্দাকে অ্যালবার্ট গ্রেভস-এর কাছে যাবার জন্যে টেগার্টকে ডিঙিয়ে যেতে হল। মিরান্দা তাই করল কিন্তু একপলকও নিচের দিকে তাকাল না। সেই অনাবৃত মুখের দিকে। দু' হাতে ও গ্রেভস-এর একখানা হাত নিল, নিয়ে ঠোঁটের কাছে তুলল। ও তার ডান হাতে চুমু খেল, যে-হাত দিয়ে সে গুলি ছুঁড়েছে।

মিরান্দা বলল, 'আমি তোমাকে এবার বিয়ে করব।'

অ্যালান টেগার্টকে কপালে গুলি করার যুক্তি ছিল, অ্যালবার্ট গ্রেভস সে কথা জানত কিংবা জানত না।

ষড়্‌বিংশতি পরিচ্ছেদ

আধ মিনিটের মতো কেউ কোন কথা বলল না। প্রেমিকযুগল' শবদেহের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। অন্যেরা দাঁড়িয়ে তাদের লক্ষ করতে লাগল।

গ্রেভস্ শেষে বলল, 'চল মিরান্দা, আমরা বরং এখান থেকে যাই।'

সে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির দিকে তাকাল। 'আমাদের যদি একটু মাফ কর। মিসেস স্যাম্প্‌সনকে এই ব্যাপারটা বলতে হবে।'

'যাও বার্ট, যাও।' হামফ্রিজ বলল।

তার দপ্তরের একটি লোক নোট নিতে লাগল, আরেকজন মেঝেয় শায়িত মৃতদেহের ছবি তুলতে লাগল। হামফ্রিজ তখন আমাকে প্রশ্ন করা আরম্ভ করল। তার প্রশ্নে কোন কিছুই বাদ গেল না, চটপট করে, পুঙ্খানুপুঙ্খ সে সব জিগ্যেস করতে লাগল। টেগার্ট কে আমি তাকে বললাম, কেমন করে মারা গেল, কেন তাকে মরতে হল। শেরিফ স্প্যানার শুনছিল আর ছটফট করছিল, মুখের চুরুট কামড়ে শেষ করে ফেলছিল।

হামফ্রিজ বলল, 'একটা ইনকোয়েস্ট হবে। তুমি আর বার্ট অবশ্য জড়াবে না। টেগার্টের হাতে মারাত্মক অস্ত্র ছিল এবং পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সেটা সে চালাতে চেয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত, এই গুলি করাকরিতে আমাদের অবস্থা আরও খারাপ করে দিল। কোনরকম সূত্রই বলতে গেলে পাওয়া গেল না।'

'আপনি বেটি ফ্রেলে-র কথা ভুলে যাচ্ছেন।'

'ভুলছি না। কিন্তু আমরা তাকে এখনো ধরি নি, যদি ধরতে পারিও তাহলে নিশ্চিত হওয়া যায় না যে, স্যাম্প্‌সন কোথায় আছে সে জানে। সমস্যার কোন অদল-বদল হয় নি। গতকাল যেখানে ছিলাম সেখান থেকে কিছু এগোতে পারি নি আমরা। সমস্যাটা হল, স্যাম্প্‌সনকে খুঁজে পাওয়া।

স্প্যানার বলল, 'এবং একশ' হাজার ডলার।'

হামফ্রিজ অধৈর্য হয়ে তাকাল, 'আমার মনে হয়, টাকার ব্যাপারটা পরে।'

'পরে, হ্যাঁ তা বটে। ' নগদ একশ' হাজার সব সময়ই খুব গুরুতর ব্যাপার।' ডলাকার ঠোঁট সে ইলাসটিকের মতো টানল। তার পাঁশুটে চোখ ঘুরে

আমার দিকে পড়ল। 'আর্চারের সঙ্গে তোমার কথা যদি চুকে গিয়ে থাকে তাহলে আমি ওর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

হামব্রিজ ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'নাও, আমাকে শহরে ফিরতে হবে।' মৃত-দেহটা সে সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

আমরা যখন একা হলাম শেরিফ তখন তারি শরীর নিয়ে উঠল এবং আমার মাথার কাছে দাঁড়াল।

আমি বললাম, 'তারপর? গোলমালটা কী হচ্ছে, শেরিফ?'

'হয়তো তুমি জানতে পার।' তার দুটি হাত সে বুকের ওপর ভাঁজ করল।

'আমি কী জানি আমি বলেছি।'

'হতে পারে। কাল রাতের সব কথা যা আমায় বলা উচিত ছিল, তা বলনি। সকালে তোমার বন্ধু কোলটনের কাছে আমাকে শুনতে হয়েছে। এই ল্যাসিটার লোকটিই যে লিমুজিন চালাচ্ছিল, সে-ই আমাকে বলে। পাসাডেনার এক ভাড়া গাড়ির কারখানা থেকে গাড়িটা নেওয়া হয়েছিল এবং সেটা তুমি জানতে।' হঠাৎ শেরিফ গলা তুলল যেন আমাকে থতমত খাইয়ে দিয়ে আমার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করে নেবে, এই আশা করছিল।

'মুক্তিপণের চিঠিটা যখন ছাড়া হয় তখন যে তুমি গাড়িটা দেখেছিলে এও তুমি বলনি।'

'আমি এই ধরনের একটা গাড়ি দেখি। এটা যে একই গাড়ি আমি তা জানতাম না।'

'কিন্তু তুমি সেইরকমই অনুমান করেছিলে। কোলটনকে তুমি বলেছিলে, একই গাড়ি। তুমি এই খবর একজন অফিসারকে দিয়েছ, সে কাজে লাগাতে পারে নি কারণ এ-জেলায় তার কোন এক্তিয়ার নেই। তবু তুমি আমাকে বল নি, বলেছিলে? যদি বলতে তাহলে সেই এডি লোকটাকে আমরা ধরতে পারতাম। তাহলে এই গুলি ছোঁড়াছুঁড়ির ব্যাপারটা হত না, টাকাটাও আমরা বাঁচাতে পারতাম—'

আমি বললাম, 'কিন্তু স্যাম্প্সনকে নয়।'

'তুমি তার বিচারকর্তা নও।' রাগে তার মুখে রক্ত ফেটে বেরুতে লাগল। 'নিজের হাতে তুমি সব রেখেছিলে এবং আমার কাজে বাধা সৃষ্টি করেছ। তুমি তথ্য চেপে রেখেছিলে। ল্যাসিটার গুলি খাবার পরই তুমি বেপাত্তা হয়ে যাও। তুমিই একমাত্তর সাক্ষী, অথচ তুমি বেপাত্তা। আর ঠিক সেই সময়ে একশ' হাজার ডলারও অদৃশ্য হয়ে যায়।'

'আমি এই ইঙ্গিত পছন্দ করছি না।' আমি দাঁড়িয়ে উঠলাম। শেরিফ লোকটা একান্ত ভারিক্কি চেহারার এবং আমরা দু'জনে দু'জনের চোখের দিকে তাকালাম।

'তুমি পছন্দ করছ না। আমি কী করে পছন্দ করছি বলে তুমি মনে কর? আমি বলছি না যে, টাকাটা তুমিই নিয়েছ—সেটা পরে দেখা যাবে। আমি এও বলছি না, ল্যাসিটারকে তুমিই গুলি করেছ। শুধু বলছি, তুমি করতে পারতে। তোমার বন্দুক আমি চাই, এবং আমি জানতে চাই আমার ডেপুটি যখন তোমাকে দক্ষিণে দেখতে পায়, তখন তুমি কী করছিলে? এবং আরও জানতে চাই তারপরে তুমি কী করছিলে?'

'স্যাম্প্‌সনের খোঁজ করছিলাম।'

কড়া বিদ্রূপের সঙ্গে শেরিফ বলল, 'তুমি স্যাম্প্‌সনের খোঁজ করছিলে! তোমার কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?'

'আমার কথা ধরতে হবে না। আমি আপনার হয়ে কাজ করছি না।'

পেছনে দু' হাত রেখে শেরিফ আমার দিকে ঝুঁকে এল। 'আমি যদি কুচ্ছিত হতে চাই, তাহলে এই মুহূর্তে তোমাকে সরিয়ে দিতে পারি।'

আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। 'এখনও দেখাচ্ছে না,' আমি বললাম। 'কিন্তু আপনি কুচ্ছিত।'

'কার সঙ্গে কথা বলছ তুমি জান?'

'একজন শেরিফ। একজন শেরিফ যার হাতে শক্ত, জটিল মামলা অথচ সে-সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। তাই একটি বোকা পাঁঠা খুঁজছে।'

শেরিফের মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল, রাগে মুখ শুকিয়ে বিশ্রী দেখাতে লাগল। 'এমন শিক্ষা দেব সবাই জানতে পারবে—' শেরিফ তোৎলাতে লাগল। 'লাইসেন্সের ব্যাপার এলে—'

'এ সব কথা আগেও আমি শুনেছি। তবু আজও কারবারে আমি টিকে রয়েছি। আপনাকে বলি কেন! আমার রেকর্ডে কোথাও এতটুকু দাগ নেই। আর আমাকে কেউ কোণঠাসা করতে না চাইলে, আমিও কাউকে কিছু করি না।'

'তুমি আমাকে হুমকি ঝাড়ছ!' তার ডান হাত কোমরে বন্দুকের খাপ হাতড়াতে লাগল। 'তোমাকে গ্রেপ্তার করা হল, আর্চার।'

আমি পায়ের ওপর পা তুলে বসলাম। 'শেরিফ, শান্ত হোন। বসে মাথা ঠাণ্ডা করুন। আমাদের কিছু কথা বলা দরকার।'

'একদম আদালতে গিয়ে তোমার সঙ্গে কথা হবে।'

'না,' আমি বললাম। 'এখানে। অবশ্য আপনি যদি ইমিগ্র্যান্ট ইনস্পেক্টরের কাছে নিয়ে যেতে না চান!'

'তার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?' বুদ্ধিধর বিচক্ষণ হবার চেষ্টায় সে চোখ ছোট-ছোট করল কিন্তু দেখাল ভ্যাবাচ্যাকা। 'তুমি বিদেশী নও।'

আমি বললাম, 'আমি দেশের ছেলে। এ শহরে কোন ইমিগ্র্যান্ট ইন্সপেক্টর আছে কী?'

'সান্টা টেরেসায় নেই। কাছাকাছির মধ্যে ভেনচুরার ফেডারেল অফিসে। কিন্তু কেন?'

'তার সঙ্গে আপনাদের দেদার কাজ-কারবার চলে?'

'তা ভালই চলে। বেআইনী বিদেশী পেলেই আমি তার হাতে তুলে দিই। তুমি আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করছ, আর্চার?'

আমি ফের বললাম, 'বসুন। কাল রাতে আমি যা খোঁজ করছিলাম, তা পাইনি কিন্তু অন্য জিনিস পেয়েছি। তাতে আপনাকে এবং ইন্সপেক্টরকে খুবই খুশি করবে। আমি তা আপনাকে বিনামূল্যে দান করছি। কোন শর্ত-টর্ত নেই।'

ক্যানভাস চেয়ারে শেরিফ তার শরীর নামাল। তার রাগ হঠাৎ পড়ে গিয়েছিল, তার জায়গায় কৌতূহল। 'কী সেটা? ভাল কিছু হওয়া চাই।'

আমি তাকে বন্ধ নীল ট্রাকের কথা বললাম, মন্দিরের বাদামী লোকগুলো, ট্রয়, এডি আর ক্লদের কথা বললাম। 'ট্রয় হচ্ছে দলের পাণ্ডা। এবিষয়ে আমি নিশ্চিত। অন্যেরা তার হয়ে কাজ করে। মেক্সিকোর সীমান্ত আর বেকারসফীল্ড অঞ্চল থেকে ওরা নিয়মিত এক পাতাল রেল চালায়। ক্যালেক্সিকো হচ্ছে সম্ভবত তার দক্ষিণ সীমানা।'

'হ্যাঁ,' স্প্যানার বলল। 'সীমানা পার হবার ওটা সহজ রাস্তা। মাস কতক আগে সীমান্ত রক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে ওদিকপানে একবার গিয়েছিলাম। ব্যাটারা করল কি কাঁটাতার টপকে বুকে হেঁটে এক রাস্তা দিয়ে আরেক দিকে বেরিয়ে পালাল।'

'ট্রয়ের ট্রাক এদের তুলে নেবার জন্যে তৈরি থাকে। ওই মেঘের মধ্যে মন্দিরটাকে ওরা অবৈধ আগন্তুক বসবাসকারীদের অভ্যর্থনা করার জায়গা হিসেবে কাজে লাগায়। ভগবান জানেন, ওখান দিয়ে কত লোক পার হয়েছে। কাল রাতে বারো কি তার চেয়েও বেশি লোক ছিল।'

'এখনও তারা আছে?'

'এতক্ষণে তার বেকারসফীল্ডে কিন্তু তাদের ঘেরাও করে ফেলা শক্ত কিছু হবে না। রুদকে আপনি যদি ধরতে পারেন তাহলে আমি জোর করে বলতে পারি সে মুখ খুলবে।'

স্প্যানার বলল, 'কি কাণ্ড। এক রাতে বারোজন করে ওরা যদি আমদানি করে তাহলে তো মাসে দাঁড়ায় তিনশ' ষাট। জান, চোরাগোপ্তাভাবে চালান হবার জন্যে কত করে ওরা দেয়?'

'না।'

'এক-একজন একশ' করে। এই ট্রয় তো খুব লুটছে।'

'নোংরা টাকা,' আমি বললাম। 'কতকগুলো গরীব ইণ্ডিয়ানকে পাচার করা, তাদের সঞ্চয় কেড়ে নেওয়া তারপর শরণার্থী মজুর হবার জন্যে ছেড়ে দেওয়া!'

স্প্যানার আমার দিকে একটু অদ্ভুত চোখ করে তাকাল। 'আইনও এরা ভঙ্গ করছে, সেটা ভুলে যেও না। ফৌজদারি রেকর্ড না থাকলে আমরা অবশ্য এদের অভিযুক্ত করি না। আমরা শুধু সীমান্তের কাছে ফিরিয়ে এনে ছেড়ে দিই। কিন্তু ট্রয় আর তার দলবলের ব্যাপার আলাদা। ওরা যা করছে তাতে তিরিশ বছর ঘানি টানার পক্ষে যথেষ্ট।'

আমি বললাম, 'এটা ভাল।'

'লস এঞ্জেলেসে এদের আখড়াটা কোথায় তুমি জান না, না?'

'ওয়াইল্ড পিআনো নামে ট্রয় একটা আড্ডা চালায় কিন্তু সেখানে সে দেখা দেবে না। আমি যা জানি আপনাকে বললাম।' দু'টি জিনিস ছাড়া। যে লোকটিকে আমি মেরেছি আর সেই ব্লণ্ড মেয়ে মানুষটির কথা, যে হয়তো এডির জন্যে এখনও অপেক্ষা করে আছে।

শেরিফ আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি দেখছি সব পুরিয়ে দিলে। তোমায় গ্রেপ্তার করা সম্বন্ধে যা বলেছি, পারলে ভুলে যেও। কিন্তু তুমি যা বললে এটা যদি বুজরুকি বলে প্রমাণিত হয় তাহলে কিন্তু আমি ফের মনে করব।'

আমি যে ধন্যবাদ পাব, তা আশা করি নি কিন্তু তাতে কোন দুঃখ হল না।

সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদ

গলিতে ইউক্যালিপটাস গাছগুলির তলায় আমি গাড়ি দাঁড় করালাম। ধুলোর বুকে গাড়ির চাকার দাগ তখনও স্পষ্ট। আরেকটু এগিয়ে কাঁটাতারের এক খুঁটির গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা সবুজ এ-মডেলের এক সেডান, মরচেয় রং ধরে আছে। স্টিয়ারিং গীয়ারে লটকানো রেজিস্ট্রেশন কার্ড, নামটি আমি পড়ে নিলাম: 'মিসেস মার্সেলা ফিঞ্চ।'

সাদা কটেজটির প্রতি চাঁদের আলো সদয়। দুপুরের রোদে বাড়িটিকে কুৎসিত নোংরা দেখাচ্ছিল, সমুদ্রের নীল প্রান্তরে এক ফোঁটা কলঙ্ক। চোখের সামনে কিছুই জীবন্ত ও সচল ছিল না, শুধু সমুদ্র ছাড়া আর পাহাড়ের দিকে শুকিয়ে আসা ঘাসের বুকে কিছু কিছু দুর্বল দমকা বাতাস। আমার বন্দুকের বাঁটে আমি হাত দিয়ে দেখে নিলাম। শুকনো ধুলো আমার পায়ে জড়িয়ে যেতে লাগল।

আমি টোকা দিতে দরজার খানিকটা কঁ্যাচ কঁ্যাচ করে খুলে গেল।

একটি স্ত্রীলোক নির্জীব গলায় জিগ্যেস করল, 'কে ওখানে?'

একপাশে দাঁড়িয়ে আমি অপেক্ষা করলাম যদি তার কাছে বন্দুক থাকে।

সে এবার গলা তুলল, 'কেউ এল?'

আমি ফিসফিস করে বললাম, 'এডি!' নিজের নামে এডির আর দরকার নেই, তবু এ-ভাবে বলা বড় ভয়ংকর।

'এডি?' চাপা বিস্মিত গলা শোনা গেল।

আমি অপেক্ষা করে রইলাম। সে নীরব পায়ে এগিয়ে এল। ভেতরের নিস্তেজ আলোয় আমি তার মুখ ঠাহর পাবার আগেই, সে ডান হাত দিয়ে দরজার এক প্রান্ত খপ্ করে ধরল। নখের রক্তলাল পালিশ খসে আসছে, তার তলায় নখগুলো নোংরাই। আমি তার হাত ধরলাম।

'এডি!' যে-মুখটি দরজা ছুঁয়ে খুঁজে ফিরে এল সে-মুখ রোদ্দুরে এবং প্রচণ্ড আশায় আশায় অন্ধ। তারপর সে চোখ পিটপিট করে আমাকে দেখতে পেল, আমি এডি নই।

বারো ঘণ্টায় তার দ্রুত বয়স বেড়ে গিয়েছে। চোখের কোল ফুলেছে,

মুখের চামড়ায় টান পড়েছে, চিবুকের কাছটা ঝুলে এসেছে। এডির জন্যে অপেক্ষা করতে করতে তার শরীরের অনেক কিছুই যেন বেরিয়ে গেছে। তার স্থান নিয়েছে এক ধরনের বৈদ্যুতিক উগ্রতা।

তোতাপাখির থাবার মতো তার নখ আমার হাতে বিঁধে গেল। চিলের মতো সে চেঁচিয়ে উঠল : 'নোংরা মিথ্যুক!'

এই গালাগাল আমাকে আদৃত করল কিন্তু গুলির মতো কঠিনভাবে নয়। আমি তার আরেকটি হাত ধরে জোর করে ঘরের ভেতর ফের ঢুকিয়ে দিলাম, পেছন দিকে পা চালিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। সে আমাকে হাঁটু দিয়ে মারতে চেষ্টা করল তারপর আমার গলা কামড়ে দিতে চাইল। খাটের ওপর আমি তাকে ধাক্কা মেরে ফেললাম।

'আমি তোমায় আঘাত করতে চাই না, মার্সি।'

গোল, হাঁ করা মুখ, সে আমার মুখের ওপর চিৎকার করে উঠল। চিৎকার শুকনো হেঁচকিতে পরিণত হল। একদিকে সে নিজের শরীরটাকে ছুঁড়ে ফেলে মুখ ঢাকল। কষ্টে কাতর তার দেহ তালে তালে ওঠা-নামা করতে লাগল। মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আমি তার শুকনো হেঁচকির আওয়াজ শুনতে লাগলাম।

নোংরা জানলা দিয়ে গলে, জলের দাগ-ধরা দেওয়ালে এবং দীনহীন আসবাবে প্রতিফলিত হয়ে ঘরের আলো পাঁশুটে রঙ ধারণ করেছে। খাটের পাশে এক ব্যাটারি-চালিত রেডিও, তার মাথায় এক প্যাকেট সিগারেট আর দেশলাই। একটু পরে উঠে বসে মার্সি একটা বাদামী সিগারেট ধরাল, দম ভরে টানল। তার বাধরোব হাঁ করে খোলা যেন শরীরের কিছুই আর তার এসে যায় না।

ধোঁয়ার সঙ্গে যে কণ্ঠস্বরটি বেরিয়ে এল, তাতে তাচ্ছিল্য।

'একটা পুলিসকে মজা দেবার জন্যে আমার কেঁদে হাট বসানো উচিত।'

'আমি পুলিস নই।'

'তুমি আমার নাম জান। সকাল থেকে আমি অপেক্ষা করে আছি, পুলিস কখন আসবে।' মার্সি আমার দিকে শীতল আগ্রহ নিয়ে তাকাল। 'তোমরা কত নিচে নামতে পার, এ্যাঁ? এডি যখন পেছন ফেরে নি, তখন তোমরা তাকে মেরেছ। তারপর দরজার কাছে এসে বলছ তুমি এডি। মুহূর্তের জন্যে আমি ভেবেছিলাম রেডিওর খবরটা মিথ্যে আর নয়তো তোমরা আমাকে ধোঁকা দিচ্ছ। এর চেয়েও নিচে তোমরা নামতে পার?'

'বেশি দূর নয়', আমি বললাম। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি হয়তো হাতে বন্দুক নিয়ে দরজা খুলবে।'

'আমার বন্দুক নেই। আমি কখনো বন্দুক রাখি না, এডিও রাখে না। আমার বন্দুক থাকলে কাল এডির মৃত্যুর পর তুমি আজ আর হেঁটে বেড়াতে না। তার কবরের ওপর থেকেই তোমার ওপর লাফিয়ে পড়তাম।' তার গলা ফের ভেঙে গেল।

'একটু শান্ত হও। আমার কথা শোন।'

'নিশ্চয় ; আনন্দের সঙ্গে। টিনের মতো সরু গলা সে আবার ফিরে পেল। 'এখন থেকে যত কথা তুমিই বলবে। জেলে পুরে চাবি কোথাও ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তবু আমার কাছ থেকে কিচ্ছু পাবে না।'

'মার্সি, তোমার আবোল-তাবোল কথা বন্ধ কর। আমি তোমাকে কতকগুলো কাজের কথা বলতে চাই।'

সে হেসে আমার মুখে ধোঁয়া ছেড়ে দিল। আধপোড়া সিগারেট আমি তার হাত থেকে কেড়ে নিলাম এবং মাটিতে ফেলে মাড়িয়ে দিলাম। টকটকে লাল নখর সে আমার মুখের দিকে বাড়িয়ে ধরল। আমি পিছিয়ে এলাম, সে আবার খাটে ঢুকে গেল।

'তুমিও এর মধ্যে আছ, মার্সি, এডি কী করত তুমি তা জানতে।'

'আমি সব অস্বীকার করি। তার কাজ ছিল ট্রাক চালানো। ইম্পিরিয়াল উপত্যকা থেকে সে ট্রাকে করে মটরদানা নিয়ে আসত।' মার্সি হঠাৎ উঠে দাঁড়াল এবং বাথরোবটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। 'চল আমাকে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে, যা হবার হয়ে যাক। মুখে আমি সবই অস্বীকার করব।'

'আমি হেড কোয়ার্টার্স-এর লোক নই।'

মাথার ওপর থেকে সে যখন একটা পোশাক টেনে নিতে গেল তখন তার শরীর টান-টান হয়ে উঠল ; বুক খাড়া, পেট আঁটসাঁট এবং সাদা।

মার্সি বলল, 'পছন্দ হচ্ছে ?'

হিংস্রভাবে একটা পোশাক গায়ে গলিয়ে, সে গলার বোতাম হাতড়াতে লাগল। তার কাঠি কাঠি সোনালি চুল সারা মুখে ছড়িয়ে।

'বস,' আমি বললাম। 'আমরা কোথাও যাচ্ছি না। তোমায় একটা কথা বলতে আমি এখানে এসেছি।'

'তুমি পুলিস নও ?'

'পাগলার-এর মতো তুমি এক কথা বারবার বল। শোন আমার কথা।

আমি স্থাম্প্‌সনকে চাই, তাকে খোঁজবার জন্যে আমাকে লাগানো হয়েছে, আমি প্রাইভেট গোয়েন্দা। শুধু তাকে পেলেই আমার চলবে, বুঝলে কিছু? তাকে যদি তুমি আমার হাতে তুলে দাও, তাহলে আমি তোমাকে বাঁচিয়ে দেব।'

সে বলল, 'তুমি একটা নোংরা মিথ্যুক। প্রাইভেট বা অন্য কোন পুলিসকেই আমি বিশ্বাস করি না। যাই হোক, স্থাম্প্‌সন কোথায় আমি জানি না।'

'তুমি জান না, স্থাম্প্‌সন কোথায় আছে—'

'বলেছি তো জানি না।'

'কিন্তু কে জানে, তুমি জান।'

সে আবার খাটে বসল। 'আমি কোন কিছুই জানি না। তোমাকে আগেই বলেছি।'

'এডি নিজে-নিজে এসব করত না। তার শাগরেদ ছিল।'

'সে একাই করত। যদি না ও করে থাকে, তবু তুমি কি মনে কর আমি সব ফাঁস করে দেব? এডিকে যা করা হয়েছে, তারপর পুলিসের হয়ে আমি মদত দেব?'

আমি ব্যারেল-চেআরে বসে একটি সিগারেট ধরালাম। 'তোমায় একটি মজার কথা বলি। এডিকে যখন গুলি করা হয়, আমি তখন উপস্থিত ছিলাম। দু'মাইলের মধ্যে সেখানে কোন পুলিস ছিল না, আমার কথা যদি না ধর।'

মার্সি গলা সরু করে বলল, 'তুমি তাকে মেরেছ?'

'আমি মারি নি। টাকাটা আরেকটা গাড়িতে চালান করতে এডি পাশের রাস্তায় থেমে ছিল। সে গাড়িটা ছিল, ক্রীম-রঙা কনভাটিব্‌ল। তাতে এক মহিলা ছিল। এডিকে সে-ই গুলি করে। সেই মেয়েমানুষটি এখন কোথায় থাকতে পারে?' ভিজে, বাদামী নুড়ির মতো তার চোখ চকচক করতে লাগল। জিবের লাল ডগা ওপরের ঠোঁট চাটল তারপর নেমে এসে নিচের ঠোঁট। নিজের মনেই বলল, 'যখন থেকে মেয়েছেলেটা সাদা মালের দিকে আছে—, রক্ত চোষাগুলো আমাদের সব সময় ঘেন্না করে।'

'মার্সি, কোথায় সেই মেয়েছেলেটি?'

'কার কথা বলছ, বুঝতে পারছি না।'

আমি বললাম, 'বেটি ক্রেলে।'

বহুক্ষণ নীরব থাকার পর সে একই কথা ফের বলল, 'কার কথা বলছ, বুঝতে পারছি না।'

আমি তাকে খাটেই ফেলে রেখে এলাম, গেলাম দি কর্নার-এ। পার্কিং-এ গাড়ি রেখে সামনের কাচের ওপর রোদ্দুরের ঢাকাটা ফেলে দিলাম। ও আমার মুখ চেনে কিন্তু গাড়ি চেনে না।

আধঘণ্টা হোয়াইট বীচের রাস্তায় কিছুই দেখা গেল না। তারপর দূরে ধুলোর মেঘ দেখা গেল, একটা সবুজ এ-মডেল সেডানকে পেছনে টেনে নিয়ে আসছে। গাড়িটি দক্ষিণমুখো লস এঞ্জেলেসের দিকে ঘোরবার আগে আমি একপলক একটি চড়া রঙ করা মুখ দেখতে পেলাম, ছাই-ছাই ফারের ঘূর্ণি, প্রচণ্ডভাবে বাঁকানো একটি টুপি, তাতে উজ্জ্বল নীল পালক গোঁজা। পোশাক, প্রসাধনী এবং আধঘণ্টা একা থাকা মার্সির প্রভূত উন্নতি করেছিল।

আরও দু'তিনটি গাড়ি গেল, তারপর আমি বড় সড়কে পড়লাম। এ-মডেলটি সবচেয়ে জোরে চালিয়েও গতি ছিল পঞ্চাশের নিচে, তাকে নজরে রাখা সহজ ছিল। গরম কাল, আস্তে গাড়ি চালাচ্ছিলাম, বড় রাস্তাটিও আমার ভাল করেই জানা, শুধু মুশকিল হচ্ছিল জেগে থাকা। লস এঞ্জেলেসের কাছাকাছি আসাতে এবং যানবাহন বেড়ে যাওয়ায় আমি আমাদের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনলাম।

সানসেট বুলেভার্ডের কাছে এ-মডেল বড় সড়ক ছেড়ে, একটুও না থেমে প্যাসিফিক প্যালিসেড দিয়ে ঢুকে গেল। সান্টা মোনিকা পাহাড়ের তলায় তলায় কালচে-নীল তেলের ধোঁয়া ছেড়ে গাড়িটি ঠেলেঠুলে উঠতে লাগল। বেভারলি হিল্স-এর উপান্তে এসে সেটি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

দু'পাশে ঝোপঝাড়, মাঝখানে আঁকাবাঁকা পথ, তার ভেতর দিয়ে আমি অনুসরণ করে চললাম। একটি ঝোপের পেছনে এ-মডেলটি দাঁড় করানো ছিল। সামনেই খোয়া-বিছানো গাড়ি-পথের প্রবেশ মুখ। এক মুহূর্তের জন্যে চোখে পড়ল, মার্সি লন পেরিয়ে গাঢ় ইট রঙের গাড়ি বারান্দার দিকে চলে যাচ্ছে, করবীর ঝাড়ে গাড়িবারান্দাটি আড়াল করা। মনে হল, মারাত্মক তেজে মার্সি ধাক্কা খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে।

অষ্টাবিংশতি পরিচ্ছেদ

আমি পরের গাড়িপথে রাস্তার কাঁধবরাবর আমার গাড়ি দাঁড় করালাম।

সংকেতের অপেক্ষা করতে লাগলাম, শহরতলির শান্তি ভঙ্গ হবে। শোচনীয় ভাবে সেকেণ্ডের পর সেকেণ্ড স্তূপ রচনা করল।

গাড়ির দরজা আমি খুলে রেখেছিলাম এবং এক পা রাস্তায়, সেই সময় ফোর্ডের ইঞ্জিন কেশে উঠল। পা গুটিয়ে নিয়ে স্টিয়ারিং হুইলের তলায় আমি গুটিসুটি মেরে রইলাম। ফোর্ড ইঞ্জিন গর্জন করল, গীয়ার নিল তারপর শব্দ মিলিয়ে গেল। এর স্থান নিল আরও প্রগাঢ় এক শব্দ এবং কালো বুইকটি গাড়িপথ থেকে বেরুলো। যে চালাচ্ছিল, তাকে আমি চিনি না। তার মাংসল মুখে চোখগুলো শুকনো মনাক্কার মতো থাবড়ে বসানো। সামনের আসনে মার্সি তার পাশে। সামনের জানালাগুলিতে শবাচ্ছাদনের কাপড়ের পর্দা খাটানো।

বুলেভার্ডে এসে বুইকটি সমুদ্রের দিকে ঘুরে গেল। যতখানি সম্ভব সাহসের সঙ্গে কাছাকাছি থেকে তাদের অনুসরণ করতে লাগলাম।

ব্রেন্টউড আর প্যাসিফিক প্যালিসেডের মধ্যে গাড়িটি ডান দিকে মোড় নিল, একটি খাড়া-পথ ধরল। সেটি গিয়ে পৌঁছেছে গিরিখাতের রাস্তায়। আমার মনে হচ্ছিল স্যাম্প্‌সনের মামলার বেশি দূর আর নেই।

সমাপ্তির এক সংকীর্ণ স্থানে আমরা এসে পৌঁছচ্ছি।

গিরিখাতের পশ্চিম দেওয়ালে রাস্তাটায় ছেদ পড়েছে। তলায় ধারঘেঁষে বেড়াবিহীন অপরিপূর্ণ গুল্ম। আমার বাঁ দিকে রাস্তার ওপরে ছড়ানো কতক-গুলি বাড়ি। বাড়িগুলো নতুন, স্থূল ধরনের দেখতে। উলটো দিকটা ঢালু, সেখানে ওক ঝাড়ের বন।

খাড়াইয়ে উঠবার সময় বুইকটি একবার আমার নজরে পড়ল। পরবর্তী পাহাড়ের মাথায় উঠছে। আমি গড়িয়ে নামবার জন্যে একসেলারেটার চাপলাম। সরু একটি পাথুরে সেতু পার হলাম তারপর গাড়িটার পিছু পিছু পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। বুইকটি তখন ধীরে ধীরে অন্যদিকে নেমে যাচ্ছে, অপরিচিত জায়গায় বড় গুবরে পোকার মতো। গাড়ির চাকায় চাকায় গর্ত একটি পথ ডান দিকে বেঁকেছে। গুবরে পোকাটি থেমে সেই পথ ধরল।

একটি গাছের আড়ালে আমি গাড়ি দাঁড় করালাম, তাতে আমার গাড়ি

আধখানা ঢাকা পড়েছিল। বুইকটিকে আমি ক্রমে হ্রাস পেয়ে যেতে দেখলাম। সেটি যখন, সত্যিকার গুবরের মতো হয়ে এল, তখন হলুদ দেশলাই খাপের মতো একটি বাড়ির সামনে থেমে পড়ল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল একটি দেশলাইয়ের কাঠি স্ত্রীলোক, তার কালো মাথা। দুটি পুরুষ ও দুটি নারী গাড়ি থেকে নেমে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। পাঁচ-জনেই তারা বাড়ির ভেতর ঢুকল যেন একটি পোকা কিন্তু তাদের অনেক পা।

গাড়ি রেখে আমি সেই অপরিণত গুল্মের ভেতর দিয়ে পথ করে নেমে এলাম শুকনো নদীর চড়ায়। সেটা গিরিখাতের একদম তলায়। বড় বড় পাথরের মধ্যে দিয়ে চড়াটা এঁকেবেঁকে গেছে, আমি কাছে যেতে পাথরের খাঁজ থেকে ছোট ছোট গিরগিটি বেরিয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। নদীর ধারে গাছের গুঁড়িগুলি আমাকে হলুদে বাড়িটা থেকে আড়াল করে রাখল, আমি একেবারে সরাসরি বাড়িটার পেছনে চলে এলাম। বাড়িটা কাঠের, রঙ-টঙ করা নেই, সামনের দিকটা ছোট ছোট কয়েকটা পাথরের থামের ওপর ভর করে আছে।

ভেতরে একটি মেয়ে কয়েকবার চিৎকার করে উঠল, খুব জোরে। চিৎকার আমার স্নায়ুতে হট্টগোল বাধিয়ে দিল কিন্তু আমি তার জন্যে কৃতজ্ঞ। তাতে আমার যাবতীয় আওয়াজ ঢেকে দিল। চিৎকার একটু পরে থেমে গেল। মাটির সঙ্গে আমি শুয়ে রইলাম, আমার মাথার ওপরে ঘরে হাঁটাচলার খচখচ আওয়াজ। মনে হচ্ছিল বাড়িটার তখনকার নিস্তব্ধতা যেন গুড়ি মেরে আছে এবং আরেক দফা চিৎকারের অপেক্ষায় রয়েছে। নতুন পাইন স্যাঁতসেঁতে মাটি এবং আমার নিজের টোকো ঘামের গন্ধ আমি পাচ্ছিলাম।

নরম গলায় কে একজন কথা কইতে লাগল, 'তুমি পরিস্থিতি সঠিক বুঝছ না। তোমার বোধহয় ধারণা আমাদের উদ্দেশ্য কোন বিকৃত মানসিকতা অথবা সোজাসুজি প্রতিশোধ স্পৃহা, প্রতিশোধই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হ'ত তাহলে ভাবতে পারতাম তোমার আচরণ উপযুক্তই হয়েছে।'

মিসেস ইস্টাব্রুকের গলা শোনা গেল, 'আমরা এ করে কোথাও পৌঁছচ্ছি না।'

'যদি তুমি কিছু মনে না কর, আমি আমার বক্তব্য পরিষ্কার করে বলছি। আমার বক্তব্য হ'ল, বেটি তুমি খুব খারাপ কাজ করেছ। আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে তুমি নিজে থেকে কতকগুলো কাজ করেছ, আমার কর্মচারীদের এই গোস্তাকি আমি সমর্থন করি না। তোমার অসতর্ক উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ায় পরিস্থিতি আরও শোচনীয় করে তুলেছে। পুলিস এখন তোমার, আমার, কে-র এমনকি লুইয়েরও খোঁজ করছে। তাছাড়া, আমার এক মূল্যবান সাথীকে তোমার জঘন্য

ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয়েছে। সবচেয়ে চরম কাণ্ড যা করেছ শুধু যে তুমি মৃত আত্মার প্রতি সম্মান দেখাও নি, তা নয়, ভগ্নীসুলভ স্নেহের অনুভূতি পর্যন্ত তোমার নেই। তোমার ভাই এডি ল্যাসিটারকে তুমি গুলি করে মেরেছ।'

ফে ইস্টাব্রুক বলল, 'জানি, তুমি অভিধান গুলে খেয়েছ, ট্রয়। ওই নিয়ে থাক।'

'আমি তাকে মারি নি।' আহত বেড়ালের কেঁউ কেঁউ শোনা গেল।

'তুমি মিথ্যেবাদী', মার্সি দাবড়ে উঠল।

ট্রয় গলা তুলে বলল, 'সকলে চুপ কর, যা হবার তা হয়ে গেছে, বেটি—'

মার্সি বলল, 'তুমি যদি না কর, আমিই ওকে খুন করব।'

'বোকামি করো না, মার্সি। আমি যা বলব, তুমি ঠিক তাই করবে। আমাদের ফের উঠে দাঁড়াবার সুযোগ আছে, আমাদের আদিম প্রকৃতিবশে সেটা ধ্বংস হবে, তা আমি হতে দেব না। যে কারণে আমরা আজ এখানে কেমন সুন্দরভাবে মিলিত হয়েছি, তাই না বেটি? টাকাটা কোথায় আমি অবশ্য জানি না কিন্তু সেটা আমাকে জানতেই হবে। যখন জানব, তখন তুমি আমার ক্ষমা পাবে।'

মার্সি বলল, 'ও বেঁচে থাকার যোগ্য নয়। তুমি যদি না মার আমি ওকে মারবই।'

ফে অবজ্ঞা করে হাসল। 'তোমার সে সাহস নেই, মার্সি। তা যদি থাকবে আমাদের সকলকে ডেকে না এনে নিজেই মোকাবিলা করতে পারতে।'

'তোমরা দু'জনেই থাম।' শান্ত, স্বগত সংলাপের মতো ট্রয় ফের গলা নামাল। 'মার্সিকে আমি টিট করতে পারি, তুমি জান, জান না বেটি? ইতিমধ্যে তুমি বোধহয় এ-ও জেনে গেছ যে, টিট আমি তোমাকেও করতে পারি। তার চেয়ে তুমি পরিষ্কার হও, পরিষ্কার করে কথা বল। নতুবা তোমাকে ভীষণ দুর্ভোগ পোহাতে হবে। বস্তুত, তুমি আর কোন দিন হাঁটতে পারবে না। তোমাকে আমি কথা দিতে পারি তুমি কোনদিনই তা পারবে না।'

বেটি বলল, 'আমি কিছুই বলব না।'

ট্রয় মসৃণভাবে বলে চলল, 'কিন্তু তুমি যদি সহযোগিতা করা স্থির কর, নিজের আত্মসর্বস্ব স্বার্থের কথা ভুলে যদি দলের কল্যাণের কথা ভাব তাহলে দল তার বদলে তোমায় সানন্দে সাহায্য করবে, এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত। প্রকৃতপক্ষে আজ রাতেই তোমায় আমরা দেশের বাইরে নিয়ে যাব। লুই আর আমি যে তোমার জন্যে এ কাজ করতে পারি, তা তুমি জান।'

বেটি বলল, 'তুমি করবে না। আমি তোমায় জানি ট্রয়।'

'এই মুহূর্তে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানবে, সখা। লুই, ওর আরেক পাটি জুতো খুলে ফ্যাল।'

বেটির শরীর মেঝেয় মুচড়ে উঠল। আমি তার হাঁপানি শুনতে পাচ্ছিলাম। কাঠের মেঝেয় এক পাটি জুতো ঠক্ করে খসে পড়ল। এখানেই এ-পালা সাঙ্গ করা যায় কিনা আমি মনে মনে খতিয়ে দেখলাম। কিন্তু ওরা চারজন, একটা বন্দুকের আন্দাজে বড় বেশি লোক। আর, বেটি ফ্রেলে-কে জ্যান্ত বের করে আনতে হবে।

ট্রয় বলল, 'বোধহয়, পদতল প্রতিবর্তী-ই বলে, সেটা আমরা পরীক্ষা করব।'

ফে বলে উঠল, 'এ আমার ভাল লাগছে না।'

'আমারও লাগছে না। আমার এ-সবে প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা। কিন্তু বেটি ভয়ংকর রকমের শক্ত হয়ে আছে।'

এক মুহূর্তের নীরবতা ঝিল্লীর মতো টেনে বাড়াতে বাড়াতে মনে হল এখুনি ছিঁড়ে যাবে। চিৎকার ফের আরম্ভ হল। যখন শেষ হল, তখন দেখলাম মাটিতে আমি দাঁতে দাঁত চেপে আছি।

ট্রয় বলল, 'তোমার পায়ের তলার ক্রিয়া-বিক্রিয়া চমৎকার। দুঃখের বিষয় তোমার জিব ভাল কাজ করে না।'

'আমি যদি তোমাকে দিই তুমি আমায় ছেড়ে দেবে?'

'আমি কথা দিচ্ছি।'

'তোমার কথা!' বেটি ভীষণভাবে শ্বাস ছাড়ল।

'বিশ্বাস কর আমার কথা। তোমাকে আঘাত করে আমি আনন্দ পাই না, সম্ভবত আঘাত পেয়ে তুমিও আনন্দিত হও না।'

'আমাকে উঠতে দাও, উঠে বসতে দাও তাহলে।'

'অবশ্যই, অবশ্যই।'

'বুয়েনেভিস্তা বাস স্টেশনের এক লকারে সেটা রয়েছে। চাবি আছে আমার ব্যাগে।'

বাড়িটার নজরের বাইরে এসে আমি ছুটতে আরম্ভ করলাম। আমার গাড়ির সামনে এসে যখন পৌছলাম, বুইকটা তখনও তলায় বাড়ির শেষ মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। পাহাড়ের পথে ফিরে সেই পাথরের সেতুটার কাছে এবং অন্ত রাস্তাটার মাঝামাঝি আমি গাড়ি রাখলাম। এক পা ক্লাচে এবং এক পা ব্রেকে রেখে বুইকটার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

বেশ কিছুক্ষণ পরে পাহাড়ের অন্য রাস্তায় আমি তার মোটরের গুনগুন আওয়াজ পেলাম। গীয়ার দিয়ে আমি খুব চাপাভাবে এগোলাম। পাহাড়ের মাথায় সূর্য, তাতে ক্রোমিয়াম ঝলকে উঠল। আমি মাঝপথ ধরে গিয়ে সেতুটার কাছে গাড়িটার মুখোমুখি হলাম। হর্নের আওয়াজের ওপর জোরে ব্রেক কষার শব্দ ছাপিয়ে উঠল। বড় গাড়িটা আমার বামপায়ের পাঁচ ফিট তফাতে এসে থেমে গেল। পুরো থামবার আগেই আমি সীট থেকে নেমে পড়েছিলাম।

লুই নামের সেই লোকটা স্টিয়ারিং-এর ওপর দিয়ে আমাকে ঝল্‌সে দিতে লাগল, তার থলথলে মুখ তুবড়ে গেছে, রাগে জ্বেল্লা দিচ্ছে। তার দিকের দরজাটা খুলে আমি তাকে বন্দুক দেখালাম। তার পাশ থেকে ফে ইস্টাক্রক ক্ষেপে চিৎকার করে উঠল।

আমি বললাম, 'বেরোও।'

লুই এক পা নামিয়ে আমাকে ধরতে এল। আমি পিছিয়ে গেলাম। 'খুব সাবধান। মাথার ওপর হাত তোল।'

সে হাত তুলে পথে এসে দাঁড়াল। তার হাতের এক আঙুলে পান্নার আংটি থেকে সবুজ ঝল্‌কে উঠল। ক্রীম-রঙা গ্যাবার্ডাইন স্যুটের তলায় চওড়া পাছা দুলতে লাগল।

'তুমিও ফে। এদিকে।'

ফে বেরিয়ে এল, হাই হিলে টলমল করতে করতে।

'এবার ফিরে দাঁড়াও।'

ওরা সাবধানে ঘুরে দাঁড়াল, ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে লক্ষ করতে লাগল।

বন্দুকটা আমি মুঠো করে ধরে লুইর মাথায় মাঝখানে প্রচণ্ডভাবে হাঁকড়ালাম। হাঁটু ভেঙে সে পড়ল মুখ থুবড়ে। ফে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গিয়ে তার মাথা ঢাকল। তার টুপিটা কাত হয়ে নেমে বেঢপভাবে তার চোখ ঢাকল। পথের মাঝে তার প্রলম্বিত ছায়া তার অঙ্গভঙ্গীকে তামাশা করছিল।

আমি বললাম, 'একে পেছনের সীটে ফ্যাল।'

ফে বলল, 'নোংরা, ছিঁচকে।' আরও যা-তা বলল। রুজ তার গালের হাড় থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসছিল।

'চটপট।'

'আমি একে তুলতে পারি না।'

'তুলতে হবে।' এক পা আমি তার দিকে বাড়ালাম।

পড়ে থাকা লোকটার দিকে সে বেয়াড়াভাবে ঝুঁকল। লোকটি জড়বৎ

এবং ভারি। বগলের তলায় হাত রেখে কে তাকে খানিকটা তুলে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে গাড়ির কাছে নিয়ে এল। আমি দরজা খুলে ধরলাম, তারপর দু'জনে মিলে পেছনের আসনে ছুঁড়ে ফেললাম।

দম নিতে কে উঠে দাঁড়াল, মুখে তার রক্ত গলে গড়াচ্ছে। রৌদ্রালোকিত গিরিখাতের এই প্রাকৃতিক নিস্তব্ধতার মাঝখানে আমরা যে-সব কাণ্ড-কারখানা করছিলাম, তা বড় অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। বহু উঁচু থেকে, আমাদের দু'জনকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, আমরা যেন রৌদ্রে একা, ক্ষুদ্র, আগেই খর্বীকৃত; আমাদের মনে রক্ত এবং টাকা।

'এবার চাবিটা আমাকে দাও।'

'চাবি?' কে তার ভুরুর হতবুদ্ধিভাবে বাড়াবাড়ি করে ফেলল, মুখখানা ক্যারিকেচার হয়ে উঠল। 'কী চাবি?'

'লকারের চাবি, কে। চটপট।'

'আমার কাছে কোন চাবি নেই।' কিন্তু আপনা থেকেই তার চোখ বুইকের সামনের সীট-এর দিকে জ্বলে উঠল।

সীটের ওপর কালো সুয়েডের একটা ছোট ব্যাগ পড়ে ছিল। চাবি তার ভিতরেই ছিল। আমি সেটা নিজের ব্যাগে স্থানান্তরিত করল্যম।

আমি বললাম, 'ভেতরে ঢোক। না, ড্রাইভারের জায়গায়। তুমিই চালাবে।'

আমি যা বললাম, সে তাই করল, আমি তার পেছনে গিয়ে বসলাম। পেছনের আসনের এক কোণে লুই দলা পাকিয়ে পড়ে ছিল।

তার চোখ খানিক খোলা, চোখের তারা উল্‌টে আছে, নজরের বাইরে।

মুখ ঠিক একতাল ময়দা।

কে খিটখিট করে উঠল, 'তোমার গাড়ি পেরিয়ে যাওয়া যাবে না।'

'তুমি ফিরে যাবে পেছনে পাহাড়ের রাস্তায়।'

সে উলটো গীয়ার দিয়ে জোর হ্যাঁচকাল।

'অত জোরে নয়,' আমি বললাম। 'দুর্ঘটনা হলে তুমি আর বাঁচবে না।'

সে আমাকে মুখখারাপ করল কিন্তু আস্তে চালাতে লাগল। সাবধানে পাহাড়ের দিকে গাড়ি ব্যাক করল তারপর অন্য রাস্তাটি ধরে নেমে চলল। গলিতে ঢুকবার মুখে আমি তাকে কটেজের দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে বললাম।

'আস্তে এবং সাবধানে, কে। হর্ন-এর ওপর ঝুঁকবার চেষ্টা করো না।

মেরুদণ্ডের একখানা হাড় আস্ত না থাকলে তুমিও আর আস্ত থাকবে না। আর মিথুনরাশিওয়ালাদের একদম হৃদয় নেই।'

বন্দুকের মুখ দিয়ে আমি একবার তার ঘাড়ের পেছনটা ছুঁয়ে দিলাম।

সে একটু কুঁচকে উঠল, গাড়ি লাফিয়ে একধাপ এগিয়ে গেল। লুইয়ের গায়ে আমি আমার দেহের ভার রাখলাম এবং ডান দিকের সামনের জানালার কাচ নামালাম। সরু পথটা কটেজের সামনে এক পরিষ্কার সমান রাস্তায় গিয়ে মিশেছে।

'বাঁয়ে ঘোর,' আমি বললাম। 'এবং দরজার সামনে গাড়ি দাঁড় করাও। তারপর জরুরী হর্ন বাজাও।'

কটেজের দরজা ভেতর পানে খুলছিল। টুপ করে আমি আমার মাথা নামিয়ে নিলাম। যখন ফের তুললাম, ট্রয় তখন দোরগোড়ায়, ডান হাত, আঙুলের গাঁট বাইরে বেরিয়ে আছে, দরজার বাজুতে রাখা। টিপ করে আমি গুলি ছুঁড়লাম। বিশ ফিট তফাত থেকেও আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, গুলি কী চিহ্ন করেছে, মোটা লাল পোকার মতো, ডান হাতের গোড়ার দু'টো আঙুলের মাঝখান দিয়ে সেটা নামছিল।

বাঁ হাত বন্দুক হাতড়াবার আগে এক মুহূর্তের জন্যে ট্রয় নিশ্চল হয়েছিল। আমার পক্ষে সেটুকুই যথেষ্ট, আমি ছুটে গিয়ে তার মাথায় বন্দুকের বাঁট বসালাম। দোরগোড়ায় সে বসে পড়ল, তার রুপোলী মাথা দু' হাঁটুর মাঝখানে ঝুলতে লাগল।

আমার পেছনে বুইকের ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। ফে-র দিকে আমি দৌড়ে গেলাম, গাড়ি ঘোরাবার আগেই তাকে ধরে ফেললাম এবং ঘাড় ধরে তাকে টেনে নামালাম। সে আমাকে থুথু দিতে চেষ্টা করল কিন্তু তার চিবুক লালায় ভরে গেল।

'আমরা ভেতরে যাব', আমি বললাম। 'আগে তুমি।'

প্রায় টলতে টলতে সে ঢুকল, পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল। ট্রয় দোরগোড়া থেকে গড়িয়ে গিয়েছিল, ছোট্ট গাড়ি বারান্দায় কুঁকড়ে পড়ে ছিল, স্থির নিশ্চল। আমরা তাকে ডিঙিয়ে গেলাম।

ঘরে তখনও পোড়া মাংসের গন্ধ। বেটি ফ্রেংেল মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে, মার্সি তার গলা টিপে ধরেছে, শিকারী কুকুরের মতো তাকে ভয় পাইয়ে ছাড়ছে। মার্সিকে আমি টেনে ছাড়ালাম। সে আমার ওপর ফোঁসফোঁস করে উঠল এবং মেঝেয় পা ঠুকতে লাগল, তবে সে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা

করল না। ফে-কে আমি বন্দুক দিয়ে দেখালাম কোণে দাঁড়াতে। মার্সির সঙ্গে।

বেটি ফ্রেলে উঠে বসল, বুক থেকে তার হাপরের মতো শব্দ বেরুচ্ছিল। একদিকের মুখে, চুলের তলা থেকে চোয়ালের হাড় পর্যন্ত চারটে সমান আঁচড় কাটা, রক্ত পড়ছিল। আরেকদিকের মুখ হল্‌দেটে সাদা।

আমি বললাম, 'সুন্দর শ্রী হয়েছে।'

'কে তুমি?' তার গলা কা-কা করে উঠল। চোখ নিবদ্ধ।

'তার দরকার নেই। এই লোকগুলোকে হয়তো আমায় মেরে ফেলতে হবে, তার আগে চল, এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি।'

'তাহলে খুব ভাল কাজ হবে', সে বলল। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু সামনের দিকে থুবড়ে পড়ল। 'আমি হাঁটতে পারছি না।'

আমি তাকে তুললাম। তার দেহটা হালকা এবং শুক্‌নো কাঠের মতো শক্ত। তার মাথা আমার হাতের মধ্যে আলগা হয়ে ঝুলে রইল। আমার মনে হল, আমি এক অশুভ শিশুকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছি। মার্সি এবং ফে কোণ থেকে আমাকে লক্ষ্য করছিল। মনে হল, অশুভ পাপ মেয়েদেরই বিশেষ গুণ, সেই বিষ পুরুষদের মধ্যে ব্যাধির মতো সংগোপনে সম্প্রচারিত হয়েছে।

বেটিকে বয়ে নিয়ে আমি গাড়িতে তুললাম, সামনের আসনে বসিয়ে দিলাম। পেছনের দরজা খুলে লুইকে বের করে মাটিতে ফেলে দিলাম। তার পুরু, নীল ঠোঁটে ঘাম, চাপা শ্বাস-প্রশ্বাসে ফুলে উঠছে আবার ফুস্ করে নেমে যাচ্ছে।

আমি যখন স্টিয়ারিং-এর সামনে বসলাম, বেটি সরু কা-কা গলায় বলল, 'ধন্যবাদ, আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন, যদি অবশ্য তার কোন মূল্য থাকে।'

'মূল্য বিশেষ কিছু নেই, তবে এর পাওনা আমাকে মিটিয়ে দিতে হবে। দাম হচ্ছে একশ' হাজার এবং রাল্‌ফ স্যাম্প্‌সন।'

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ব্রীজ-এর ঢুকবার মুখে রাস্তাটায় আমি গাড়ি দাঁড় করালাম এবং ইঞ্জিনের চাবিটা রাখলাম। বেটি ফ্রেলেকে পাঁজাকোলা করে তুলতে সে তার ডান হাত আমার গলায় গলিয়ে দিল। ঘাড়ের পেছনে আমি তার ছোট ছোট আঙুলের স্পর্শ পাচ্ছিলাম।

বেটি বলল, 'তোমার গায়ে খুব জোর। তুমি আর্চার, তাই না?'

ধূর্ত মুখ করে আমার দিকে তাকাল, বিড়াল জাতীয় নিরীহ ভাব করে। তার মুখের রক্তের কথা তখনো সে টের পায় নি।

'এতক্ষণে আমাকে তোমার মনে করতে পারা উচিত। আমার গা থেকে হাত নামাও। নয়তো আমি তোমাকে ফেলে দেব।'

সে চোখ নামাল। আমি যখন গাড়ি ব্যাক করতে যাচ্ছি, তখন সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল:

'ওদের কী হবে?'

'এখানে জায়গা হবে না।'

'তুমি ওদের ছেড়ে দেবে?'

'কী জন্যে ধরে রাখতে বলছ? বিকলাঙ্গ করতে?' রাস্তায় এক চওড়া-গোছের জায়গা পেলাম, সেইখানে গাড়ি ঘুরিয়ে আমরা চললাম সানসেট বুলেভার্ডের দিকে।

বেটির আঙুল আমার হাতে চিমটি কাটল। 'আমাদের ফিরে যেতে হবে।'

'তোমাকে বলেছি না আমার গায়ে হাত দেবে না। এদিকে তুমি যা করেছ সেটা ওদের মতো আমিও পছন্দ করি না।'

'কিন্তু ওদের কাছে আমার একটা জিনিস রয়ে গেছে।'

'না', আমি বললাম, 'আমার কাছেই আছে, সেটা আর তোমার জিনিস নয়।'

'চাবি?'

'চাবি।'

সীটের মধ্যে সে এমনভাবে ঢুকে গেল যেন হাড়পাঁজরা তার গলে গেছে।

বিমর্ষভাবে বলল, 'ওদের তুমি ছেড়ে দিতে পার না। বিশেষ করে আমাকে যা করেছে তারপর। ট্রয়কে যদি তুমি ভেগে যেতে দাও, তাহলে আজই সে তোমার ওপর শোধ নেবে।'

'আমি তা মনে করি না,' আমি বললাম। 'ওদের কথা ভুলে এখন নিজের চিন্তা কর তো।'

'চিন্তা করার মতো ভবিষ্যৎ আমার আর নেই। আছে?'

'আগে স্থাম্প্‌সনকে আমি দেখতে চাই, তারপর ভাবব।'

'তার কাছে তোমাকে আমি নিয়ে যাব।'

'সাফ কথা?'

'সাফ জিনিস, আর্চার। কিন্তু তুমি আমাকে রেহাই দেবে না। তুমি টাকা নেবে না, নেবে?'

'তোমার কাছ থেকে নয়।'

সে খুব বিশ্রীভাবে বলে উঠল, 'কেন নেবে? আমার একশ' হাজারটা তোমার কাছে আছে।'

'আমি স্থাম্প্‌সনের হয়ে কাজ করছি। তারা সেটা ফেরত পাবে।'

'তাদের টাকার দরকার নেই। তুমি কেন বোকা হবে, আর্চার। এর মধ্যে আমার সঙ্গে আরেকজন আছে। এডির সঙ্গে এই আরেকজনের কোন সম্পর্ক নেই। টাকাটা তুমি কেন রাখ না, রেখে এই আরেকজনের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নাও।'

'কে সে?'

'সে পুরুষমানুষ একথা আমি বলি নি।' বেটির গলা মার্সির আঙুলের চাপ থেকে উদ্ধার পেল, সেটাকে সে বালিকাসুলভ পরদায় সেধে নিল।

'তুমি অন্য কোন মেয়েমানুষের সঙ্গে কাজই করতে পার না। লোকটা কে?'

ও জানে না, টেগার্ট মারা গেছে, সেকথা ওকে বলার এটা সময়ও নয়।

'ভুলে যাও। একবার ভেবেছিলাম তোমাকে বোধহয় বিশ্বাস করতে পারি। আমি কোমল হয়ে পড়ছি।'

'হয়তো হচ্ছ। স্থাম্প্‌সন কোথায় আছে তা কিন্তু বল নি। আমাকে বলতে যত সময় তুমি নেবে তত তোমার জন্যে কিছু করতে আমার ইচ্ছে হবে না।'

'বুয়েনাভিস্তার প্রায় দশ মাইল উত্তরে একটা বীচে আছে। একসময় বীচ ক্লাবের সেটা ড্রেসিংরুম ছিল; যুদ্ধের সময় সেটা গুটিয়ে গেছে।'

'এবং স্থাম্প্‌সন বেঁচে আছে?'

'কাল পর্যন্ত ছিল। প্রথম দিকে একটু অসুস্থ হয়ে পড়ে, ক্লোরোফর্মের জন্যে কিন্তু এখন ঠিক আছে।'

'গতকাল ছিল, বলতে চাইছ। তাকে কি বাঁধাছাঁদা করা আছে?'

'আমি তাকে দেখি নি। এডিই জানত।'

'সেখানে ফেলে না খাইয়ে বোধহয় মেরে ফেলছ!'

'আমি সেখানে যেতে পারি না। স্যাম্প্‌সন আমার মুখ চেনে। এডিকেই সে যা চিনত না।'

'এবং এডি ভগবানের কৃপায় মারা গেছে।'

'না, আমিই তাকে মেরেছি।' প্রায় আত্মতৃপ্তভাবেই সে বলল। 'তুমি কোনদিনই অবশ্য প্রমাণ করতে পারবে না। এডিকে যখন আমি গুলি করি তখন স্যাম্প্‌সনের কথা ভাবি নি।'

'টাকার কথা ভাবছিলে, তাই না? তিন ভাগ হিস্যার বদলে দু'ভাগ!'

'স্বীকাব করছি, খানিকটা তাই বটে, কিন্তু খানিকটা। ছোটবেলা থেকে এডি সব সময় আমার পেছনে লাগত। শেষে যখন নিজের পায়ে দাঁড়ালাম এবং নানা জায়গায় চরে বেড়াচ্ছি, তখন সে আমাকে ফাটকে পুরিয়ে দেয়। মাদক ব্যবহার করতাম আমি, কিন্তু ও বিক্রি করত। ফেডারেল পুলিসের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সে আমার ঘাড়ে সব চাপিয়ে দিয়ে নিজে কম সাজায় ছাড়া পেয়ে গেল। আমি যে এ-ঘটনা জানি, এটা সে জানত না। কিন্তু তখন থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করি যে, ওকে আমি দেখে নেব। সুযোগ পেলাম যখন সে খুব উড়ছে। বোধহয় অবাক হয় নি। মার্সিকে বলেছিল, যদি কিছু গোলমাল হয়, আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে।'

আমি বললাম, 'সর্বদা তা-ই হয়। কিডন্যাপ শেষ পর্যন্ত খাটে না। বিশেষ করে, কিডন্যাপ যারা করে তারা যখন নিজেরা খুনোখুনি আরম্ভ করে দেয়।'

বুলেভার্ডে পৌঁছে প্রথম যে পেট্রল পাম্প পেলাম সেখানেই আমি গাড়ি থামালাম। গাড়ির চাবি যে আমি খুলে নিলাম, বেটি সেটা দেখল।

'কী করতে চাইছ?'

'স্যাম্প্‌সনের সাহায্যের জন্যে ফোন করছি। হয়তো সে মারা যাচ্ছে, আমাদের যেতে যেতে আরও দেড়ঘণ্টা সময় লাগবে। জায়গাটার কোন নাম আছে?'

'সানল্যাণ্ড বীচ ক্লাব তো আগে বলত। লম্বা, সবুজ বাড়ি। বড় সড়ক থেকেই দেখা যায়, ছোট্ট একটা পয়েণ্টের শেষে।'

এই প্রথম আমি সুনিশ্চিত হলাম যে, ও মিথ্যে বলছে না। পেট্রল পাম্প-এর ফোন থেকে আমি সান্টা টেরেসায় লাইন চাইলাম, ওদিকে পাম্প-এর লোকটি আমার গাড়িতে তেল ভরতি করতে লাগল। জানলা দিয়ে আমি বেটি ফ্রেলে-র ওপর নজর রাখতে পারছিলাম।

ফিলিকস্ ফোন ধরল। 'স্যাম্প্‌সনের বাড়ি থেকে বলছি।'

'আর্চার বলছি। মিঃ গ্রেভস ওখানে আছেন?'

'হ্যাঁ, স্যার। আমি তাঁকে ডাকি।'

গ্রেভস এসে ফোন ধরল। 'কোন্ চুলোয় তুমি আছ?'

'লস এঞ্জেলেসে। স্যাম্প্‌সন বেঁচে আছে; অন্তত গতকাল অব্দি ছিল। সানল্যাণ্ড নামের এক বীচ ক্লাবে তাকে আটক রাখা হয়েছে, জান?'

'জানতাম। বহু বছর কারবার নেই। কোথায় জানি, বুয়েনাভিস্তার উত্তরে বড় সড়কের ওপর।'

'ফার্স্ট এড আর কিছু খাবারদাবার নিয়ে কত শীগগির সেখানে যেতে পার, সেটা দেখ। বরং এক ডাক্তার আর শেরিফকেও সঙ্গে এনো।'

'অবস্থা খারাপ নাকি?'

'জানি না। কাল থেকে একাই পড়ে আছে। যত তাড়াতাড়ি পারি আমিও গিয়ে পৌঁছচ্ছি।'

গ্রেভস-এর সঙ্গে শেষ করে আমি পিটার কোলটনকে ফোন করলাম। তখনও সে ডিউটিতে ছিল।

আমি বললাম, 'তোমার কিছু খোরাক রয়েছে। খানিকটা তোমার খানিকটা বিচার বিভাগের।'

'নিঃসন্দেহে আরেক দফা মাথাব্যথা!' আমার ফোন পেয়ে তাকে মোটেই খুশি মনে হল না। 'স্যাম্প্‌সনের মামলা এই শতকের সবচেয়ে গুবলেট।'

'ছিল। আজ আমি তার ছেদ টানছি।'

ওর গলা চড়চড় করে চড়ে গেল, 'আবার বল।'

'স্যাম্প্‌সন কোথায় আমি জানি। কিডন্যাপ দলের শেষ মালটি আপাতত আমার সঙ্গে।'

'লজ্জা করো না, ভগবানের দিব্যি। বলে ফ্যাল। কোথায় কে?'

'সান্টা টেরাসায়, তোমার এলাকার বাইরে। সান্টা টেরেসার শেরিফ এতক্ষণ হয়তো রওনা হয়েছে।'

'ও, তুমি তাহলে বড়াই দেখাবার জন্যে ফোন করলে! আত্মমুগ্ধ হারামজাদা। আমার জন্যে কিছু আছে, আমি ভেবেছিলাম এর বিচার বিভাগের জন্যে।'

'আছে, তবে কিডন্যাপের ব্যাপার নয়। স্যাম্প্‌সনকে তো রাজ্যের সীমানার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় নি, সুতরাং এফ-বি-আই-এর কথা উঠছে না। অবশ্য এই মামলার কিছু উদ্বৃত্ত বস্তু আছে। ব্রেন্টউড আর প্যালিসেডের মাঝামাঝি সানসেটের মুখের কাছে এক গিরিখাত রয়েছে। এর মধ্যে যে-রাস্তাটা এসে পড়েছে তার নাম হপকিন্স্ লেন। পাঁচ মাইলটাক ঢুকে এসে পথে দেখবে পড়ে আছে এক কালো সেডান, সেটা ছাড়িয়ে পাবে এক গলি, সেটা এসে মিশেছে একটা পাইন কটেজে, তার রঙটঙ কিছু নেই। কটেজে চারজনকে পাবে। তাদের মধ্যে একজন ট্রয়। তুমি জান কিনা জানি না, বিচার বিভাগ এদের খোঁজ করছে।'

'কী জন্যে?'

'অবৈধভাবে বাইরের লোক চালান করার অপরাধে। আমার তাড়া আছে। আমি কি যথেষ্ট বলেছি?'

'এখনকার মতো,' কোলটন বলল। 'হপকিন্স্ লেন।'

গাড়িতে যখন আমি ফিরে এলাম, বেটি ফ্রেলে তখন আমার দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকাল। তার চোখে অর্থ ফিরে আসছিল, যেন সাপ তার গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। সে বলল, 'তাহলে, এরপর কী?'

'তোমার একটা উপকার করলাম। ট্রয় এবং অন্যান্যদের পাকড়াও করতে পুলিসকে বললাম।'

'আর আমি?'

'তোমাকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি।' সানসেট দিয়ে আমি ইউ. এস. ১০১-এর দিকে চললাম।

বেটি বলল, 'ট্রয়ের বিরুদ্ধে আমি রাজসাক্ষী হব।'

'তোমাকে হতে হবে না। আমি নিজেই সব খাড়া করব।'

'চোরাই চালানের অভিযোগ?'

'ঠিক। ট্রয় আমাকে হতাশ করেছে। ভদ্দরলোক জোচ্চোরের পক্ষে মেক্সিক্যানদের চালান করা অতি নোংরা ধরনের কাজ।'

'এতে তার ভাল রোজগার হয়। সে দু' হাত্তা লোটে। পার করার জন্যে ওই গরীব, হতভাগ্যগুলোর কাছে থেকে সে টাকা আদায় করে তারপর বিভিন্ন

র‍্যাঙ্কের হাতে তুলে দেবার সময় মাথা পিছু কত করে টাকা গুণে নেয়। মেক্সিক্যানরা জানে না কিন্তু তাদের ধর্মঘট ভাঙবার কাজে লাগানো হয়। এর ফলে ট্রয় স্থানীয় পুলিসের মদত পায়। অন্য দিকে লুই মেক্সিক্যান ফেডারেলদের তেল মাথায়।'

'স্যাম্প্‌সন কি ট্রয়ের কাছ থেকে ধর্মঘট ভাঙাবার লোক কিনছিল, না কি ?'

'কিনছিল, কিন্তু তুমি প্রমাণ করতে পারবে না। স্যাম্প্‌সন খুব সতর্ক, নিজেকে সে পরিষ্কার রেখেছিল।'

আমি বললাম, 'যথেষ্ট সতর্ক নয়।' বেটি এরপর চুপ করে গেল।

বড় সড়কের উত্তর দিকে যখন ঘুরছি তখন আমি লক্ষ করলাম তার মুখখানা যন্ত্রণায় কুৎসিত হয়ে উঠেছে। 'ড্যাশ বোর্ডের খুপরিতে এক পাঁইট হুইস্কি আছে। তাই দিয়ে তুমি মুখ পরিষ্কার করতে পার, মুখের জ্বালা, আঁচড়। কিংবা খেতেও পার।'

আমার দু'টি পরামর্শই সে শুনল, তারপর আমার দিকে খোলা বোতল বাড়িয়ে দিল।

'আমার লাগবে না।'

'কারণ আগে আমি খেয়েছি বলে ? আমার সব রোগই মানসিক।'

'রেখে দাও।'

'তুমি আমাকে পছন্দ কর না, তাই না ?'

'বিষ আমার পানীয় নয়। তার মানে তোমার কিছু নেই, তা নয়। মনে হয়, কিছু মস্তিষ্ক তোমার আছে তবে নিম্নস্তরের।'

'ধন্যবাদ, আমার বিদগ্ধ বন্ধু।'

'আর তুমি বেশ ব্যাপিকা।'

'আমি সতী নই, তুমি যদি তাই বলতে চেয়ে থাক। এগারো বছর বয়স থেকেই নই। এডি আমাকে ভাঙাবার চেষ্টা করে ছিল। কিন্তু নীচে নেমে কোন দিন আমাকে জীবিকা অর্জন করতে হয় নি। গান আমাকে তার হাত থেকে বাঁচিয়েছে।'

'এই ঘটনা থেকে যে তোমায় বাঁচাতে পারল না, এটা খুব খারাপ হল।'

'আমি একটা সুযোগ নিয়েছিলাম। ঠিক খাটল না। তাই নিয়ে আমি যে খুব ভাবছি, এধারণা তোমার কীসে হল ?'

'তোমার যত ভাবনা, সেই আরেক জনকে নিয়ে। তোমার নিজের যা-ই হোক, তাকেই তুমি টাকাটা পাওয়াতে চাও।'

'তোমাকে বললাম না, ওকথা ভুলে যেতে।' একটু থেমে সে বলল, 'আমাকে তুমি যেতে দাও আর টাকাটা তুমি রাখতে পার। একশ' হাজার মারার এমন মওকা তুমি আর পাবে না।'

'তুমিও পাবে না, বেটি। অ্যালান টেগার্ট-ও পাবে না।'

বিস্ময়ে এবং ধাক্কায় সে গোঁ-গোঁ আওয়াজ করে উঠল। কণ্ঠস্বর যখন ফিরে পেল তখন লড়াইয়ের ভাব ফুটে উঠল: 'তুমি আমাকে বোকা বানাচ্ছ! টেগার্ট সম্বন্ধে তুমি কী জান?'

'যা সে আমাকে বলেছে।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না। সে তোমায় কক্ষনো কিছু বলে নি।' বলে সে নিজেকে সংশোধন করে নিল, 'বলবার মতো সে কিছু জানেও না। তার কিছু হয়েছে?'

'তার মৃত্যু হয়েছে। এডির মতো তার মাথায় একটা গর্ত।'

বেটি কি-যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হুহু করে কান্না ছুটে এসে তার কথাগুলো ভেঙে দিল, খুব জোরে সে ফুঁপিয়ে উঠল, তারপর একটানা কেঁদে চলল, শুকনো কান্না। বহুক্ষণ পরে সে ফিসফিস করে বলে উঠল:

'তুমি আমাকে বল নি কেন, সে মারা গেছে?'

'তুমি তো সেকথা জিগ্যেস কর নি। তুমি কি তার জন্যে পাগল ছিলে?'

'হ্যাঁ' সে বলল। 'দু'জনেই আমরা দু'জনের প্রতি পাগল ছিলাম।'

'এতই যদি পাগল ছিলে, তাহলে এইরকম একটা জিনিসের মধ্যে তাকে টেনে আনলে কেন?'

'আমি তাকে টেনে আনি নি। সে-ই করতে চেয়েছিল। তারপব আমরা দু'জনে দূরে চলে যেতে চেয়েছিলাম।'

'এবং চিরসুখে বাস করতে!'

'তোমার সস্তার ঠাট্টা তোমার নিজের কাছেই রাখ।'

'প্রেমের তরুণ স্বপ্ন আমি তোমার কাছ থেকে কিনতে যাব না, বেটি। সে ছিল ছেলেমানুষ আর তোমার যেরকম অভিজ্ঞতা তাতে তুমি বয়স্কা স্ত্রীলোক। আমার ধারণা তুমিই তাকে ভজিয়ে এ-পথে এনেছ। তোমার একটা হাতের লোকের দরকার ছিল আর ও ছিল সহজ শিকার।'

'ঠিক এ-ভাবে হয় নি।' বেটির গলা আশ্চর্যভাবে শান্ত, ভদ্র শোনাল। 'আমরা ছ'মাস একসঙ্গে ছিলাম। দি পিআনোয় আমি যখন গাইতে আরম্ভ করি তার পরের হপ্তায় স্যাম্প্‌সনের সঙ্গে ও একদিন আসে। আমি ওকে দেখে

আকৃষ্ট হই, ওরও তাই হয়েছিল। কিন্তু আমাদের দু'জনেরই কিছু ছিল না। নতুন জীবন করতে গেলে আমাদের টাকার দরকার।'

'এবং স্যাম্প্‌সন হচ্ছে তার রাস্তা এবং কিডন্যাপ হচ্ছে তার উপায়।'

'স্যাম্প্‌সনের প্রতি তোমার সহানুভূতি খরচ না করলেও চলবে। কিন্তু প্রথমে আমাদের অন্যরকম পরিকল্পনা ছিল। অ্যালান সেই মেয়েটাকে বিয়ে করবে ঠিক করেছিল, স্যাম্প্‌সনের মেয়ে এবং স্যাম্প্‌সন তাকে এয়ার লাইন কিনে দেবে। স্যাম্প্‌সন নিজেই ব্যাপারটা কাঁচিয়ে দেয়। ভ্যালেরিওর বাংলোটা সে এক রাতের জন্যে অ্যালানকে ছেড়ে দিয়েছিল। মাঝরাতে শোবার ঘরে পর্দার আড়াল থেকে সে আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখে ফেলে। এরপর স্যাম্প্‌সন তার মেয়েকে বলে, সে যদি অ্যালানকে বিয়ে করে তাহলে তাকে কেটে ফেলবে। অ্যালানকেও সে তাড়াতে চেয়েছিল কিন্তু আমরা তার হাঁড়ির খবর বড় বেশি জানতাম।'

'তাকে ব্ল্যাকমেল কর নি কেন? সেটাই তোমার পক্ষে সহজ রাস্তা হত।'

'আমরা তা-ই ভেবেছিলাম কিন্তু স্যাম্প্‌সন মস্ত লোক, আমাদের পক্ষে তাকে সামলানো শক্ত তাছাড়া সব বড় বড় উকিল তার হাতে। তার সম্বন্ধে আমরা বহু কিছু জানতাম কিন্তু তাকে প্যাঁচে ফেলা খুব শক্ত। এই যেমন, 'মেঘের মধ্যে মন্দির'টা। স্যাম্প্‌সন যে জানত ট্রয়, ক্লদ আর ফে সেটাকে কী কাজে ব্যবহার করছে, এটা আমরা কী করে প্রমাণ করতাম?'

'তোমরা যদি স্যাম্প্‌সনের বিষয়ে এতই জানতে তাহলে সে চলত কী করে?' আমি বললাম।

'বলা কঠিন। আমি ভাবতাম ওর শরীরে বুঝি অন্য রক্ত আছে, আমি জানি না। ক্রমশ বুড়ো হয়ে যাচ্ছিল আর বোধহয় ভেতরে-ভেতরে ফোঁপরা হয়ে গিয়েছিল। আবার যাতে মানুষের মতো হয়ে উঠতে পারে, তার জন্যে হন্যে হয়ে ও সব কিছু করে বেড়াচ্ছিল: জ্যোতিষচর্চা, অদ্ভুত ধরনের সেক্স, যে কোন জিনিস। কেবল একটি ব্যাপারে ওর প্রখর নজর ছিল, সেটি হল ওর মেয়ে। আমার মনে হয় ও ধরতে পেরেছিল যে, মেয়ে তার টেগার্টের প্রতি অনুরক্ত, তার জন্যে অ্যালানকে ও কখনো ক্ষমা করে নি।'

আমি বললাম, 'টেগার্ট ওর সঙ্গে থাকলেই ভাল করত।'

'তোমার তাই ধারণা?' তার গলা ভেঙে গেল। ফের যখন কথা বলল, তখন তার গলা নরম আর বালিকাসুলভ। 'আমি জানি, আমি ওর ভাল কিছু করতে পারি নি, তোমার সেকথা বলে দেবার দরকার নেই। নিজেও

কিছু করতে পারলাম না, ওরও কিছু হল না। কেমন করে ও মারা গেল, আর্চার ?'

'কঠিন এক ফাঁপরে পড়ে গিয়েছিল, বন্দুক দেখিয়ে ও ভেবেছিল বেরিয়ে আসতে পারবে। অন্য একজন তখন ওকে প্রথম গুলি করে। লোকটির নাম গ্রেভস্।'

'লোকটিকে আমি দেখতে চাই। তার আগে, তুমি বললে অ্যালান সব কবুল করেছিল। ও নিশ্চয়ই তা করে নি ?'

'তোমার বিষয়ে নয়।'

'শুনে খুশি হলাম।' সে বলল। 'ও এখন কোথায় ?'

'সান্টা টেরেসায়, মর্গে।'

'আর একবার যদি ওকে দেখতে পেতাম।'

অন্ধকার স্বপ্নের ভেতর থেকে কথাগুলো কোমল হয়ে বেরিয়ে এল। এরপর নিস্তব্ধতা নামল, তার মধ্যে দিয়ে সেই স্বপ্ন বেটির মনকে ছাড়িয়ে অস্তগামী সূর্যের দীর্ঘ প্রসারিত ছায়ার মতো এক ছায়া ঘনিয়ে তুলল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আমি যখন বুয়েনেভিস্তায় প্রবেশের জন্য গাড়ির গতি কম করলাম তখন গোধূলির আলোয় কদাকার বড় বড় বাড়িগুলোকে সহনীয় মনে হচ্ছিল। বড় রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। বাস গুমটিতে নিয়নের ডালকুত্তা দেখলাম কিন্তু আমি থামলাম না। শহরের মাইলকয়েক পরে বড় সড়ক সমুদ্রের তটরেখার সঙ্গে গিয়ে মিলে গেল, পরিত্যক্ত বীচ-এর ওপর টিলা, সেগুলির মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে গিয়ে পড়েছে। দিনের আলোর শেষ ধূসর ফেঁসো সমুদ্রের বুক আগলে ছিল। এবং আস্তেআস্তে লীন হয়ে যাচ্ছিল।

'এই যে এখানে,' বেটি ফ্রেলে বলল। সে এত চুপচাপ ছিল যে, আমি তার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, সে আমার পাশে বসে আছে।

শিলাজতুআবৃত বড় সড়কের কাঁধ বরাবর আমি থামলাম, সেটা ঠিক মোড় নয়। সমুদ্রের দিকে রাস্তাটা নিচে বীচ-এর দিকে কাত হয়ে গেছে। এক কোণে রোদে জলে বিবর্ণ একটা সাইনবোর্ড। বেলাভূমি উন্নয়নের ইচ্ছার কথা বিজ্ঞাপন করেছে কিন্তু কাছে-পিঠে কোন বাড়ি চোখে পড়ছিল না। পুরনো বীচ-ক্লাবটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। বড় সড়কের দু'শ গজ

তলায় কতকগুলো বাড়ির ফাঁকে সেই নিচু, লম্বা বাড়িটা নিরপেক্ষভাবে খাড়া ছিল, সমুদ্রের ঝকঝকে সাদা ফেনা তার পশ্চাদ্‌ভূমি রচনা করেছে।

বেটি বলল, 'গাড়ি নিয়ে নিচে যেতে পারবে না। সমুদ্রের জলে তলাকার রাস্তা খেয়ে গেছে।'

'আমার ধারণা ছিল, তুমি এখানে আস নি।'

'গত হপ্তার পর আর আসি নি। পুরুষদের ড্রেসিংরুমের একটা ছোট্ট ঘরে স্যাম্প্‌সন রয়েছে।'

'তাই থাকলেই ভাল।'

গাড়ির চাবি নিয়ে বেটিকে বসিয়ে রেখে আমি চললাম। খানিকটা নামতে রাস্তাটা মেটে পথ হয়ে গেল, দু'ধারে বড় বড় খানাখন্দ। প্রথম বাড়িটার সামনের পাটাতন বেঁকে, দুমড়ে গিয়েছে, বুঝতে পারছিলাম পায়ের তলায় ফাঁকেফোকরে ঝুঁটি ঝুঁটি ঘাস জন্মে গেছে। বাড়ির তলায় জানলা-গুলো প্রকাণ্ড এবং অন্ধকার।

মাঝখানের জোড়া দরজায় আমি হাতের টর্চ ফেললাম। দেখতে পেলাম স্টেনসিলে লেখা: একদিকে 'পুরুষ', আরেকদিকে 'মহিলা'। 'পুরুষ' লেখা ডানদিকের একটা ঘর খানিক খোলা। টেনে সেটা আম পুরো খুলে দিলাম, খুব একটা আশা ছিল না। মনে হচ্ছিল, জায়গাটি শূন্য এবং মৃত। জলের অস্থিরতা ছাড়া ভেতরে বা আশেপাশে আর কোনরকম প্রাণের সাড়া ছিল না।

স্যাম্প্‌সনের চিহ্ন নেই, গ্রেভস-এরও কোন চিহ্ন নেই। আমি ঘড়ি দেখলাম, তখন সওয়া সাতটা। গ্রেভসকে ফোন করার পর একঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। কারবাইলো গিরিখাত থেকে গাড়িতে পঁয়তাল্লিশ মাইল আসতে তার হাতে প্রচুর সময় ছিল। সে-ই বা কোথায় গেল, শেরিফেরই বা কী হল, আমি ভাবতে লাগলাম।

মেঝের ওপর আমি টর্চ ফেললাম, বছরের পর বছর ধরে যত বালি আর পাথরকুচি উড়ে এসে জমেছে। আমার বিপরীত দিকে সার সার কতকগুলো দরজা, প্লাইউডের পার্টিসন করা সেই দরজাগুলো সব বন্ধ। দরজা সারির দিকে আমি এক পা বাড়িয়েছি। আমার পেছনে চকিত নড়াচড়ার শব্দ হল, টিকটিকি গিরগিটির চেয়েও তাড়াতাড়ি, ফিরে দাঁড়াবার আমার সময় ছিল না। চেতনা হারাবার আগে শেষ সে কথাটা আমার মনে ঝলসে উঠল, সেটা হল, 'ওঁৎ পেতে' ছিল।

জ্ঞান ফিরতে প্রথমেই যে কথাটা মনে হল, সেটা হল 'আহাম্মক'। ইলেকট্রিক লণ্ঠনের একচোখো দৈত্য আমার দিকে তাকিয়েছিল, বিবেকের ভয়ংকর দৃষ্টির মতো। প্রথম চোটেই আমার মনে হল, আমি উঠে দাঁড়াই এবং লড়াই করি। অ্যালবার্ট গ্রেভস-এর প্রগাঢ় গলা আমার সেই প্রবৃত্তিতে বাধা দিল।

'তোমার কী হয়েছিল ?'

'লণ্ঠনটা সরাও।' লণ্ঠনের আলো তরোয়ালের মতো আমার চোখের মণির ভেতর দিয়ে মাথার পেছনে পৌঁছে যাচ্ছিল।

লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখে গ্রেভস্ আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। 'তুমি উঠতে পারবে, লিউ ?'

'উঠতে পারব।' তবু মেঝেয় যেখানে ছিলাম, সেখানেই পড়ে রইলাম।

'তুমি দেরি করে ফেলেছ।'

'অন্ধকারে জায়গাটা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়েছিল।'

'শেরিফ কোথায় ? তাকেও কি তুমি খুঁজে পেলে না ?'

'কী একটা কাজে বেরিয়েছে, হাসপাতালে প্যারানোইয়াকের একটা মামলা। আমি বলে ব্যবস্থা করে এসেছি, যেন এখানে এসে পড়ে, সঙ্গে একজন ডাক্তারও আনে। আমি সময় নষ্ট করতে চাই নি।'

'আমার তো মনে হচ্ছে তুমি প্রচুর সময় নষ্ট করেছ।'

'ভেবেছিলাম জায়গাটা আমি জানি কিন্তু বোধহয় ঠাহর করতে পারি নি। কিছু বুঝবার আগেই আমি প্রায় বুয়েনাভিস্তা পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম। তারপর ফিরে এলাম, তখনও প্রথমটা খুঁজে পাই নি।'

'তুমি আমার গাড়ি দেখ নি ?'

'কোথায় ?'

আমি উঠে বসলাম। মাথার মধ্যে পেণ্ডুলামের মতো এক দোদুল্যমান অসুস্থতা ক্রমাগত এদিক-ওদিক করতে লাগল। 'এর ওপরেই, একটা কোণে।'

'সেখানে আমার গাড়ি আমি দাঁড় করিয়েছি। তোমার গাড়ি তো দেখতে পেলাম না।'

আমি হাত দিয়ে দেখলাম, গাড়ির চাবি আমার পকেটেই ছিল।

'তুমি ঠিক বলছ ? ওরা তো আমার গাড়ির চাবি নেয় নি।'

'তোমার গাড়ি ছিল না, লিউ। কিন্তু ওরাটা কে ?'

'বেটি ফ্রেলে এবং যে আমাকে মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছিল। দলে চতুর্থ

একজন কেউ ছিল, যে স্যাম্প্‌সনকে পাহারা দিচ্ছিল।' কী করে কী হল এবং এখানে এলাম, গ্রেভসকে সেকথা আমি বললাম।

সে বলল, 'মেয়েটাকে গাড়িতে রেখে এসে বুদ্ধির কাজ কর নি।'

'দু'দিনে তিনবার চোট মাথাটাকে নিরেট করে ফেলেছে।'

আমি উঠে দাঁড়াতে বুঝলাম, আমার পা দুর্বল। গ্রেভস্ কাঁধ বাড়িয়ে দিল, ভর দেবার জন্যে। আমি দেওয়ালে ভর দিলাম।

সে লণ্ঠন তুলল। 'দেখি, তোমার মাথাটা।' তার মুখের চওড়া সমতল ভূমি সচল আলোয়, উৎকণ্ঠার দরুন হালে চষা বলে মনে হল। তাকে বড্ড ভারিক্কি আর বুড়োটে দেখাচ্ছিল।

'পরে', আমি বললাম।

আমার টর্চ তুলে নিয়ে দরজার সারির দিকে আমি গেলাম। দ্বিতীয় দরজাটার পেছনে স্যাম্প্‌সন অপেক্ষা করছিল, একটা মোটা, বুড়ো লোক— খুপরির সামনের দেওয়াল-ঘেঁষে একটা বেঞ্চি, তাতে থুবড়ে পড়ে আছে। মাথাটা ওপর দিকে গোঁজ করা, চোখ খোলা তাতে রক্ত ভরতি।

গ্রেভস আমার পেছন থেকে ভিড় করে এসে বলল, 'হা ভগবান!'

টর্চটা তার হাতে দিয়ে আমি স্যাম্প্‌সনের ওপর ঝুঁকে পড়লাম। হাত এবং গোড়ালি সিকি ইঞ্চি দড়ি দিয়ে এক সঙ্গে বাঁধা, তার একটা প্রান্ত দেওয়ালের সঙ্গে আটকানো। অন্য প্রান্তটি স্যাম্প্‌সনের গলার তলা দিয়ে গলিয়ে, বাঁ কানের পাশে শক্ত গিঁট করে বাঁধা। একটা কব্জি পরখ করে দেখতে স্যাম্প্‌সনের দেহের পেছন দিকে গেলাম। ঠাণ্ডা নয় কিন্তু নাড়ি নেই, লাল চোখের তারা উল্‌টে আছে। মৃতের পুরু গোড়ালিতে লাল, সবুজ, হলুদে উজ্জ্বল পশমী মোজাটা কেমন যেন করুণ দেখাচ্ছিল।

গ্রেভস ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ল, 'মারা গেছে?'

'হ্যাঁ।' আমার ভীষণ হতাশ লাগল তার সঙ্গে অদ্ভুত এক জড়তাবোধ ঘিরে ধরল। 'আমি যখন এখানে আসি তখন নিশ্চয়ই বেঁচেছিল। কতক্ষণ আমার জ্ঞান ছিল না?'

'এখন বাজে সওয়া সাতটা।'

'আমি এখানে আসি পৌনে সাতটা নাগাদ। ওরা আধঘণ্টা সময় পেয়ে গেছে। আমাদের যেতে হবে।'

'স্যাম্প্‌সনকে এখানে ফেলে?'

'হ্যাঁ। পুলিস হয়তো এইভাবেই দেখতে চাইবে।'

স্যাম্প্‌সনকে আমরা অন্ধকারে ফেলে রেখে গেলাম। পাহাড়ে উঠতে আমি শেষ শক্তি সঞ্চিত করলাম। আমার গাড়ি নেই। গ্রেভস-এর স্টুডিবেকার ছেদের অপর প্রান্তে পার্ক করা।

'কোন্‌ দিকে?' স্টিয়ারিং-এর সামনে বসতে বসতে সে জিগ্যেস করল।

'বুয়েনেভিস্তা। আমরা বড় সড়কের টহলদারের কাছে যাব।'

আমি আমার মনিব্যাগ খুলে দেখলাম, ভেবেছিলাম লকারের চাবিটাও বুঝি থাকবে না। কিন্তু সেটা ছিল। যে-ই আমার মাথায় আঘাত করে থাকুক, বেটি ফ্রেলের সঙ্গে তার পরামর্শ করার সুযোগ হয় নি। কিংবা টাকার আশা জলাঞ্জলি দিয়ে পালিয়ে যাওয়াই স্থির করেছিল। যে-কোন কারণে হোক সেটা সম্ভব বলে মনে হচ্ছিল না।

শহরের সীমা ছাড়াবার পর গ্রেভস্‌কে আমি বললাম, 'বাস গুমটিতে আমাকে নামিয়ে দিও।'

'কেন?'

কেন ওকে বললাম এবং আরও বললাম: 'টাকাটা যদি সেখানে থাকে তাহলে সেই টানে ওরা ফিরে আসতে পারে। যদি না থাকে, তাহলে খুব সম্ভব ওরা এই পথেই এসেছে লকার ভেঙেছে। তুমি বড় সড়কের টহলদারের কাছে যাও আমাকে পরে তুলে নিও।'

বাস গুমটির সামনে ও আমাকে নামিয়ে দিল, কাচের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আমি বড়, চৌকো ওয়েটিং রুমটার ভেতরপানে দেখতে লাগলুম। তিন কি চার জন ওভারল পরা লোক বেঞ্চিতে ঝুঁকে খবরের কাগজ পড়ছে। ফ্লুরোসেণ্ট আলোয় কয়েকজন বুড়োকে অতি প্রাচীন দেখাচ্ছিল, তারা পোস্টার পেপারের দেওয়ালে হেলান দিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। এক কোণে একটি মেক্সিক্যান পরিবার—বাবা, মা, গোটাকতক ছেলেমেয়ে ছ'জনের ফুটবল দলের মতো জোর একটি ইউনিট তৈরি করেছে। ঘড়ির তলায় টিকিট কাউণ্টারে মেনিমুখো এক ছোকরা ফুলতোলা হাওয়াই শার্ট পরে বসে। বাঁদিকে ডাফনাট কাউণ্টার, মোটা এক সোনালিনী মহিলা পোশাক পরে তার পেছনে বসে। ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে সবুজ ধাতব লকারের ব্যাংক।

আমি যাদের খুঁজছি, এ-ঘরের একজনকেও তাদের মতো মনে হল না। এরা কোন-না-কোন সাধারণ জিনিসের জন্যে অপেক্ষা করে আছে; সান্ধ্য ভোজ, বাস, শনিবারের রাত, পেনশনের চেক কিংবা শয্যায় স্বাভাবিক মৃত্যু।

কাচের দরজা ঠেলে আমি ভেতরে ঢুকলাম, এবং সিগারেটের টুক্‌রো-ছড়ানো মেঝে পেরিয়ে লকারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম যে লকারটি আমি চাই, সেটি চাবিতে খোদাই করা : আঠাশ।

লকারে চাবি ঢুকিয়ে আমি সারা ঘরে চোখ মেলে দেখলাম। ডাফনাট মহিলার ফুটন্ত নীল চোখ আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, তাতে কৌতূহল নেই। আর কারুর কোন রকম আগ্রহ ছিল বলে মনে হল না।

লকারে ক্যানভাসের একটা লাল ব্যাগ। সেটাকে আমি যখন টেনে বের করলাম তখন তার ভেতরে কাগজের খড়মড় আওয়া[illegible]লাম। কাছা কাছি খালি বেঞ্চিতে আমি বসলাম এবং ব্যাগটা[illegible]লাম। যে ব্রাউন কাগজে টাকাগুলো মোড়া ছিল তার একটা পাশ টেনে ছেঁড়া। মচমচে নতুন টাকার ধার আমি আঙুল দিয়ে টের পাচ্ছিলাম।

ব্যাগটাকে আমি বগলের তলায় পুরে ডাফনাট কাউন্টারে গিয়ে কফি চাইলাম।

সোনালিনী মহিলা বলল, 'আপনার জামায় রক্ত; আপনি জানেন ?'

'জানি। এই ভাবেই আমি জামা পরি।'

মহিলা আমার দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে লাগল যেন তার সন্দেহ হচ্ছিল আমি বুঝি কফির দামই দিতে পারব না। নিজেকে আমি সংযত করলাম তাকে আমার একশ ডলারের নোট দিতে হল এবং দশ সেন্ট আমি চটাস করে কাউন্টারের ওপর রাখলাম। সে আমাকে পুরু সাদা কাপে কফি দিল।

কফি খেতে খেতে আমি দরজার দিকে নজর রাখলাম, বাঁহাতে কাপ ধরে রইলাম ডান হাত বন্দুক বের করার জন্যে তৈরি রইল। টিকিট কাউন্টারের মাথায় ইলেকট্রিক ঘড়ি সময়ের ওপর এক কামড় বসাল। একটি বাস এল এবং চলে গেল। ঘরের লোকজনকে খানিকটা এলোমেলো করে গেল। ঘড়িটা খুব আস্তে আস্তে চিবুতে লাগল, এক-এক মিনিট ষাট বার করে চিবিয়ে ছিবড়ে করছিল। আটটা বাজতে দশ যখন হল তখন আর তাদের জন্যে আশা করার কোন কারণ ছিল না। হয় তারা টাকাটা এড়িয়ে গেছে নয় তো অন্য রাস্তায় পিঠটান দিয়েছে।

দরজায় গ্রেভসকে দেখা গেল সে ভয়ংকর অঙ্গভঙ্গী করে কী বলতে চাই-ছিল। কাপ নামিয়ে আমি তার পিছু পিছু ধাওয়া করলাম। তার গাড়ি একেবারে রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করানো ছিল।

ফুটপাথ দিয়ে যেতে যেতে সে আমাকে বলল, 'তোমার গাড়ি ওরা ভেঙে ফেলেছে। এখান থেকে প্রায় পনেরো মাইল উত্তরে।'

'তারা কি পালিয়ে গেছে?'

'একজন তো গেছে মনে হচ্ছে। ফ্রেলে মেয়েমানুষটি মারা গেছে।'

'অন্য লোকটির কি হল?'

'এইচ. পি. এখনো জানে না। তারা শুধু এক রেডিও রিপোর্ট পেয়েছে।'

পনেরো মিনিটে আমরা পনেরো মাইল অতিক্রম করলাম। সার সার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে জায়গাটায়, মানুষের ভিড় ছিল, হেডলাইটের আলোয় তাদের জীবন্ত কালো কাট আউটের মতো লাগছিল। জলজ্বলে ফ্ল্যাশ লাইট হাতে নিয়ে পুলিস জাতীয় একটি লোক আমাদের সরে যেতে বলছিল, গ্রেভস্ তাকে ডাঁটল।

স্টুডিবেকার থেকে লাফিয়ে নেমে আমি পরিবেষ্টিত আলোয় সার সার গাড়িগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার গাড়িও তার মধ্যে ছিল নাকটা পাড়ে থেঁতো হয়ে রয়েছে। আমি দৌড়ে গেলাম, কনুইয়ের গুঁতোয় ভিড় ঠেলে ভাঙা গাড়ির কাছে পৌছলাম।

বড় সড়কের এক টহলদার পুলিস, টুকরো জুড়ে তৈরি তার বাদামী মুখ —খপ্ করে সে আমার হাত চেপে ধরল।

আমি ছাড়িয়ে নিলাম। 'এটা আমার গাড়ি।'

তার চোখ সরু হয়ে গেল এবং রৌদ্রজাত মুখের ভাঁজ কান অব্দি ছড়িয়ে পড়ল। 'ঠিক বলছ? তোমার নাম?'

'আর্চার।'

'তোমারই তো ঠিক। এই নামেই রেজিস্ট্রি করা আছে।' এক ছোকরা টহলদারকে সে হাঁক পাড়ল, সে ছোকরা তার মোটর সাইকেলের কাছে বিব্রতভাবে দাঁড়িয়েছিল। 'অলি, এখানে এস! গাড়িটা এই মক্কেলের।'

ভিড় আবার জড় হতে লাগল। আমার দিকে সবার দৃষ্টি। তারা যখন ভিড়ের কঠিন বেষ্টনী সরিয়ে আমার তোবড়ানো গাড়ির কাছে গেল, তখন আমি কম্বল ঢাকা একটি দেহ মাটিতে শয়ান দেখতে পেলাম। এক-জোড়া স্ত্রীলোক চোখ দিয়ে দৃশ্যটি যেন গিলে খাচ্ছিল, আমি তাদের হাতের ফাঁক দিয়ে গলে কম্বলের একটি প্রান্ত তুলে ধরলাম। তলাকার বস্তুটি বাহ্যত মানুষ নয় কিন্তু আমি তার জামাকাপড়ে ঠিক চিনতে পারছিলাম।

একঘণ্টার মধ্যে এরা দু'জন—আমার সহ্যের অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছিল, পেটের

ভেতর বিদ্রোহ করে উঠল। পেট একদম খালি, শুধু ওই কফিটুকু খেয়েছিলাম। ফলে পিত্তি উঠিয়ে ছাড়ল। টহলদার দু'জন অপেক্ষা করে রইল যতক্ষণ না ফের আমি কথা কইতে পারি।

বয়স্কজন জিগ্যেস করল, 'এই মেয়েমানুষটি তোমার গাড়ি চুরি করে ছিল ?'

'হ্যাঁ। এর নাম বেটি ক্রেলে।'

'অফিস থেকে বলল, এর নামে নাকি হুলিয়া আছে—'

'ঠিকই বলেছে। কিন্তু আরেক জন কী হল ?'

'কী আরেক জন ?'

'এর সঙ্গে একটা লোক ছিল।'

ছোকরা টহলদার বলল, 'গাড়ি যখন ধাক্কা লাগায় তখন কেউ ছিল না।'

'জোর করে বলতে পার না।'

'জোর করেই বলতে পারি আমি দুর্ঘটনাটা ঘটতে দেখেছি। একদিক থেকে আমি দায়ীও বটে।'

'না, না, অলি।' বয়স্ক লোকটি অলির কাঁধে হাত রাখল। 'তুমি ঠিকই করে ছিলে। কেউ তোমাকে দায়ী করতে পারবে না।'

'যাই হোক' অলি হঠাৎ বলে ফেলল। 'গাড়িটা যে বিপজ্জনক ছিল, তাতে আমি খুশি।'

এই কথায় আমি খুব বিরক্ত হলাম। গাড়ির বীমা করানো ছিল কিন্তু এর স্থান পূরণ করা শক্ত। তাছাড়া গাড়িটার প্রতি আমার এক আলাদা টান ছিল ঘোড়ার প্রতি ঘোড়সওয়ারের যে-ধরনের টান থাকে।

আমি তাকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিগ্যেস করলাম. 'কী করে হল ?'

'এখান থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণে, উত্তরমুখো আমি পঞ্চাশে মোটর-বাইক ছোটাচ্ছিলাম। এই মহিলা আমাকে এমনভাবে মেরে বেরিয়ে গেল যেন আমি স্থির দাঁড়িয়ে আছি। তখন আমি ধাওয়া করলাম। নব্বইয়ে চালিয়ে তবে আমি ধরতে পারি। যখন কাছাকাছি এসেছি, তখনও রাস্তা কাঁপিয়ে এ সোজা চলে যায়। আমি থামতে বলি, সংকেত জানাই, তবু আমাকে গ্রাহ্যই করে না। তখন আমাকে এগিয়ে গিয়ে পথ আটকাতে হয়। মহিলা গাড়ি ঘুরিয়ে আমার ডান পাশ দিয়ে কেটে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করে কিন্তু তাল রাখতে পারে নি। কয়েক শ' ফিট হড়কেই চলে যায় তারপর পাড়ের ওপর কাৎ হয়ে পড়ে। যখন আমি টেনে বের করি তখন মহিলা মারা গেছে।'

ছোকরা যখন বলা শেষ করল, তখন তার মুখ ভিজে উঠেছে। বয়স্ক লোকটি আস্তে করে তার কাঁধ ধরে নেড়ে দিল। 'মিছে ভেবো না, খোকন। তোমাকে তো আইন ঠিক রাখতে হবে।'

আমি ফের জিগ্যেস করলাম, 'তুমি একদম নিশ্চয় করে বলছ, গাড়িতে আর কেউ ছিল না?'

'এক যদি ধোঁয়ায় উড়ে গিয়ে থাকে—একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে,' ছোকরা অত্যন্ত ঘাবড়ে গিয়ে ফের বলল, 'কোথায় কোন আগুন ছিল না কিন্তু এর পায়ের তলায় ফোস্‌কা ছিল। আর, এর জুতো আমি খুঁজে পাইনি। খালি পায়ে ছিল।'

'অদ্ভুত ব্যাপার,' আমি বললাম। 'খুবই অদ্ভুত ব্যাপার।'

অ্যালবার্ট গ্রেভস ততক্ষণে ঠেলে এগিয়ে এসেছে।

'তাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই আরেকটা গাড়ি ছিল।'

'তাহলে বেটি কেন আমার গাড়ি নিতে যাবে?' আমি ধ্বংসের ভেতর প্রবেশ করলাম, দুমড়ানো এবং রক্তাক্ত ড্যাশবোর্ডের তলায়, স্টার্টারের তার হাত দিয়ে পরখ করলাম। সকালবেলা যে তামার তারটি সেখানে রেখে ছিলাম সেটি দিয়ে দুটি মুখ এককরা হয়েছে। 'এঞ্জিন চালু করাব জন্যে একে ফের তারের সাহায্য নিতে হয়েছে।'

'এট তো পুরুষমানুষের কাজ, তাই না?'

'তার কোন মানে নেই। ভাইয়েব কাছে থেকে এও হয়তো শিখে নিয়েছে। প্রত্যেক গাড়ি চোরই এ কায়দা জানে।'

'কেটে পড়ার সুবিধের জন্য এরা আলাদা হয়েছিল এও হতে পারে।'

'হতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় না। আমার গাড়ি নিলে যে লোকে চিনে ফেলবে এ-কথা বোঝার পক্ষে এ মেয়ে যথেষ্ট চতুর।'

বয়স্ক টহলদার বলল, 'আমাকে রিপোর্ট ভরতে হবে। আপনি কয়েক মিনিট সময় দিতে পারবেন?'

আমি যখন তার শেষ প্রশ্নগুলোর জবাব দিচ্ছি, সেই সময় শেরিফ স্প্যানার একটি বেতার গাড়িতে এসে পৌঁছল, গাড়ি চালাচ্ছিল এক ডেপুটি। দু'জনে নেমে দ্রুত খটখট করে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। ছুটলে স্প্যানারের বুক প্রায় মেয়েদের মতো লাফায়।

'কী হচ্ছে শুনি? শেরিফ ভিজে সন্দেহের চোখে গ্রেভস থেকে শুরু করে আমার দিকে তাকাল।

গ্রেভস্ই যা বলায় বলল। যখন স্প্যানার শুনল, স্যাম্প্‌সন আর বেটি ক্রেলের ভাগ্যে কী ঘটেছে তখন সে আমার দিকে ফিরল।

'আর্চার, দেখলে তোমার অবিমৃষ্যকারিতার ফল কী হল? তোমাকে বলেছিলাম আমার তত্ত্বাবধানে কাজ কর।'

চুপচাপ হজম করার মতো মেজাজ আমার ছিল না। 'তত্ত্বাবধান না ছাই! আপনি যদি যথেষ্ট তাড়াতাড়ি এসে পৌঁছতেন, তাহলে স্যাম্প্‌সন হয়তো বেঁচে থাকত।'

'স্যাম্প্‌সন কোথায় ছিল তুমি তা জানতে অথচ আমাকে বলনি,' স্প্যানার আর্ত চিৎকার করে উঠল। 'এর জন্যে তোমাকে ভুগতে হবে, আর্চার।'

'হ্যাঁ, আমি জানি। আমার লাইসেন্স যখন নতুন করে করবার দরকার করবে। আপনি আগেও সেকথা বলেছেন। কিন্তু আপনার নিজের অযোগ্যতার কী জবাবদিহি করবেন, শুনি? এই মামলার যখন নিষ্পত্তি হতে চলেছে আপনি তখন শহরের হাসপাতালে গিয়ে বসেছিলেন একটা পাগলের জবানবন্দী নেবার জন্যে।'

'গতকাল থেকে আমি হাসপাতালে যাই নি,' শেরিফ বলল। 'তুমি কী বলছ কি?'

'স্যাম্প্‌সনের বিষয়ে আমার কোন খবর আপনি পান নি? ঘণ্টা কতক আগে?'

'কোন খবর পাই নি। এ-ভাবে তুমি তোমার দোষ ঢাকতে পারবে না।'

আমি গ্রেভস্-এর দিকে তাকালাম। তার চোখ আমার চোখকে এড়িয়ে গেল। আমি চুপ করে গেলাম।

সাণ্টা টেরেসার দিক থেকে একটি অ্যাম্বুলেন্স বড় সড়ক ধরে সাইরেন বাজাতে বাজাতে এগিয়ে এল।

টহলদারকে আমি বললাম, 'এরা ইচ্ছে মতো সময় নেয়।'

'জানে মেয়েমানুষটি মারা গেছে। কোন তাড়া নেই।'

'একে কোথায় নিয়ে যাবে?'

'মৃতদেহ কেউ যদি দাবি না করে তাহলে সাণ্টা টেরেসার মর্গে।'

'দাবি কেউ করবে না। ওটা এর পক্ষে ভাল জায়গা।'

অ্যালান টেগার্ট এবং এডি ওর প্রেমিক এবং ওর ভাই সেখানে আগেই গিয়েছে।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গ্রেভস্ আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছিল যেন ধ্বংসের দৃশ্য তার ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে ছিল। সাণ্টা টেরেসায় পৌছতে আমাদের প্রায় এক ঘণ্টা লাগল, অ্যালবার্ট গ্রেভস আর মিরান্দার কথা ভেবে আমি সেই সময়টা খরচ করলাম। আমার চিন্তা আমাকে তেমন সঙ্গ দিল না।

শহরে প্রবেশের মুখে গ্রেভস আমার দিকে কৌতুহলী হয়ে তাকাল।

'আশা আমি ছাড়ছি না লিউ, পুলিস ঠিক ধরে ফেলবে, এ-সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে।'

'কার কথা বলছ ?'

'খুনী, আবার কে! আরেকজনকে।'

'আরেকজন কেউ আছে বলে আমার মনে হচ্ছে না।'

গ্রেভস্-এর হাত স্টিয়ারিংএ আঁট হয়ে বসল। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম ওর হাতের গাঁটগুলো শক্ত উঁচু হয়ে উঠেছে। 'কিন্তু স্যাম্প্‌সনকে কেউ না কেউ খুন করেছে।'

'হ্যাঁ,' আমি বললাম। 'কেউ করেছে।'

আমি ওকে লক্ষ্য করে যেতে লাগলাম। ধীরে ধীরে ওর চোখ আমার চোখে এসে মিলল। ঠাণ্ডা চোখ করে ও আমার দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইল।

'দেখে গাড়ি চালাও, গ্রেভস্। সব কিছু দেখে।'

আবার ও রাস্তার দিকে মুখ ঘোরাল কিন্তু তার আগেই ওর সলজ্জ চেহারা আমার কাছে ধরা পড়েছে।

বড় সড়ক যেখানে সাণ্টা টেরেসার প্রধান রাস্তায় গিয়ে পড়েছে, সেখানে ওকে থামতে হল, লাল আলো দিয়েছিল। 'আমরা এখান থেকে কোথায় যাব ?'

'কোথায় তুমি যেতে চাও ?'

'আমার কিছু আসে যায় না।'

'আমরা স্যাম্প্‌সনের ওখানে যাব,' আমি বললাম। 'মিসেস স্যাম্প্‌সনের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।'

'কথা কি এক্ষুণি বলতে হবে ?'

'তাঁর হয়ে আমি কাজ করছি, তাঁকে একটি রিপোর্ট দাখিল করা আমার কর্তব্য।'

আলো বদলে গেল। স্টাম্প্‌সনের বাড়ির গাড়িপথে পৌঁছবার আগে পর্যন্ত আর কোন কথা হল না। বাড়িটার জমাট অন্ধকার ভেদ করছিল মাত্র কয়েকটি আলো।

গ্রেভস্‌ বলল, 'পারতপক্ষে মিরান্দার সঙ্গে আমি এখন দেখা করতে চাই না। আজ বিকেলে আমরা বিয়ে করেছি।'

'বড় আগে ভাগে করে ফেললে না?'

'কী বলতে চাও? আজ কত মাস ধরে আমি লাইসেন্স বয়ে বয়ে বেড়াচ্ছি।'

'মিরান্দার বাবা বাড়ি ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারতে। কিংবা শোভনভাবে সমাধিস্থ হওয়া পর্যন্ত।'

'মিরান্দাই চেয়েছিল বিয়েটা আজ হয়ে যাক।' ও বলল। 'কাছারি বাড়িতে আমাদের বিয়ে হয়েছে।'

'বিয়ের রাত বোধ হয় তোমার সেখানেই কাটবে। জেলও ওই একই বাড়িতে, তাই না?'

গ্রেভস্‌ জবাব দিল না। গ্যারেজের কাছে ও যখন গাড়ি দাঁড় করাল, আমি তখন ঝুঁকে পড়ে ওর মুখ দেখলাম। ততক্ষণে ও লজ্জা হজম করে ফেলেছে। জুয়াড়ির হাল-ছাড়া ভাব ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

গ্রেভস্‌ বলল, 'পরিহাস আর কাকে বলে! আজ আমাদের বিয়ের রাত, যে-রাতটির জন্যে বছরের পর বছর অপেক্ষা করে আছি। অথচ এখন আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাইছি না।'

'তুমি কি চাও আমি তোমাকে এখানে একা রেখে দিয়ে যাই?'

'কেন নয়?'

'আমি তোমায় বিশ্বাস করি না। ভেবেছিলাম তোমাকেই একমাত্র বিশ্বাস—' শেষ করার মতো উপযুক্ত কথা আমি খুঁজে পেলাম না।

'তুমি আমার বিশ্বাস করতে পার, লিউ।'

'এখন থেকে আমরা বরং মিঃ আর্চারই বলব।'

'তাহলে মিঃ আর্চার। পকেটে আমার বন্দুক রয়েছে। কিন্তু সেটা আমি ব্যবহার করছি না। যথেষ্ট রক্তারক্তি হয়েছে। বুঝতে পারছ সেটা? আমি অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি।'

'অসুস্থই তোমার হবার কথা', আমি বললাম। 'দু' দুটো খুন তুমি হজম করে বসে আছ। এখনকার মতো হিংস্রতায় তোমার উদর পূর্ণ হয়েছে।'

'দুটো খুনের কথা তুমি কেন বললে, লিউ?'

'মিঃ আর্চার।' আমি বললাম।

'তোমাকে অত বেশি নৈতিকতা না দেখালেও চলবে। এরকমটা হবে আমি আগে থেকে তা ভাবি নি।'

'অনেকেই ভাবে না। টেগার্টকে তুমি ঝোঁকের মাথায় গুলি করেছিলে তারপর থেকে তোমার উন্নতি হয়েছে। শেষের দিকে বড্ড বেহিসেবী হয়ে পড়েছিলে। তোমার বোঝা উচিত ছিল, শেরিফকে যে তুমি খবর করনি, সেটা আমি জানতে পেরে যাব।'

'তুমি যে আমাকে আদৌ বলেছিলে তা তুমি প্রমাণ করতে পারবে না।'

'আমাকে প্রমাণ করতে হবে না। কিন্তু তোমার কি মতলব ছিল তা যথেষ্টই আমার জানা আছে। স্যাম্প্‌সনকে তুমি কিছুক্ষণের জন্যে ওই কুঠরিটায় একা পেতে চেয়েছিলে। যে-কাজ টেগার্টের শাগরেদরা পারে নি, সেই কাজ তোমাকে সম্পূর্ণ করতে হয়।'

'তুমি কি সত্যি সত্যি মনে কর কিড্‌ন্যাপের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল?'

'আমি আচ্ছা করেই জানি তা ছিল না। তবু কিড্‌ন্যাপের সঙ্গে তোমার একটা যোগসূত্র আছে। এই কিড্‌ন্যাপ তোমাকে খুনী করে তুলেছে, টেগার্টকে খুন করার একটা কারণ খুঁজে পেয়েছ।'

গ্রেভস্ বলল, 'টেগার্টকে ভাল মনে করেই গুলি করেছিলাম। স্বীকার করছি, পথের কাঁটাকে এইভাবে সরিয়ে দিয়ে আমি মোটেই দুঃখিত হই নি। মিরান্ডা তাকে বড্ড বেশি পছন্দ করত। কিন্তু যে-কারণে তাকে গুলি করি, সেটা হল তোমায় বাঁচাতে।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না।' ঠাণ্ডা, জমাট রাগ নিয়ে আমি সেখানে বসে রইলাম। কালো আকাশে তারাগুলো তুষার স্ফটিকের মতো আঁকড়ে ছিল, আমার মাথায় ঠাণ্ডা বর্ষণ করে যাচ্ছিল।

'তেমনভাবে আমি কিছু ভাবি নি,' ও বলল। 'ভাববার মতো সময় আমার ছিল না। টেগার্ট তোমাকে গুলি করতে যাচ্ছিল তার বদলে আমিই তাকে গুলি করি। এটা এইরকমই এক সহজ ব্যাপার।'

'খুন কখনো সহজ ব্যাপার নয়, তোমার মতো মাথাওয়ালা লোক যখন

করে তখন তো নয়ই। তোমার হাতের অব্যর্থ লক্ষ্য, গ্রেভস্। তোমার তাকে মারার দরকার ছিল না।'

ও আমাকে রুক্ষভাবে জবাব দিল, 'টেগার্টের মরাই উচিত। ওর যা হবার ছিল, তা-ই হয়েছে।'

'কিন্তু সেটা বোধহয় ওই সময়ে নয়। ও আমাকে যা-যা বলেছিল, তার কতখানি তুমি শুনেছিলে, তাই আমি ভাবছি। তুমি সম্ভবত অনেকটাই শুনেছিলে, ও যে কিড্ন্যাপারদের একজন তা-ও জানতে পেরেছিলে। এতদূর নিশ্চিত হবার মতো বোধহয় শুনেছিলে যে, টেগার্ট মারা গেলে তার শাগরেদরা স্যাম্প্সনকে খুন করে ফেলবে।'

'আমি খুবই কম শুনেছিলাম। আমি দেখলাম, সে তোমাকে গুলি করতে যাচ্ছে, তার বদলে আমিই তাকে গুলি করলাম।' তার গলায় বিদ্রূপ ফিরে এল। 'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আমি ভুল করেছিলাম।'

'তুমি বেশ কতকগুলি ভুল করেছিলে। প্রথম, টেগার্টকে খুন করা— সেই প্রথম আরম্ভ, তাই না? আসলে টেগার্টের মৃত্যু তুমি চাও নি। চেয়েছিলে স্যাম্প্সনের মৃত্যু। স্যাম্প্সন বেঁচে বাড়ি ফিরুক, এ তুমি চাও নি, তুমি ভেবেছিলে টেগার্টকে মারলেই বুঝি, সেদিকের পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু টেগার্টের একজন শাগরেদ শুধু বেঁচেছিল, যে-গা ঢাকা দিয়ে ছিল। বেটি জানতও না যে, টেগার্ট মারা গেছে, আমি বলতে তখন সে জানতে পারে এবং স্যাম্প্সনকে খুন করার সুযোগও তার ছিল না। যদিও সুযোগ পেলে হয়তো সে খুন করত। সুতরাং, তোমার নিজের জন্যেই স্যাম্প্সনকে তোমায় খুন করতে হল।

লজ্জা এবং অনিশ্চয়তা ধরনের এক মনোভাব তার মুখে ফের প্রকট হয়ে উঠল। কিন্তু গ্রেভস্ ঝেড়ে ফেলে দিল। 'আর্চার, আমি বাস্তববাদী। তুমিও তাই। স্যাম্প্সনের মৃত্যুতে কারুর ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না।'

ওর গলা বদ্লে যাচ্ছিল হঠাৎ যেন কেমন অগভীর আর চেটাল হয়ে উঠল। আস্ত মানুষটা খালি ছটফট করছিল, এবং নিজেকে আটকাচ্ছিল, একটার পর একটা স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজে চলছিল, কোন একটা যাতে তাকে রক্ষা করে।

আমি বললাম, 'হত্যাকে তুমি অনেক হাল্কা করে দেখছ, আগে তো তুমি তা করতে না। খুনের জন্যে লোককে তুমিই গ্যাস চেম্বারে পাঠিয়েছ। তোমার কি একথা মনে হচ্ছে যে, তুমিও সম্ভবত সেখানে যেতে পার?'

ও কোনরকমে একটু হাসতে পারল। চোখ ও মুখের আশপাশ দিয়ে সেই হাসিটা গভীর দাগে কুৎসিত কিছু রেখা সৃষ্টি করল।

'আমার বিরুদ্ধে তোমার কোন প্রমাণ নেই। একটুকরো নয়।'

'নৈতিক দিক থেকে আমি সুনিশ্চিত, তোমার নিজেরও পরোক্ষ স্বীকারোক্তি।'

'কিন্তু এর কোন রেকর্ড থাকছে না। তাও আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার মতো যথেষ্ট কিছু নেই।'

'সেটা আমার কাজ নয়। তুমি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছ আমার চেয়ে সেটা তুমিই ভাল জান। স্তাম্প্‌সনকে তুমি কেন খুন করতে গেলে, আমি বুঝতে পারছি না।'

গ্রেভস্‌ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ফের যখন কথা বলল তখন ওর গলা আবার পাল্‌টে গিয়েছে। অনেক স্পষ্ট আর কম বয়সী শোনাচ্ছিল, এ সেই লোকের গলা যাকে আমি বহু বছর আগে সেই ষাঁড়ের লড়াইয়ের বর্ষকাল থেকে জানি।

'অবাক লাগছে লিউ, তুমি বললে আমি কেন করতে গেলাম! আমিও তাই ভেবেছি। আমাকে করতে হল। ড্রেসিং রুমে স্তাম্প্‌সনকে যখন ওইভাবে দেখতে পেলাম তখনি আমি মন স্থির করি, তার আগে নয়। আমি তার সঙ্গে কথা অব্দি বলিনি। আমি বুঝতে পারলাম, আমাকে কী করতে হবে, দেখবার পর, পছন্দ করি বা না করি। আমাকে তা করতেই হল।'

'আমার মনে হয়, তুমি তাই চেয়েছিলে।'

'হ্যাঁ,' ও বলল। 'আমি তাকে খুন করতেই চেয়েছিলাম। এখন আমি ভাবতে পর্যন্ত পারছি না।'

'সব ব্যাপারটা তুমি একটু সহজ করে ফেলছ না? আমি বিশ্লেষণ করতে চাই না কিন্তু আমি জানি তোমার অন্যান্য উদ্দেশ্য ছিল। বড় বেশি স্পষ্ট কিন্তু তত বেশি আকর্ষণীয় নয়। তুমি আজ বিকেলে একটি মেয়েকে বিয়ে করেছ যে হবু বড়লোক। যদি তার বাবা মারা যায় তাহলে সে সত্যি সত্যি মস্ত বড়লোক হয়ে ওঠে। গত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তুমি এবং তোমার বউ যে পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের মালিক হয়েছে, তা তুমি জান না, একথা আমায় বলবার চেষ্টা করো না।'

ও বলল, 'আমি যথেষ্টই জানি। কিন্তু পঞ্চাশ লক্ষ নয়। মিসেস স্তাম্প্‌সন অর্ধেক পাবে।'

'তাঁর কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তাঁকেও মারলে না কেন?'

'তুমি বড় বেশি দুর্বহ করে তুলছ।'

'সামান্য সাড়ে বারো লাখের জন্যে তুমিও স্যাম্প্‌সনকে দুর্বহ করে তুলেছ। তারই সঞ্চিত অর্ধেক টাকার জন্যে। তুমি জুয়ো খেলতে গিয়েছিলে তাই না গ্রেভস? নাকি পরে মিসেস স্যাম্প্‌সন আর মিরান্দাকেও খুন করবে বলে মতলব এঁটে রেখেছিলে?'

ও নির্জীব গলায় জবাব দিল, 'তুমি জান তা সত্যি নয়। তুমি আমাকে ভাব কী?'

'আমি এখনও ভেবে উঠতে পারি নি। তুমি একটি মেয়েকে বিয়ে করলে, তার বাপটাকে খুন করলে একই দিনে, মেয়েটাকে সম্পত্তির অধিকারিণী বানাবার জন্যে। কী ব্যাপার, গ্রেভস? দশলক্ষ ডলার যৌতুকসহ তুমি কি তাকে চাও নি? আমি তো জানতাম তোমার সঙ্গে তার ভালবাসা ছিল।'

'বাদ দাও,' ওর গলা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল। 'মিরান্দাকে এ থেকে অব্যাহতি দাও।'

'পারি না। মিরান্দার কথা না বললেও অন্য কয়েকটি বিষয় কথা আমাকে বলতেই হবে।'

'না,' ও বলল। 'কথা বলার আর কিছু নেই।'

আমি ওকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে পিছু ফিরলাম, জুয়াড়ির প্রস্তরহৃদয়ের হাসি ও নিজে নিজে হাসুক। বাড়ির দিকে যাবার জন্যে আমি যখন কাঁকর বিছানো গাড়িপথ পার হচ্ছি তখন আমার পিঠ ওর দিকে এবং ওর পকেটে বন্দুক, তবু আমি পেছন ফিরে তাকালাম না। ও যখন বলেছিল, খুনজখমে ওর শরীর কাহিল হয়ে গেছে, তখন আমি ওর কথা বিশ্বাস করেছিলাম।

রান্নাঘরে আলো জ্বলছিল, কিন্তু আমি দরজায় আওয়াজ ম, কেউ সাড়া দিল না। বাড়ির ভেতর দিক দিয়ে আমি লিফ্‌টে উঠলাম। টা থেকে যখন বেরুলাম মিসেস ক্রোমবের্গ তখন ওপরতলার হল-এ ছিল।

'কোথায় যাচ্ছেন?'

মিসেস স্যাম্প্‌সনের সঙ্গে দেখা করতে।'

'যাবেন না। আজ সারাদিন উনি বড্ড বেশি উতলা, উদ্‌ব্যস্ত হয়ে আছেন। ঘণ্টাখানেক আগে তিনটে নেম্বুটল খেয়েছেন।'

'দেখা করা জরুরী।'

'কত জরুরী?'

'যেকথা শোনবার জন্যে উনি অপেক্ষা করে আছেন।'

তার চোখে ফুলকি ফুটে উঠল, বুঝতে পেরেছে। কিন্তু মিসেস অতিশয় বিনয়ী ভৃত্য, আমাকে প্রশ্ন করল না। 'দেখছি। উনি ঘুমোচ্ছেন কিনা।' মিসেস স্যাম্প্‌সনের বন্ধ দরজায় কাছে গিয়ে সে সাবধানে খুলল।

ঘরের ভেতর থেকে এক ভয়জড়িত ফিসফিস ভেসে ভেসে এল, 'কে ?'

'ক্রোমবের্গ। মিঃ আর্চার বলছেন দেখা করবেন। বলছেন খুব জরুরী।'

'অতি উত্তম,' ফিসফিস বলল, একটি আলো জ্বলল। মিসেস ক্রোমবের্গ আমাকে ঢুকতে দেবার জন্যে একপাশে সরে দাঁড়াল।

মিসেস স্যাম্প্‌সন দুই কনুয়ের ওপর ঝুঁকে বসেছিলেন। আলোয় মিটমিট করে দীপ্তি পেতে চাইছিল। তার তামাটে মুখ ঘুমের ওষুধে এবং ঘুমে কিংবা ঘুমের আশায় সিদ্ধ হয়ে আছে।

আমি দরজা পেছন থেকে বন্ধ করে দিলাম। 'আপনার স্বামী মারা গেছেন।'

'মারা গেছে,' মহিলা আমার কথাই ফের বলল।

'আপনি অবাক হননি মনে হচ্ছে।'

'অবাক হওয়ার কথা ? আপনি জানেন না, কি দুঃস্বপ্ন আমি দেখছি! মনকে যখন কিছু শান্ত করা যায় না, তখন কি ভয়ংকর অথচ কিছুতে ঘুম আসে না! আজ রাতে কতকগুলো মুখ ভেসে উঠছিল, এত স্পষ্ট! :দেখলাম, ওর মুখ সমুদ্রে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে, আমাকে গিলে খাবে বলে হুমকি দিচ্ছে।'

'মিসেস স্যাম্প্‌সন, আমি যা বললাম আপনি শুনতে পেয়েছেন ? আপনার স্বামী মারা গিয়েছেন। দু' ঘণ্টা আগে তাঁকে খুন করা হয়েছে।'

'আপনার কথা শুনেছি, আমি জানতাম, ওর চেয়ে আমি বেশিদিন বাঁচব।'

'কেবল এই কথাই আপনার মনে হচ্ছে ?'

'আর কী মনে হবে ?' মহিলার গলা ঝাপ্‌সা, অনুভূতিশূন্য, নিদ্রা ও জাগরণের গভীর খাতের মধ্যে ভেসে বেড়ানো এক হিসহিস ধ্বনি। আগেই আমি বিধবা হয়েছি, তখনই আমি বুঝেছিলাম। বব যখন মারা যায় তখন আমি কতদিন ধরে কেঁদেছি। এখন আমি তার বাবার জন্যে শোক করতে পারব না। সে মরুক তাই আমি চেয়েছিলাম।'

'তাহলে আপনার ইচ্ছেই পূরণ হয়েছে।'

'আমার সব ইচ্ছে নয়। বড় শীগগির ও মারা গেল, কিংবা যথেষ্ট শীগগির নয়। সবাই বড় তাড়াতাড়ি মারা গেল। মিরান্দা যদি সেই ছেলেটাকে বিয়ে করত। রাল্‌ফ তাহলে তার উইল বদলাতে পারত এবং সব সম্পত্তি আমিই পেতাম।' আমার দিকে মহিলা ধূর্ত চোখ করে তাকাল। 'আর্চার, আপনি

কী ভাবছেন আমি বুঝতে পারছি। আমি এক শয়তান মেয়েমানুষ। কিন্তু সত্যি আমি শয়তান নই। আপনি দেখছেন না আমার সামান্য কতটুকু আছে। যেটুকু আছে সেটুকুকেই আমার দেখেশুনে রাখতে হবে।'

'পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের অর্ধেক।' আমি বললাম।

'টাকা নয় যা দেয় সেটা হল ক্ষমতা। সেটা আমার এত দরকার ছিল। এখন মিরান্দা চলে যাবে, আমাকে একলা ফেলে রেখে। আসুন, আমার পাশে এসে একটু বসুন। ঘুমোতে যাবার আগে আমার এত ভীষণ ভয় করে। ভাবতে পারেন, ঘুমোবার আগে প্রতি রাতে ওর মুখ আমাকে দেখতে হবে।'

'আমি জানি না, মিসেস স্যাম্প্‌সন।' মহিলার জন্যে আমার করুণা হচ্ছিল কিন্তু অন্য অনুভূতি আরও প্রখর ছিল। আমি বেরিয়ে তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলাম।

মিসেস ক্রোমবের্গ তখনও হলঘরে ছিল। 'আপনাকে বলতে শুনলাম, মিঃ স্যাম্প্‌সন মারা গিয়েছেন।'

'গিয়েছেন। মিসেস স্যাম্প্‌সন এখন কথাবার্তা বলার বাইরে। মিরান্দা কোথায় জান?'

'নিচের তলায় কোথাও আছে বোধহয়।'

আমি তাকে শোবার ঘরে পেলাম, ফায়ার প্লেসের পাশে সে নিজের পা জড়িয়ে বসে ছিল। ঘরে আলো নেই, মাঝখানের প্রকাণ্ড জানালা দিয়ে আমি অন্ধকার সমুদ্র এবং দিগন্তের রুপোলী বিন্দু দেখতে পাচ্ছিলাম।

আমি ঘরে ঢুকতে ও মুখ তুলল কিন্তু আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে উঠে দাঁড়াল না। 'আর্চার, আপনি?'

'হ্যাঁ। তোমাকে আমার কিছু বলবার আছে।'

'তাকে খুঁজে পেয়েছেন?' ফায়ারপ্লেসে একখণ্ড জ্বলন্ত কাঠ ওর মাথা আর গলা থেকে থেকে গোলাপী করে তুলতে লাগল। ওর চোখজোড়া আরও একাগ্র কালো।

'হ্যাঁ। তিনি মারা গেছেন।'

'আমি জানতাম মারা যাবে, গোড়া থেকেই সে মারা গেছে, তাই না?'

'তাই বলতে পারলে খুশি হতাম।'

'কী বলতে চান আপনি?'

যা বলতে চাই সেটা আমি তখন বললাম না। 'টাকাটা আমি উদ্ধার করেছি।'

'টাকা ?'

'এই যে।' ব্যাগটা আমি ওর পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিলাম। 'একশ হাজার 'টাকা সম্বন্ধে আমার মাথাব্যথা নেই, কোথায় তাকে পেলেন ?'

'মিরান্দা, আমার কথা শোন। তোমাকে এখন থেকে নিজেকেই সব করতে হবে।'

'পুরোপুরি নয়,' ও বলল, 'আজ বিকেলে অ্যালবার্টকে আমি বিয়ে করেছি।'

'আমি জানি। সে আমাকে বলেছে। কিন্তু তোমাকে এ-বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে এবং তোমার নিজের ভার তোমাকে নিজেকেই নিতে হবে। তোমার প্রথম কাজ ওই টাকাটা সরিয়ে রাখা। ফিরে পেতে আমাকে বহু ঝামেলা করতে হয়েছে। এর খানিকটা হয়তো তোমার দরকারে লাগবে।'

'আমি দুঃখিত। কোথায় রাখব ?'

'পড়ার ঘরের সিন্দুকে যতক্ষণ না ব্যাংকে জমা দিচ্ছ।'

'ঠিক আছে।' হঠাৎ ও যেন মন স্থির করে উঠে পড়ল এবং পড়বার ঘরের দিকে গেল। ওর হাত আড়ষ্ট, কাঁধ শক্ত যেন নিম্নচাপকে প্রতিহত করছে।

মিরান্দা যখন সিন্দুক খুলছে আমি তখন গাড়ির আওয়াজ শুনলাম। গাড়ি পথ ধরে বেরিয়ে গেল। ও আমার দিকে বেকায়দায় ঘুরে দাঁড়াল কিন্তু সাধারণ সৌজন্যের চেয়েও সেটা বেশি আকর্ষণীয়। 'কে গেল ?'

'অ্যালবার্ট গ্রেভস। আমাকে ও-ই এখানে পৌঁছে দিয়েছে।'

কিন্তু ভেতরে এল না কেন।'

আমি আমার অবশিষ্ট সাহস সঞ্চয় করলাম এবং বললাম : 'আজ রাতে ও তোমার বাবাকে খুন করেছে।'

ওর মুখ নড়ল কিন্তু দম বন্ধ, তারপর জোর করে কথা বলল। 'আপনি ঠাট্টা করছেন, তাই না ? এ কাজ ও করতে পারে না।'

'করেছে।' আমি তথ্যের আশ্রয় নিলাম। 'তোমার বাবাকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে, আজ বিকেলে আমি তার খোঁজ পাই। গ্রেভসকে লস এঞ্জেলেস থেকে ফোন করে বলি, শেরিফকে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারে চলে আসতে। গ্রেভস আমার আগে গিয়ে সেখানে পৌঁছায় কিন্তু শেরিফকে নিয়ে যায়নি। আমি যখন পৌঁছাই তখন ওর কোন চিহ্ন ছিল না। গাড়িটা চোখের আড়ালে কোথাও রেখেছিল, তখনও সে বাড়িটার মধ্যে তোমার বাবার সঙ্গেই ছিল। আমি যখন ভেতরে ঢুকি তখন ও পেছন থেকে আমায় মেরে অজ্ঞান করে

দেয়। আমার জ্ঞান যখন ফেরে তখন ও ভান করে যেন তক্ষুনি এসে পৌঁছেছে। তোমার বাবা ততক্ষণ মারা গিয়েছেন। কিন্তু শরীরে তখনও উত্তাপ ছিল।

'অ্যালবার্ট এ কাজ করেছে, আমি বিশ্বাস রাখতে পারছি না।'

'তবু তুমি বিশ্বাস কর।'

'আপনার কোন প্রমাণ আছে।'

'খুব খুঁটিনাটি প্রমাণ আছে। প্রমাণ যোগাড়ের সময় আমার হাতে ছিল না। প্রমাণ খোঁজা পুলিসের কাজ।'

চামড়ার আরামকেদারায় ও স্থাণুর মতো ধুপ করে বসে পড়ল। 'এত লোক মারা গেল। বাবা, অ্যালান—'

'গ্রেভস দু'জনকেই খুন করেছে।'

'কিন্তু অ্যালানকে ও মেরেছিল আপনাকে বাঁচাতে। আপনি আমাকে বলেছিলেন—'

'ওটা এক জটিল খুন,' আমি বললাম। 'সমর্থনযোগ্য নরহত্যা এবং তারও বেশি। টেগার্টকে ওর মারবার দরকার ছিল না। ওর হাতের টিপ দারুণ। ও চাইলে তাকে শুধু আহত করতে পারত। কিন্তু টেগার্টের মৃত্যুই ও চেয়েছিল। তার যুক্তিই ছিল।'

'কী সেই সম্ভাব্য যুক্তি?'

'এটা তুমি জান, বোধহয়।'

মিরান্দা আলোয় ওর মুখ তুলল। আমার মনে হল ও নানা জিনিসের মধ্যে একটা কিছু বাছছে, স্পষ্ট নির্ভিকতাকেই বেছে নিল। 'হ্যাঁ, জানি, অ্যালানকে আমি ভালবাসতাম।'

'কিন্তু তুমি তো গ্রেভসকে বিয়ে করার কথা ভাবছিলে।'

'কাল রাতের আগে আমি মন স্থির করতে পারিনি। কাউকে না কাউকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছিলাম, মনে হল ওকেই করি। জ্বলে পোড়ার চেয়ে বিয়ে করা ভাল।'

'তোমাকে নিয়ে ও জুয়ো খেলতে গিয়েছিল। জিতেছে। কিন্তু অন্য যাতে বাজী লড়েছিল সেটা লাগে নি। টেগার্টের শাগরেদ তোমার বাবাকে মারতে পারেনি। সুতরাং গ্রেভস নিজে তোমার বাবাকে গলা টিপে মেরেছে।'

মিরান্দা একটা হাত চোখে কপালে রাখল। ওর গালের নীল শিরা সূক্ষ্ম এবং কমনীয়। ও বলল, অবিশ্বাস্য রকমের কুৎসিত ব্যাপার। আমি বুঝতে পারছি না, ও কী করে করতে পারল।'

'টাকার জন্যে করেছে।'

'কিন্তু টাকা ও কোনদিনই গ্রাহ্য করত না। ওর ওই একটা জিনিস আমি প্রশংসা করতাম।' ও মুখ থেকে হাত সরাল, তখন দেখলাম ও ভীষণ তিতকুটে হাসি হাসছে। 'দেখছি, প্রশংসার ব্যাপারে আমি বিচক্ষণ হতে পারিনি।'

'এক সময় সত্যি গ্রেভস টাকার জন্যে গ্রাহ্য করত না। অন্য কোন জায়গায় হয়তো সেই ভাবে থেকে যেতে পারত। কিন্তু সান্টা টেরেসা তেমন জায়গা নয়। এ-শহরে টাকা হচ্ছে শরীরের রক্ত। টাকা যদি তোমার না থাকে তুমি তাহলে আধমরা। লাখপতিদের হয়ে কাজ করা, তাদের টাকাপয়সা নাড়াচাড়া করা বোধহয় ওকে তিক্ত করে তুলেছিল অথচ নিজের কিছুই ছিল না। হঠাৎ সে আবিষ্কার করে তার নিজের সম্পত্তি হবার এই সুযোগ। বুঝতে পারে টাকা ছাড়া পৃথিবীতে সে আর কিছুই চায়নি।'

মিরান্দা বলল, 'এই মুহূর্তে আমার কী মনে হচ্ছে, জানেন? একেবারে যদি আমার টাকা না থাকত, সেক্স না থাকত। এই দুটি জিনিসের অত দাম নয় কিন্তু এই দুটি নিয়েই সবচেয়ে বেশি ঝামেলা।'

'মানুষকে টাকা যা করে তোলে, তার জন্য টাকাকে তুমি দোষ দিতে পার না। পাপ আছে মানুষের মধ্যে, টাকা হচ্ছে খুঁটি, তারা সেটাকে আঁকড়ে থাকে। মানুষ যখন অন্যান্য মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলে তখনই টাকার জন্যে পাগল হয়ে যায়।'

'অ্যালবার্ট গ্রেভস-এর কী হয়েছিল, আমি তাই ভাবি।'

'কেউ জানে না। নিজেও সে জানে না। এখন যেটা জরুরী ব্যাপার সেটা হল, তার কী হবে।'

'পুলিসকে কি বলতেই হবে?'

'আমিই তাদের বলব। আমার পক্ষে সেটাই সহজ হবে, যদি তুমি রাজী হও। পরিশেষে তোমার পক্ষেও সহজ হবে।'

'আপনি আমাকেও খানিকটা দায়িত্ব নিতে বলছেন কিন্তু আমি কি ভাবি না ভাবি তা নিয়ে তো আপনার মাথাব্যথা নেই! যাই হোক না, আপনি বলবেনই। অথচ কোন প্রমাণ নেই, আপনি স্বীকার করছেন।' চেয়ারের মধ্যে ও ছটফট করে উঠল।

'অভিযুক্ত হলে গ্রেভস অস্বীকার করবে না। আমার চেয়ে তুমি ভাল করেই তাকে জান।'

'আমার তাই ধারণা ছিল যে, তাকে ভাল করেই চিনি। এখন আমি কোন কিছুই নিশ্চয় করে বলতে পারছি না।'

'তাই বলছি, আমাকেই এগিয়ে যেতে দাও। তোমার প্রচুর সন্দেহ নিরসন করার রয়েছে আর কিছুই না করে সন্দেহের নিরসনও তুমি করতে পারবে না। শুধু অনিশ্চয়তা নিয়েও তুমি বাঁচতে পারবে না।'

'এবিষয়েও আমি নিশ্চিত নই যে, আমাকে বেঁচে থাকতেই হবে।'

আমি রুক্ষভাবে বললাম, 'আমার ওপর দিয়ে রোমান্টিক হবার চেষ্টা করো না। নিজের প্রতি করুণা তোমার মুক্তির পথ নয়। দু'টি পুরুষের ক্ষেত্রে তোমার সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা ঘটেছে। আমার ধারণা তোমার যথেষ্ট শক্তি আছে, তুমি সামলে উঠতে পারবে। আগেই তোমায় বলেছি, তোমার নিজের জীবন আছে, তাকে তৈরি করে নিতে হবে। তুমি এখন থেকে নিজের।'

মিরান্দা আমার দিকে ঝুঁকে এল। শরীর থেকে তার বুক এগিয়ে এল, উন্মুখ, নরম। তার মুখ নরম। 'কী করে আরম্ভ করব, আমি জানি না। আমি কী করব ?'

'আমার সঙ্গে এস।'

'আপনার সঙ্গে ? আপনি চান, আমি আপনার সঙ্গে যাই ?'

'মিরান্দা, তোমার ভার তুমি আমার ওপর চাপাবার চেষ্টা করো না। তুমি বড় চমৎকার মেয়ে, তোমাকে আমি খুব পছন্দ করি কিন্তু তোমার সমস্যা আমার নয়। আমার সঙ্গে এস, আমরা ডি. এ.-র সঙ্গে কথা বলি। যা স্থির করবার তিনিই করুন।'

'অতি উত্তম। আমরা হামফ্রেজ-এর কাছে যাই। অ্যালবার্ট-এর সঙ্গে সে বরাবরই ঘনিষ্ঠ।'

মিরান্দা আমাকে গাড়িতে আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে টেবিলাকার এক পাহাড়ে নিয়ে গেল। সেখান থেকে গোটা শহরটা দেখা যায়। হামফ্রেজের লাল কাঠের বাংলোর সামনে সে যখন গাড়ি থামাল, তখন সেখানে আরেকটি গাড়ি দাঁড়িয়ে।

ও বলল, 'ওটা অ্যালবার্টের গাড়ি। আপনি দয়া করে একা যান। আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই না।'

আমি ওকে গাড়িতে রেখে পাথরের সিঁড়ি দিয়ে সামনের বারান্দায় উঠে গেলাম। আমি দরজায় ধাক্কা দেবার আগেই হামফ্রেজ নিজেই দরজা খুলল। তার মুখটা ভীষণরকমে মাথার খুলির মতো দেখাচ্ছিল।

সে বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে এল এবং দরজাটা ভেজিয়ে দিল। বলল, 'গ্রেভস এখানে রয়েছে। কয়েক মিনিট আগে এসেছে, আমাকে বলছে, স্যাম্প্‌সনকে ও খুন করেছে।'

'আপনি কী করবেন ?'

'শেরিফকে আমি খবর দিয়েছি। সে রওনা হয়েছে।' পাতলা হয়ে আসা চুলে হামক্রেজ আঙুল চালাল। তার অঙ্গভঙ্গী, গলার স্বর হালকা শোনাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যথেষ্ট দূরের যেন বাস্তবতা তার কাছছাড়া হয়ে বহু দূরে সরে গেছে। 'বড় করুণ মর্মান্তিক ব্যাপার। আমার বিশ্বাস ছিল, অ্যালবার্ট গ্রেভস ভাল লোক।'

আমি বললাম, 'অপরাধ জিনিসটা প্রায়ই এইভাবে চারিয়ে যায়। ওটা মহামারীর মতো। এমন ঘটনা তো আপনি আগেও ঘটতে দেখেছেন।'

'আমার কোন বন্ধুর ক্ষেত্রে নয়।' এক মিনিট সে চুপ করে রইল। 'এই একটু আগে বার্ট ফিয়েটেগার্ড-এর কথা বলছিল। নির্দোষিতা সম্বন্ধে কী যেন একটা বলল, যে, এটা অনেকটা অতল খাদের দিকে দাঁড়িয়ে থাকার মতো। তোমার নিষ্পাপ নির্দোষিতা না খুইয়ে সেই খাদের তলার দিকে তুমি তাকাতে পার না। আর একবার তাকানো মানেই তুমি অপরাধী। বার্ট বলল, ও নিচের দিকে তাকিয়ে ছিল, সুতরাং স্যাম্পসনকে হত্যা করার আগেই সে অপরাধী।'

আমি বললাম, 'এখনো নিজের সব কিছু ও সোজা করে দেখতে চাইছে। নিচের দিকে ও তাকায় নি মোটেই ; তাকিয়ে ছিল ওপর দিকে। পাহাড়ের ওপরে বাড়িগুলোয় ছিল তার দৃষ্টি যেখানে বৃহৎ পরিমাণ টাকা থাকে। স্যাম্পসনের লাখ লাখ টাকার চারভাগের এক ভাগ নিয়ে ও নিজেও বড়লোক হয়ে উঠতে চেয়েছিল।'

হামক্রেজ ধীরে জবাব দিল : 'আমি জানি না। টাকার ব্যাপারে কখনো ও তেমন গ্রাহ্য করেনি। এখনও করে বলে আমি মনে করি না। কিন্তু কিছু একটা ওর হয়েছিল। স্যাম্পসনকে ও খুন করত, তা সে তো আরো অনেকেই করে। স্যাম্পসনের হয়ে যারা কাজ করেছে, তাদের সে বুঝিয়ে ছাড়ত যেন তারা ওর চাপরাশি। কিন্তু গ্রেভসএর ক্ষেত্রে আরও গভীর কিছু একটা ঘটেছে। সারা জীবন ও কঠিন পরিশ্রম করেছে কিন্তু হঠাৎ সব কিছু যেন ঘটে গেল। ওর কাছে আর কোন কিছুর মানে রইল না। ন্যায়, ধর্ম, বিচার কিছুই থাকছিল না, তার কাছে কিংবা গোটা পৃথিবীতেই। জান, সেইজন্যেই ও প্রসিকিউটিং ছেড়ে দিয়েছিল।'

'আমি জানতাম না।'

'শেষে একেবারে অন্ধের মতো পৃথিবীকে আঘাত হানল এবং একজনকে খুন করে বসল।'

'অন্ধভাবে নয়। খুব ভেবেচিন্তে।'

'খুব অন্ধভাবে', হামফ্রেজ বলল। 'বার্ট গ্রেভস-এর এখন যেমন শোচনীয় অবস্থা, এমন অবস্থা আর কারুর দেখি নি।'

মিরান্দার কাছে আমি ফিরে গেলাম। 'গ্রেভ্স্ এখানে রয়েছে। তুমি ওর বিষয়ে খুব একটা ভুল কর নি। ও ঠিক কাজই করেছে।'

'স্বীকার করেছে?'

'আস্ত ব্যাপারটাকে ও ধাপ্পা দিতে পারে না, সেদিক থেকে ও বেশি সৎ, আর কেউ যদি ওকে সন্দেহ না-ও করত, তবু নিজেকে ও ঠিকই সন্দেহ করত। যে কোন লোকের সততাই অবস্থা-নির্ভর। কিন্তু ও জানত যে আমি জানি। তাই হামফ্রেজ-এর কাছে গিয়ে ও সবকথা খুলে বলেছে।'

'তাতে আমি খুশি হয়েছি।' কিন্তু এক মুহূর্ত পরে অন্য শব্দের মধ্য দিয়ে ও তার এই কথা অস্বীকার করল। কেঁপে কেঁপে গভীর কান্না উঠছিল ওর ভেতর থেকে, স্টিয়ারিং-এর ওপর ওকে বিনত করে দিল।

আমি ওকে তুলে সরিয়ে দিলাম এবং নিজে গাড়ি চালাতে লাগলাম।

পাহাড় দিয়ে আমরা যখন নামছি, তখন শহরের সব আলোগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার কাছে সেগুলো খুব সত্যি মনে হচ্ছিল না।

আকাশের তারা এবং বাড়ির আলো জোনাকির মতো জ্বলছিল, কৃষ্ণকায় অসীম শূন্যতায় হিমাগ্নির স্ফুলিঙ্গর মতো স্থির হয়ে ছিল। আমার পৃথিবীতে তখন সবচেয়ে সত্যি, সবচেয়ে বাস্তব আমার পাশে-বসা মেয়েটি—উষ্ণ, কম্পমান এবং নিরুদ্দিষ্ট।

আমি চাইলে ওকে জড়িয়ে টেনে নিতে পারতাম। ও ততখানি অসহায়, ততখানি দুর্বল হয়ে ছিল। কিন্তু তা করলে এক সপ্তাহের মধ্যে ও আমাকে ঘৃণা করত। ছ' মাসের মধ্যে আমিও হয়তো মিরান্দাকে ঘৃণা করতাম। আমার নিজের হাত আমি নিজের কাছে রাখলাম, নিজের ক্ষতস্থানে ও নিজেই প্রলেপ দিক। কাঁদতে ও আমার কাঁধ ব্যবহার করল, আর কারুবক্ষ ও এই ভাবেই ব্যবহার করতে পারত।

ওর কান্না ধীরে এক টানা ছন্দের মতো হয়ে আসছিল। দুলুনির মধ্য দিয়ে যেন ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছিল। পাহাড়ের পাদদেশে শেরিফের বেতারগাড়ি আমাদের পাশ দিয়ে হুস্ করে বেরিয়ে গেল, ঘুরে বাড়িটার দিকে গেল, গ্রেভস যেখানে অপেক্ষা করে আছে।
